বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৭ সংখ্যা-০৬ জুন- ২০২৪

দেশ রূপান্তর NEWAGE

শাহেদুল ইসলাম (ডানে) মালয়েশিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বুধবার বগুড়া থেকে ঢাকায় আসেন। রিক্রুটিং এজেন্সির লোকজনের আশ্বাসে প্রতিদিনের মতো গতকালও বিমানবন্দরে আসেন তিনি, কিন্তু টিকিট পাননি। বেলা সাড়ে তিনটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। শুভ্র কান্তি দাশ

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন The Daily Star The Financial Express

দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম আলো সময়ের আলো

BILS

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৪৩
শ্রম বাজার	৪৪ - ৭৩
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৭৪ - ৯১
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৯২ - ৯৭
আন্দোলন ও ধর্মঘট	৯৮ - ১০৫
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১০৬

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ১, ২০২৪

চীন, ভারত ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোর শ্রমবাজারকে লক্ষ্য করে পূর্বাভাস সংশোধন করেছে আইএলও ছবি : রয়টার্স

আইএলওর প্রতিবেদন

বেকারত্ব হ্রাসে বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে নারী-পুরুষ বৈষম্য

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায় বেকারত্ব। শ্রমবাজারের লৈঙ্গিক বৈষম্য এ সংকটে বরাবরই নতুন মাত্রা যোগ করে আসছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরে বিশ্বব্যাপী বেকারত্বের হার ২০২৩ সালের তুলনায় কিছুটা কমবে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য এ সময় অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সালের ৫ শতাংশ বেকারত্বের তুলনায় চলতি বছর কিছুটা কমে দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এর আগে ৫ দশমিক ২ শতাংশ বেকারত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিল আইএলও। তবে সাম্প্রতিক সংশোধিত পূর্বাভাসে এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে বলে জানিয়েছে।

মূলত চীন, ভারত ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোর শ্রমবাজারকে লক্ষ্য করে পূর্বাভাস সংশোধন করেছে সংস্থাটি। এর পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে যাওয়া প্রবৃদ্ধি। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও শক্তিশালী শ্রমবাজার কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএফএম) গত জানুয়ারিতে চলতি বছরের জন্য ৩ দশমিক ১ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিলেও এপ্রিলে সংশোধন করে ৩ দশমিক ২ শতাংশে উন্নীত করেছে।

আইএলও জানিয়েছে, স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ তুলনামূলক উন্নত শ্রমবাজারের পূর্বাভাস দিচ্ছে। তবে কিছু বিষয় এ পরিস্থিতিকে মধ্যমেয়াদে প্রভাবিত করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে সীমাবদ্ধ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রত্যাশিত আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সমন্বয়ের অনিশ্চয়তা।

তবে বিশ্লেষণে অনুমান করা হচ্ছে, বেকারত্ব কমার এ ধারা ২০২৫ সালেও অব্যাহত থাকবে। ওই সময়ও এ হার হবে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ।

তুলনামূলক ইতিবাচক পূর্বাভাস সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হওয়ার চলমান ধারাকে গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হয়েছে আইএলওর প্রতিবেদনে। যার অন্যতম প্রভাবক হলো শ্রমবাজারে নারী ও পুরুষের কাজপ্রাপ্তিতে বৈষম্য। সংস্থার মহাপরিচালক গিলবার্ট হাউংবো বলেন, 'এ প্রতিবেদন বলছে, আমরা এখনো কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছি। বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করতে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমবাজারে কিছু অসাম্য রয়েছে, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এটি দৃশ্যমান।'

তিনি আরো বলেন, 'শ্রমবাজারে টেকসই পুনরুদ্ধার অর্জন করতে হলে এতে সবার প্রাপ্য নিশ্চিত করতে হবে। সব ধরনের কর্মীদের চাহিদা বিবেচনা করে আমাদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির পক্ষে কাজ করতে হবে।'

আইএলওর প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত অনুসারে, শ্রমবাজারে প্রবেশে ইচ্ছুক অথচ কাজে নেই—২০২৪ সালে এমন ব্যক্তির সংখ্যা হবে ৪০ কোটি ২০ লাখ। বেকার হিসেবে পরিসংখ্যানে থাকা ১৮ কোটি ৩০ লাখ মানুষ এ সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া নিম্ন আয়ের দেশগুলোয় সুযোগের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারবেন না এমন নারীর সংখ্যাও বাড়বে। এসব দেশে সুযোগ না থাকায় শ্রমবাজার থেকে দূরে থাকা নারীর সংখ্যা দাঁড়াবে ২২ দশমিক ৮ শতাংশ, বিপরীতে পুরুষ হবে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ। উচ্চ আয়ের দেশেও কর্মসংস্থানে ইচ্ছুক অথচ বেকার এমন নারী ও পুরুষে বৈষম্য দেখা যাবে। ৯ দশমিক ৭ শতাংশ নারীর বিপরীতে পুরুষের হার হবে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ কর্মক্ষম নারী কর্মসংস্থানে যুক্ত থাকবেন, বিপরীতে পুরুষ ৬৯ দশমিক ২ শতাংশ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। এছাড়া নারী ও পুরুষের আয়ের মাঝে প্রভেদ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উচ্চ আয়ের দেশে পুরুষের ১ ডলারের বিপরীতে নারীরা আয় করবেন ৭৩ সেন্ট, অন্যদিকে নিম্ন আয়ের দেশে ৪৪ সেন্ট।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এ পার্থক্যের পেছনে পারিবারিক দায়িত্ব একটি কারণ। অবৈতনিক কাজ বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের লৈঙ্গিক ব্যবধান তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখে।

দেশগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির পক্ষে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে গিলবার্ট হাউংবো। তিনি বলেন, 'আমাদের নীতি ও প্রতিষ্ঠানের মূলে অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে সামনে রাখতে হবে। যদি তা না করি, তবে আমরা শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হব।'

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ১ জুন ২০২৪

কতটা স্মার্ট হবে এবারের বাজেট?

রাজেকুজ্জামান রতন

বছর ঘুরে যেমন বছর আসে, শত সংকটের মধ্যেও তেমনি প্রতিবছরই বাজেট প্রণয়ন করতে হয়। আগামী বছরের আশার কথা শোনাতে হয় অর্থমন্ত্রীদের। গত বাজেটে বলা হয়েছিল স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্নের কথা। এবারের বাজেটেরও প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকার'। এই প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করে ৬ জুন জাতীয় সংসদে বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হবে। বাজেট একটি আয়-ব্যয়ের দলিল আর রাজনৈতিক নির্দেশনার প্রতিফলন। এক বছর আগে যে দলিল উপস্থাপন করা হয়েছিল তার বাস্তবায়নে দুর্বলতা কি ছিল সেই আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য। কিন্তু তা হয় না। গত ৫২ বছর ধরে দেশের বাজেটের আয়তন ও আকৃতি বেড়েছে প্রতি বছর। কিন্তু প্রকৃতি একই রকম। প্রতিবছর আগের বছরের তুলনায় বাজেট বড় হয়, ট্যাক্সের বোঝা বাড়ে, ধনীদের সম্পদ বাড়ে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ বাড়ে, আমলা প্রশাসন খাতে বরাদ্দ বাড়ে আর সবশেষে এসবের প্রভাবে বাড়ে দ্রব্যমূল্য। সাধারণ মানুষ ভাবে নতুন বাজেট মানে বাড়তি চাপ, সংসারের খরচ বৃদ্ধি। এ রকম ভাবনার মধ্যেই তো বাজেট উত্থাপন করা হবে এবং অবিকৃতভাবেই পাস হয়ে যাবে সংসদে। একটু দেখে নেওয়া যাক যে বছরটা পার করলাম আমরা, সে বছরের বাজেটের প্রতিশ্রুতি কী ছিল?

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছিল তার নাম ছিল 'উন্নয়নের দীর্ঘ অগ্রযাত্রা পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অভিমুখে'। বাংলাদেশের ৫২তম বাজেটের মূল দর্শন ছিল ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। সেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে প্রথম বাজেট দেখেছি আমরা। বলা হয়েছিল– স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট সমাজ এবং স্মার্ট অর্থনীতি– এ ৪ মূল স্তম্ভের ওপর। অর্থমন্ত্রী জাতীয় সংসদে তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'স্মার্ট বাংলাদেশে মাথা পিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার। স্মার্ট বাংলাদেশে ৩ শতাংশের কম মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়। মূল্যস্ফীতি ৪-৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকবে এবং বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে। রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের ওপরে এবং বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ, বলেন অর্থমন্ত্রী। স্মার্ট বাংলাদেশে শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক স্বাক্ষরতা অর্জিত হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে সবার দোরগোড়ায়। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগব্যবস্থা, টেকসই নগরায়ণসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সব সেবা হাতের নাগালে থাকবে। এ ছাড়া তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, বলছিলেন অর্থমন্ত্রী। এই বক্তব্যের কারণে আশা করা হয়েছিল করোনা, বিশ্ব অর্থনীতির বিবেচনায় স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থানকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু সে বাজেটে নির্বাচনী চমক হিসেবে বড়মাপের ব্যবসায়ীদের খুশি করতে পুরনো পথেই হেঁটেছিল সরকার। বড় ব্যবসায়ীদের বড় অঙ্কের 'কর ছাড়' দিয়ে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে রাজস্ব জাল বিছিয়ে সাধারণ আয়ের মানুষকে আটকে ফেলা হয়েছিল। বাজেটের আকার ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। আর অনুদানসহ অর্থবছরের জন্য আয় হিসাব করা হয়েছিল ৫ লাখ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। অনুদান ছাড়া ঘাটতি ধরা হয়েছিল, ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। সরকারের আয় বৃদ্ধির প্রধান উৎস এনবিআর। কিন্তু রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি মাত্র ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। বাজেটে আইএমএফ থেকে ৪৭০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ নেওয়ার শর্ত পূরণের পদক্ষেপ ছিল। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রণয়ন করার কথা ছিল জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয়ের সময়ভিত্তিক সূত্র। তার বাস্তবায়ন যথাযথভাবেই হয়েছে। ৩ কোটি টাকার বেশি সম্পদ থাকলে করের ওপর সারচার্জ দিতে হতো। সেই সীমা বাড়িয়ে ৪ কোটি টাকা করা হয়েছিল। একদিকে নির্বাচনী বছর, আরেক দিকে অর্থনীতিতে নানা সংকট তাই, বাজেটে ছোটদের কর পরিশোধের জন্য চেপে ধরলেও কৌশলে বড় ব্যবসায়ীদের ঠিকই খুশি রাখা হয়েছিল। ফলে বাজারে জিনিসপত্রের দাম আর কমেনি।

সাধারণ আয়ের মানুষদের আয় বৃদ্ধির তুলনায় খাবারের খরচ অনেক বেড়েছে। বাসা ভাড়া, যাতায়াত, চিকিৎসা সবকিছুই ২ ডিজিটের ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধু ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া যায়নি আর অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি কমাতে সরকারের পদক্ষেপ ও বাজেটে নির্দেশনা দৃষ্টিগোচর হয়নি। কিন্তু বাজারের আগুনে ঝলসে গেছে সাধারণ মানুষের চামড়া। বেশি দামে বিক্রি হয়েছে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, ভোজ্যতেল, লবণ, চিনি, মাছ, মাংসসহ সব ধরনের খাদ্যপণ্য। কমেনি চিকিৎসা, যাতায়াত, শিক্ষাসহ খাদ্যবহির্ভূত ব্যয়ও। বড় ব্যবসায়ীদের খুশি করা ও খুশি রাখার ক্ষেত্রে কোনো রাখঢাক ছিল না। অনেক কথা বলা হলেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্তের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে দেশের অর্থনীতিকে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল করা, আয়বৈষম্য রোধ করা এবং রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি করা ছিল গত বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন তা সাধারণ মানুষ জীবন দিয়ে বুঝেছেন।

বাসা ভাড়া, যাতায়াত, চিকিৎসা সবকিছুই ২ ডিজিটের ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধু ব্যবসায়ী খুঁজে পাওয়া যায়নি আর অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি কমাতে সরকারের পদক্ষেপ ও বাজেটে নির্দেশনা দৃষ্টিগোচর হয়নি

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক ও কলাম লেখক
rratan.spb@gmail.com

এবারের বাজেট কেমন হবে তার যতটুকু আভাস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে বলা যায়, নানা চাপের মধ্যেও ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে। এর মধ্যে কর আদায় করতে হবে ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের চেয়ে ৫০ হাজার কোটি টাকা বেশি। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি, ফলে রাজস্ব আহরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেবে আগামী বাজেটে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট হবে অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট। যার আকার ধারণা করা হচ্ছে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। চলতি বাজেটের তুলনায় ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি এই বাজেট টাকার অঙ্কে বাড়বে ৩৫ হাজার ১১৫ কোটি। ঘাটতিও বাড়বে, ঘাটতি হবে অনুদানসহ ২ লাখ ৫৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ধরা হবে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি পূরণে ঋণ করবে সরকার। প্রাথমিকভাবে পৌনে তিন লাখ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেড় লাখ কোটি টাকার বেশি নেওয়া হবে ব্যাংক থেকে আর সোয়া লাখ কোটি টাকার ওপরে (১১৭০ কোটি মার্কিন ডলার) বিদেশি ঋণ গ্রহণ করা হবে। ঋণের বিপরীতে সুদ বাবদ দিতে হবে ১ লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা।

এবারের বাজেটের টার্গেট কী তা জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, অর্থনীতিকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনাই হবে আগামী বাজেটে অগ্রাধিকারের বিষয়। পাশাপাশি নিত্যপণ্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং জীবনযাত্রার মান যেন সীমার মধ্যে থাকে, সেটিও নিশ্চিত করা হবে। বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে প্রধান অগ্রাধিকারে রাখা হয়েছে। গত বাজেটেও এমন কথাই শুনেছিল দেশের মানুষ, কিন্তু বাস্তবে দেখেনি। তবে এবার উপায় হিসেবে বলছেন যে, ব্যয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করা, পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা আর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ফলে পর্যায়ক্রমে কমে আসবে মূল্যস্ফীতি। এটা করা উচিত কিন্তু করা যায় না কেন এই প্রশ্ন তো মানুষের। কারণ খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৫ শতাংশে উঠেছে বলে বিআইডিএসের গবেষণায় দেখানো হয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে এপ্রিলে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৭৪ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের জন্য গড় মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৫ শতাংশ প্রাক্কলন করা হবে। প্রাক্কলিত এবং বাস্তবের মধ্যে ফারাক দেখে অভ্যস্ত মানুষ কি ভরসা পাবে এই কথায়? অর্থ বিভাগ ধারণা করছে, খাদ্যপণ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্য কমছে, ফলে ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে। অন্যদিকে সরকারি ব্যয়েও কৃচ্ছ্র সাধন শুরু হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে জনগণ দেখছে ২৬১ উপজেলায় এসইউডি গাড়ি কেনা হচ্ছে। সরকার আশা করছে, আগামী দিনে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে এবং পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি পণ্যের বাজার মনিটরিং, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বৃদ্ধি করা এবং জ্বালানি তেলের মূল্য বিশ্ববাজারের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমন্বয় করা হচ্ছে, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রভাব ফেলবে। এসব পদক্ষেপ কি এতদিন নেওয়া হয়নি, ফলাফল কী?

সাধারণভাবে এটা তো সত্য যে, মূল্যস্ফীতি নির্ভর করে আংশিক আন্তর্জাতিক মূল্য ও আংশিক অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর। বিগত দুবছরে বিশ্ববাজারে পণ্যের মূল্য বেড়েছে, ফলে সে সময় দেশেও দাম বেড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা হিসেবে মেলে না যখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম অনেক কমলেও আমাদের মূল্যস্ফীতি বেড়েই চলে। ফলে বিশ্ববাজারে দাম কমলেই দেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যস্ফীতি কমবে, অভিজ্ঞতা এই যুক্তিকে সমর্থন করে না। এবারের বাজেটে নাকি মূল্যস্ফীতি ছাড়াও 'সবার জন্য খাদ্য', পণ্য সরবরাহব্যবস্থা উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিটি গ্রামকে আধুনিকায়নকরণ, ডিজিটাল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ফাস্ট ট্র্যাক অবকাঠামো প্রকল্প গুরুত্ব দেওয়া, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ এইসব বিষয়কে অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে। এসব করতেই রাজস্ব আহরণে জোর দেবে সরকার। বড় অঙ্কের রাজস্ব আহরণের জন্য দেশের প্রধান ভ্যাট প্রাপ্তির অঞ্চল ঢাকা ও চট্টগ্রামে ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারণ করা হবে। শনাক্ত করা হবে নতুন করদাতা। নতুন করদাতাদের করের জালে আটকাতে বিআরটিএ, সিটি করপোরেশন ও ডিপিডিসির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার পরিকল্পনা করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এসবের সামগ্রিক ফল কী দাঁড়াবে? কর বাড়বে, দর বাড়বে– আর এর চাপ সহ্য করতে হবে সেই জনগণকেই।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 01.06.2024

US sues Hyundai, others over child labor at Alabama

CONTINUED FROM PAGE 10

for child labor violations when they are in fact also employers themselves," Solicitor of Labor Seema Nanda said in a press release.

A Reuters investigation revealed the widespread and illegal employment of migrant children in Alabama factories supplying parts to both Hyundai and sister brand Kia.

Reuters learned of underage workers at Hyundai supplier SMART, in Luverne, Alabama, following the brief disappearance in February 2022 of a Guatemalan migrant child from her family's home in Alabama.

The 13-year-old girl and her two brothers, aged 12 and 15 at the time, all worked at the plant in 2022 and were not going to school, according to people familiar with their employment. At the time, SMART was a Hyundai subsidiary.

The Labor Department said that at the time of the alleged violations, SMART's operations were "so integrated" with Hyundai's main manufacturing plant in Montgomery that "the two companies were a single employer for purposes of liability" under US labor law.

And that along with the staffing firm, the three companies "jointly employed" the minor.

Hyundai in an emailed statement said the company no longer has any ownership in SMART.

The court filing said SMART changed its name to ITAC Alabama in 2023.

Hyundai spokesperson Michael Stewart said the company had "worked over many months to thoroughly investigate this issue and took immediate and extensive remedial measures" and had presented this information to the Department of Labor to try to resolve the issue.

Hyundai also required its Alabama suppliers to conduct independent workforce audits, Stewart said.

The Labor Department is seeking to apply "an unprecedented legal theory that would unfairly hold Hyundai accountable for the actions of its suppliers and set a concerning precedent for other automotive companies and manufacturers," Stewart said.

The parts supplier and the staffing firm did not immediately respond to requests for comment.

The Reuters reports in 2022 helped prompt the rescue of several children from one factory floor and spurred at least 10 state or federal investigations and was followed by other media examinations of the problem of child labor in the US

The US Labor Department says it has seen a surge in child labor violations and has investigated cases involving 5,792 children nationwide, including hundreds employed in hazardous occupations in the 2023 fiscal year.

দৈনিক ইত্তেফাক সোমবার, ২০ ৩ জুন ২০২৪

এফবিসিসিআইয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা

কারখানার মেশিনারিজ পরিচালনা করতেও বিদেশ থেকে লোকবল আনতে হয়

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের শিল্পকারখানায় দক্ষ জনশক্তির অভাবে মেশিনারিজ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় অতিরিক্ত লোকবলের দরকার হয়। অনেক সময় কারখানার মেশিনারিজ পরিচালনা করতে বিদেশ থেকে লোকবল আনতে হয়। বিনিময়ে উচ্চ বেতনের সম্মানী প্রদান করতে হয় তাদের। এছাড়া দক্ষতার অভাবে বিদেশে গিয়েও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর শ্রমিকদের তুলনায় কম বেতনে কাজ করতে হয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের। এই অবস্থায় দেশে দক্ষ জনবল তৈরিতে উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ওপর আরো জোর দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিসহ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়াগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

শনিবার এফবিসিসিআইয়ের দক্ষতাবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় এ কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যোগ দেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম। এ সময় তিনি দেশের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পমালিক, ব্যবসায়ীসহ স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এফবিসিসিআইয়ে একটি সেমিনার আয়োজনের পরামর্শ দেন।

এফবিসিসিআইয়ের সিনিয়র সহসভাপতি মো. আমিন হেলালী বলেন, বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ। এ সম্পদ কাজে লাগাতে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন জরুরি। তিনি বলেন, দক্ষ জনবল তৈরিতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সদিচ্ছা রয়েছে। সরকারকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করতে হবে আমাদের ব্যবসায়ীদের।

কমিটির ডিরেক্টর ইনচার্জ বি এম শোয়েব বলেন, বর্তমান যুগ রোবোটিকস, অটোমেশনের। অনেক শিল্পকারখানা রোবোটিকস, অটোমেশনে চলছে। তার পরেও গার্মেন্টস, স্পিনিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু দক্ষতার অভাবে চীন, জাপানের তুলনায় এখানে উৎপাদন কম। এখানে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন খাতভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের বিষয় একাডেমিক কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান মো. শফিকুর রহমান ভূঁইয়া। তিনি বলেন, উন্নত দেশে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য দক্ষতা উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই। দক্ষতার অভাব থাকলে উৎপাদনশীলতা, রপ্তানি ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি—সবকিছুই বাধাগ্রস্ত হবে।

সভায় বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্র ও করণীয় নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। প্রেজেন্টেশনে উন্নত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তি সহজীকরণ, শিল্পের সঙ্গে একাডেমির সমন্বয়, উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় করে একাডেমিক কারিকুলাম সাজানো, লিঙ্গবৈষম্য কমানো ইত্যাদির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআইয়ের পরিচালক নিয়াজ আলী চিশতী, কমিটির কো-চেয়ারম্যানবৃন্দ, সদস্যবৃন্দ।

Participants present their views at a round table discussion on "Responsible Business Conduct in the RMG Industry: Achievement and Way Forward" at the Daily Samakal conference room in the capital on Saturday. PHOTO: RAJIB DHAR

'Better Work' helped raise RMG production line efficiency by 5%: Study

TBS Roundtable

TBS REPORT

Apparel factories enrolled in the Better Work programme have experienced a 5% increase in production line efficiency, according to an International Labour Organisation (ILO) study.

Better Work, a collaboration between the United Nations ILO and the International Finance Corporation (IFC), aims to enhance working conditions through compliance and boost the productivity and profitability of RMG factories.

Moreover, these factories have advanced in promoting women to supervisory positions and raised female supervisors' wages by 39%, leading to improved quality control through heightened confidence and capabilities demonstrated by trained staff, finds the study.

At a roundtable at the national daily Samakal's office in the capital yesterday, Khondaker Golam Moazzem, research director at the Centre for Policy Dialogue (CPD), shared these findings of the study during his keynote presentation titled "Responsible Business Conduct in the RMG Industry: Achievement and Way Forward," which drew upon research conducted by the ILO. The roundtable was jointly organised by Better Work Bangladesh, Samakal, and The Business Standard, with the backing of Japan's Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI).

Syed Fazle Niaz, team leader of the Better Work Programme Bangladesh and Zakir Hossain, associate editor of Samakal, moderated the event.

The CPD research director said participation in Better Work correlates with the capacity to negotiate higher prices for products, with Better Work-affiliated firms obtaining an average premium of 5% on export product prices.

"Better Work, on average, amplifies firms' export revenues by 55% and volumes by 50% compared to firms not participating in the programme. Examination of customs data reveals that this extends beyond merely having a larger pool of buyers and higher order volumes," he said.

Better Work Bangladesh started its operations in Bangladesh in 2014. Throughout its decade-long journey, it has enlisted 472 factories and partnered with 50 prominent global brands.

'Better Work' helped raise RMG production line

CONTINUED FROM PAGE 3

Approximately 1.3 million workers have benefited from this programme, with 51% of them being female.

Golam Moazzem said Better Work affiliated factories have ensured a 5.4% increase in the base pay for workers, translating to an average additional income of Tk444 per month.

Furthermore, he noted that the ILO study revealed that these factory workers are saving an extra Tk552 each month.

"We should institutionalise the lessons of Responsible Business Conduct to disseminate them to other key sectors such as leather, plastic, and the frozen food industry, thus enhancing their competitiveness," he said, adding that there exist several legislative directives promoting responsible business practices.

Golam Moazzem pointed out that Bangladesh has ratified 36 Conventions and 1 Protocol, which cover various issues such as forced labour, freedom of association, the right to organize and engage in collective bargaining already been barred from travelling abroad.

Additionally, he announced plans to extend the validity of all licences from a minimum of five years to 10 years to facilitate business operations. This proposal will be discussed in the upcoming ministry meeting agenda.

Responding to a question from BKMEA Executive President Mohammad Hatem about the feasibility of providing rations to garment workers under a social safety programme, HM Ibrahim said he would consult with the relevant minister and secretary regarding this matter.

Mohammad Hatem said, "Discussions on workers' wages are common both domestically and internationally. However, neither the ILO, trade unions nor buyers address the issue of fair pricing for products. This is deeply regrettable."

During his opening remarks at the discussion, Tuomo Poutiainen, country director of ILO in Bangladesh, emphasised the ongoing reform programme in the garment sector, highlighting the importance of its continuity costs and high profits, the program should be sustained."

FBCCI Senior Vice President Amin Helaly said, "To sustain the current economy of the country, we must transition towards a sustainable economy. Bangladesh currently holds the second position in ready-made garment exports, with many new industries emerging around this sector. It is crucial to ensure compliance in these industries."

He said that over the past 15 years, Bangladesh has made significant progress and aims to achieve developed country status by 2041. However, achieving this goal requires the formulation of distinct policies for small, medium, and large industries.

Laetitia Weibel Roberts, deputy programme manager of Better Work, said, "Responsible business conduct in the apparel industry hinges on mutual trust among brands, buyers, governments, and factory worker-owners. Coordination and collaboration are indispensable."

Regarding the Better Work programme, she said, "The pro-

DHAKA SATURDAY JUNE 1, 2024
JAISHTHA 18, 1431 BS
The Daily Star

Malaysian labour market freezes again

Why can't the govt address the recurring irregularities?

On Friday, Malaysia once again closed its doors to aspiring Bangladeshi migrants—along with workers from 13 other countries—because of anomalies in the worker recruitment process. Since the Southeast Asian country first started taking workers from Bangladesh, the labour market has been frozen several times, reportedly due to corruption and irregularities in the recruitment process at the expense of workers' exploitation and criminalisation. It is frustrating that in all these years, neither the Bangladeshi government nor its Malaysian counterpart took any effective steps to address the widely reported irregularities and bring to book the syndicates involved in the recruitment process.

The last MoU signed by the two countries in 2021 capped the cost of recruitment for each worker at $720, but in reality workers ended up paying as much as $5,000, the highest price globally, according to a report in our daily. Meanwhile, workers kept on being deceived by ghost recruiters, then jailed and detained in Malaysia for no fault of their own. In the meantime, the syndicates, including 100 Bangladeshi recruiting agencies, some of which are owned by Bangladeshi lawmakers and their families, kept on making money at the workers' expense. A portion of this money is also being laundered to Malaysia as bribes for Malaysian recruitment firms.

In a recent letter to both governments, four UN experts talked about exploitation noting that "certain high-level officials in both governments are involved in this business or condoning it." Yet, the Malaysian high commissioner to Bangladesh would have us believe that the syndicates recruiting Bangladeshi workers in Malaysia are "beyond the control of the two governments." After decades of worker exploitation right under their noses, can the two governments absolve themselves of their responsibilities, particularly when they are yet to acknowledge—much less take action against—high-level officials involved in the corrupt process?

They must bring the perpetrators to book, no matter how powerful the syndicates are. The irregularities in migrant worker recruitment need to be resolved once and for all, so that our workers do not return as dead bodies or financially and emotionally broken individuals.

সময়ের আলো সোমবার। ৩ জুন ২০২৪।

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে : শ্রম প্রতিমন্ত্রী

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে মালিকরা লাভবান হবেন এবং দেশ এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। রোববার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ওয়ার্কার্স প্রোফিট পার্টিসিপেশন ফান্ডের (ডব্লিউপিপিএফ) চেক গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন ডব্লিউপিপিএফের মূল লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং কোম্পানির মালিকানা ও পরিচালনায় তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী কোম্পানিকে নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করতে হবে। এ সময় প্রতিমন্ত্রী কোম্পানিগুলোকে বিধি মোতাবেক শ্রমিকদের জীবন মানোন্নয়নে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হস্তান্তর করার জন্য ধন্যবাদ জানান। বিএসআরএমের প্রতিনিধি দল ৩ কোটি ৪৬ লাখ ৬১ হাজার ৩৪১ টাকা এবং লাফার্জ-হোলসিম ৩ কোটি ৪৬ লাখ ১৩ হাজার ৪২৫ টাকার চেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

NEWAGE
SUNDAY, JUNE 2, 2024,

BGMEA wants end to 'harassment' by customs officials

Staff Correspondent

THE Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association on Saturday urged the government to make the apparel export business free from 'harassment' by officials of the National Board of Revenue.

During a views exchange meeting with reporters at the Sonargaon Hotel in the capital Dhaka on the day, the newly elected BGMEA board said that harassment by customs officials at ports and bond facilities was disrupting business operations.

BGMEA president SM Mannan Kochi urged the government to take legal action against the customs and bond officials who were impeding the export business through such harassment.

He also urged the government to extend the existing cash incentives for ready-made garment exports until 2029 to help the sector achieve its $100 billion export target by 2030.

Mannan observed that Bangladesh would graduate from the least developed country status in 2026, and according to World Trade Organisation rules, the government can continue providing incentives to the sector until 2029.

He warned that if the government stops offering the incentives before 2029, the RMG sector would lose its competitiveness and the export target would remain unfulfilled.

The BGMEA president demanded that the tax at source on exports be reduced from the current 1 per cent to 0.5 per cent for the next five years.

He also urged the government to lower the tax on cash incentives from 10 per cent to 5 per cent in the national budget for the forthcoming financial year 2024-25.

Mannan sought cash incentives for exports of non-cotton garments and a reduction in income tax on the export retention quota from 20 per cent to 10 per cent in the next budget.

The BGMEA president also stated that his board would work to improve relations with workers in the RMG sector.

'We have already requested the prime minister to allocate a special fund in the upcoming budget to provide essential commodities at subsidised rates for the workers,' Mannan said.

Mannan urged that the government to differ its decision for not giving utility connections to the factories set up outside industrial zones.

'If the decision is implemented, entrepreneurs would incur losses as good numbers of factories have already invested hundreds of crore of money outside the industrial zones,' he said.

Dhaka North City Corporation mayor and former BGMEA president Atiqul Islam, former presidents of the trade body Abdus Salam Murshedy and Md Siddiqur Rahman, current senior vice-president Khandoker Rafiqul Islam, vice-presidents Arshad Jamal Dipu, Md Nasir Uddin, Abdullah Hil Rakib and Rakibul Alam Chowdhury, and directors Mohammad Sohel Sadat, Md Ashikur Rahman Tuhin, Shams Mahmud, Rajiv Chowdhury, Nusrat Bari Asha, Md Mohiuddin Rubel and Md Nurul Islam, among others, were present in the meeting.

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, জুন ৬, ২০২৪

নারী সম্মেলনে বক্তারা

নারীর গৃহকর্মের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

নারীর গৃহকর্মের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দেয়ার সময় এসেছে। নীতিনির্ধারক ও নারীদের নিজেদেরই বিষয়টি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে।

গতকাল রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আয়োজিত (এমজেএফ) 'জেন্ডার সমতা আনয়নে নারী অধিকারভিত্তিক সংগঠনের ভূমিকা' শীর্ষক এক নারী সম্মেলনে এসব কথা বলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সংসদ সদস্য সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলিসহ অন্যরা।

সাগুফতা ইয়াসমিন বলেন, 'আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অগ্রযাত্রার পথ হয়তো কখনই সহজ হবে না, নারীদের নিজেদেরই নিজের নিরাপদ রাস্তা তৈরি করে নিতে হবে।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডিয়ান হাইকমিশনের গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স-বিষয়ক সেকেন্ড সেক্রেটারি (ডেভেলপমেন্ট) রিটা হুকায়েম বলেন, 'বাংলাদেশের নারীদের জন্মগতভাবে সবরকম যুদ্ধ জয় করার অদম্য ক্ষমতা রয়েছে। তবে সামাজিক বৈষম্য এবং নারীর প্রতি নেতিবাচক ধারণার কারণে তাদের পথ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। নারী অধিকার আন্দোলনকে জীবনব্যাপী প্রত্যয় ধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

এমএজএফের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম বলেন, 'নারীদের অধিকার সুরক্ষায় সুবিধাবঞ্চিত নারী, স্থানীয় সংগঠন, সরকার ও নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে।'

দিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্লেনারি সেশন পরিচালনা করেন নারীবাদী আন্দোলনের কর্মী যশোধারা দাশগুপ্ত। তিনি নারী আন্দোলন ও নারী অধিকার আদায়ে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ড. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, 'নারীর চাহিদার জায়গাগুলোয় পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী লক্ষ্য স্থির করতে হবে।'

স্থানীয় ও আঞ্চলিক নারী অধিকার সংগঠনগুলোর দক্ষতা এবং কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতায়ন, নারী ও মেয়েশিশুর অধিকার সুরক্ষা এবং জেন্ডার সমতা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে 'উইমেনস ভয়েস অ্যান্ড লিডারশিপ-বাংলাদেশ' নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে এমজেএফ। সম্মেলনে প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এমজেএফের সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর মহুয়া লেয়া ফলিয়া।

এমজেএফের পরিচালক বনশ্রী মিত্র নিয়োগী নারীদের অধিকার ও সমতা উন্নত করার প্রত্যয়কে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে একটি নতুন নারী ফোরাম গঠন প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন ২০১৯ সাল থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (দলিত, হরিজন, নির্যাতিত নারী, প্রবাসফেরত নারী অভিবাসী) ও মেয়েদের নানা অধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে। সম্মেলনে দেশব্যাপী নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা প্রায় ৫০টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ১২ জুন ২০২৪,

গৃহকর্মীর মৃত্যু

হাইকোর্টে জামিন পেলেন সাংবাদিক আশফাক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ভবন থেকে পড়ে কিশোরী গৃহকর্মী প্রীতি উরাংয়ের (১৫) মৃত্যুর ঘটনার মামলায় সাংবাদিক সৈয়দ আশফাকুল হককে জামিন দিয়েছে উচ্চ আদালত। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি মো. রেজাউল হাসান ও বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ জামিন প্রশ্নে রুল যথাযথ ঘোষণা করে এ রায় দেয়।

আদালতে আশফাকের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, এ মামলায় গত ২২ এপ্রিল আশফাক ও তার স্ত্রী তানিয়া খন্দকারের জামিন প্রশ্নে রুল দিয়ে তানিয়াকে জামিন দেয় হাইকোর্টের এই দ্বৈত বেঞ্চ। ইতিমধ্যে তানিয়া কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আইনজীবী বলেন, 'আজ (গতকাল) দুজনের জামিন নিয়ে রুল যথাযথ ঘোষণা করেছেন। ফলে, আশফাকের জামিনে মুক্তিতে কোনো বাধা নেই।'

আশফাকুল হক ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলাটি করেন প্রীতির বাবা লুকেশ ওরাং। মামলায় দণ্ডবিধির ৩০৪ (ক) ধারায় অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগ আনা হয়।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, জুন ৬, ২০২৪

প্রাক-বাজেট ভাবনা | এম আর খায়রুল উমাম

কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব নিরসনে গুরুত্ব দেয়া জরুরি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রতি বছর জাতীয় বাজেট ঘোষণায় শোনা যায় দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান আর বেকারত্ব নিরসনকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থ পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব সমস্যা জনগণের পিছু ছাড়ে না। যেহেতু পৃথিবীব্যাপী এ সমস্যা বিরাজমান তাই মুক্তিও সহজ নয়। একমাত্র দেশের জনগণকে নিয়ে যদি পরিকল্পনা করা যায় তাহলে সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এগিয়ে যাওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে একমাত্র দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করেই দেশের ১৭ কোটি মানুষের ৩৪ কোটি হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করা যাবে।

সত্যি কথা বলতে দেশে প্রাথমিকভাবেই মানবসম্পদ পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল যা জনগণের প্রতিনিধিরা একবারও মনে করেনি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছে, অদ্যাবধি দেশের মানবসম্পদ পরিকল্পনা না করার ফলে সাধারণ মানুষ জানে না কোন পেশার কতজন মানুষ প্রয়োজন। পরিকল্পনাহীনতার ফলে যার যা ইচ্ছা, যার যেমন ভাবনা সেভাবেই মানবসম্পদ তৈরি চলমান। দায়িত্বপ্রাপ্তরা জনগণের সামনেই ঘোষণা দেয় দেশ বেকার তৈরির কারখানায় পরিণত হচ্ছে। অথচ সেই কারখানা বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ নেই বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনে দায়িত্বপ্রাপ্তরা সদাতৎপর। তাই অবিলম্বে মানবসম্পদ পরিকল্পনা করে জনশক্তি তৈরির ব্যবস্থাপনাটা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। জনকল্যাণের সদিচ্ছা নিয়ে সরকার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তরা জনগণকে অভিজাত চিকিৎসক দিয়ে সেবা করাতে গিয়ে এলএমএফ কোর্স বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার বাইরে নিয়ে গেছে। সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব কমিউনিটি ক্লিনিক করে গ্রামীণ জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছে তার যতটা কাজীর খাতায় আছে তার কত শতাংশ গোয়ালে আছে—এ প্রশ্ন কার কাছে রাখলে উত্তর পাওয়া যাবে কেউ বলতে পারে না। দেশে চিকিৎসকস্বল্পতা বিবেচনা করে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ঠিকই কিন্তু জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে আরো যে বিভিন্ন শ্রেণীর জনশক্তির প্রয়োজন পড়ে সে কথা কেউ মনেও করে না। একজন চিকিৎসকের বিপরীতে যথাযথ সেবা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম পাঁচজন নার্সের প্রয়োজন যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আর সহকারী তো তারও পাঁচ গুণ লাগে। কিন্তু দেশে এখন দুজন নার্সের বিপরীতে একজন চিকিৎসক সেবা দেন আর সহকারীদের কোনো হিসাব আছে বলে শোনা যায় না। মানবসম্পদ পরিকল্পনা না করে স্বপ্নের সেবা চালু রাখতে গিয়ে বিচিত্র এক হ-য-ব-র-ল জনশক্তি তৈরি কার্যক্রম চলমান। এতে করে চিকিৎসাসেবা দেশে সোনার হরিণ। স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রকৌশল ক্ষেত্রেও জনশক্তি তৈরির পিরামিড কিছুটা আছে কিন্তু তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জনশক্তি পরিকল্পনা ভাবনার অনুরূপ নয়। ফলে শিক্ষানুযায়ী কর্মের কোনো সুযোগ এখানে নেই। দেশের পিরামিডের মাথায় থাকা ডিগ্রি প্রকৌশলীদের কাজ বিদেশীদের সহায়তার করে এনে ডিগ্রি প্রকৌশলীদের দিয়ে মধ্যম স্তরের জনশক্তির জন্য নির্ধারিত কাজ করানো হয়ে থাকে। এ যেন অনেকটা বিমান চালানার জন্য পাইলট তৈরি করে বাসচালকের দায়িত্ব পালন করানোর মতো অবস্থা। মানবসম্পদ পরিকল্পনার অভাবে সৃষ্ট নিদর্শনগুলো সারা দেশেই এভাবে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

তাকাই শিক্ষা কাঠামোর দিকে। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তরা বিদেশ সফর করে এবং স্বপ্ন দেখে তার ভিত্তিতেই দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা পরিচালনা করছেন। ফলে স্বাধীনতার ৫০ বছর পার করে এসেও যদি কেউ বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিয়ে জনকল্যাণের জনশক্তি তৈরি সম্ভব হচ্ছে না তাহলে কি খুব অবাক হতে হবে? কারণ আমাদের দেশে পুরা জনশক্তি তৈরির কাঠামোটাই উল্টো পুরাণের যুগে রয়ে গেছে। আমরা হয়তো ভুলেই গেছি, আমাদের পুরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাই বেসরকারি উদ্যোগের ওপর দাঁড়িয়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণ নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে পরে তা সরকারীকরণ হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের নমুনা বিরল। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক তবে তার বৃহদাংশই বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিজ্ঞজনদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কনসেপ্ট পূরণ করে না। তার পরও যদি এসব জনশক্তি দিয়ে জনকল্যাণ ও সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হতো তাহলেও সাধারণ জনগণ বিষয়টা অন্যভাবে ভাবতে পারত কিন্তু তা কি হচ্ছে? সব শিক্ষার্থী গবেষণা করবে, সব শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে তা কোনো শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না। সে কারণেই দেশে চলমান শিক্ষানীতিতে গবেষণা ও শিক্ষকতা ছাড়া আর সব চাকরির জন্য স্নাতককে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে কিন্তু আমাদের অভিভাবক সন্তানদের বেকার বাড়িতে বসে থাকা পছন্দ করেন না বলে বাধ্য হয়ে নিজেদের আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে পেছনে রেখে তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যায়। সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়ার আগে থামার কোনো সুযোগ নেই। আর তাই দেশের শিক্ষা নব্যবস্থা আমাদের অভিভাবকদের এই মানসিকতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে অপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরে ফেলছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সিংহভাগই এরই মধ্যে সনদ বিক্রির কারখানা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশাপাশি বেসরকারি পলিটেকনিক স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেখানে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য যে নিয়ম-নীতি মানতে হয় তার কানাকড়িও মানতে হয় না। সরকার নিজে যেখানে সরকারি পলিটেকনিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি, ব্যবহারিক কাজের মালামাল, শিক্ষক, পাঠাগারে বই সরবরাহ করতে পারে না সেখানে বেসরকারি পলিটেকনিকগুলো ঢালতলোয়ারবিহীন হয়ে সনদ বিক্রির কারখানা হবে না তো কি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে দেশ ও জাতিকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে? সরকার বয়সের বার তুলে দিয়ে, জিপিএ কমিয়ে দক্ষতা অর্জনকে অবাদ করার কথা বলছে, কিন্তু এসব ব্যবস্থাই ব্যবসায়ীদের জন্য স্বর্ণদুয়ার খুলে দিয়েছে।

দেশে প্রতি বছর যে সংখ্যায় তরুণ প্রজন্ম চাকরির বাজারে আসে তার অর্ধেকের বেশি বেকার থেকে যায়। বেকারত্ব নিরসনে মানুষ পাগলের মতো বিদেশে ছুটতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হোঁচট খাচ্ছে। কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় সাগর পাড়ি দিচ্ছে, কেউ বিমানের ল্যাগেজের মধ্যে উঠে বসছে, কেউ দালালের পাল্লায় পড়ে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর না হলে ব্যবসায়ীদের পাতা ফাঁদে মাথা দিয়ে জবাই হয়ে যাচ্ছে। অথচ কারো ভাবনার মধ্যেই নেই এ মানুষগুলো সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে বিদেশ যেতে পারলে তাদের কর্মসংস্থান হবে, দেশের বেকারত্ব নিরসন হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শুধু এই শ্রেণীর মানুষগুলোই একমাত্র দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায় যা আমাদের রিজার্ভকে স্ফীত করে।

দেশের সর্বত্র আজ ব্যবসায়িক মানসিকতার উন্মেষ ঘটানোর যে প্রক্রিয়া চলমান সেখানে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, দায়বদ্ধতার আশা করা বোকার স্বর্গে বাস করা ভিন্ন আর কি? তরুণ সমাজের মধ্যে আজ বেকারত্ব নিরসনের দাবিতে আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সিংহভাগ ব্যবসায়ীনির্ভর সরকার এ ব্যাপারে নীরব থেকে ব্যবসার পথ সুগম করে দেয়। সরকার খুব ভালো করেই জানে প্রান্তিক পর্যায়ের সাধারণ মানুষের যত কষ্টই হোক না কেন, এরা বিদেশে গিয়ে যে কাজই করুক তা থেকে যে রোজগার হবে তার সিংহভাগ তারা পরিবারের নামে দেশে পাঠাবেই। সরকারের চাওয়া তো এই সামান্যই। দক্ষ জনশক্তি পাঠিয়ে বেশি আয় করার চেয়ে বেশি জনবল পাঠিয়ে বেকারত্বের পরিসংখ্যানের উন্নয়ন। আর তাই এইরূপ অদক্ষ প্রান্তিক জনগণকেই সরকারের অনেক অনেক বেশি প্রয়োজন।

দৈনিক ইত্তেফাক বুধবার, ২৯ জৈ
১২ জুন ২০২৪

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে মানবসম্পদে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

আহাদ আল আজাদ মুনেম

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কম বরাদ্দ যেন আমাদের বাজেটের মৌলিক চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল সস্তা শ্রম দিয়ে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাবে না, মানবসম্পদে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যদিও অনেকে বলতে পারেন, এ বছর একটি সংকোচনমূলক বাজেট হওয়ায় ব্যয় কম। তবে এটা কেবল এবারের নয়, বাজেটের সামগ্রিক প্রবণতাই দেখায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিনিয়োগে সরকারের অনীহা।

মোটের ওপর এবারের বাজেট যে ভিশন নিয়ে এগিয়েছে, তাকে আমি সাধুবাদ জানাই, তবে বেশকিছু দুর্বলতাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, এই বাজেটের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। একটি সংকোচনমূলক বাজেট বেশকিছু অসুবিধা স্বল্প সময়ের জন্য তৈরি করবে, এটাই বাস্তব। তবে দীর্ঘ মেয়াদে এর ফল অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হবে। তবে জনগণের সহ্যক্ষমতা কমে আসছে, এ কথাও আমলে নিতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের

মূল্যস্ফীতি, ডলারের বিপরীতে টাকার পড়তি মান, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসা এবং ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের অভাব—এই চারটি হলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বারবার অর্থনীতিবিদেরা বলে এসেছেন। সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে যে কোনো দেশের সরকার গুরুত্বপূর্ণ দুটি হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে, মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে দুটিই সংকোচনমূলক হওয়া উচিত। সর্বশেষ বাংলাদেশ ব্যাংক যে মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে, তা যথেষ্টই সংকোচনমূলক। ঋণে সুদহার বাড়ানো হয়েছে এবং টাকার প্রবাহ কমানো হয়েছে। এতে একটা সঞ্চয়প্রবণতা বাড়ার আশা করা যায়। তবে সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মতো ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। পাশাপাশি ব্যাংকে জমা রাখা টাকার ওপর শুল্ক স্তরে পরিবর্তন হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সঞ্চয় এলে কতটা বাড়ানো যাবে, বাড়ানো গেলেও তার কতটা আসলে বিনিয়োগ হবে বেসরকারি খাতে এবং এই সংকোচনমূলক বাজেট কতটা সফল হবে, তার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়।

—অর্থনীতি বিভাগ (চতুর্থ বর্ষ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ১০, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৭, ১৪৩১

সাক্ষাৎকার

ড. তাসনিম সিদ্দিকী

চেয়ারপারসন, রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারপারসন। তিনি প্লাটফর্ম অব ডিজাস্টার ডিসপ্লেসমেন্ট এবং বৈশ্বিক অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের বিষয়ে ডাটা প্রদানকারী সংস্থা ইন্টার্নাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সদস্য এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি সংক্রান্ত জাতীয় অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রম অভিবাসনের নানা দিক নিয়ে *বণিক বার্তার* সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি **আনিসুর রহমান**

অভিবাসনে জালিয়াতির দায়ভার দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সি উভয়েরই

বাংলাদেশ থেকে শ্রমশক্তির অভিবাসনের মাধ্যমে বিদেশে চাকরির সংস্থান হচ্ছে। বিদেশে শ্রমিকের চাহিদা সেসব দেশের অর্থনীতির ওপর নির্ভর করে। কোনো কারণে যদি তাদের অর্থনীতি নিম্নমুখী হয়, সেক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদাও কমে আসবে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের করণীয় কী হতে পারে?

বিদেশের বাজারে চাহিদা কমে গেলে আমাদের দেশের শ্রমবাজারের ওপর প্রভাব পড়বে; এটা ঠিক। তবে কোনো একটি দেশ অর্থনৈতিক সংকটে পড়লে হয়তো সে দেশে শ্রম অভিবাসন বন্ধ অথবা কমে যাবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এ সময় আরেকটি দেশের শ্রমবাজার খুলে যায়। কভিড অতিমারী বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মতো ঘটনা না ঘটলে সব দেশেই একই সঙ্গে শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সংকটে বাংলাদেশ কখনো পড়েনি। অনেকে মনে করছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে অভিবাসন বাজারে মন্দা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ অনুন্নত দেশে মানুষের কাজের সুযোগও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, সেই সব দেশেই আবার ভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। উদাহরণস্বরূপ, আশির দশকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় যখন নির্মাণকাজের সুযোগ কমে আসে, তখন সার্ভিস সেক্টরে কাজের সুযোগ তৈরি হলো। ফলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের গমন অব্যাহত থাকল। সুতরাং অদক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা আরো দীর্ঘদিন থেকে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে আমরা যে যুগ যুগ ধরে অদক্ষ শ্রমবাজারেই মানবসম্পদ সরবরাহ করব; সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। কারণ অদক্ষ শ্রমিক তাদের অধিকার তেমনভাবে পায় না। হয়রানির শিকার হয়। তাই বাংলাদেশকে বাইরের দেশগুলোর বাজারের চাহিদা নিরূপণ করে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। প্রফেশনাল শ্রমিকদের সব সময় চাহিদা থাকে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের করণীয় হচ্ছে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে বিশ্ববাজারের চাহিদাসম্পন্ন লোকবল তৈরি করা।

বাংলাদেশী শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হন বলে জানা গেছে। যদিও এ বিষয়ে আমাদের কাছে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই, তবুও এমন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করা যায়?

বাংলাদেশের শ্রমিকরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় ব্যাপক হারে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু সেখানে মানবাধিকারের কোনো বালাই নেই। পূর্বে সব মধ্যপ্রাচ্যের দেশে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হতো; এখন আইন করে সে সুযোগ বন্ধ করেছে সেসব দেশের সরকার। সরকারের যুক্তি, অভিবাসীর স্বাস্থ্যসেবার খরচ বহন করবে মালিক পক্ষ। সরকারের এ শর্ত মালিক পক্ষ পরে শ্রমিকের সঙ্গে পাল্টা চুক্তি করে সে সুবিধা বাতিল করে দিয়ে থাকে। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় ধরনের চিকিৎসাসেবা তো দূরের কথা, ওইসব দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় অনেক শ্রমিকই ছোটখাটো সমস্যায়ও ডাক্তার দেখানোর সামর্থ্য রাখেন না।

১৮-৩০ বছর বয়সী অভিবাসীদের খুব বেশি অসুস্থ হওয়ার কথা নয়। তবুও কাজের ধরন, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, আবহাওয়া, মানসিক দুশ্চিন্তা, সাংস্কৃতিক প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণে তাদের মাঝে শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা তৈরি হয়। আবার সংশ্লিষ্ট দেশের বিষয়ে আগে থেকে পর্যাপ্ত ধারণা পায় না বলে তারা সচেতনও হতে পারে না। যদিও এজন্য সরকার নারী-পুরুষ সবার জন্য প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তবুও প্রতিটি ট্রেনিং সেশনে অধিক প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণের কারণে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না। একই সঙ্গে প্রায় ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হলে প্রশিক্ষণার্থীরা সব তথ্য আত্মস্থ করতে পারেন না। প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণ শুধু টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের আওতায় সীমাবদ্ধ না রেখে এনজিওসহ পাবলিক-প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশিপ তৈরি করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন।

সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিক মারা যাচ্ছেন। কারণ ওই দেশগুলোয় আমাদের দেশের বিপরীত দিকে গাড়ি চলে। বিষয়টি প্রশিক্ষণের আওতায় আরো বড় করে আনা উচিত। সব অভিবাসী প্রেরণকারী দেশগুলোকে একত্র হয়ে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে গ্রহণকারী দেশগুলোকে দায়বদ্ধ করতে হবে।

মধ্যস্বত্বভোগী ও রিক্রুটিং এজেন্টদের কাছে প্রবাসে যেতে ইচ্ছুক মানুষ ও প্রবাসীরা প্রতিনিয়ত ঠকছে। তবুও সরকারিভাবে বিদেশে না গিয়ে কেন তারা এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করছে?

জনমনে একটি ধারণা তৈরি হয়ে আছে—দালালরাই অভিবাসন ব্যবস্থাপনার সব অন্যায়ের জন্য দায়ী। সরকার নিয়ম করে দিয়েছে—যেকোনো বিদেশগামী ব্যক্তিকে আবেদন করতে হবে রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে। কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে এজেন্সির কোনো অফিস নেই। তাই মাঠ পর্যায়ে লোকবল সংগ্রহ করা, অর্থ গ্রহণসহ সব কাজ হয় দালালদের মাধ্যমে। অর্থাৎ বস্তুবতা হলো মধ্যস্বত্বভোগী বা দালাল ছাড়া বিদেশে যাওয়ার আর কোনো পথ নেই। তারা আসলে সার্ভিস প্রোভাইডার। মূলত তারা আনরেগুলেটেড বিধায় বিভিন্ন রকমের অন্যায় করে কিংবা অনেক সময় কিছু রিক্রুটিং এজেন্সি অন্যায় করে তা দালালের ওপর চাপিয়ে দেয়। মোদ্দা কথা, অভিবাসনে জালিয়াতির দায়ভার দালাল ও রিক্রুটিং এজেন্সি উভয়েরই। এ সমস্যা সমাধানে আমরা অভিবাসন নিয়ে কাজ করা ২০টি সংগঠনের মোর্চা বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টসের (বিসিএসএম) অধীনে দালালদের তালিকাভুক্তীকরণ ও বৈধতা দানের সুপারিশ করেছিলাম। যাতে এজেন্সি ও দালাল কোনো পক্ষই দায় এড়াতে না পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তা গ্রহণও করেছিলেন এবং মন্ত্রণালয় সেই অনুসারে আইনের পরিবর্তন ও সংশোধন বাস্তবায়নও শুরু করেছিল। কিন্তু রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এ বিষয়ে চরম অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। আশা করছি, মন্ত্রণালয় বিষয়টি তলিয়ে দেখবেন এবং বুঝতে পারবেন কেন আমরা দালালদের নিবন্ধনের কথা বলছি।

তবে আমাদের দেশের মানুষ শিক্ষিত হলে দালাল বা রিক্রুটিং এজেন্সি কোনোটিই প্রয়োজন হবে না। তারা অনলাইনেই সরাসরি চাকরিদাতার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করলেও অধিকাংশ রিক্রুটিং এজেন্সি তাদের সেবাগুলোকে আধুনিকায়ন করছে না। সুতরাং দোষটা দালালেরও নয়, অভিবাসনপ্রত্যাশীদেরও নয়। তবে ভোকেশনাল শিক্ষার প্রসার ঘটলে অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে তারা নিজেরাই এজেন্সিতে আবেদন করতে পারবেন। কেননা দক্ষ অভিবাসীরা সরাসরি কাঙ্ক্ষিত দেশের চাকরিদাতা বরাবর অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বাংলাদেশীদের বিদেশে কর্মসংস্থান হচ্ছে কম দক্ষ ও কিছুটা দক্ষতা প্রয়োজন এমন পেশায়। কিন্তু ক্রমেই প্রযুক্তির উন্নয়নে এ ধরনের পেশায় শ্রমিক চাহিদা কমছে। দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি তৈরি করতে না পারলে আমাদের অভিবাসন কর্মসংস্থানে ভাটা পড়ার সম্ভাবনা কতটা এবং আমরা এক্ষেত্রে কী করতে পারি?

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

এক্ষেত্রে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে ভোকেশনাল ট্রেনিং এবং স্কিলস ডেভেলপমেন্টের কথা এরই মধ্যে বলেছি। তাছাড়া কিছু আনস্কিলড প্রফেশনের জন্য সব সময়ই লোকবল লাগবে। যেমন মাল টানা, অ্যাসেম্বলিং, পরিচ্ছন্নতার কাজে যান্ত্রিকীকরণ আসতে আরো দেরি হবে। সুতরাং নিকট অতীতে ভাটা পড়ার সম্ভাবনা একটু কম। আবার ভবিষ্যতে পড়লেও ততদিনে অনেক নতুন কাজ তৈরি হয়ে যাবে। তার পরও আমরা অদক্ষ শ্রমিকদের ওপর ভরসা করে পড়ে থাকব না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং শ্রমিকদের মর্যাদা নিশ্চিতে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করে যেতে হবে। আমাদের নিজের প্রয়োজনেই শ্রমিকদের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান প্রদান করতে হবে, তাদের দক্ষতা বাড়াতে এবং শ্রমিক শোষণ কমিয়ে আয় বাড়াতে হবে।

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানো মানুষের সংখ্যার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। 'আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রতিবেদন-২০২৪' অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে এ পথ দিয়ে ঝুঁকি নিয়ে যত মানুষ ইউরোপে ঢুকেছে, তার মধ্যে ২১ শতাংশ বাংলাদেশী এবং এ পথে ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশী মারা গেছেন ২৮৩ জন। এমন ঘটনা আরো আছে। এ পরিস্থিতি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি?

ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে ঢোকার বিষয়টি হলো অনিয়মিত অভিবাসন। এ ধরনের অভিবাসন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে না। এখানে এ মন্ত্রণালয়ের কোনো ভূমিকাই নেই। এটা কমবেশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে পড়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশে কাজের সুযোগ আছে বলেই মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওইসব দেশের অভিবাসন নীতি নেয়ার বিপক্ষে। অন্যদিকে দক্ষতাসম্পন্ন লোকজনকে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে তাদের দেশে অভিবাসনের জন্য আকৃষ্ট করে থাকে। অথচ অদক্ষ শ্রমিক তাদের প্রয়োজন। কিছু অদক্ষ শ্রমিক নেয়, যা অভিবাসীদের জন্য 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি' হয়। অদক্ষ শ্রমিকদের 'এগ্রিকালচার ভিসা'সহ আরো বিভিন্ন রকম—এক বছর মেয়াদি ভিসা প্রদান শুরু করেছেন, কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিকরা এক বছরে তেমন লাভ তুলে আনতে পারেন না বিধায় অবৈধ হয়ে যান। ফলে দীর্ঘদিন সেসব দেশে অবস্থান করার জন্য এবং নিজের পরিবারকে ভালো রাখতে অনিয়মিত অভিবাসীরা ঝুঁকি নিয়ে হলেও যাচ্ছেন। আমি মনে করি, অভিবাসন একটা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন পূরণের হাতছানি, একটু উন্নত জীবনযাপনের অভিলাষ। এ লোকগুলোর স্বপ্ন পূরণে আমার সরকারের উচিত, অনবরত ইউরোপ-আমেরিকার গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন করা। শ্রমবাজার খুলে দিতে ওইসব দেশকে বোঝানোর চেষ্টা করা। তা না হলে এ লাশের মিছিল চলতেই থাকবে।

মোদ্দা কথা, এ সমস্যা সমাধানে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানো, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে শ্রমবাজার খুলে দেয়ার আহ্বান জানানো এবং আমাদের জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বাড়ানো আন্তর্জাতিক ফোরামগুলোয় নেগোসিয়েশন চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য শুধু প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যেমন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাজ এখান থেকে লোক পাঠানো এবং মার্কেট খোঁজা। অন্যদিকে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্সে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা তুলতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি নিয়ে নেগোসিয়েশন করতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেশের ভেতরের পাচারকারী চক্রের মূলোৎপাটন করতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ১২ জুন ২০২৪

শিশুশ্রমিকদের ৯০% ঝুঁকিপূর্ণ কাজে

জহিরুল ইসলাম ▷

দেশে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। নিম্ন আয়ের অনেক পরিবারের শিশু সদস্যদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দেওয়া হচ্ছে। রাজধানীতে শিশুশ্রমিকদের ৯০ শতাংশ ওয়েল্ডিং যন্ত্র ও গ্যাস বার্নারসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করছে। এ ছাড়া মোটরসাইকেল গ্যারেজ, লেগুনা, নির্মাণ খাত, বাস চালকের সহকারীসহ বিভিন্ন কাজ করছে শিশুরা।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য শিশুদের কাজে দেওয়া হচ্ছে। আবার পিতৃহীন বা আয় করার মতো অভিভাবকহীন পরিবারের শিশুরাও শ্রমে যেতে বাধ্য হয়।

শিশুশ্রমের এমন প্রেক্ষাপটে আজ বুধবার বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়—'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, রাজধানীর বাড্ডা, ভাটারা, গুলশান, মগবাজার, রামপুরা, মালিবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় বেশির ভাগ ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে শিশুশ্রমিক কাজ করছে।

ভাটারা নতুন বাজার রোডে মেসার্স সানজিদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে কাজ করে আসিফ (ছদ্ম নাম)। গতকাল মঙ্গলবার কথা হয় আসিফের (১৫) সঙ্গে। এই শিশুশ্রমিক বলল, 'আট মাস ধইরা এইখানে কাম করি। বেতন এহন ৩০০ টাকা দেয়। আগে দিত দুই শ। মালিক কইছে, কাম আরো ভালো করতে পারলে বেতন বাড়াই দিব।'

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস আজ

চাঁদপুরের ছেলে আসিফ জানায়, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার পর পড়াশোনা আর এগোয়নি। কাজের জন্য তাকে গ্রাম থেকে ঢাকায় ভাইয়ের কাছে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির মালিক তালুকদার কাইয়ুম বলেন, 'আমার বাড়ি কুমিল্লা। চাঁদপুরের এক ভাইয়ের মাধ্যমে সে এখানে আসে। ওয়ার্কশপে লোক লাগবে। তার অনুরোধে ওকে (আসিফ) নিয়ে নিই। আসলে বড় মানুষ রাখলে বেতনও বেশি দিতে হয়।'

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অন্তত ৫০টি ওয়ার্কশপ, গ্যারেজ, খাবার হোটেলে ঘুরে ৪৫টিতেই শিশুশ্রমিক পাওয়া গেছে। লালবাগ, শহীদনগর, খিলগাঁও, বাসাবোসহ বিভিন্ন এলাকায় লেগুনার চালক ও সহকারী হিসেবে শিশুশ্রমিক দেখা গেছে।

২০২৩ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, শিশুশ্রমিক বেড়েছে সাড়ে ৮৬ হাজার। দেশে মোট শিশুর সংখ্যা চার কোটি। গত ১০ বছরে দেশে শিশুশ্রম কমেনি; বরং বেড়েছে। এ সময় দেশে প্রায় এক লাখ শিশুশ্রমিক বেড়েছে।

সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, দেশে এখন ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন শিশুশ্রমিক আছে। বর্তমান শিশুশ্রমিকদের মধ্যে ১০ লাখ ৭০ হাজার ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। তবে ১০ বছরের ব্যবধানে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমিকের সংখ্যা দুই লাখের মতো কমেছে। আগে ছিল সাড়ে ১২ লাখের বেশি।

এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নারী ও শিশুশ্রম শাখার দায়িত্বে থাকা (উপসচিব) মুহাম্মদ আশরাফ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিশুশ্রম নিরসনে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি কাজ করছে। এ বিষয়ের ফাইল মন্ত্রী মহোদয়ের টেবিলে দেওয়া হয়েছে। তিনি সময় দিলেই সভা হবে।'

সেভ দ্য চিলড্রেনের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দারিদ্র্যের কারণে শিশুরা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে, বাজারের সঙ্গে পড়াশোনার কোনো মিল নেই। তাই পরিবার চায় সন্তানকে যদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে দেয়, তাহলে একটু ঝুঁকি থাকলেও পরবর্তী সময়ে আয়টা ভালো হবে।'

সমকাল সোমবার। ১০ জুন ২০২৪

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার ও ভয়ংকর লুকানো সত্য

উচ্চারণের ঔচিত্য

মাহবুব আজীজ

গত ৩১ মে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমবাজার বন্ধ ঘোষণার পর আন্তঃদেশীয় 'সিন্ডিকেট' বা 'চক্র' সম্পর্কে নানাবিধ বিন্যাসের খবরাখবর আমরা পেয়েছি। ২০০৯ সালে প্রথম দফা বন্ধ হয়ে ২০১৬ সালের শেষার্ধে খোলার পর বাংলাদেশের ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সি সিন্ডিকেট গড়ে। দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে আবার শ্রমবাজারটি বন্ধ হয়। ২০২২ সালের আগস্টে আবারও চালু হলে গত চার বছরে সেখানে গেছেন চার লাখ বাংলাদেশি কর্মী। সরকার নির্ধারিত জনপ্রতি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকায় মালয়েশিয়া পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে এজেন্টের জন্য মাথাপিছু ৫০ হাজার টাকা মুনাফাও ধরা ছিল। কিন্তু জনপ্রতি কমপক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে ১৮ হাজার কোটি টাকার বাণিজ্যে ছয় হাজার কোটি টাকা হাপিশ করে দিয়েছে 'সিন্ডিকেট'!

২০২২ সালে শ্রমবাজার চালু হলে কর্মী পাঠানোর জন্য রিক্রুটিং এজেন্সি নির্বাচনের দায়িত্ব পায় মালয়েশিয়া। তাদের কাছে ১ হাজার ৫২০টি রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা পাঠিয়েছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। কোনো নীতিমালা ছাড়াই তারা মাত্র ২৫টি এজেন্সিকে বেছে নেয়। মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সুযোগ পাওয়া এই ২৫ এজেন্সির চক্র ধাপে ধাপে ১০০-তে উত্তীর্ণ হয়। চক্রে নাম ঢোকাতে যেমন প্রচুর অর্থ দিতে হয়, আবার চক্রে ঢুকে গেলে এজেন্সিগুলো 'গাছের পাতাটি না নাড়িয়ে' কর্মীপিছু দেড় লাখ টাকা পকেটে পোরে। সব মিলিয়ে বেশ 'দেব আর নেব' পরিস্থিতি!

চক্র নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে দুই দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীর নাম নানা সময়ে জানা গেলেও সম্প্রতি তিনজন সংসদ সদস্য, একজন সংসদ সদস্যের পরিবার, আওয়ামী লীগ নেতা, সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলরদের নামও এ তালিকায় দেখা যাচ্ছে। সমকাল জানাচ্ছে, "মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর সিন্ডিকেটে নাম লিখিয়ে শত শত কোটি টাকার ব্যবসা করেছে কয়েকজন এমপির রিক্রুটিং এজেন্সি। অন্য ব্যবসায়ীর 'কেনা' কর্মী নিয়োগের চাহিদাপত্র অটো রোটেশনে আসে সিন্ডিকেটে থাকা রিক্রুটিং এজেন্সির নামে। তাদের মাধ্যমে ছাড়পত্র এবং ই-ভিসা করার বাধ্যবাধকতার সুযোগে এজেন্সিগুলো কর্মীপ্রতি লাখ দেড়েক টাকা নেয়।' (৪ জুন ২০২৪)

বায়রার যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেছেন, 'রিক্রুটিং এজেন্সির তালিকা করার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ছিল না। তাই কর্মী পাঠানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই মূল হোতাদের যোগসাজশে তালিকায় নাম লিখিয়েছেন কেউ কেউ। এরপর ঘরে বসে বসে টাকা আয় করেছেন। কর্মীপ্রতি ১ লাখ ৫২ হাজার টাকা নিচ্ছে চক্রে থাকা এজেন্সি।' (প্রথম আলো, ৩১ মে ২৪)

এর আগে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পদে পদে ঘুষ দিতে হয় বলে এক চিঠিতে অভিযোগ করেন জাতিসংঘের চার বিশেষজ্ঞ। চিঠিতে বলা হয়, কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরুই হয় দেশটির মানবসম্পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে। ২৮ মার্চের এই চিঠি জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস ২৬ মে প্রকাশ করে। ৬০ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার জবাব দেয়নি বলেই চিঠিটি প্রকাশ করা হয়। এতে লেখা হয়, 'মালয়েশিয়াগামী বাংলাদেশি অভিবাসী কর্মীরা বিশ্বের সর্বোচ্চ নিয়োগ ফি প্রদান করেছেন, যা বাজারে প্রচলিত হারের চেয়ে অনেক বেশি।'

২.

জবাব না দেওয়ার দায়হীনতা এ দেশে নতুন নয়। তবে নিজের কাজে অতি তৎপরতার ক্ষেত্রে এ দেশের ক্ষমতাদর্পী রাজনীতিবিদদের জুড়ি মেলা ভার! মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের চার সংসদ সদস্যের নিজস্ব ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের যে বৃত্তান্ত আমরা জেনে উঠছি, তা বিস্ময়-জাগানিয়া! চার সংসদ সদস্য– ১. মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, ২. নিজাম উদ্দিন হাজারী, ৩. বেনজীর আহমদ ও তাঁর প্রতিষ্ঠান এবং ৪. আ হ ম মুস্তফা কামালের স্ত্রী ও কন্যা যথাক্রমে ৮,৫৯২ জন, ৭,৮৬৯ জন, ৭,৮৪৯ জন ও ৯,৮৬১ জন কর্মীর ছাড়পত্র প্রদান করে জনপ্রতি সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা নিয়েছেন। তার মানে, যেখানে সরকার নির্ধারিত ফি ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা, সেখানে জনপ্রতি পৌনে চার লাখ টাকা বেশি নিয়েছেন আমাদের এমপি ও এমপির স্বজনের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

কীভাবে সম্ভব এই তুঘলকি কাণ্ড? কোথাও কোনো রক্ষাকবচ নেই? যে যার খুশিমতো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মাথাপিছু লাখ লাখ টাকা ঘরে তুলে নেবে? প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী অবশ্য নির্বিকার বলেছেন, 'নিয়োগকারী দেশ চায় বলেই সিন্ডিকেট হয়েছে।' সিন্ডিকেটে এমপির প্রতিষ্ঠান থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা জানি রিক্রুটিং এজেন্সি। এর মালিক-এমপি চিনি না। তদন্তে দায়ী হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' (সমকাল, ৪ জুন ২০২৪)

মাননীয় মন্ত্রী, বালুতে মুখ গুঁজে থাকলে প্রলয় বন্ধ থাকবে? আপনি দায়িত্বশীল পদে আছেন, আপনার কর্মপরিধিতে এত বড় দুর্নীতি-অনিয়ম, আপনি জানবেন না কেন? যারা দেশের সাধারণ মানুষকে পথে বসিয়ে দেয়, তাদের বৃত্তান্ত অধরা থাকার কথা নয়, যদি তারা একই বলয়ের অংশ না হয়! এই বলয়ের নাম ক্ষমতা-কাঠামো!

৩.

আর সেইসব মানুষ? সর্বস্বহারা, নিঃস্ব মুখগুলো? যারা ভিটেমাটি বেচে উপার্জনের আকাঙ্ক্ষায় প্রবাসী হতে চাইলেন! শেষ মুহূর্তে বিমানে উঠতে ব্যর্থ হয়ে বিমানবন্দরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, তাদের কান্নার অনুবাদ কি আমরা শুনতে পাই? কেউ ধার করে, কেউ গরু-বসতবাড়ি, সামান্য জমি বিক্রি করে, কেউ ছোট দোকানটি তিল তিল গুছিয়ে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা এজেন্টের হাতে তুলে আশায় বসে ছিলেন। বিদেশ যাবেন, দিন ফিরবে। না, কিছুই না। ভিসা-ছাড়পত্র সব আছে, যাওয়ার মতো বিমানের বন্দোবস্ত নেই; তারা যেতে পারলেন না!

এই চরম অব্যবস্থাপনার দায় নেওয়ারও কেউ নেই। সব প্রশ্নের উত্তর একই– কমিটি তদন্ত করে দেখবে! কিন্তু সেই দেখা কবে শেষ হবে, কেউ জানে না। ভুয়া কাজের প্রলোভনে, দালালের খপ্পরে প্রচুর বাংলাদেশি শ্রমিক মালয়েশিয়ায় অমানবিক জীবনযাপন করছেন। ১৭ হাজারের বেশি শ্রমিক ভিসা নিয়েও যেতে পারলেন না।

বাংলাদেশসহ আরও ১৫টি দেশের শ্রমিক মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে যান। আর কোনো দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও শৃঙ্খলা থাকলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার কথাই নয়। খেটে খাওয়া মানুষগুলো বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতেই দেশ ছেড়ে মূলত মালয়েশিয়ায় যেতে চান। আমাদের সরকার রেমিট্যান্সের প্রশ্নে যত মুখর ও আনন্দিত, প্রান্তিক বা নিম্নবিত্ত মানুষের কর্মসংস্থান প্রশ্নে ততই নীরব। কারণ, নিজ দেশে বিপুল কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে উদ্ভাবনী সৃজনশীলতার প্রয়োজন; প্রয়োজন পরিকল্পনা, চিন্তা, শ্রম ও সততা; প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আনতে হয় জবাবদিহির আওতায়। সেসব ভুলে মাথাপিছু পৌনে চার লাখ টাকা 'আয়ে'র সুখানন্দে ভেসে যাওয়ার সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দেয়– সমাজের লুকানো সত্যগুলো ভয়ংকর অমানবিক।

■ মাহবুব আজীজ: উপসম্পাদক, সমকাল; সাহিত্যিক
mahbubaziz01@gmail.com

নিজের কাজে অতি তৎপরতার ক্ষেত্রে এ দেশের ক্ষমতাদর্পী রাজনীতিবিদদের জুড়ি মেলা ভার! মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের চার সংসদ সদস্যের নিজস্ব ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের যে বৃত্তান্ত আমরা জেনে উঠছি, তা বিস্ময়-জাগানিয়া!

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ১২, ২০২৪

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস

ড. রুশিদান ইসলাম রহমান

শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা না কমে বাড়ছে কেন

শিশুশ্রম বা শিশুদের অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সুশাসন পরিস্থিতি সবকিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার আলোচনায় তার কয়েকটি বিষয়ে জোর দেয়া হবে। শুরুতে ২০১৩ ও ২০২২ সালে পরিচালিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শিশুশ্রম জরিপ থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরা যাক।

বিবিএসের এই দুটি জরিপ একই সংজ্ঞা ব্যবহার এবং ৫-১৭ বছর বয়সীদের এ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১২ ও ২০২২ সালে উপার্জন কাজে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩ দশমিক ৪ ও ৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন। এই বয়সী মোট শিশুর মধ্যে শ্রমজীবী শিশুর অনুপাত ছিল ৮ দশমিক ৭ এবং ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থাৎ এই অনুপাত সামান্য বেড়েছে। আর মোট সংখ্যাও কমেনি, বরং কিছুটা বেড়েছে।

বিবিএসের জরিপগুলো আরো একটি তথ্য দিয়েছে, যা 'শিশুশ্রম' বিষয়ক। শ্রমঘণ্টা ও কাজের ধরনের ভিত্তিতে যেগুলো শিশুর জন্য সরাসরি ক্ষতিকর, তেমন কাজে নিয়োজিতদের এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশু শ্রমিকদের অংশ ছিল ২০১৩ ও ২০২২ সালে যথাক্রমে ৪ দশমিক ৩ ও ৪ দশমিক ৪ শতাংশ।

অর্থাৎ সরকারি জরিপ থেকেই দেখা যাচ্ছে সার্বিকভাবেই শিশুদের উপার্জন কাজে নিয়োজন বেড়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলো উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কারণ যে বয়সে তাদের স্কুলের পড়াশোনায় আনন্দে দিন যাপনের কথা সে বয়সে কর্ম নিয়োজন তাদের মানসিক ও শারীরিক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের বঞ্চনার আরেকটি দিক হচ্ছে শিক্ষা সমাপ্ত না করায় ভবিষ্যতে তারা শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি হিসেবে উন্নত মানের কর্ম নিয়োজনে যেতে পারবে না। এতে দেশ তাদের সম্ভাব্য অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

উদ্যোক্তরা কেন শিশুশ্রম নিয়োগ করছে, অর্থাৎ চাহিদার দিকে কী ধরনের প্রক্রিয়া কাজ করছে, সেটি এবার দেখা যাক। উদ্যোক্তরা অবশ্যই এটা সুবিধাজনক মনে করছে। তার কারণ তাদের মজুরি বা মাসিক বেতন প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কম। শুধু তাই নয়, তাদেরকে দিয়ে নির্দেশ পালন করানো বা কথা 'শোনানো' সহজ। তবে বিষয়টি এভাবে দেখার কারণ হচ্ছে এদেশে শ্রমবাজারে নিয়োগ দেয়া হয় অনানুষ্ঠানিকভাবে। সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো প্রকট। এমনকি শিশুর উপার্জন কাজের সঙ্গে যখন শিক্ষা অর্জনের সমন্বয় কঠিন হয়, তখন শিক্ষার বিষয়টি বাদ পড়ে।

অনেক ক্ষেত্রেই উদ্যোক্তাদের বরং মনোভাব এই যে দরিদ্র পরিবারের শিশুকে নিয়োগ করলে পরিবারকে সাহায্য বা আনুকূল্য করা হলো। উপার্জনকাজে শিশুর নিয়োজনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমাজে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব আছে। তাই এভাবে চিন্তা করা হয়। সে সঙ্গে শিশু যখন এরই মধ্যে স্কুল থেকে বাদ পড়েছে, শিশুর অভিভাবক যখন শিশুর 'অসামাজিক' পথে যাওয়া বা বাজে বাজে কাজে সময় ব্যয় করা নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তখন নিয়োগকারীর পক্ষে তাকে কাজে নিয়োজন করাটা উত্তম পথ মনে করাটা অযৌক্তিক নয় অর্থাৎ স্কুল থেকে ঝরে পড়াটাই মূল গলদ।

যে বয়সে শিশুর স্কুলে পড়াশোনা করার কথা সে বয়সে এত বড় সংখ্যায় কেন তারা শ্রমজীবী শিশুর দলে ভিড়ছে সেটা দেখতে গেলে সেসব শিশুর পারিবারিক পরিবেশের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে হবে। সে সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে কেন তারা বের হয়ে আসছে বা ঝরে পড়ছে সেটাও বুঝতে হবে। শিশু উপার্জন কাজে নিয়োজিত হলে পরিবারে সচ্ছলতা বাড়ে দুইভাবে। একদিকে তার উপার্জন পরিবারের মোট আয় বাড়ায়। অন্যদিকে তার স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ হলে তার শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হতো তা সাশ্রয় হয়। কাজেই নিম্ন আয়ের পরিবারে সুযোগ পেলে শিশুকে উপার্জন কাজে ঠেলে দেয়ার প্রবণতা থাকাটা স্বাভাবিক। শিশুশ্রম নিয়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাই প্রধানত শ্রমজীবী শিশুর দলে যোগ দেয় এবং দারিদ্র্যের কারণেই এটা ঘটে। ২০০৩ সালের শিশুশ্রমবিষয়ক জরিপের রিপোর্টে বলা হয়, প্রায় ৭০ শতাংশ বাবা-মা বলেছেন যে পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য শিশুশ্রমের পথ নিতে হয়েছে। তবে মাত্র ৯ শতাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে এমন উত্তর এসেছে যে শিশুর উপার্জন ছাড়া পরিবারের চলা অসম্ভব হতো।

২০২২ সালে এসে যখন দারিদ্র্য অনেক হ্রাস পেয়েছে তখনও কেন শিশুশ্রম এত ব্যাপক! ওপরে উদ্ধৃত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১৩ এবং ২০২২ সালের মধ্যে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা কমেনি, বরং কিছুটা হলেও বেড়েছে। এই এক দশকে দারিদ্র্য হার তো অনেক কমেছে।

কাজেই এখানে নিশ্চয় আরো কিছু কারণ রয়েছে। বিবিএসের সাম্প্রতিক দুই শিশু শ্রমবিষয়ক জরিপ এ বিষয়ে তথ্য দেয়নি, যদিও জরিপ প্রশ্নমালায় কারণ সম্পর্কিত প্রশ্নটি ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর গুরুত্বপূর্ণ ও রিপোর্টে সেসব তথ্য দেয়া হলে তা নীতি গ্রহণে সহায়ক হতে পারত।

আমার নিজের গবেষণা থেকে দেখেছি, যে এ বিষয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হচ্ছে ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বা স্কুল ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি। শিশুদের স্কুল ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়াটা হঠাৎ ঘটে না। আর সেসব সিদ্ধান্ত অনেকাংশে তাদের বাবা-মা বা অভিভাবকের ওপর নির্ভর করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের অনেকেই স্কুলের পড়াশোনায় খারাপ ফল করতে থাকলে বাবা-মা ও শিক্ষক বিরক্তি এবং হতাশা প্রকাশ করেন, ফলে ছাত্র ঘন ঘন অনুপস্থিত থাকে। এক সময় স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। দারিদ্র্যের সঙ্গে এ প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। দারিদ্র্যের কারণে এসব পরিবার গৃহশিক্ষক নিয়োগ করে স্কুলে শিশুদের ভালো অর্জন নিশ্চিত করতে সক্ষম হয় না।

স্কুল থেকে ঝরে পড়ার পর অভিভাবক অন্য উপায় না পেয়ে শিশুকে উপার্জন কাজে লাগিয়ে দেয়াটাই সহজ পথ মনে করবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ সেটা না করলে তারা বিপথগামী হতে পারে। সেই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। বাস্তবে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলা যায় শিশুকে শ্রমজীবী হতে বাধ্য করছে শুধু পরিবারের দারিদ্র্য নয়, আকর্ষণহীন স্কুলজীবন ও শিক্ষা ব্যবস্থা। সে সঙ্গে শিশুশ্রমের নিয়োগকারীরা তৈরি করছে দরিদ্র্য বাবা-মা অভিভাবকের জন্য প্রলোভন, শিশুকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে পরিবারে সচ্ছলতা আনার।

দারিদ্র্য কমছে, তা সত্ত্বেও শ্রমজীবী শিশু কমছে না। সুতরাং এর প্রতিকারে এখন প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন, যাতে স্কুল হয় শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় এবং মানব পুঁজি বাড়ানোর উপায়। তখন ছাত্ররা শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরো ভালো কর্মসংস্থান হবে—এমন স্বপ্ন দেখতে পারবে, স্কুল ছাড়তে চাইবে না। সেই ভালো কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য নীতি কৌশল গ্রহণও এখনই শুরু করতে হবে। তাতে অভিভাবকও ভবিষ্যতের আশায় বুক বেঁধে সন্তানের স্কুল চালিয়ে যেতে সচেতন হবেন।

অর্থাৎ শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনতে সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে শিশুর স্কুল থেকে ঝরে পড়া রোধ করার ওপর, তার জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে সমাজে সচেতনতা বাড়াতে হবে শিশু শ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে। যেসব শিশু এরই মধ্যে স্কুলের বাইরে, তাদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের আওতায় আনার দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা শ্রমজীবী শিশু না হয়ে ভবিষ্যতে উন্নত মানের নিয়োজন আশা করতে পারে।

ড. রুশিদান ইসলাম রহমান : অর্থনীতিবিদ ও বিআইডিএসের প্রাক্তন গবেষণা পরিচালক

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বুধবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
১২ জুন ২০২৪
দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকায় অটোরিকশা চালাচ্ছে শিশুরা!

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস আজ। গত ১০ বছরে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭ হাজার

■ রাবেয়া বেবী

১৪ বছরের ইয়ামিন কামরাঙ্গীরচর খোলামোড়া গুদারাঘাট লেগুনা স্ট্যান্ডের একজন সিএনজি অটোরিকশা চালক। প্রখর রোদের মধ্যে পলেস্টার কাপড়ে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত পাঞ্জাবি পরে সিএনজি থামিয়ে যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিল সে। এ সময় কথা হয় ইয়ামিনের সঙ্গে। ইয়ামিন জানায়, সে কুমিল্লার গৌরীপুরের সিংগুলা হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী। এখন মাদ্রাসা বন্ধ, তাই সে এবং তার বড় ভাই কুরআনে হাফেজ ১৫ বছরের ইয়াসিন পালা করে বাবার সিএনজি চালাচ্ছে। বাবা-মা আর তিন ভাইয়ের সংসারে বাবা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তখন তাদের সিএনজি চালাতে হয়। যদিও তাদের সিএনজি চালানোর বয়স ও লাইসেন্স কোনোটাই নেই।

স্থানীয়রা জানান, শুধু ইয়াসিন আর ইয়ামিন নয়, এই লেগুনা স্ট্যান্ডে অনেক শিশুই সিএনজি, লেগুনা এবং অটোরিকশা চালক। ১০০ জন চালকের মধ্যে কত জন শিশু অর্থাৎ কত জনের বয়স ১৮ বছরের নিচে হবে—এমন প্রশ্নে তারা উত্তর দেন ৪০/৫০ জনের কম না, বেশিও হতে পারে। এমন বাস্তবতার মধ্যে আজ ১২ জুন 'শিশুশ্রম বন্ধ করি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি' প্রতিপাদ্য করে পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস।

বাংলাদেশ ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বিজ্ঞজনেরা বলছেন, শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে সঠিক তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। শিশুরা যে পারিশ্রমিক পায় তা পরিবারকে দিয়ে তাদের স্কুলে পুনর্বাসনসহ কারিগরি শিক্ষায় যুক্ত করতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, ২০২৫ সালের মধ্যে না হলেও ২০২৬ সালের শেষের দিকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব হবে।

আরো কয়েক জন শিশু অটোরিকশা চালকের কথা : মো. সুজনের বয়স ১৭ বছর। পাঁচ বছর আগে সে অটোরিকশা চালানো শুরু করে। কিশোরগঞ্জ থেকে আসা সুজন বলে, তার বাবা মারা গেছে। সংসার চালাতে তাকে কাজে নামতে হয়। দরিদ্র পরিবার বলে তার পড়াশোনাও হয়নি। মো. ইয়াহিয়ার বয়স ১৬ বছর, আট মাস হলো সে অটোরিকশা চালায়। এর আগে সে একটি হোটেলে কাজ করেছে। সে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। প্রতিদিন কত আয় হয়, জানতে চাইলে জানায়, জমা দিয়ে ৪০০/৫০০ টাকা আয় হয়। আরিফের বয়স ১৮ বছর, সে চার বছর ধরে অটো চালায়। তার কোনো লাইসেন্স আছে কি না জানতে চাইলে বলে, 'এই স্ট্যান্ডের কোনো ড্রাইভারের লাইসেন্স নেই।' কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে কি না প্রশ্ন করলে বলে, 'বড় কোনো দুর্ঘটনা এখনো হয়নি।'

গুদারাঘাট লেগুনা স্ট্যান্ডের চা-দোকানদার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, গরিব ছেলেরা অভাবের জন্য কাজ করছে। এখানে অনেক কারখানায় আর অটোরিকশায় অনেক শিশু শ্রমিক কাজ করে। আবুল হোসেন গুদারাঘাট থেকে মাতবর বাজার যাচ্ছেন শিশু চালকের অটোরিকশায়। তিনি বলেন, কাজ করা খারাপ না তবে এত রোদে গরমে কাজ করা কষ্টের। আর দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ক ২০২১ সালের জরিপ অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় পরিবহন খাতে মৃত্যু সবচেয়ে বেশি। ২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত ১ হাজার ৫৩ শ্রমিকের মধ্যে ৫১৩ জনই ছিল পরিবহন খাতের। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর অর্ধেকই পরিবহন খাতের শ্রমিক।

দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছেই : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শেষ জরিপ মতে, গত ১০ বছরে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৭৭ হাজার। ২০২৩ সালে প্রকাশিত জরিপ বলছে, শ্রমে আছে ১৭ লাখ ৭৬ হাজার শিশু (যাদের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর)। ১০ বছর আগে ২০১৩ সালে ছিল ১৬ লাখ ৯৮ হাজার।

দেশে শিশুশ্রম প্রতিরোধ মনিটরিং কমিটির কো-চেয়ার অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, এই শিশুরা যে শুধু ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, তা না। তারা যোগ্য পারিশ্রমিকও পাচ্ছে না। তিনি বলেন, আমরা দেখছি দেশে শিশুশ্রম বেড়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিশুরা কেন কাজ করে সেই অভাব দূর করতে হবে। পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ, স্কুলে পুনর্বাসন এবং শিশুদের জন্য কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সঠিকভাবে পরিদর্শন করে সঠিক তথ্য উপাত্ত প্রকাশের ওপরও জোর দেন তিনি।

এ ব্যাপারে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি) এস এম শাহাজাদ কবির বলেন, আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই খাতে কাজ করার দায়িত্ব। তবে লোকবলের অভাবে আমরা এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে হাত দিতে পারিনি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেন, শিশুশ্রম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বিষয়। শিশুশ্রম প্রতিরোধে সরকার সামাজিক নিরাপত্তার পরিধি বাড়িয়েছে, জেলা ও গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রচারণা বাড়িয়েছে বলে তিনি জানান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এইচ এম ইব্রাহিম এমপি বলেন, সরকার শিশুশ্রম অনেক কমিয়ে এনেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ সম্ভব না হলেও ২০২৬ সালের মধ্যে তা বন্ধ হবে। যেখানে যেখানে শিশুশ্রম হচ্ছে সেখানে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি।

সমকাল
■ বুধবার। ১২ জুন ২০২৪

মালয়েশিয়া যেতে না পারা ৩ হাজার কর্মীর অভিযোগ

■ সমকাল প্রতিবেদক

তদন্ত প্রতিবেদন দিতে সময় বাড়ল ৫ দিন

মালয়েশিয়া যেতে না পারা তিন হাজার কর্মী প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের করা তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ দিয়েছেন। এসব অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে কমিটিকে আরও পাঁচ কর্মদিবস দেওয়া হয়েছে। ঈদের পর প্রতিবেদন জমা দেবে কমিটি। গতকাল মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। তিনি আরও জানান, তাঁর সাম্প্রতিক সফরে ওমান সরকার ৯৬ হাজার বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধতা দিয়েছে।

গত ৩১ মে বন্ধ হয় বহুল আলোচিত মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার। সরকারের ছাড়পত্র পেয়েও ১৭ হাজার বাংলাদেশি কর্মী যেতে পারেননি। এ পরিস্থিতির জন্য মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর জন্য গড়ে ওঠা জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটকে দায়ী করা হচ্ছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।

কারা দায়ী– তা খুঁজতে গত ২ জুন তদন্ত কমিটি করে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়। গতকাল কমিটির প্রতিবেদন দেওয়ার কথা ছিল।

এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। কর্মী পাঠানো ১০১ রিক্রুটিং এজেন্সি এবং জনশক্তি ব্যবসায়ীদের সংগঠন বায়রার প্রতিবেদন নেওয়া হচ্ছে। এতে একটু সময় লাগছে। তদন্ত কমিটিকে পাঁচ কর্মদিবস সময় দিয়েছি। সঠিক স্বচ্ছ পক্ষপাতমুক্ত প্রতিবেদন চায় মন্ত্রণালয়, যাতে মানুষ উপকৃত হবে। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের সমস্যা আর না হয়।

এর আগে যেতে না পারা কর্মীদের ৮ জুনের মধ্যে অভিযোগ জানাতে বলেছিল মন্ত্রণালয়। শফিকুর রহমান বলেন, এখনও অভিযোগ আসছে, তা গ্রহণ করা হচ্ছে। তদন্ত চলাকালে যত অভিযোগ আসবে, সব আমলে নেওয়া হবে। দায়ীদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

যেতে না পারা কর্মীদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা অগ্রাধিকার পাচ্ছে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, কর্মীরা যেন সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ পান, এ চেষ্টা থাকবে। যেসব এজেন্সির পাঠানো কর্মী মালয়েশিয়ায় গিয়ে চাকরি পাননি, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে গত বছরের ৩১ অক্টোবর বন্ধ হয় ওমানের শ্রমবাজার। সম্প্রতি দেশটি সফর করেন প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, অবৈধ হয়ে পড়া ৯৬ হাজার বাংলাদেশিকে বৈধতা দেওয়া এবং বাংলাদেশ থেকে ১২টি ক্যাটেগরিতে কর্মী নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে দেশটি। ওমানে জরিমানা দিয়ে বৈধ হতে হয়, তা মওকুফের অনুরোধ করা হয়েছে। দেশটি দক্ষ কর্মী চায়। দক্ষ কর্মী যাওয়া শুরু করলে অদক্ষদের জন্যও শ্রমবাজার খুলবে।

আরব আমিরাত সফরের বিষয়ে শফিকুর রহমান বলেছেন, দুবাই থেকে ইতোমধ্যে ৩ হাজার কর্মীর চাহিদা এসেছে। ৪০০ কর্মী দেশটিতে পৌঁছে গেছেন।

NEW AGE WEDNESDAY, JUNE 12, 2024,

POST-BUDGET REACTIONS

Labour leaders want allocation for RMG workers' ration

Staff Correspondent

IndustriAll Bangladesh Council senior vice-president ZM Kamrul Anam speaks at a press conference held at the National Press Club in the capital Dhaka on Tuesday. IBC general secretary Shahidullah Badal and former IBC general secretary Kutubuddin Ahmed, among others, were present. — Press release

TRADE union leaders in the readymade garment sector on Tuesday criticised the proposed budget for the 2024-25 financial year for not allocating any fund to offer essential commodities to RMG workers at subsidised rates amid soaring prices of the items.

At a press conference held at the National Press Club in the capital Dhaka, leaders of the IndustriAll Bangladesh Council said that they would launch a tough movement after Eid-ul-Azha if the allocation was not made in the budget for the purpose.

Eid-ul-Azha, one of the biggest religious festivals of the Muslims, will be celebrated in the country on June 17.

Expressing dissatisfaction over the proposed budget, labour leaders said that despite promise from the government, no allocation for workers' food ration was included in the proposed budget.

Finance minister Abul Hassan Mahmood Ali placed the proposed budget for the 2024-25 financial year at Jatiya Sangsad in the capital Dhaka on June 6.

'In 2023, prime minister Sheikh Hasina assured that she would consider implementing a food ration programme for workers. She gave the assurance in response to the demonstration of RMG workers in the Mirpur area of the city demanding wage adjustments to keep pace with growing inflation,' IBC senior vice-president ZM Kamrul Anam said.

It is unfortunate that there was no reflection of the prime minister's assurance in the proposed budget, he said.

Kamrul said that they would go for a tough movement after Eid if the government did not ensure allocation in the budget for the worker food ration programme.

At the press conference, the IBC announced six-point demands, including implementation of new minimum wage structure in all RMG factories, making Bangladesh Labour Act 'labour friendly' through necessary amendments and establishing housing for workers, hospitals and schools for the workers' children in every industrial zones.

The IBC also demanded compensation to families of the workers who lost their lives during wage movements in the RMG sector and withdrawal of all criminal cases file against workers and workers leaders in connection with movements demanding wage hike.

IBC general secretary Shahidullah Badal said that the minimum wages for the RMG workers were set at Tk 12,500 in December 2023, but the amount was insufficient to meet the daily needs amid growing inflation.

He claimed that the new wage structure was yet to be implemented in many factories.

It was very unfortunate that 40 lakhs RMG workers were bringing more than 84 per cent of foreign currency for the country, but they are failing to meet their daily needs, Badal said.

Former IBC general secretary Kutubuddin Ahmed emphasised the importance of allocating fund for food ration, saying that the wages for RMG workers in Bangladesh were among the lowest in the world.

'Ministers often claim that the current government is worker friendly, but there is no sign of the claim in the proposed budget,' he said.

Regarding the labour act, he observed that workers' rights declined with each amendment.

Kutubuddin called for the repeal of certain sections in the labour act that are detrimental to trade union rights.

NEW AGE
WEDNESDAY, JUNE 12, 2024,
Founder Editor Enayetullah Khan

A call to end child labour

by **Nazmul Alam**

IN WILLIAM Blake's touching poems 'The Chimney Sweeper' from his collections Songs of Innocence and Songs of Experience, he paints a sad picture of child labour during the Industrial Revolution. Blake describes little children, covered in soot, crying out 'weep, weep.' These heart-wrenching images still strike a chord today, showing us that child labour, despite many efforts to stop it, is still a serious problem in many parts of the world. As we observe World Day Against Child Labour and celebrate the 25th anniversary of the Worst Forms of Child Labour Convention (1999, No 182), it is important to look back at what we have achieved and push harder to protect every child from being exploited.

While significant progress has been made in reducing child labour globally, recent years have witnessed a troubling reversal in this trend. This portrays the urgent need for concerted action to eradicate child labour in all its manifestations. The International Labour Organisation estimates that there are still 160 million children engaged in child labour worldwide, with nearly half of them involved in hazardous work.

Bangladesh, a country known for its vibrant culture and booming economy, unfortunately also faces a significant child labour problem. According to a study by the Bangladesh Bureau of Statistics, over 1.2 million children are engaged in child labour. Of these, approximately 600,000 are involved in hazardous forms of work.

The textile and garment sector, a foundation of Bangladesh's economy, employs a substantial number of child labourers. These children often work in unregulated, small-scale factories and workshops where they are exposed to long hours, unsafe working conditions and minimal wages.

Many children in rural areas work in agriculture, often starting at a very young age. They engage in tasks such as planting, harvesting and tending to livestock, which can be physically demanding and dangerous.

A large number of children, particularly girls, are employed as domestic workers. These children are often hidden from public view, making them especially vulnerable to abuse and exploitation.

Children working in brick fields and construction sites perform effortful tasks, including carrying heavy loads and working with hazardous materials, without proper safety equipment.

—UNICI

Bangladesh has ratified ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labour and Convention 138 on the Minimum Age for Admission to Employment. These commitments are crucial steps towards safeguarding children's rights. However, the implementation and enforcement of these laws remain inconsistent. Factors such as poverty, a lack of education and socio-cultural norms contribute to the persistence of child labour.

This year's theme, 'Let's act on our commitments: End child labour!' emphasises the need for strong action at all levels. Here are some strategies that can help make the elimination of child labour a reality:

The government must ensure that national laws are aligned with international conventions. This includes establishing a minimum working age, regulating work hours and ensuring safe working conditions for adolescents who are legally allowed to work.

Effective enforcement of child labour laws is critical. This requires training and empowering labour inspectors, increasing inspections and imposing penalties on violators.

Poverty is a primary driver of child labour. Efforts to reduce child labour must include comprehensive poverty alleviation programmes, including social protection measures, access to quality education and livelihood opportunities for families.

Ensuring that all children have access to free, quality education is essential. The government and NGOs must work together to eliminate barriers to education, such as school fees, and provide incentives for families to keep their children in school.

Public awareness campaigns can help change attitudes and behaviours towards child labour. Emphasising the long-term benefits of education and the risks associated with child labour can encourage communities to take action.

The international community has a pivotal role to play in ending child labour. The adoption of Sustainable Development Goal 8.7, which calls for the eradication of child labour in all its forms by 2025, signifies a global commitment. Achieving this goal requires coordinated efforts and collaboration among governments, international organisations, businesses and civil society.

Corporations must also take responsibility by ensuring that their supply chains are free from child labour. This includes conducting regular audits, establishing clear policies against child labour and working with suppliers to improve labour practices.

As we celebrate the 25th anniversary of the Worst Forms of Child Labour Convention, it is a moment to acknowledge the progress made and recognise the challenges that lie ahead. The universal ratification of ILO Convention No 182 in 2020 marked a significant milestone, providing a legal framework for protecting children from the worst forms of child labour. However, achieving universal ratification and effective implementation of ILO Convention on the minimum age remains crucia

This World Day Against Child Labour, let us renew our commitmer to ending child labour. Governments businesses and individuals must work together to create a world whe every child can enjoy a childhood free from exploitation and abuse. By addressing the root causes, strengthening legal frameworks and promoting education, we can make significant strides towards eliminating child labour.

Let us act on our commitments and ensure that the cries of children, like those of Blake's chimney sweepers, are heard and addressed. Together, we can make the elimination of child labour a reality, fulfillin the promise of a brighter, safer futur for all children.

HM Nazmul Alam is a lecturer in Engli and modern languages at Internation University of Business, Agriculture ar Technolog

www.thefinancialexpress.com.bd
www.fe-bd.com /febdonline
Wednesday, June 12, 2024

Domestic, foreign borrowing may double by FY 2026-27

FHM HUMAYAN KABIR

Government borrowing from domestic and external sources is projected to swell over the next three years for financing the budget deficit, according to an official forecast.

It further suggests that the debt stock would double over a period of six years from fiscal year (FY) 2021-22 to FY 2026-27, and stand at around Tk 27.5 trillion - 39.4 per cent of the country's Gross Domestic Product (GDP).

As of the outgoing FY'24, the government borrowing, including domestic and foreign outstanding loans, is estimated to be Tk 19.0 trillion, 37.69 per cent of the GDP, according to the Ministry of Finance (MoF).

Analysts say that Bangladesh is gradually falling into a debt trap due to the steep rise in borrowing while the repayments would swell simultaneously in the coming years.

According to the MoF, the actual debt stock in FY'22 was recorded at Tk13.4 trillion, 33.8 per cent of the GDP.

The public sector debt stock has been maintaining a steep rise until FY'24. The debt stock in FY'23 was recorded at Tk 16.6 trillion or 37 per cent of GDP.

In the upcoming FY'25, the government's debt stock of the outstanding loans is projected to be Tk 21.6 trillion or 38.6 per cent of GDP, followed by Tk 24.5 trillion 39.1 per cent of GDP in FY'26 and Tk 27.5 trillion of 39.4 per cent of GDP in FY'27.

According to the latest "Medium-term macroeconomic policy statement" of the MoF, this loan escalation indicates a continuous reliance on both domestic and external borrowings to finance the government's fiscal needs.

Domestic debt is expected to grow to 24.5 per cent of GDP in FY'27 from 21 per cent of GDP in FY'22, it added.

The foreign debt as a percentage of GDP is projected to increase from 12.5 per cent in FY'22 to 15 per cent in FY'27, the MoF policy statement showed.

It said the distribution of domestic and external debt over the years suggested a preference of domestic borrowing, but that of external debt will gradually increase.

"Overall, the rising debt levels call for careful fiscal management to ensure sustainability and to maintain a healthy balance between growth and debt servicing obligations," the MoF policy statement said.

Former Comptroller and Auditor General (CAG) Mohammad Muslim Chowdhury told the FE that the debt is not always bad for countries like Bangladesh. However, the main challenge here is the nature of expenditures, he added.

"The past experience in Bangladesh is not so good. In most cases, the government capacity in terms of quality expenditure is very poor. So, it will be a big challenge for the country as well as for the economy if the capacity of the civil service does not improve," he said.

"The government had not taken proper projects at a suitable time. Even after undertaking the projects, those suffered from cost and time overrun. So, how can we expect proper return from those development projects," Muslim Chowdhury, also a former finance secretary, said.

In addition, if we fail to check the financial corruption, the country will fall into a debt burden, the public finance management (PFM) expert told the FE.

kabirhumayan10@gmail.com

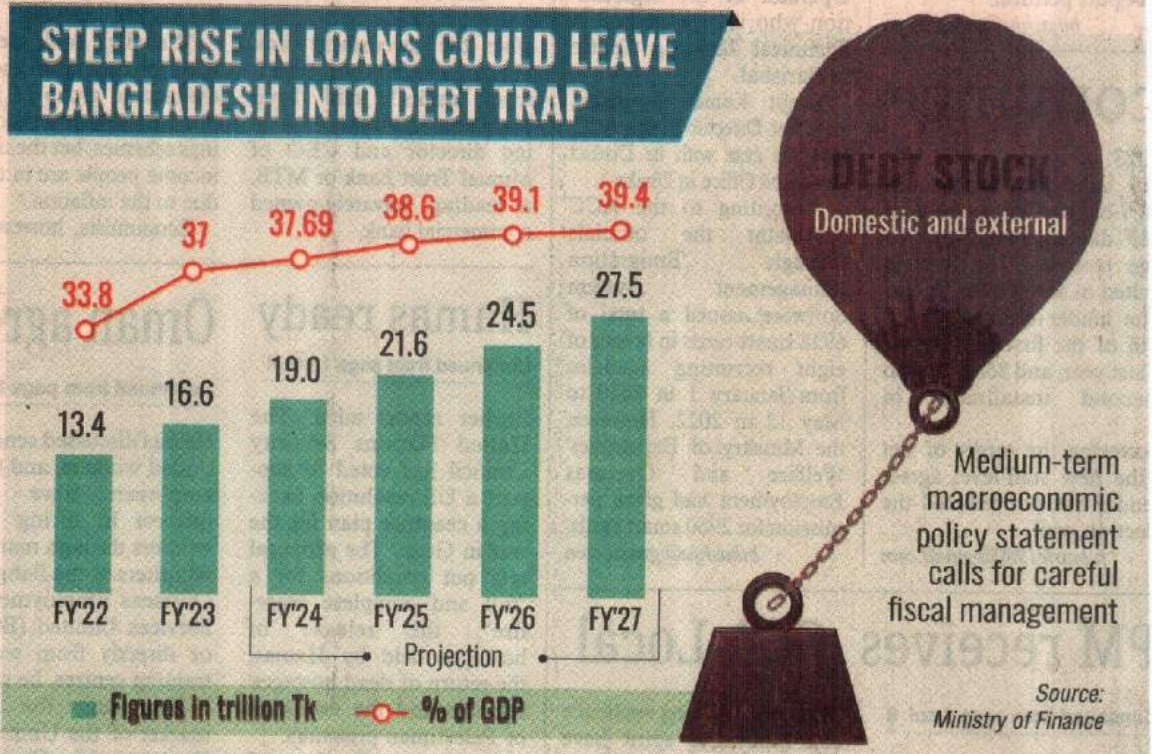

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ ২৪ জুন ২০২৪

বাজেটে উদ্যোক্তা এবং শ্রমবাজার ভাবনা

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

বাজেটে বারবার দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথা বলা হলেও তা অর্জনে এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার কথা বলা হয়নি। বাজেটে বিদ্যমান শ্রমবাজারের সংকট নিয়ে একটি কর্মসংস্থান কমিশন গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। ওই কমিশন চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করবে

বর্তমান সরকারের এবারের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নয়ন দৃশ্যমান, বাড়বে এবার কর্মসংস্থান'। এবারের বাজেটের আকার গত বছর থেকে প্রায় ৪.৬ শতাংশ বেড়ে সাত লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় কর্মক্ষম গোষ্ঠী তরুণদের কর্মসংস্থান, বেকারত্ব দূরীকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নে কতটা লক্ষ রাখা হয়েছে এবং সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার পূরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ কিভাবে নিচ্ছে, তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তরুণদের মধ্যে প্রায়ই যে কথা আলোচনা করতে দেখা যায়, দেশের পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই এবং সঠিক শিক্ষার পরিবেশ নেই। এই বাজেটে যেসব ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'তরুণদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ'। সেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাজেট বরাদ্দ ও তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে যে বর্তমানে দেশে ২৫ লাখ ৯০ হাজার বেকার আছেন। ২০২৩ সাল শেষে গড় বেকারের সংখ্যা ছিল ২৪ লাখ ৭০ হাজার। এর মানে গত বছরের তুলনায় এখন দেশে বেকারের সংখ্যা বেশি। দেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের হার বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমাগতভাবে যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান না পেয়ে বেকারত্ব বাড়ার খবরটি আমাদের সামনে বড় করে আসে। সত্যিকার অর্থে, দেশে এখন বেকার লোক কত, তা সঠিকভাবে কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারবে না।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে ঘরে ঘরে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ১০০ দিনের কর্ম সৃজন কর্মসূচিও নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হলেও আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বিষয়টি এগিয়ে চলেছে। একসময় বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হতো। এখন অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। খুব ন্যায্যভাবেই বলতে হয়, যে দেশে দুর্নীতি কম, সে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মানুষের কর্মসংস্থান বাড়ে।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে, কিন্তু দক্ষ জনশক্তির সংকট রয়েছে যথেষ্ট। আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিতরাই বেশি বেকার। এর মূল কারণ হলো শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান কিংবা দক্ষতার সমন্বয়ের অভাব। সম্প্রতি বাংলাদেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে এক প্রতিবেদনে। বাংলাদেশ রেলওয়ে দুই ধাপে দুই হাজার ১৭২ ওয়েম্যান নিয়োগ দিয়েছে, তাঁদের সবাই মাস্টার্স পাস। এই পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি পাস। তাঁরা নিজেদের শিক্ষাগত পরিচয় গোপন করে চাকরি নিয়েছেন। রেলওয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সম্প্রতি কাজে যোগদান করার পর অনেক ওয়েম্যানই তাঁদের চাকরি ছেড়েও দিয়েছেন।

এবার আসি বাজেট প্রসঙ্গে। এবার একটি চমৎকার বাজেট সংসদে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এই বাজেটে তরুণদের কর্মসংস্থান বিষয়ে কতটা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, সেটি বিশ্লেষণের বিষয়। প্রতিবছর হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত বেকার চাকরির বাজারে নামছেন। তরুণদের মধ্যে সরকারি চাকরির প্রতি ঝোঁক বেশি। স্বল্প কর্মসংস্থানের কারণে এখানে প্রতিযোগিতাও অনেক বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা লাভের আশায় তাঁরা সরকারি চাকরির জন্য বছরের পর বছর প্রস্তুতি নেন। আয়তনে বাংলাদেশ ছোট্ট একটি দেশ। এর জনসংখ্যাও অনেক বেশি। সম্পদও সীমিত। তাই এই সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন ব্যাপক কর্মসংস্থান।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। আগামী কয়েক বছরে দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে, তা সামনে রেখে কাজ করতে হবে। এ জন্য কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা সফল হলে তবেই বাজেট ফলপ্রসূ হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গটি কতটা শিক্ষার্থীবান্ধব কিংবা কর্মসংস্থানবান্ধব হবে, তা খুঁজে দেখার ন্যায্যতা অনেক বেশি। কর্মসংস্থান নিয়ে এরই মধ্যে অর্থমন্ত্রী তাঁর পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমরা গণমাধ্যমে এ বিষয়ে ধারণা পেয়েছি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, বাজেটে যেহেতু ব্যবসায়ীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে, সেহেতু কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও বেশ সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া এই বাজেটে স্নাতক পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ 'ইন্টার্নশিপ' কার্যক্রমের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে উঠতে এমন ইতিবাচক চিন্তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এসব পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং এর সুচিন্তিত প্রয়োগের শঙ্কা আমাদের মনে যথেষ্ট রয়েছে। তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকার নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে, তবে এই পদক্ষেপগুলোর গণ্ডি আরো সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারের এই বাজেটে তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠী আগের তুলনায় এখন অনেক শিক্ষিত এবং তাদের কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের চাওয়া-পাওয়া অনেক। যেহেতু দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, তাই তারা দেশের কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক মান আশা করে।

এ ছাড়া বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তরুণদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া জরুরি। তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের মাদকাসক্তি থেকে তরুণদের বিরত রাখার ক্ষেত্রে আলাদা বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে। এতে তাদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ ও কর্মে সঠিক অংশগ্রহণ বাড়ানো যাবে।

বাজেটে বারবার দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথা বলা হলেও তা অর্জনে এবং তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনার কথা বলা হয়নি। হয়তো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব পরিকল্পনা থাকতেই পারে, তবে এই বাজেট তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া ও তাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আলোকদিশারি হয়ে উঠতে পারত।

আমাদের শুধু একটাই আশা, দেশের তরুণরা যেন দেশেই থেকে নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে এবং তাদের যৌবনের সঠিক সময় কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আশা করি, সংশোধিত বাজেট ও সামনের বাজেট আরো তরুণবান্ধব হবে এবং সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার পূরণ করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। বাজেটে বিদ্যমান শ্রমবাজারের সংকট নিয়ে একটি কর্মসংস্থান কমিশন গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। ওই কমিশন চলমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করবে। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঢেলে সাজানো এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিশেষ করে তরুণদের স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্র আরো বাড়ানোর লক্ষ্যে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিষয়টি ভাবনায় রাখা প্রয়োজন।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com

সময়ের আলো বুধবার। ২৬ জুন ২০২৪।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী

এক বছরের মধ্যে শিশুশ্রম মুক্ত হবে রাজশাহী

● রাজশাহী ব্যুরো

শিশুশ্রম নিরসনের কোনো বিকল্প নেই মন্তব্য করে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে রাজশাহী জেলাকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হবে। এটা একটি পাইলট প্রকল্প। রাজশাহীতে সফলতা অর্জন করলে সারা দেশে তা বাস্তবায়ন করা হবে। মঙ্গলবার সকালে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে। শিশুদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেন। তারই ধারাবাহিতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুশ্রম নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করছেন। বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্ব কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন-শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব হোসেন, অতিরিক্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলম, শ্রম অধিফতরের মহাপরিচালক তরিকুল আলম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদফতরের মহাপরিদর্শক আবদুর রহিম খান প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ১৪ জুন ২০২৪

শ্রমবাজার বন্ধের দায় কার

এ কে এম আতিকুর রহমান

কর্মীদের টাকা কিভাবে ফেরত দেওয়া হবে? তাঁরা কি এজেন্সিকে পরিশোধিত সব টাকা ফেরত পাবেন? আমাদের কর্মীদের বিদেশে পাঠানোর পদ্ধতিতেই গলদ রয়েছে। সেটি ঠিক না করলে এসব অব্যবস্থাপনা বা কর্মীদের শোষণ চলতেই থাকবে। আমরা কর্মীদের কল্যাণের কথা কেউ ভাবি না। এতে দেশের ক্ষতি হয়, জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য মতে, আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০২২ সালের জুলাই থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক পাঁচ লাখ ২৬ হাজার ৬৭৩ জন কর্মীকে অনুমতি দেয়। তাঁদের মধ্যে চার লাখ ৯৩ হাজার ৬৪২ জন কর্মীকে বিএমইটি থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৬ হাজার ৯৭০ জন মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি, যদিও এ বছরের মার্চ মাসেই মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশকে ৩১ মে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ডেডলাইনের বিষয়টি অবহিত করেছিল। তাহলে কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো? আমাদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে কি সমন্বয়ের অভাব ছিল? নাকি এদের কেউ আঁচ করতে পারেনি যে এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে?

সহজভাবে বলতে গেলে এই বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো না, যদি এ বছরের মার্চ মাসে ৩১ মে কর্মী প্রেরণের ডেডলাইন জানার পরপরই বাংলাদেশ সরকারের নির্দিষ্ট দপ্তরের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেত—১. যেসব রিক্রুটিং এজেন্সি মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণে সম্পৃক্ত তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে কার কতজন কর্মীকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে, কতজন ভিসা পেয়েছে, কতজন এরই মধ্যে মালয়েশিয়ায় চলে গেছেন, কতজনের ৩১ মের মধ্যে যাওয়ার টিকিট রয়েছে, কতজনের যাওয়া বাকি আছে, কতজনের এখনো ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায়নি, কতজনের ভিসা প্রক্রিয়াধীন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা। ২. ৩১ মের মধ্যে ঢাকা-কুয়ালালামপুর রুটে নিয়মিত ফ্লাইটে কতজনকে পাঠানো সম্ভব হবে সেসব তথ্য সংগ্রহ করা। অতিরিক্ত ফ্লাইটের প্রয়োজন হলে যথাসময়ে তার আয়োজন করা, যাতে সবাই ডেডলাইনের আগেই মালয়েশিয়ায় যেতে সক্ষম হন। ৩. মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়ে দেওয়া, যাতে ৩১ মের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগেই সবার ভিসা ইস্যু করা হয়। জানি না, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এসব তথ্য ছিল কি না। বর্তমান প্রযুক্তির (স্মার্ট!) যুগে এসব তথ্য সংগ্রহে রাখা খুব একটা কঠিন কাজ ছিল কি?

যা হোক, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী জানিয়েছেন, যাঁরা টাকা জমা দিয়েও যেতে পারেননি, তাঁদের টাকা অবশ্যই ফেরত দেওয়া হবে। কোন এজেন্সির মাধ্যমে কতজন টাকা জমা দিয়েছেন, সেই তালিকা করতে মন্ত্রণালয় থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া তিনি গত ৫ জুন তাঁর মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন এবং না যেতে পারা কর্মীরা যাতে যেতে পারেন, তা বিবেচনা করার জন্য পুনরায় হাইকমিশনারকে অনুরোধ জানান। তবে মালয়েশিয়া আর সময় বাড়াবে না বলে মালয়েশিয়ার দূত জানিয়ে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এর আগেও বাংলাদেশ সময় বাড়ানোর জন্য মালয়েশিয়াকে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তারা সময় বাড়াতে সম্মত হয়নি। ওই সময় মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুসন ইসমাইল দেশটির সাংবাদিকদের করা প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে আর সময় বাড়ানো হবে না।

৫ জুন সংসদের বাজেট অধিবেশনে এসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর বিষয়টি যদি নিয়ম মেনে করা হতো, তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হতো না। এখন যে সমস্যা হয়েছে, সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হবে। এর জন্য যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী থাকে, তাহলে তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমাদের দেশের এক শ্রেণির লোক, যারা জনশক্তির ব্যবসা করে, তারা তড়িঘড়ি করে লোক পাঠানোর চেষ্টা করে। তাদের সঙ্গে মালয়েশিয়ার কিছু লোকও সংযুক্ত আছে, যার ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। প্রতিবারই যখন সরকার আলোচনা করে সমাধানে যায়, তখনই কিছু লোক ছুটে যায়, একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যারা যায়, তাদের কাজের ঠিক থাকে না, চাকরিও ঠিক থাকে না। এটা শুধু মালয়েশিয়া না, অনেক জায়গায় ঘটে।'

যাঁরা যেতে পারেননি, তাঁদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেওয়া হবে তার জন্য এরই মধ্যে 'তদন্ত কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা কত টাকা ফেরত পেতে পারেন, তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভাব্য যে দুটি চিত্রের কথা বিবেচনায় আনতে হবে তা হচ্ছে—১. মালয়েশিয়াগামী প্রত্যেক কর্মীর জন্য সরকার নির্ধারিত ফি ছিল ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা। এই টাকা থেকে যদি ভিসা ফি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি, বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স ফিসহ আনুষঙ্গিক সব খরচ বাদ দিয়ে বাকি যা থাকবে অর্থাৎ বড়জোর ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার মতো ফেরত পেতে পারেন প্রত্যেক কর্মী। তা ছাড়া যে দালালের মাধ্যমে এজেন্সিতে কর্মীরা এসে থাকেন, তাঁদের প্রদেয় অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ঢাকায় আসা-যাওয়াসহ অন্যান্য কারণে ব্যয়িত অর্থও ফেরত পাওয়া যাবে না।

২. বিভিন্ন সূত্রের তথ্যানুযায়ী, কর্মীদের থেকে চার থেকে ছয় লাখ টাকার মতো নেওয়া হয়েছে। এর মধ্য থেকে ক. মালয়েশিয়ার কম্পানিগুলো থেকে চাহিদা জোগাড় ও ওই দেশের কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ অন্যান্য কাজের খরচ বাবদ মালয়েশিয়ার পক্ষকে প্রদেয় অর্থ, খ. সিন্ডিকেটের চাঁদা, গ. ভিসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফি, ঘ. কর্মী সংগ্রহের জন্য স্থানীয় দালালদের প্রদেয় অর্থ, ঙ. প্রেরণকারী এজেন্সির প্রাপ্য অর্থ, চ. বিমানভাড়া এবং ছ বিএমইটিকে ছাড়পত্র বাবদ প্রদেয় ফিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো হয়। এখানে প্রেরণকারী এজেন্সির প্রাপ্য অর্থ এবং বিমানভাড়া ছাড়া অন্য সব ব্যয় পরিশোধ করা হয়েছে বিধায় ব্যয়িত সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাওয়ার সুযোগ নেই। যে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি অর্থাৎ এজেন্সির প্রাপ্য অর্থ এবং বিমানভাড়ার অর্থই ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই কর্মীদের টাকা কিভাবে ফেরত দেওয়া হবে? তাঁরা কি এজেন্সিকে পরিশোধিত সব টাকা ফেরত পাবেন? তাঁরা কিভাবে প্রমাণ করবেন যে কত টাকা তাঁরা এজেন্সিকে দিয়েছেন? তাঁদের কাছে কোনো প্রমাণ (টাকা প্রদানের রসিদ) আছে বলে মনে হয় না। একজন কর্মী চার, পাঁচ বা ছয় লাখ টাকা দিয়ে থাকলেও কোনো প্রমাণ না থাকার কারণে তাঁদের মৌখিক দাবির সত্যতা এজেন্সিগুলো মেনে নেবে কি? যেহেতু সম্পূর্ণ অর্থই নগদ পরিশোধ করা হয়েছে, তাই ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের রসিদও কর্মীদের কাছে থাকার কথা নয়। আর এজেন্সিগুলো স্বীকার না করলে সরকারের পক্ষে সেই অর্থ আদায় করা কখনোই সম্ভব হবে না। সুতরাং অর্থ ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে যেটি এজেন্সির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সেটি হচ্ছে ওপরে বর্ণিত প্রথম চিত্রটি।

আসলে আমাদের কর্মীদের বিদেশে পাঠানোর পদ্ধতিতেই গলদ রয়েছে। সেটি ঠিক না করলে এসব অব্যবস্থাপনা বা কর্মীদের শোষণ চলতেই থাকবে। সরকার নির্ধারিত অর্থের মধ্যে কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করতে হলে যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, তা যত দিন না করা হবে, তত দিন এ ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। আমার জানা মতে, সরকার নির্ধারিত অর্থে কর্মী প্রেরণ নিশ্চিত করা খুবই সহজ একটি কাজ, যদি আমাদের কর্তৃপক্ষ এবং এজেন্সিগুলোর সদিচ্ছা থাকে। মূলত আমরা আমাদের কর্মীদের কল্যাণের কথা কেউ ভাবি না—না সরকার, না এজেন্সিগুলো। সত্য হলো, তদন্ত কমিটি তার প্রতিবেদন দেবে, ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীদের নয়ছয় করে বুঝিয়ে দেবে, আবার সেই একই নিয়মে সবাই ফিরে আসবেন। আমরা বুঝি, কিন্তু আত্মশুদ্ধি করি না।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয়, এই অর্থের বড় অংশ অর্থাৎ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার অতিরিক্ত যে অর্থ, তার কোনো স্বীকৃত হিসাব না থাকায় পুরো অর্থই 'কালো টাকার' হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সেই টাকা দেশের ভেতর লুকিয়ে থাকুক বা পাচার হয়ে বিদেশের কোনো হিসাবের খাতায় অন্তর্ভুক্ত হোক, তার কথা সবাই ভুলে যায়। আমাদের সরকার ওই অর্থের হদিস কোনো সময় করেছে বলে মনে হয় না, ভবিষ্যতেও করার কথা চিন্তা করছে কি না, তা-ও জানি না। হাজার হাজার কোটি টাকা এভাবেই দেশ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে সরকারের সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বা অজ্ঞতায়। ওই অর্থ এ দেশের গরিব কর্মীদের শোষণ করে সংগৃহীত অর্থ, এমনকি যা এজেন্সিগুলোর আয়করের নথিতেও আসে না। আমরা অনেক কথাই বলি, যেসবের সঙ্গে আমাদের কাজের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় না। এতে শেষতক দেশের ক্ষতি হয়, জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে। আর সেই ফাঁকে কিছু লোক নির্বিঘ্নে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়। কারো কোনো দায় থাকে না।

লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

সমকাল বুধবার ৫ জুন ২০২৪

চা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

চা শ্রমিকরা ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মঙ্গলবার বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফোকাস বাংলা

সমকাল ডেস্ক

দেশের চা বাগানের শ্রমিকরা কেউ ভূমিহীন, গৃহহীন থাকবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারা ভাসমান অবস্থায় থাকবে না। তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেবে সরকার। চা শ্রমিকদের প্রতি আন্তরিক ও যত্নবান হতে বাগান মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

'জাতীয় চা দিবস' উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সরকারপ্রধান। বিশ্বব্যাপী চায়ের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা পাতা বাল্কে বিক্রি না করে এর মূল্য সংযোজন করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব বাজারের চাহিদার কথা বিবেচনা করে বৈচিত্র্যময় স্বাদ ও সুগন্ধি চা উৎপাদন করতে হবে। চাকে বহুমুখী করতে হবে এবং অ্যারোমা চা তৈরি করতে হবে। কারণ, বিদেশে এর চাহিদা অনেক বেশি। তিনি বলেন, মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটায় এখন বিভিন্ন ধরনের চা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ভেষজ চা, মসলা চা পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া তুলসি, আদা, লেবু, তেজপাতা, এলাচ, লং, দারুচিনি প্রভৃতির সাহায্যে আমরা যে চা বানাই, সেই চাও প্যাকেটজাত করা যায়।

চা বাগান মালিকদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, চায়ের চাহিদা বাড়ায় উৎপাদনও বাড়াতে হবে। এজন্য আপনাদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। তিনি বলেন, চা বাগানে প্রায় ১ লাখ ৪৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও অনেকে রয়েছেন। কাজেই তাদের জীবনমান উন্নত করা, আর্থিক দিক দেখা, ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ দেখা কিন্তু মালিকদের দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অভিভাবকের মতো আপনারা সেটা দেখবেন, আমরা সেটিই চাই। পাশাপাশি চা শ্রমিকরা আর ভাসমান থাকবে না, সে বিষয়টিও দেখার দায়িত্ব আমাদের। তিনি বলেন, চা শ্রমিকদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, আপন ভূমি নেই। আমরা তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেব। কেউ ভূমিহীন, গৃহহীন থাকবে না।

সরকারপ্রধান বলেন, চা বাগান মালিক এবং ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তাদের, বিশেষ করে মালিকদের আমি বলব, আপনারা চায়ে ভ্যালু অ্যাড (মূল্য সংযোজন) করুন। বাল্কে (প্রচুর পরিমাণে) চা বিক্রির পরিবর্তে যদি ভ্যালু অ্যাড করেন, তাহলে ভালো দাম পাবেন। চাকে বহুমুখী করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করব। এতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি উৎপাদকদেরও ভালো উপার্জন হবে। তিনি বলেন, পাটপাতা থেকে চা তৈরির গবেষণা চলছে এবং সীমিত আকারে উৎপাদন হচ্ছে। এটি নিয়ে আরও গবেষণা করে এর উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তরাঞ্চলে চায়ের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটিকে সম্প্রসারণ এবং যত্ন করা, কীভাবে আরও উৎপাদন বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া চা বোর্ড, ক্ষুদ্র চাষিদের প্রযুক্তি সহায়তা, প্রণোদনা, সবদিক থেকে সরকার সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। পঞ্চগড়ের পাশাপাশি লালমনিরহাটেও চা বোর্ডের স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের উত্তরবঙ্গে চা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর এবং রংপুর জেলায় চা চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও শ্রমিকদের মধ্যে ৮টি ক্যাটেগরিতে 'জাতীয় চা পুরস্কার-২০২৪' প্রদান করেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি টিপু মুনশি, বাণিজ্য সচিব মো. সেলিম উদ্দিন, চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে চাশিল্পের ওপর নির্মিত একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চা মেলারও উদ্বোধন করেন এবং পরে বঙ্গবন্ধু কর্নার ও চা মেলা পরিদর্শন করেন।

কালের কণ্ঠ
২৪ জুন ২০২৪

জনশক্তির দক্ষতা বাড়ান

বিদেশে কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাস আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি। একসময় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার ছিল সৌদি আরব। এর পাশাপাশি ছিল মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ওমান ও কুয়েত। কাছের দেশ মালয়েশিয়াও একসময় দেশের অভিবাসী কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনিয়মের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। অবৈধভাবে নিয়োগের কারণে মালদ্বীপের শ্রমবাজারও বন্ধ হয়ে গেছে। ইউরোপের নানা দেশেও জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ হারাতে বসেছি আমরা। আবার পুরনো অনেক বাজার নানা কারণে সংকুচিতও হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর ও কাতারে নিয়মিত কর্মী যাচ্ছেন। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, বাংলাদেশ থেকে ১৬৮টি দেশে কর্মী পাঠানো হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৬২টি দেশে নামমাত্র কর্মী যাতায়াত করেন।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের বাস্তবতায় বাংলাদেশের শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অদক্ষ। অনেক পেশায় আমাদের কর্মীরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। তাই ভালো ও বেশি আয়ের পেশায় বাংলাদেশিদের নিয়োগ কম। আবার দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির বিষয়টি বাংলাদেশ গুরুত্ব দিয়ে কখনো ভেবেছে বলেও মনে হয় না। দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আরো বেশি রেমিট্যান্স আয় সম্ভব হতে পারে। কারণ দক্ষ জনশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি আয় করবে। এর জন্য কর্মনিষ্ঠা ও যথার্থ কর্মপরিকল্পনা দরকার। অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে যা আয় হবে, দক্ষ জনশক্তি তার চেয়েও বেশি আয় করতে পারবে।

আশার কথা, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ওমান সরকার। দক্ষ কর্মীর মধ্যে রয়েছেন ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স, শিক্ষক ও হিসাবরক্ষক। আপাতত বাংলাদেশ থেকে এই পাঁচ ক্যাটাগরিতে কর্মী নেবে দেশটি। গত বছর অক্টোবরে বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর আরোপ করা ভিসা নিষেধাজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় ওমান দূতাবাস শ্রেণিভুক্ত আবেদনকারীদের কাছ থেকে ভিসা আবেদন গ্রহণ করবে এবং ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে রয়াল ওমান পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করবে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস জনশক্তি রপ্তানি। জনশক্তি রপ্তানিতে আমাদের পিছিয়ে পড়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তির অভাব। বাংলাদেশের শ্রমিকরা তুলনামূলক অদক্ষ। অনেক পেশায় আমাদের কর্মীরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। বাংলাদেশে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ২০১৮ সালে সম্ভাবনাময় নতুন ৫৩টি দেশের শ্রমবাজার নিয়ে গবেষণা করে। তবে পাঁচ বছর পরও নতুন কোনো শ্রমবাজার তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের দিক থেকে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। এর একটি প্রধান কারণ দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে আমাদের পিছিয়ে থাকা। এ ক্ষেত্রে আরো উদ্যোগী হতে হবে। নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করতে হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানিতে মনোযোগ দিতে হবে। এর জন্য যথার্থ কর্মপরিকল্পনা দরকার।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন সম্ভাবনাময় বাজার ধরতে না পারলে বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়বে দেশের অভিবাসন খাত। আমাদের শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তন ও দক্ষতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দূতাবাসগুলোকে নতুন শ্রমবাজার খোঁজার দায়িত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন তাঁরা।

EDITORIAL The Financial Express Saturday | June 15, 2024

Relevance of college graduation to labour market

It is time NU graduates get internship programmes built into their curricula, particularly in productive sectors like food industries, banking, etc. Every NU college must have working alumni associations because they perform as a bridge for new graduates and seniors, observes Syed Mansur Hashim

ONE of the riveting debates in the country today is the quality of education imparted at the tertiary level and the absorption of graduates into the labour market. The subject of interest is how suitable our graduates from the National University affiliated colleges are for absorption into the job market and what relevance does the current state of education has at preparing these graduates to fit into the employers' scheme of things.

"The Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) conducted the first-round tracer study on graduates of tertiary-level colleges in 2021 to trace the graduates from a sample of NU-affiliated tertiary colleges and to assess the labor market outcome and relevance of the tertiary colleges. The students who graduated (Degree/ Honors/ Masters programs) in 2017 have been chosen from a sample of NU-affiliated tertiary colleges. The BIDS conducted the Follow-up Tracer Study in May-June 2023 with a new cohort of graduates, students, teachers, and employers to assess how college graduate job market outcomes have changed." The data were collected from randomly selected graduates and students and the categories included drawing responses from all government and non-government Honors and Masters Colleges affiliated with the National University (NU) that had a minimum of 150 new intakes in Honors Courses. Some 61 (out of about 608 that met study criterion) colleges were covered in this study.

Some interesting facts have emerged. 71.76 per cent (80 per cent male and 65.69 per cent female) are employed. Average unemployment rate amongst those covered in the survey is 66 per cent (here the female unemployment outstrips males by nearly 2:1), which means male graduates fare much better than their female counterparts in employability. Wage employment is preferred, i.e. salaried positions with a mere 16.20 percent of graduates preferring self-employment. The data point to a quarter of graduates having failed to find employment even three-four years after graduation.

The study gives credence to claims that unemployment amongst the educated youth is significantly higher than those with no graduation. This claim is supported by the Labour Force Survey 2016-17 where it was found that unemployment rate among those having tertiary education qualifications was 11.20 per cent that was nearly three times higher than the national average of 4.2 per cent! It is worth noting that the majority of the unemployed graduates come from BA (pass) course in Political Science, Library Management, Bangla, and Islamic History and Culture. Graduates who studied English, Economics, Accounting, Sociology, Finance and Banking are less unemployed.

A mere 13.30 per cent of respondents (of all colleges) stated that they have career counselling services on their college premises. This is a major shortcoming. The bulk of fresh graduates are left to their own devices to find a career path on their own. Apparently nearly 7.0 out of 10 principals of non-government NU-affiliated colleges believe their institutions have done a good job at preparing their students for the labour market, but only 52 per cent of government NU colleges' principals think the same. But principals of both types of institutions believe that some subjects taught have little demand in the job market - which is inadvertently adding to the unemployment rate.

NU college education is primarily academic. There is hardly any industry collaboration. A mere 6.60 college principals had reported about some form of industry collaboration for their students. There is no such thing as 'career clubs' in NU-affiliated colleges and such concepts are not explored. Interestingly enough, employers who were interviewed stated that "they recruit the graduates based on qualifications not based on institutes. Nevertheless, almost every employer reported that their establishment has a special interest in recruiting NU graduates." Apparently, 91 per cent NU graduates are enthusiastic about working at low salaries and are loyal to the organisation (fewer job switching).

This would indicate that NU graduates have low expectation about getting jobs in the first place and then holding on for dear life to keep those jobs. This is hardly conducive to or beneficial for graduates or the respective companies they work for because productivity is neither valued nor encouraged. Obviously, there is a great disconnect between academia and the job market. Producing 'graduates' who have marginal critical thinking capacity results in dependence on foreign labour to run various institutions and commercial interests in the country, driving up operational costs and creating a situation where millions of graduates remain unemployed or grossly under-employed.

It is time NU graduates get internship programmes built into their curricula, particularly in productive sectors like food industries, banking, etc. Every NU college must have working alumni associations because they perform as a bridge for new graduates and seniors, many of whom are employers in various sectors of the economy. The college authorities can organise regular job fairs that give valuable opportunity for students to find out what sort of employment opportunities are out there, students and graduates get a chance to interact with company / organisation representatives to find out about career opportunities. There is a massive unmet demand for technical education in the country, and the introduction of such courses can easily be done in many colleges because they have land and buildings already in place. Inclusion of such courses is a matter of policy (and not financial) decision because students are willing to pay for these skills. Start with these few basic steps and produce a more capable workforce not just for domestic employment but also for thousands of job opportunities in the international labour market which the NU graduates can avail. This in turn could be a lifeline for the national economy as inbound remittance would get a serious boost.

mansur.thefinancialexpress@gmail.com

DHAKA SUNDAY JUNE 16, 2024
ASHAR 2, 1431 BS
The Daily Star

GDP output may rise 40% if women's participation in economy widens

Two IMF economists say on Bangladesh

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh can increase its economic output by nearly 40 percent by closing the gender gap and increasing women's participation in the economy, according to the International Monetary Fund (IMF).

"Sizable gaps in women's economic empowerment undermine growth and exacerbate climate vulnerability in Bangladesh," said the multilateral agency in an article last week.

Per capita incomes in Bangladesh have risen seven-fold in the past three decades while poverty has been reduced to a fraction of former levels.

"Such progress has been driven in part by greater labour force participation by women, most notably in the garment industry, and has been accompanied by other meaningful improvements in women's empowerment," said the article jointly written by Jayendu De and Genet Zinabou.

"Our recent analysis, however, shows there is still large gaps between women and men. Notably, women's labour force participation is only half the rate of men."

Jayendu De is the IMF resident representative in Bangladesh while Genet Zinabou is an economist in the fiscal affairs department.

The writeup, citing an IMF's previous research, said closing the gap could increase Bangladesh's economic output by nearly 40 percent.

"Women also remain less likely than men to obtain tertiary education, and they face greater barriers in accessing financial services. Remedying both factors could raise the entire economy's productivity."

The article said Bangladesh's extreme vulnerability to climate change and natural disasters makes the efforts to close gender gaps challenging.

"Climate shocks generally affect the already poor and vulnerable the most. This means that Bangladeshi women, who on average have fewer resources than men, are likely to be disproportionately impacted."

It highlights several factors that render women uniquely exposed to the effects of climate change and natural disasters.

Women's employment is highly concentrated in agriculture and informal work and climate change directly affects agricultural production. Informal workers are often particularly vulnerable to climate shocks as they lack access to social insurance programmes.

Sizable gaps in women's economic empowerment undermine growth and exacerbate climate vulnerability in Bangladesh, IMF says

The article said both international and internal migration are important climate adaptation strategies. But these are availed mostly by men: men are 16 times more likely to be employed overseas than women, who tend to be primary caregivers for children and the elderly, leaving them less mobile and more likely to remain living in areas highly exposed to climate change.

Women carry the primary responsibility for collecting drinking water and cooking fuel. As warming temperatures, rising sea levels, deforestation and more frequent cyclones and droughts render these tasks more time-consuming, women's time poverty is expected to be exacerbated, the IMF warned.

Bangladesh has already recognised the need to integrate gender perspectives in its 2009 Climate Change Strategy. Following this, the government adopted the first Climate Change and Gender Action Plan 2013, which it updated in March 2024.

"Renewed efforts will be needed to ensure successful implementation of the plan and achieve simultaneous progress on climate action and gender equality," it added.

"To this end, policymakers should capitalise as much as possible on the synergies between women's empowerment, economic growth, and increased resilience to climate change."

The article said policies that support women's labour force participation deserve particular attention. These include increasing women's access to skills development and higher education, easing the pressure on women on unpaid care burdens by expanding affordable childcare and reducing informality.

De and Zinabou also suggest addressing those gender norms that discourage women from seeking formal jobs and higher pay.

"Boosting health and education spending would help empower women while raising labour productivity and making the whole population more resilient to climate change."

The article said persistent gaps between women and men in access to finance should be tackled by instilling confidence in formal finance, strengthening women's property rights, and carrying out financial literacy campaigns targeted at women.

"Women should not be considered mere beneficiaries of climate action. Rather, just as women played an integral role in the development of the garment industry and Bangladesh's growth success in recent decades, they should be empowered to play an active role in the country's green transition."

The Daily Star
Sat Jun 15, 2024 12:00 AM

Better Work, Better Lives Elevating the RMG Industry in Bangladesh

Better Work Bangladesh Programme, a partnership between the International Labour Organization (ILO) and the International Finance Corporation (IFC), in collaboration with The Daily Star and The Daily Prothom Alo, organized a roundtable titled 'Better Work, Better Lives: Elevating the RMG Industry in Bangladesh' on May 15, 2024. The event was supported by the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and the Government of Japan. Here is a summary of the discussion.

Mahfuz Anam, *Editor & Publisher, The Daily Star* The goal of this roundtable, along with the Better Work Bangladesh project, is to foster a sustainable, ethical, and profitable RMG sector. Acknowledging the global significance of sustainability and the enduring importance of ethics, The Daily Star pledges to deeply engage with these principles.We are achieving development at an impressive rate with a high degree of inclusiveness. However, the more we examine these issues, the more we realise the weaknesses in our efforts. Roundtables like this, and collaboration with institutions like the ILO, are our way of addressing these shortcomings. The ILO has had an influential impact on Bangladesh's policymaking regarding labour rights and many other fundamental issues. I assure you, this will not be a one-off event. We will follow up with our own editorial initiatives and our ongoing commitment to a sustainable Bangladesh.

Tuomo Poutiainen, *Country Director, International Labour Organization (ILO)* Over the past decade, dedicated efforts to enhance safety, health, and human resource management system have positioned Bangladesh's garment sector as one of the most competitive and compliant industries globally. This sector now has the capacity to address social and environmental issues effectively in the future. Better Workcollaborates with the government, enterprises, and industry associations like BGMEA and BKMEA to demonstrate, recommend, and endorse feasible practices at the enterprise level. These efforts are increasingly being adopted by businesses in Bangladesh.Other industries aiming to expand into global markets should draw inspiration from the achievements of the garment industry and adopt similar methods and programmes. Bangladesh has the potential to excel in various sectors, including food and agriculture, manufacturing, pharmaceuticals, and furniture making, by fostering a comparable understanding of social and environmental compliance. Discussions involving industry representatives, academia, trade unions, workers, and policymakers are essential for sharing experiences and promoting the adoption of these measures across different industries.

Dr Khondaker Golam Moazzem *(Keynote Speaker), Research Director, Centre for Policy Dialogue (CPD)* The garment sector has made significant strides in occupational safety and has reached new heights compared to before the Rana Plaza disaster. This is undoubtedly an achievement, but there are still areas that need improvement. Weaknesses remain in workplace safety, labour rights issues, and overall worker well-being. Additionally, new challenges are emerging, the most important being the graduation from LDC status. This transition moves the sector from a preferential competitiveness environment to a non-preferential one. Adapting to this new environment is crucial.In this context, Better Work has served as a bridge between the desired improvements and the progress made over the last decade. It has significantly supported the RMG sector in enhancing overall occupational safety standards, fostering social dialogue, promoting worker well-being, and advancing gender equality. The Better Work programme was

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

launched in 2014, introducing a completely new package of elements previously unknown to Bangladesh. This joint initiative of the ILO and IFC has now completed its first decade. Over the past decade, it has covered 470 factories, including 50 brands and 1.3 million workers, representing one-third of all RMG workers. Notably, 51% of the beneficiaries are female. This demonstrates the significant and high-quality support the programme has provided to factories. The programme has significantly contributed to worker well-being, reduced non-compliance, and improved overall worker satisfaction and livelihood. For instance, workers in Better Work factories receive 5.4% higher base pay and are 5% more likely to be paid on time, averaging an additional BDT 450 per month. The programme includes a mix of large, medium, and small factories, making it representative of the industry. It has also addressed various non-compliance issues effectively, such as a 22% decrease in overtime limit violations, a 20% decrease in failures to provide overtime notice, a 56% decrease in failures to provide weekends, and a 21% decrease in failures to compensate for overtime. Well-managed factories that treat workers well report a better working environment and remuneration. Consequently, 66% of workers in Better Work factories report being satisfied or highly satisfied with their working environment. What are the key programmes of Better Work? Firstly, it focuses on social dialogue and grievance mechanisms, encouraging dialogue and oversight. This is particularly important as dialogue is often lacking at the factory level. One significant achievement has been the nearly 50% reduction in non-compliance rates in bipartite committees and factories between 2018 and 2022. These committees now demonstrate higher compliance.Better Work's focus on women's representation has led to nearly a 50% increase in women's participation in committees over the last five years. However, there is still room for improvement in enhancing the effectiveness of these participation committees. Over the last decade (2014-2022), non-compliance in this domain has decreased to 35%. These sustained improvements signify a significant reduction in non-compliance, with nearly 100% compliance in periodic emergency drills in Better Work factories, indicating the effectiveness of these measures. Owners, employers, directors, and garment manufacturers often ask how they benefit from providing these services to workers. The advantages are clear: ensuring labour rights has led to a 55% increase in export revenue and a 50% rise in export volume for these factories.Better Work offers special programmes like the Gender Equality Returns Programme, helping women advance into supervisory roles with increased pay.While Better Work hasn't achieved everything, it has set a benchmark for other factories and sectors to adopt good practices. Future efforts should focus on improving occupational safety, promoting social dialogue, and enhancing grievance mechanisms. Gender equality and skill development also need more attention.Factories engaged in these initiatives deserve better incentives from buyers and the government. Policy reforms, driven by collaboration between the government, employers, and workers, may be necessary.In conclusion, Better Work has the potential to expand and thrive in the garment sector and beyond by continuing to promote responsible business practices and high standards for labour and social conditions.

Ashraf Ahmed, *President, Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI)*The primary focus of Better Work Bangladesh is to enhance productivity, attract better wages, and create a more conducive business environment by improving management practices on the factory floor. These practices involve fostering an environment where employees are heard, grievances are addressed, and opportunities for improvement are embraced, reshaping the organisational mindset over time. Treating employees with respect and addressing their concerns boosts productivity, even

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

without wage increases. This enhances the organisation's output capacity, leading to tangible results. The challenge is not about investment but about effectively implementing management practices and training programmes that resonate and drive awareness. Disseminating these practices across thousands of factories in various sectors requires raising awareness and providing training at the junior management and supervisor levels, tailored to the factory environment. Better Work Bangladesh should focus on a cascade model for knowledge transfer to address this challenge effectively.

Shahidullah Badal, *General Secretary, Industrial Bangladesh Council (IBC)* There are 160 factory-level registered unions, but only 60 of these unions are functioning, which is a very low number. Forming a union at the factory level remains a significant challenge. The Better Work Programme has created opportunities for forming trade unions; therefore, more factories should be brought under this programme. At the policy level, a database should be developed to track the various activities of factories under the Better Work Programme. This database should also analyse both participating and non-participating factories. The government should take the initiative in creating and maintaining this database. The inspection system also needs to be strengthened. It is crucial to focus on capacity building and skill development. Promoting social dialogue is essential to address disputes and find solutions. The automation-driven transformation is resulting in many workers losing their jobs. Therefore, they need to become familiar with and knowledgeable about these new technologies through skill development.

Mohammed Zahidullah, *Chief Sustainability Officer, Dulal Brothers Limited (DBL)* DBL has established Industry-Based Training (IBT) centers, accredited by NSDA, within its spinning mill and garments factory. These centers focus on providing hands-on training on live industry problems, offering a more practical learning experience compared to traditional TVET institutions. More industries should adopt IBTs, potentially with government support.The proportion of female employees in the RMG industry has declined over the years, from 80% to around 50-55%. To retain female workers, the RMG industry must create more attractive employment opportunities.By 2030, we need to reduce our carbon intensity, primarily through renewable energy. Space constraints in Bangladesh limit rooftop solar expansion, so government support is crucial. The government aims for 40% renewable energy by 2041, and a public-private partnership could help achieve this. The government could provide land while the private sector handles financial investment. Meeting climate goals is essential for continued growth.

Firoz Chowdhury, *Assistant Editor, Prothom Alo* The media cannot operate in isolation; it is our responsibility to accurately cover events as they unfold. Prothom Alo diligently reports both the positive and challenging aspects of the RMG sector regularly. Over the past decade, this sector has undergone significant transformation. Following the Rana Plaza incident, there were concerns that the entire industry would suffer irreparably. However, we have since prioritized compliance, ensuring rigorous standards are met. Nonetheless, there remains a crucial need for a comprehensive data bank on the areas of progress where Better Work has intervened. Media professionals often encounter challenges due to the lack of sufficient data. As members of the media, we strive for access to accurate information to deliver authentic news.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Laetitia Weibel Roberts, *Deputy Programme Manager, ILO*Emphasizing lifelong learning is integral to developing a skilled workforce—a perspective that underscores our vision for the sector. Promoting worker upskilling, currently lacking, must be a priority as we anticipate industry advancements. We've witnessed marked improvements in reducing noncompliance, enhancing productivity, and bolstering worker satisfaction. Firstly, we aim to foster greater factory ownership to diminish reliance on the Better Work framework and curtail non-compliance. The second prong of our strategy involves capacity building and partnerships, aiming to reshape service delivery to industry partners. Central to this effort is extensive capacity building, encompassing training, trainer development, and course refinement. The third aspect focuses on the evolution of Better Work's business model and our future operations. To achieve this, we prioritize knowledge sharing through seminars, discussions, sharing best practices, and data dissemination. Our focus now shifts to extrapolating the lessons learned beyond the RMG sector, marking an exciting phase of expansion and replication.

Shakil Chowdhury, *Secretary General, International Trade Union Confederation-Bangladesh Council (ITUC BC)*
Despite advancements in the RMG sector, much remains to be done. Our export volume in the RMG sector has increased by 15% in the last ten years, and revenue has risen by 55%, making us the second-largest exporter in the world. However, progress in forming labor unions and collective bargaining agreements has been insufficient. A harmonious relationship between workers and employers is essential, and without unions, achieving better industrial relations is challenging. Addressing this issue and prioritizing policy changes, such as amending laws to facilitate trade unions, is crucial. The factory inspection mechanism also needs significant improvement. Many critical issues can be resolved at the primary stage if collective bargaining or trade unions are permitted in the RMG sector. Labor courts alone cannot address all issues; they must be resolved at the factory level, and having unions would make this possible.

Abdullah Hil Rakib, *Vice President, Bangladesh Garment Manufacturers and Exporter Association (BGMEA)* Initially met with skepticism, Better Work has succeeded due to the efforts of the IFC, ILO, and other partners. Factory owners have also played a key role, though more recognition and reward could further motivate improvements. The Rana Plaza incident served as a wake-up call for many of us, prompting significant improvements in fire safety and occupational health standards. Many factories now want to join the Better Work program, inspired by its successful model. The government is urged to understand the project's benefits and collaborate to implement best practices at the industry level. Achieving a unified code of conduct—social, environmental, and governance-related—is essential. The government should support this through finance, awareness, and capacity building, while entrepreneurs need clear guidance. Engaging the entire ecosystem, from top-level to supervisory roles, is crucial for sustained progress.

Mohammad Hatem, Executive President, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) I greatly appreciate the Better Work Programme, and we're closely collaborating with them. But, factories participating in the programme are often obligated to fulfill the audit requirements of various buyers and brands as well. This becomes difficult for an entrepreneur. We support implementing all Better Work recommendations, but buyers and

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

brands must accept them without adding extra audits or regulations. Additionally, fair and ethical pricing is an important aspect to consider alongside compliance.

Md. Abdur Rahim Khan, *Inspector General, Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE)* Reflecting on the progress of Bangladesh's RMG sector over the last decade, it is evident that Better Work Bangladesh has been instrumental in driving significant improvements in labour rights and workplace safety. The progress encourages the industry to participate more in this approach. It is also expected that both the government and workers will work together to ensure a better workplace and better implementation of the Bangladesh Labour Act (BLA) and Bangladesh labour rules. Given the graduation of Bangladesh from LDC status, the export-oriented industry, particularly the RMG sector, needs to increase competitiveness in the international market through ethical manufacturing practices and robust compliance standards.

Nahim Razzak, *MP, Bangladesh National Parliament* Businesses must strive for excellence while simultaneously addressing compliance issues. The Bangladesh government is taking a strong, positive stance by consolidating labor and EPZ laws into a unified format, which has been agreed upon by all stakeholders and is nearing finalization. While the government can promote unions, it's also essential for RMG owners to support unionization. However, we must proceed cautiously with unionization efforts. Despite being the world's second-largest RMG exporter and hosting the highest number of green factories, our industries often do not receive any extra payment for compliance. The ILO and IFC should advocate for fair treatment, and the media should spotlight this issue. The Better Work model is replicable, but it doesn't need to be implemented in every factory. Instead, we can adopt and implement their best practices independently, learning from their successes.

Tanjim Ferdous, *In-charge of NGO and Foreign Missions, Business Development Team, The Daily Star* Today's discussion focused on labour rights, compliance in the RMG sector, enhancement of labour standards, workplace safety, and ideal business practices. The conversation also highlighted the successes of the past decade, the development of the RMG sector, and the pivotal roles played by the Better Work Bangladesh programme. Recommendations for the next decade emphasised how to elevate our RMG sector to global competitiveness through policy, institutional, and operational changes.

Recommendations

- To adapt to LDC graduation, the RMG sector must improve competitiveness, efficiency, productivity, labor rights, and address social and environmental concerns.
- A comprehensive database of workers in the RMG sector needs to be established.
- Trade unions must be permitted in every garment factory to address workers' issues.
- Best practices from the Better Work Programme should be implemented in other factories. A database can compile these practices and their impacts.
- Further improvements are required in areas such as workplace safety, worker well-being, and gender.
- Promote social dialogue to resolve disputes and find solutions at the factory level

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শোভন কাজ

- Prioritize upskilling workers for evolving industrial technologies.
- Create attractive employment opportunities to retain women in the RMG workforce.
- Strengthen participation committees and grievance mechanisms, and boost women's involvement in these committees and supervisory roles.
- Establishing Industry-Based Training (IBT) Centers within the industry is crucial for developing specialized skills

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ১৬ জুন ২০২৪,

মৌসুমি কাজে মৌসুমি শ্রমিক

আজিমুল হক, চট্টগ্রাম

ঈদুল আজহা কেন্দ্র করে কোরবানির পশুর খামারগুলোতে প্রতিদিন বাড়ছে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের ভিড়। সমানতালে বাড়ছে মৌসুমি শ্রমিকদের ব্যস্ততা।

ঈদুল আজহা সামনে রেখে প্রতি বছরই কোরবানির পশুপালনের কাজে নিয়োজিত হন বিভিন্ন পেশার মানুষ। সম্প্রতি এ কাজে শিক্ষিত যুবকদের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। বছরের বাকি সময়ে অন্য কাজে সময় পার করলেও ঈদ মৌসুমে পশুখামারের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন অনেকেই।

খাটুনি বেশি হলেও এ কাজে ভালো আয় হয়। এ কাজে তরুণ ও মাঝবয়সী লোকদের দেখা যায় বেশি। অনেকে ঈদ মৌসুমে খামারে কাজ করাকে মৌসুমি পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে দিনরাত্রির খাটুনিতে অনেকের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। সাধারণত একজন খামার শ্রমিক দৈনিক ১২ ঘণ্টা কাজ করেন, তবে ঈদ মৌসুমে কাজের চাপ বাড়ে। রমজান মাসের পর কোরবানির জন্য দুই মাসের কিছুটা বেশি সময় থাকে। এ সময়ে খামারে দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা শ্রম দিতে হয়।

গরুর খাবার পরিবেশন, পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন কাজে দিবারাত্রি ব্যস্ত সময় কাটান শ্রমিকরা। চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন পশুখামার ঘুরে দেখা গেছে শ্রমিকদের ব্যস্ততা। নগরীর বায়েজীদ বোস্তামি রোডের শের শাহ মোড়সংলগ্ন 'ইউনিসিম এগ্রো লিমিটেড' খামারের কথাই ধরা যাক। কোমরে গামছা বেঁধে খালি গায়ে একনাগাড়ে বৈদ্যুতিক মেশিনে গরুর জন্য খাস কেটে যাচ্ছেন ৪৪ বছর বয়সী মোহাম্মদ হারুন। করোনার সময় কাপড়ের ব্যবসায় ১৩ লাখ টাকা লোকসান গুনে নানা জায়গা ঘুরে অবশেষে এ খামারে যোগ দিয়েছেন। বছর দেড়েক ধরে এ খামারে কাজ করছেন তিনি। এখন মাসিক বেতন ১৭ হাজার টাকা। ঈদ আজহার সময় বোনাস ও বখশিশ মিলে প্রায় ২০ হাজার টাকা বাড়তি পান।

ঈদুল আজহা

খামারের সাতজন শ্রমিকের মধ্যে তিনি মূলত খাবার পরিবেশনের কাজ করেন। তবে রমজানের পরে সব কাজই করতে হয়। তিনি জানান, খামারে শতাধিক গরু আছে। ঈদের আগে আগে কাজের শেষ থাকে না। অনেকেই এক-দুই মাস আগে গরু কিনে মালিকের দায়িত্বে খামারেই রেখে যান। ফলে কাজের বাড়তি চাপ তৈরি হয়।

খামার ঘুরে দেখা গেল, গরু রয়েছে ১০৫টি। নেপালি, শাহিওল ও বার্মিজ জাতের গরু থাকলেও নেই দেশি গরু। ১৫ লাখ টাকার একটি গরু আছে এ খামারে।

খামারের আরেক কর্মচারী রেইমন গেইন (৫৯) ছিলেন গার্মেন্টকর্মী। করোনার থাবায় কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়ে কাজ খুঁজে নিয়েছেন এ খামারে। তিনি জানান, বর্তমান বাজারে চাকরির সুযোগ কম। খামারের কাজে খাটুনি বেশি। দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে বেসামাল পরিস্থিতি যাচ্ছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোক হিসেবে সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন খামারে।

একই রোডের শের শাহ মোড়সংলগ্ন 'চৌধুরী এগ্রো' খামারে মাসিক ২০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব মুজিবুর রহমানসহ আরও দুজন মৌসুমি শ্রমিক। ঈদ মৌসুমে পরিবারের মুখে একটু হাসি ফোটাতে স্থানীয় বেকারি ছেড়ে খামারে আসেন মুজিবুর রহমান। পরিচর্যা করেন দেড় শতাধিক গরুর, এগুলোর মধ্যে বিক্রি হওয়া গরু ৭০টি। তিনি জানান, ঈদে বাড়তি আয়ের চিন্তা থেকেই এখানে আসা।

খামারটি ঘুরে দেশি, ভারতীয়, বার্মিজ ও নেপালি জাতের গরু দেখা গেছে। ১৫ লাখ টাকার আটটি ভারতীয় গরু আছে খামারটিতে।

টেক্সটাইল মোড়ের 'এশিয়ান এগ্রো' খামারে দেখা গেল ১০ জন মৌসুমি শ্রমিক কাজ করছেন। কাজের ওপর ভিত্তি করে তারা ১৫-২০ হাজার টাকা বেতন পান। আর ঈদের বোনাস ৫ হাজার টাকা। সবাই ঈদ মৌসুমে কুষ্টিয়া থেকে এসেছেন কাজ করতে। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আশিক (২০) অর্থাভাবে উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি না পেরিয়ে দুই বছর ধরে চাষাবাদ করছেন। বাড়তি আয়ের আশায় ঈদ মৌসুমে এ খামারের কাজে যুক্ত হয়েছেন। তিনি জানান, উত্তরাঞ্চলে এ কাজে আয় কম, তাই এ বছর চট্টগ্রামে এসেছি। আমাদের থাকা-খাওয়া সবই খামার মালিক বহন করে।

কলেজে সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেমের পর পরিণয়ে জড়ান খামারের আরেক কর্মী হাফিজুর রহমান (২২)। বিদেশ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও তা হয়ে ওঠেনি। সংসারের হাল ধরতে তিনিও ঝুঁকেছেন ঈদ মৌসুমে খামারের কাজে।

খামারটিতে ২০১৯ সাল থেকে আছেন মিজানুর রহমান (৩৬)। প্রতি বছর ঈদের আগে গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়া থেকে ছুটে আসেন খামার মালিকের ডাকে। তিনি জানান, সারা বছর চাষাবাদসহ অন্যান্য কাজ করলেও ঈদে চলে আসেন খামারে।

খামার ঘুরে দেখা গেল, গরু আছে ১৩৬টি, যার মধ্যে ৩৮টি এখনো বিক্রি হয়নি। ১৫ লাখ টাকার গরু আছে মাত্র একটি।

'এশিয়ান এগ্রো' খামারের ম্যানেজার মোহাম্মদ রায়হান একজন ব্যবসায়ী। নিজের কাপড়ের ব্যবসা রয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে প্রতি ঈদে তিনি 'এশিয়ান এগ্রো' খামারে ম্যানেজার হিসেবে সবকিছু দেখভাল করেন। মূলত চট্টগ্রামের হাটহাজারী গরুর কেন্দ্র হলেও বায়েজীদ বোস্তামি রোডের এ স্থান গরু বিক্রির স্থান হিসেবে বেশ পরিচিত বলে জানান ম্যানেজার রায়হান। তিনি বলেন, 'এটাকে বলা যায় প্রদর্শনী কেন্দ্র। হাটহাজারীতে গরু মোটাতাজা করে এখানে বিক্রির জন্য আনা হয়। প্রতি বছর ২৫০টিরও বেশি গরু খামারে আনা হয়। এদের লালনপালনে বছরে ৩০ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়।'

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪
Dhaka : Thursday 13 June 2024

শিশুশ্রম বন্ধে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে

যে বয়সে বিদ্যালয়ে থাকার কথা, খেলার মাঠে থাকার কথা সে বয়সে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে অনেক শিশু। হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দেশের বহু শিশু তাদের শৈশব-কৈশোর পার করছে। তাদের লেখাপড়া করার বা খেলার স্বপ্ন থেকে যায় অধরা।

গতকাল শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'শিশুশ্রম বন্ধ করি, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'।

দেশে ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের কাজে যোগদান নিষিদ্ধ করার আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে বংলাদেশ সরকার। বাস্তবতা হচ্ছে, শিশুশ্রম নিরসন করা যায়নি। এসডিজির লক্ষ্য অনুযায়ী সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসন করতে চাচ্ছে। এই লক্ষ্য পূরণ করা হয়তো সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যা ব্যুরোর (বিবিএস) এক হিসাব অনুযায়ী, দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৩৫ লাখ ৩৭ হাজার। ২০২২ সালে করা এক জরিপ থেকে জানা গেছে এই তথ্য। এই চিত্র মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। আগামী বছরের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের মতো একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করা বাস্তবিক কারণেই সম্ভব হবে না।

দেশের বিভিন্ন সেক্টরে শিশুদের কাজ করার খবরও পাওয়া যায়। সেসব সেক্টরে তাদের অমানবিক পরিশ্রম করতে হয়। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও শিশু শ্রমিকদের অনেকে কোনো মজুরি পায় না। অনেক কর্মস্থলেই নেই কাজ করার সুষ্ঠু পরিবেশ। কর্মস্থলে আলো-বাতাস অপ্রতুল। স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের অভাব রয়েছে। অগ্নিনির্বাপণসহ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রয়েছে ঘাটতি। এমনকি বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাও থাকে না অনেক ক্ষেত্রে।

শিশু শ্রমিকদের বড় একটি অংশই ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এক হিসাব অনুযায়ী, ১০ লাখ ৬৮ হাজারেরও বেশি শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনায় শিশুশ্রম বেড়েছে। করোনাকালীন পারিবারিক চাহিদা পূরণে অনেক শিশু কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। মূল্যস্ফীতি প্রান্তিক দরিদ্রদের জীবনযাপন খরচ বাড়িয়েছে। দরিদ্র অনেক পরিবারেই এই বাড়তি খরচের বোঝা চাপছে শিশুদের কাঁধে। তারা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।

আমরা বলতে চাই, শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের যে প্রতিশ্রুতি আছে তা পূরণ করতে হবে। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাকে আরও জোরদার করা জরুরি।

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। রবিবার। ১৬ জুন ২০২৪।

সমঝোতায় বাড়ি ফিরলেন শ্রমিকরা

এম সায়েম টিপু ▷

তেমন কোনো ঝামেলা ছাড়াই বেতন-বোনাস নিয়ে আপনজনদের সঙ্গে ঈদ করতে বাড়িতে গেছেন তৈরি পোশাকসহ শিল্পাঞ্চলের বেশির ভাগ শ্রমিক। তবে মালিকদের টাকার সংস্থান করে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। আর কোনো কোনো মালিক পুরো বেতন-বোনাস দিতে পারেননি। তাঁদের শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে কারখানা ছুটি দিতে হয়েছে।

চট্টগ্রাম শিল্পাঞ্চলে প্রায় ২০ শতাংশ কারখানা গতকাল শনিবার পর্যন্ত বেতন-বোনাস পরিশোধ করতে পারেনি। ফলে আজ রবিবার শ্রমিক বিক্ষোভ হওয়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয় শিল্প পুলিশ। গতকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্যই জানা গেছে।

গতকাল দুপুরের আগে আগুলিয়া শিল্পাঞ্চলের ৮-৯টি কারখানায় শ্রমিকদের বেতন-বোনাস নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিলে শিল্প পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন এসব কারখানার মালিকদের নিয়ে বৈঠক করে। পরে মালিক, শ্রমিক ও প্রশাসনের সহযোগিতায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। তবে শ্রমিকরা কারখানার বাইরে এসে কোনো আপত্তিকর পরিবেশ তৈরি করেননি বলে শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গত শুক্রবার কুমিল্লার চান্দিনার পোশাক কারখানা 'ডেনিম প্রসেসিং প্লান্টের' শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি, কারখানাটিতে প্রায়ই তাঁদের বেতন আটকে রাখা হয়। তাঁদের এপ্রিল ও মে মাসের বেতন এবং ঈদ বোনাস পরিশোধ করেনি মালিকপক্ষ। তবে কারখানাটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, ব্যাংক থেকে টাকা ছাড় করিয়ে আনতে দেরি হওয়ায় শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিতে দেরি হয়েছে।

পোশাক খাতে বেতন-বোনাস পরিস্থিতি

- চট্টগ্রামে ২৯১ কারখানায় বেতন-বোনাস হয়নি
- বকেয়া বেতন পায়নি অনেকে
- কোথাও কোথাও আংশিক মজুরি পরিশোধ

এ ছাড়া রাজধানী ও এর আশপাশের কিছু দুর্বল কারখানায় আংশিক বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়। এর মধ্যে রাজধানীর মিরপুরে বিজেএমইএর একটি সদস্য কারখানা রয়েছে।

রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার ফেডারেশনের সভাপতি লাভলি ইয়াসমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, বড় বড় কারখানার মালিকরা সময়মতো পোশাক শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধ করলেও দুর্বল কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে সংকট মোকাবেলা করেছে। ফলে এসব কারখানার অনেক শ্রমিক জুন মাসের মজুরি পাননি। আর বোনাস পেয়েছেন থোক হিসাবে। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের ইতিবাচক ভূমিকা পরিস্থিতি নাগালের মধ্যে রেখেছে।

শিল্প পুলিশের আগুলিয়া অঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সরওয়ার আলম জানিয়েছেন, গতকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই অঞ্চলের কাঠগড় ও বিরুলিয়ার প্রায় ১০টি কারখানায় মজুরি ও বোনাস নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ ছিল। তবে কোনো শ্রমিক কারখানার বাইরে এসে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করেননি। তিনি জানান, অনেক মালিক আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করেছেন।

বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত ৯৯ শতাংশ কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধ করেছে। কিছু কারখানার বকেয়া থাকলেও এসব কারখানা বন্ধের আগে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা হবে।

কালের কণ্ঠ'র নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম জানিয়েছেন, গতকাল বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২০ শতাংশ পোশাক কারখানার মালিক বেতন ও মজুরি পরিশোধ করতে পারেননি। আজ রবিবার পরিশোধ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের তথ্য মতে, চট্টগ্রামে ৫৬৫টি আরএমজি, ৯০৩টি নন-আরএমজিসহ মোট এক হাজার ৪৬৮টি পোশাক কারখানা রয়েছে। এতে শ্রমিকসংখ্যা ছয় লাখ ১৬ হাজার ৫২০। এর মধ্যে এক হাজার ১৭৭টি কারখানা বেতন-বোনাস পরিশোধ করেছে। বাকি ২৯১টি গার্মেন্টস শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেছে।

বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, চট্টগ্রামে দু-একটা ছাড়া বাকি কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে। তাই ঈদুল আজহার আগে চট্টগ্রামে গার্মেন্টসে কোনো শ্রমিক বিক্ষোভ হওয়ার আশঙ্কা নেই। চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সুপার ও অ্যাডিশনাল ডিআইজি মোহাম্মদ সুলাইমান বলেন, ঈদুল আজহায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতন, বোনাস ও ঈদের ছুটি নিয়ে সমস্যা হবে না।

যুগান্তর

রোববার ২৩ জুন ২০২৪ ● ৯ আষাঢ় ১৪৩১

টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন

বাজেট শ্রমিকের অভাব অনটন আরও বাড়াবে

যুগান্তর প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট দেশের ৬ কোটি শ্রমিকের নিত্যদিনের অভাব-অনটন আরও বাড়াবে বলে জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা। শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে বাজেট প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে এ মন্তব্য করেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল।

তিনি বলেন, জাতীয় বাজেটে শ্রমিক উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ এবং শ্রমিকদের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু না করার প্রতিবাদে কর্মসূচি দেওয়া হবে। এ সময় শ্রমিকদের জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান তারা।

লিখিত বক্তৃতায় মাহবুবুর রহমান বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখা ৬ কোটি শ্রমিকের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সরকারের অর্থ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ে এবং জাতীয় সংসদে ৮ দফা দাবিসংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হলেও তা উপেক্ষিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জিডিপির উন্নয়নের সূচক ৫.৭ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬ হাজার ১৪৪ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ পোশাক শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড ৫ সদস্যের শ্রমিক পরিবারের জন্য ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করেছে, এতে ওই পরিবারের মাথাপিছু মাসিক আয় দাঁড়ায় মাত্র আড়াই হাজার টাকা। এই বৈষম্য শ্রমিকদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

মাহবুবুর রহমান বলেন, দেশের ১৮ কোটি মানুষের মধ্যে ১৪ কোটি মানুষের নিজস্ব আবাসন নেই এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ ও খাদ্য বৈষম্য ব্যাপক বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাসা ভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক পরিবারগুলো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

সরকারি ১৪ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য বেতন-ভাতার বরাদ্দ ৮১ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা। অথচ শ্রমিকদের জন্য রেশনিং চালুর পদক্ষেপ নেই। গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য ৩০ কেজি চাল, ২০ কেজি আটা, ৫ কেজি চিনি, ৫ লিটার তেল রেশনিং চালু করলে বছরে ১০ হাজার ৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

এছাড়াও ২৫ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ, গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা আক্তার, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক টিইউসির আইনবিষয়ক সম্পাদক কেএম মিন্টু, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এফএম আবু সাঈদ, টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন প্রমুখ।

প্রথম আলো • সোমবার, ২৪ জুন ২০২৪,

সংসদে প্রশ্নোত্তর

তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ লাখের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে গতকাল রোববার বিকেলে সংসদের বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী জানান, রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য (বায়োমেট্রিকস ডেটাবেজ অনুসারে) অনুযায়ী, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানায় ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ দশমিক ২৮ শতাংশই নারী শ্রমিক। সংখ্যার হিসাবে নারী শ্রমিক রয়েছেন ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৯ জন। অন্যদিকে নিট (গেঞ্জি-জাতীয় পোশাক উৎপাদন) পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তথ্য অনুযায়ী, নিট সেক্টরে ১৭ লাখ ২৫৫ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লাখ ৫৪ হাজার ১৫৭ জনই নারী। সব মিলিয়ে দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৫৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬১৬ জন নারী শ্রমিক।

তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতে মোট লোকবল ৪৩ লাখ ১৬ হাজার জন বলে জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতের ৩৭.৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ লাখ ১৯ হাজার জন নারী শ্রমিক।

DHAKA SUNDAY JUNE 16, 2024
ASHAR 2, 1431 BS
The Daily Star

Major brands join forces to decarbonise Bangladesh's fashion industry

STAR BUSINESS REPORT

Some of the world's biggest fashion brands such as like Gap Inc, H&M Group, Mango, and Bestseller have joined forces to participate in an initiative to decarbonise the fashion sector in Bangladesh.

The Future Supplier Initiative offers a collective financing model to support decarbonisation in the apparel sector, according to a statement from H&M.

It is facilitated by non profit The Fashion Pact in partnership with brand and manufacturer platform Apparel Impact Institute, consultancy firm Guidehouse and Singaporean DBS Bank.

Decarbonisation is the process of reducing or eliminating carbon dioxide emissions from processes such as manufacturing.

Future Supplier Initiative estimates that 99 percent of total fashion brand emissions occur in the supply chain.

It aims to accelerate the transition to net zero by sharing the financial risks and responsibilities of transitioning to renewable energy sources in garment and textile factories alongside their suppliers.

Future Supplier Initiative estimates that 99 percent of total fashion brand emissions occur in the supply chain

The initiative is a brand-agnostic mechanism that will develop and finance projects to support both brands and suppliers to meet their "Science Based Targets" (SBTs) and stay within the 1.5 degree trajectory.

The 1.5-degree trajectory is a specific goal outlined in the context of global efforts to address climate change, with the aim being to limit global warming to an increase of no more than 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels.

To this end, a combination of technical support and financial incentives will be used to help overcome the barriers that prevent many factories from adopting electrification and renewable energy solutions.

"The cost of inaction on climate change is unaffordable," said Eva von Alvensleben, executive director and secretary general of The Fashion Pact, according to a statement from H&M on June 13.

"If the fashion sector is to meet its goals and transform its supply chain, we urgently need to address the gap between ambition and action," she said.

"No business alone can solve this challenge, but by sharing the costs, risks and responsibilities of the transition to renewable energy, we can build an ecosystem of solutions and kickstart a new era of change," she added.

The H&M statement added that achieving significant emission reductions would mean that suppliers may need to adopt a range of energy efficient technologies and processes, as well as transitioning to renewable energy sources, often with lengthy payback periods that can take decades.

This deters many suppliers from embracing electrification and renewable energy solutions, hindering progress towards decarbonisation goals.

To help accelerate progress and bridge these gaps, the Future Supplier Initiative aims to reduce the cost for suppliers by working with fashion brands to decrease the cost of capital for loans that can accelerate decarbonisation.

Alongside financial incentives, technical support will be provided to help suppliers identify and implement low-carbon technologies and solutions.

Baselining and monitoring emission reductions will also be conducted to demonstrate the impact of projects financed and implemented by the initiative.

The initiative seeks to identifying common factory units, interventions and costs and match projects with the highest potential for impact.

"At Bestseller, we are working intensively to improve our climate footprint," said Anders Holch Povlsen, owner and CEO of Bestseller.

"We have largely managed to tackle our direct emissions, but it is clear that emissions in our value chain require ambitious efforts on a scale that calls for innovative, joint solutions," he said.

"Gap Inc is committed to bridging the climate gap by collaborating with our supply chain partners to reduce emissions," pledged Richard Dickson, president and CEO of Gap Inc.

Daniel Ervér, CEO of H&M Group, said, "At H&M Group, we want to lead the way within our industry and decarbonising our supply chain is one of the most important keys to further reducing our emissions."

"The Future Supplier Initiative shows that solutions are readily available and come with proven impact, but it requires commitments from brands and investors that are willing to invest," he said

"We encourage others to join our efforts to tackle our industry's negative climate impact," Ervér added.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২ আষাঢ়
১৬ জুন ২০২৪

পোশাক খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ হয়েছে : বিজিএমইএ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পোশাক খাতের শ্রমিকদের মে মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে—বর্তমানে চালু কারখানার সংখ্যা ঢাকায় ১ হাজার ৮৩৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩২৫টি। সর্বমোট ২ হাজার ১৬০টি কারখানায় মে মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। ঈদুল আজহার উৎসবভাতা প্রদান করা হচ্ছে শতভাগ কারখানায়। উল্লেখ্য যে, চারটি কারখানায় উৎসবভাতা প্রদান গতকাল শনিবার পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন ছিল। বিজিএমইএ-এর জানামতে আর কোথাও বেতন-ভাতা পরিশোধ বাকি রয়েছে—এ রকম কোনো তথ্য নেই।

সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজিএমইএ-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পোশাক কারখানাগুলো ১৩ জুন থেকে পর্যায়ক্রমে ১৫ জুনের মধ্যে সব শ্রমিক ভাইবোনদের ছুটি প্রদান করছে। বিজিএমইএ-এর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন ঈদুল আজহার পূর্বে শ্রমঘন গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে বেতন-ভাতাদি প্রদানের সুবিধার্থে সরকারি ছুটির দিনে পোশাকশিল্পসংশ্লিষ্ট এলাকার তপশিলি ব্যাংকের শাখাসমূহ খোলা রাখায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।

বিজিএমইএ রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমসহ দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখার জন্য সরকারি ছুটির দিনে ইপিবি, চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ, আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা কাস্টমস, মোংলা কাস্টমস, বেনাপোল কাস্টমস ও পানগাঁও কাস্টমস হাউজ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কার্যালয় এবং একই সঙ্গে এসব কাস্টমস হাউজ ও শুল্ক স্টেশন-সংশ্লিষ্ট বন্দর, ব্যাংকের শাখা ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডিং প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

The Financial Express Sunday | June 16, 2024

Most RMG units pay wages, allowance: BGMEA

FE REPORT

Almost all garment factories in industrial belts have paid wages for the month of May and festival allowance to their workers, claimed the apex body of apparel traders on Saturday.

Labour leaders, however, accused some factories of paying partial payments of wages while problems arose over the announcement of Eid holidays at a few units.

According to the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), some 2,160 factories-1,835 located in Dhaka and 325 in Chattogram-registered with the trade body are currently in operation.

In a statement, the BGMEA claimed all but four factories have paid wages for May and festival allowance.

However, the payment of bonus by the remaining factories is under process.

When asked, Sammilita Garments Sramik Federation president Nazma Akter spoke about some factories that were still to make full payment of wages to workers.

Even problems arose over the announcement of Eid holidays at a few factories, she said.

Meantime, the Industrial Police (IP) in a separate statement also said almost all factories registered with the BGMEA, the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) and the Bangladesh Textile Mills Association paid wages and bonus.

More than 9,800 factories, including textile and ready-made garment units, are under the jurisdiction of the IP in eight industrial belts of Ashulia, Gazipur, Chattogram, Narayanganj, Mymensingh, Sylhet, Cumilla and Khulna except Dhaka metropolitan area.

According to data available with the IP, an estimated 2,250 are textile and garment factories and the rest are non-RMG units, including jute mills.

munni_fe@yahoo.com

বাংলাদেশ সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৪ জুন ২০২৪ ।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে রোডম্যাপ নেই বাজেটে : ওয়েব

উইমেন এন্ট্রেপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ওয়েব) প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আউয়াল বলেছেন, দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং নারী উদ্যোক্তাদের ৭০ শতাংশ হোমবেজড উদ্যোক্তা। অথচ এসব নারী উদ্যোক্তার উন্নয়নের কোনো রোডম্যাপ নেই বাজেটে। গতকাল রাজধানীর অ্যাংকর টাওয়ারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়েবের ভাইস প্রেসিডেন্ট তাজিমা মজুমদার, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এস এম আনজুমান উল ফেরদৌসী প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে নাসরিন ফাতেমা আউয়াল বলেন, সরকার ব্যাংকখাত থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়ার কথা বলেছে, এই বার্তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ ক্রমাগত ব্যাংক বিমুখ হচ্ছে। অন্যদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে মহাজন প্রথা। তিনি আরও বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিটে আনার যে আন্দোলন তার সুফল নারী উদ্যোক্তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।-নিজস্ব প্রতিবেদক

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩০ ১৩ জুন ২০২৪

পরিবেশবান্ধব সনদ পেল আরো দুই পোশাক কারখানা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশে তৈরি পোশাকশিল্পের আরো দুটি কারখানা পরিবেশবান্ধব সনদ পেয়েছে। স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান দুটি হলো—গাজীপুরের কাশিপুরের শ্রীরামপুরে অবস্থিত গ্রাফিক্স টেক্সটাইল লিমিটেড এবং অপরটি কাশিপুর জারুনে (দক্ষিণ) অবস্থিত কটন ক্লাব অ্যান্ড কটন ক্লাউট। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ফলে দেশে পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২২০ এ।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের (ইউএসজিবিসি) পরিবেশবান্ধব সনদ পাওয়ার ৯টি শর্ত পরিপালনে মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে কোনো কারখানা ৮০-এর বেশি পেলে 'লিড প্ল্যাটিনাম', ৬০-৭৯ পেলে 'লিড গোল্ড', ৫০-৫৯ নম্বর পেলে 'লিড সিলভার' এবং ৪০-৪৯ নম্বর পেলে 'লিড সার্টিফায়েড' সনদ দেওয়া হয়।

গ্রাফিক্স টেক্সটাইল লিমিটেড ৭৮ পয়েন্ট অর্জন করে গোল্ড সনদ পেয়েছে। অপরটি কটন ক্লাব অ্যান্ড কটন ক্লাউট ৭১ পয়েন্ট অর্জন করে গোল্ড সনদ পেয়েছে। বিজিএমইএ তথ্যানুযায়ী, তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতে বর্তমানে লিড সনদ পাওয়া পরিবেশবান্ধব কারখানা বেড়ে হয়েছে ২২০। তার মধ্যে ৮৪টিই লিড প্ল্যাটিনাম সনদধারী। এ ছাড়া ১২২টি গোল্ড, ১০টি সিলভার ও চারটি কারখানা সার্টিফায়েড সনদ পেয়েছে।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন ২০২৪,

কারখানার বর্জ্য

বেড়ায় আত্রাই নদকে রক্ষা করুন

দেশে শিল্পায়ন হলে কর্মসংস্থান বাড়ে। কিন্তু অনেক কারখানার বর্জ্য সরাসরি নদ-নদীতে ফেলায় পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। দেশের খুব কম নদ-নদীই আছে, যা কারখানার বর্জ্যে দূষিত নয়। পাবনার বেড়া উপজেলার আত্রাই নদও কারখানার বর্জ্য ফেলার কারণে সেখানকার পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে। জনজীবনে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যা খুবই উদ্বেগজনক।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, উপজেলার খাস আমিনপুর গ্রামের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গত ১০ বছরে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে সুতা রং ও প্রক্রিয়া করার চারটি কারখানা। কারখানাগুলোতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, কস্টিক সোডা, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, লবণসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ। এতে প্রতিদিনই কারখানা থেকে বের হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত বর্জ্য। সেই বর্জ্য পাইপের মাধ্যমে আত্রাই নদে ফেলায় দূষিত হয়ে পড়েছে পানি। বর্ষা চলে আসায় নদের পানির মাধ্যমে বিষাক্ত বর্জ্য খাস আমিনপুরসহ অন্তত পাঁচটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বিষাক্ত বর্জ্যের পানি মাছের ঘেরে ঢুকে শুধু দুই দিনে অর্ধকোটি টাকার মাছ মারা গেছে। খাস আমিনপুরের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ উঠেছে, তা এই একটি উদাহরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানকার গ্রামগুলোর বাসিন্দাদের অনেকেই ভুগছেন চুলকানি, চর্মরোগ ও পেটের পীড়ায়। হুমকির মুখে পড়েছে জনস্বাস্থ্য। পানি এতটাই বিষাক্ত হয়ে পড়েছে যে গোসল করা তো দূরের কথা, সেই পানিতে কেউ নামলেই চুলকানিসহ চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। অনেক বাড়ির হাঁস-মুরগি, গাছ ও খালের মাছ মরে যাচ্ছে।

গত বছরও কারখানার বর্জ্য বাইরে ফেলার ঘটনা ঘটে। তখন স্থানীয় প্রশাসন সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করে। সেই সঙ্গে বর্জ্য নদে না ফেলার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও নদে বর্জ্য ফেলা থামেনি।

কারখানার ক্ষেত্রে বর্জ্য পরিশোধনাগার বা ইটিপি থাকা বাধ্যতামূলক। খরচ বাঁচাতে অনেক কারখানায় ইটিপি চালু রাখা হয় না। বর্জ্য ফেলা হয় সরাসরি বাইরে। এখন খাস আমিনপুরের এসব কারখানা তো বৈধই নয়, সেখানে ইটিপি থাকার আশা করাও বাতুলতা। ফলে কারখানাগুলোর বর্জ্য বাইরে ফেলা হবে, সেটিই প্রত্যাশিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বছরের পর বছর অবৈধভাবে কারখানাগুলো কীভাবে চলছে? স্থানীয় প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ কারখানা চালুর ক্ষেত্রে আরও অন্যান্য যে কর্তৃপক্ষ আছে, তারা সেখানে কী করছে?

এখানে হয় দায়িত্বে অবহেলা আছে, নয়তো কোনো অনিয়ম আছে। তাদের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি থাকার কারণেই আজ স্থানীয় জনসমাজ ও পরিবেশের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ৮ জুন ২০২৪, ২

সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান বাজেট

রাজেকুজ্জামান রতন

অর্থনৈতিক নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে গত অর্থবছর। সামনের বছরে সংকটগুলো থাকবে না কী কাটবে– সেই বিতর্কের যেমন সমাধান দরকার, তেমনি একটা পথনির্দেশনাও দরকার। বাজেটকে সংবিধানে বলা হয়েছে, সরকারের আর্থিক বিবরণী। এই বিবরণী থেকে সংকটের কারণ ও উত্তরণের উপায় জানা যাবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এবারের অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট কি তেমন হলো নাকি সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান বাজেট হিসেবেই প্রণীত হলো? বিগত বছরের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দূর না হলে তো অর্থনীতি সংকটের চক্রেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। বাজেট প্রণয়ন করে সরকার, বাজেট থেকে সাফল্য না এলে তার দায় নিতে হয় সরকারকেই। কিন্তু বাস্তবে দায় বহন করে জনগণ। জনগণের ওপর চেপে বসে নতুন নতুন কর ও ভ্যাট বৃদ্ধির বোঝা, যা পরিণামে জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। তাই বাজেটের আলোচনা হলেই মানুষ শুনতে চায় কোন কোন জিনিসের দাম বাড়ল, কমল কি কোনো কিছুর দাম? ক্ষমতাসীনরাও বাজেটের মূল বিষয়টি আলোচনায় না এনে সাধারণ মানুষকে আটকে রাখতে চায়, দাম বাড়া কমার আলোচনাতেই।

স্বাধীনতার পর ৫৩তম বাজেট ঘোষিত হয়েছে। প্রতিবার বাজেটের সময় বলা হয়, এবারের বাজেট স্বাধীনতার পর সর্ববৃহৎ বাজেট। এবারও তাই হয়েছে। তবে আইএমএফের পরামর্শ মেনে কিছুটা সংকোচন করে আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে, যা গত বাজেটের তুলনায় টাকার অঙ্কে ৩৫ হাজার ২১৫ কোটি টাকা বেশি। যা জিডিপির ১৪ দশমিক ২০ শতাংশ। গত কয়েক বছরে যেভাবে বাজেটের আকার বাড়ছিল এবার তেমন বাড়েনি এবং জিডিপির অনুপাতে এটি গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাজেট। কিন্তু বাজেট ছোট হলেও সরকারি ব্যয় কমেনি বরং কর বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে জনজীবনে যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তার কারণ ছিল দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি, টাকার মানের অবনমন, ডলার সংকট ও ডলার পাচার, বিদেশি ও দেশি ঋণ এবং তাদের সুদাসল পরিশোধ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও ব্যাংক খাতে লুটপাট। সারা বছর এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ায় সংকট ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে। এ থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ রেখা দেখা যাচ্ছে না বাজেটে।

দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, টাকা পাচার, ব্যাংক লুটের যে মিলিত চক্র দেশের মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে তা নিরসনে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। বাজেট নিয়ে সরকারি মহলের বাগাড়ম্বর দিয়ে অর্থনীতির সংকট দূর হয় না

লেখক
রাজনৈতিক সংগঠক ও কলাম লেখক
rratan.spb@gmail.com

বাজেটের আয়তনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরা হলে আগামী বাজেটের আকার বাড়ছে ৮২ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাড়ানো হয়েছিল ১ লাখ ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। সেই বিবেচনায় বাজেটের আকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা লাগাম টেনে ধরা হয়েছে।

এই বাজেটে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে কর। করের মধ্যে এনবিআর নিয়ন্ত্রিত অংশ ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা এবং এনবিআরবহির্ভূত অংশ ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া করবহির্ভূত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আর অনুদান পাওয়া যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ফলে বাজেটে ঘাটতি থাকছে। অনুদান ছাড়া বাজেট ঘাটতি ধরা হচ্ছে ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। তবে অনুদানসহ সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লাখ ৫১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। ঘাটতি মেটানোর দুটি খাত আছে। প্রথমত বৈদেশিক ঋণ, দ্বিতীয়ত দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেওয়া। বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ১ লাখ ২৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এই ঋণ থেকেই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হবে ৩৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ফলে নিট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়াবে ৯০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

বাকি ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের মূল অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে নেওয়া হবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, আর সঞ্চয়পত্র বিক্রিসহ ব্যাংকবহির্ভূত ঋণ নেওয়া হবে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরের বাজেটে ব্যয়ের মধ্যে পরিচালন অংশ বা রাজস্ব বাজেট ৫ লাখ ৬ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন অংশ বা উন্নয়ন বাজেট ২ লাখ ৮১ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। উন্নয়ন অংশের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে বাজেট বাস্তবায়নে সরকারকে শেষ পর্যন্ত ঋণের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এই ঋণের বড় অংশই এসেছে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে। বিদেশি ঋণও নিতে হয়েছে বড় পরিমাণে। ফলে গত অর্থবছরে যেমন সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়েছে ঋণ ও সুদ পরিশোধে, সেই ধারা চলবে আগামী অর্থবছরেও। ইতিমধ্যেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সুদ পরিশোধ একটা বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাথাব্যথা কমবে না বরং বাড়বে। এর ফলে অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরকারকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অর্থনীতির সংকট দীর্ঘমেয়াদি হবে। অর্থনীতির যে সূচকগুলো নেতিবাচক সেগুলো ইতিবাচক করার তেমন কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি এবারের বাজেটে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, তিন মাসেই ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত মার্চের শেষে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৯ শতাংশ। দেশে এর আগে খেলাপি ঋণ বেড়ে কখনো এতটা হয়নি। একদিকে ঋণ খেলাপি বাড়ছে, অন্যদিকে সরকার বাজেটে দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা গতানুগতিক। একই বৃত্তে ঘুরছে শিক্ষার বাজেট। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-৪ পূরণ অর্থাৎ গুণগত শিক্ষার, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই বাজেট যথেষ্ট নয়। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও বাজেটে তা দাঁড়াচ্ছে ১১.৯ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি থাকলেও সেটি পূরণ হয়নি। আবার শিক্ষার যে বরাদ্দ তার মধ্যে উন্নয়ন ব্যয়ের বেশির ভাগই ব্যয় হয় অবকাঠামোতে। আর পরিচালন ব্যয়ের বেশির ভাগ খরচ হয় বেতন-ভাতা বাবদ। ফলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য এবারের শিক্ষা খাতের বাজেট প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটায়নি। বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪১ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা। এটি প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থা নিরসনে এই বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। আবার বাজেট যখন সংশোধিত হয়, তখন দেখা যায় স্বাস্থ্যের বরাদ্দের এই হার আরও কমে যায়। গত অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা কমে হয় ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে ধারণা করলে তা ভুল হবে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জানিয়েছে, দেশে শিশুমৃত্যু বাড়ছে। অনেক বছর ধরে মোট প্রজনন হার এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। পাশাপাশি চিকিৎসা করাতে গিয়ে ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয় অনেক বেশি প্রায় ৭০ শতাংশ। এই হার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশি। ফলে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যে কম বরাদ্দ পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলবে।

কৃষি খাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১.৫ শতাংশ বরাদ্দের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বাজেটে এ খাতে উন্নয়নে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪.৯৯ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট ২৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৩৩ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। সে হিসেবে আগামী বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়েছে। কৃষিতে একটা নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বিপজ্জনক। বিবিএসের হিসাবে বছরের ব্যবধানে ২০২৩ সালে কৃষকের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৫ লাখ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রান্তিক চাষি যারা লাভবান হচ্ছেন না বা পণ্যের মূল্য পাচ্ছেন না তারা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের সব দিক দিয়েই খরচ বাড়ছে। বিশেষ করে শ্রমিকের খরচ বাড়ছে। কিন্তু এই চিত্র প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। যে দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন তাতে উৎপাদন খরচ উঠছে না। বেকারদের কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু বাজেটে তার কোনো নির্দেশনা নেই। জনমিতির সুবিধা তাই কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বরং সস্তা শ্রমের দেশে পরিণত করেছে বাংলাদেশকে। একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান, অন্যদিকে ক্রমাগত মুঠোফোনে কথা বলা ও ইন্টারনেট সেবার ওপর ক্রমবর্ধমান ভ্যাট আরোপের ফলে, ১০০ টাকার টক টাইম পেতে এখন গ্রাহককে দিতে হবে ১৩৯ টাকা। মেট্রোরেলের সাফল্য নিয়ে বিপুল প্রচারের পর এখন এর ভাড়ার ওপরও ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে, যা জনজীবনে ভোগান্তি বাড়াবে।

দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, টাকা পাচার, ব্যাংক লুটের যে মিলিত চক্র দেশের মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে তা নিরসনে কোনো উদ্যোগ না নিয়ে জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে। বাজেট নিয়ে সরকারি মহলের বাগাড়ম্বর দিয়ে অর্থনীতির সংকট দূর হয় না। প্রয়োজন কার্যকর পদক্ষেপ, সে ধরনের পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি এবারের বাজেটে। বাজেটের নীতি কৌশল একই থাকায় এবারের বাজেট অতীতের বাজেটের মতোই ফল নিয়ে আসবে।

নতুন কর্তৃপক্ষ গঠন

চামড়া শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক একটি রফতানিমুখী শিল্প। জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, কর্মসংস্থান ও মূল্য সংযোজনের নিরিখে এটি একটি অপার সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য দ্বিতীয় বৃহৎ রফতানি পণ্য। দীর্ঘদিন ধরেই পরিকল্পনা ও আন্তর্জাতিক গুণগত মানের অভাবে ব্যর্থতার চক্করে ঘুরপাক খাচ্ছে এ শিল্প খাত। এতে পর্যায়ক্রমে চামড়া রফতানির আয় কমে যাচ্ছে। অথচ চামড়া শিল্পের প্রধান এ কাঁচামাল চামড়ার সহজলভ্যতা থাকলেও এর যথাযথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না।

দেশের চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনায় 'বাংলাদেশ চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৪' শীর্ষক আইনের খসড়া প্রণয়ন করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। আশা করা যায়, নতুন আইন এ শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। এ শিল্পের ব্যবস্থাপনায় যেসব অসংগতি রয়েছে সেসবের উন্নতি ঘটবে। এছাড়া বৈশ্বিক সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ অর্জনে প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পূরণের পাশাপাশি এ শিল্পের গুণগত মান সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আইনটি। চামড়া শিল্পে বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও নীতিসহায়তা দেয়াও সহজ হবে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আয়ের খাতগুলোর যথাযথ তত্ত্বাবধান জরুরি। সম্ভাবনাময় খাতগুলোর উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক। মোট রফতানি আয়ের ৮৫ শতাংশই আসে এ খাত থেকে। এর বাইরে যে দু-তিনটি খাত থেকে ১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) ডলারের বেশি আয় দেশে আসে, তার মধ্যে চামড়া খাত একটি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩০ জুন শেষ হতে যাওয়া ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি থেকে ৯৬ কোটি ১৫ লাখ ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। এ অংক গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৪ দশমিক ১৭ শতাংশ কম। ১৩৫ কোটি (১ দশমিক ৩৫ বিলিয়ন) ডলার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় কমেছে ২১ দশমিক ৫৮ শতাংশ। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-মে সময়ে এ খাত থেকে রফতানি আয় হয়েছিল ১১২ কোটি (১ দশমিক ১২ বিলিয়ন) ডলার। পুরো অর্থবছরে (জুলাই-জুন) এসেছিল ১২২ কোটি ৩৬ লাখ (১ দশমিক ২২ বিলিয়ন) ডলার, যা ছিল আগের অর্থবছরের (২০২১-২২) চেয়ে ১ দশমিক ৭৪ শতাংশ কম। লক্ষ্যের চেয়ে কম ছিল ১৫ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ।

দৃশ্যত সার্বিক রফতানিতে পিছিয়ে পড়ছে এ খাত। বিভিন্ন সময় সংশ্লিষ্টরা কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার কথা জানালেও সে বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রতিনিয়তই ট্যানারির বর্জ্যে নানাভাবে পার্শ্ববর্তী ধলেশ্বরী নদীসহ পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। যা ঈদুল আজহার সময় বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সাভারের চামড়া শিল্পের বিদ্যমান সংকট সমাধান করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কখনো কখনো আলাপ-আলোচনা হলেও বাস্তবে তেমন কোনো কাজ লক্ষ করা যায়নি। এ শিল্পের সংকট কাটাতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

রফতানি-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের বড় ব্র্যান্ডগুলোর কাছে ভালো দামে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য বিক্রি করতে হলে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ থাকতে হয়। বৈশ্বিক বাজারের কথা মাথায় রেখে ঢাকার হাজারীবাগ থেকে চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের জন্য ২০০৩ সালে একটি প্রকল্প নেয় সরকার। সে অনুযায়ী ২০০ একর জমি নিয়ে সাভারের হেমায়েতপুরের হরিণধরায় গড়ে ওঠে চামড়া শিল্প নগরী। বর্তমানে সাভারে ১৪১টি ট্যানারি রয়েছে। যেখানে ৫৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) তৈরি করা হয়। কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়ায় এলডব্লিউজি সনদ অর্জনও সম্ভব হচ্ছে না। মূলত এলডব্লিউজি সনদ না থাকায় দেশের চামড়া শিল্পের অগ্রগতি হচ্ছে না। এ খাতের উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এলডব্লিউজি সনদ অর্জনে যেসব মানদণ্ড রয়েছে তা পূরণে জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে সরকারকে।

২০০৫ সালে নাইকি, অ্যাডিডাস ও টিম্বারল্যান্ডের মতো কয়েকটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ড ও জুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিলে এলডব্লিউজি গঠন করে। পরিবেশ সুরক্ষায় জোর দিয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন নিশ্চিত করাই সংস্থাটির লক্ষ্য। বর্তমানে বিশ্বে এক হাজারের বেশি ব্র্যান্ড ও সরবরাহ খাতের প্রতিষ্ঠান এলডব্লিউজির সদস্য। এলডব্লিউজির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, সংস্থাটি কারখানা নিরীক্ষার জন্য একটি সাধারণ মানকাঠামো তৈরি করেছে। এক্ষেত্রে তারা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিকর উপাদান, বর্জ্য পরিশোধন, কাঁচামালের উৎস ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখে।

বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএ) বলছে, এবারের ঈদে সারা দেশে ৮০ লাখ চামড়া লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়েছে। সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে ৪ লাখ ৭৫ হাজার চামড়া সংগ্রহ হয়েছে। তবে অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে চামড়া প্রক্রিয়া করায় তিনদিনে কয়েক লাখ চামড়া নষ্ট হয়েছে। তাই চামড়া সংরক্ষণে গুণগত মান বজায় রাখতেও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের আওতায় এনে দক্ষতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

চামড়া খাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, হেমায়েতপুরের চামড়া শিল্প নগরের দূষণ বন্ধ না হওয়ায় ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি বাংলাদেশী চামড়া কিনছে না। ফলে বাংলাদেশী চামড়া বড় ক্রেতা বর্তমানে চীন। তারা কম দাম দেয়। সেটির প্রভাব কাঁচা চামড়ার দামেও পড়ছে। বাংলাদেশ থেকে চীনে যে শতকরা ৮০ ভাগ লেদার যাচ্ছে, তা মূলত ক্রাস্ট লেদার। সেগুলোকে বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করে ফিনিশ লেদারে পরিণত করে বিভিন্ন দেশে রফতানি করছে চীন। অথচ বাংলাদেশ নিজেই যদি আধুনিক ট্যানারি শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে ফিনিশ লেদার রফতানি করতে পারত, তাহলে আরো বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারত।

যদিও সাত বছর আগে রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে ট্যানারি শিল্পকে সাভারে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তবে অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কমপ্লায়েন্সের অভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় চামড়ার মূল্য কমেছে। আবার ট্যানারির শ্রমিকরাও ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শ্রমিকদের আবাসন ও চিকিৎসাসহ তাদের জীবনযাপনের মৌলিক চাহিদা পূরণে নেই যথাযথ ব্যবস্থা। ট্যানারিগুলোয় স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই ধরনের শ্রমিক কাজ করেন। তাদের জীবন অনেকটা দুর্বিষহ। মজুরি বোর্ডের নির্ধারিত গ্রেড নয়, অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের বেতন নির্ধারিত হলেও ওভারটাইম ও ছুটি সুবিধা সীমিত। নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা। সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিকমতো করতে পারেন না তারা। তাই শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

এদিকে সরকারের পক্ষ থেকে এ বছরও চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বরাবরের মতো এবারো চামড়া সিন্ডিকেট সক্রিয় এমন খবরও এসেছে পত্রপত্রিকায়। বিক্রেতারা পানির দরেই কোরবানির পশুর কাঁচা চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এ পরিস্থিতি যে চামড়া খাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে, তা বলাই বাহুল্য। তাই এ খাতের উন্নয়নে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জরুরি।

চামড়া, জুতা ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। অথচ পরিবেশ দূষণ, অর্থ সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে চামড়া শিল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তা মেনে নেয়া যায় না। এ শিল্পকে পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। রফতানি প্রবৃদ্ধির জন্য উন্নত বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী শিল্পটিকে পরিবেশবান্ধব করাটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে সংশ্লিষ্টদেরই। বিলম্বে হলেও সরকার চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনায় আলাদা কর্তৃপক্ষ গঠন করছে তা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া অতীতের অনেক ভালো উদ্যোগের মতো এটাও তেমন ভালো ফল দেবে না। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পে রফতানি আয় স্রেফ ১ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে থাকছে, এমনটা কাম্য নয়। প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে এটা তৈরি পোশাক খাতের মতো বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেকটি প্রধান খাত হতে পারে। এক্ষেত্রে নতুন কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করবে—এমনটাই প্রত্যাশা সবার।

বণিকবার্তা বৃহস্পতিবার, জুন ২০, ২০২৪

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৬ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Thursday 20 June 2024
সংবাদ

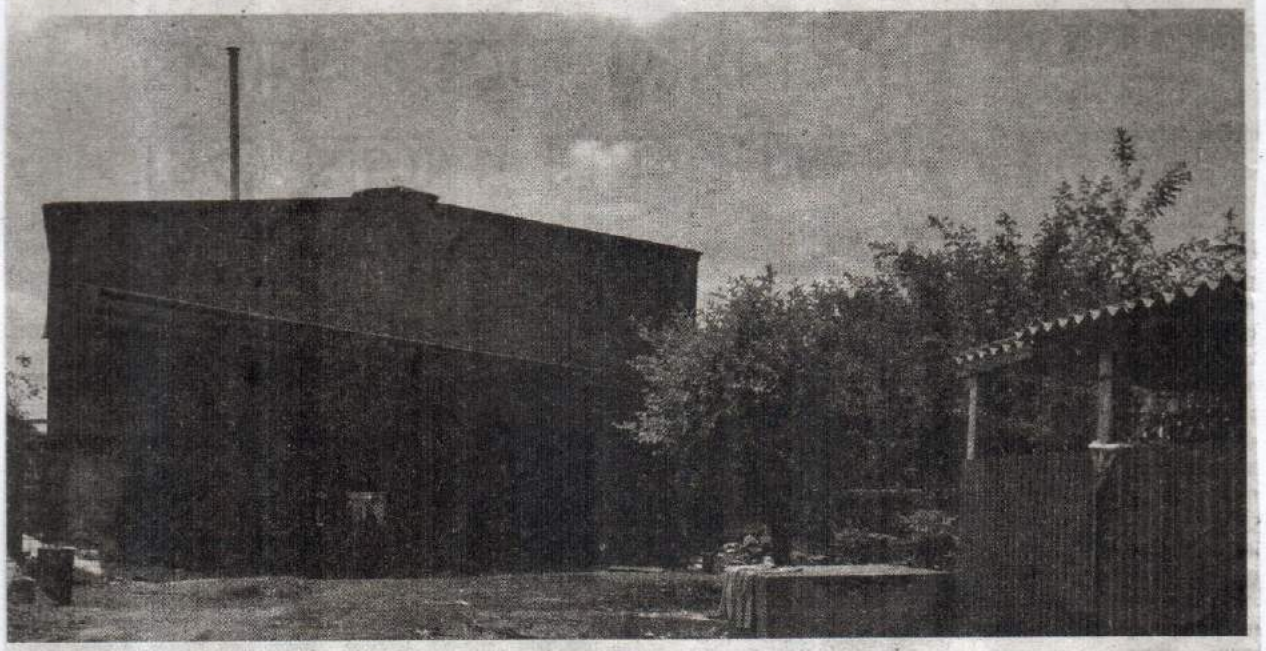

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : জনবসতিপূর্ণ স্থানে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ব্যাটারি ফ্যাক্টরি —সংবাদ

আবাসিক এলাকায় ব্যাটারি কারখানা, হুমকিতে পরিবেশ

প্রতিনিধি, কালিহাতী (টাঙ্গাইল)

অবৈধভাবে জনবসতিপূর্ণ স্থানে গড়ে উঠেছে ব্যাটারি ফ্যাক্টরি। বিষাক্ত বর্জ্যে হুমকির মুখে পড়েছে টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা মশাজান এলাকা। ভয়াবহ ধ্বংসের মুখে পড়েছে পরিবেশ। বিষাক্ত বর্জ্যের ধোঁয়া ছড়াচ্ছে মা মেটাল ইন্ডাস্টিজ নামের একটি ব্যাটারি ফ্যাক্টরি। কারখানা থেক নির্গত এসডি মিশ্রিত তরল, বর্জ্যে সিসাযুক্ত ছাই ও ধোঁয়া দুর্বিষহ করে তুলছে অত্র এলাকার হাজার হাজার মানুষের জীবন। এমনকি জীববৈচিত্রর ওপরও পড়ছে ক্ষতিকর ও বিরূপ প্রভাব। এ থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া আর রাসায়নিক পদার্থে বিপন্ন হচ্ছে পরিবেশ। চরম হুমকিতে পড়েছে জনস্বাস্থ্য।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, গত ৭ বছর বছর ধরে মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা তৈরি করছে। কারখানায় প্রতিনিয়ত ১০ থেকে ১২ জন শ্রমিক কাজ করেন। চুল্লির মধ্যে এসিড মিশ্রিত ব্যাটারির বর্জ্য সাজানো আছে। এরপর আগুন দিয়ে তা গলাচ্ছে। পাশে বৈদ্যুতিক পাখা থেকে বাতাস দেয়া হচ্ছে। এলাকাবাসী জানায়, বিষাক্ত বর্জ্যের কারণে কারখানার আশপাশের জমিতে ফসল হয় না। এমনকি গাছে ফুল ফল ধরে না এবং পুকুরে মাছ চাষ করা যাচ্ছে না। উড়ন্ত ছাই ও ধোঁয়ার কারণে অত্র এলাকার প্রায় বাড়িতেই চোখের অসুখ, হাঁপানি ও শ্বাসকষ্টসহ নানা রোগবালাই লেগেই থাকে। এছাড়া আশপাশে থাকা দিনমজুর শ্রমিকরা বলনে, যখন ব্যাটারি ফ্যাক্টরির কালো ধোঁয়া বের হয়, তখন তারা ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারেন না। নারী ও শিশুসহ জমিতে কাজ করা শ্রমিকরাও এসব রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন বেশি। দূষণের কবল থেকে রেহাই পেতে এলাকাবাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাদের কথা কর্ণপাত করেননি ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জানান, কারখানায় পুরাতন ব্যাটারি পুড়িয়ে সিসা বের করা হচ্ছে। এই কারণে শুরুতেই কারখানার তরল ও উড়ন্ত বর্জ্যে দূষিত হতে থাকে পরিবেশ। যার ফলে এলাকায় কৃষিজমিতে শস্য উৎপাদন হচ্ছে না। চারা গাছ গজানোর শুরুতেই, দূষিত ধোঁয়ায় সেগুলো মরে যাচ্ছে। বাসাবাড়ির টিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কারখানার আশপাশের ছোট শিশুদের শ্বাস-প্রশ্বাসে বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে। কারখানা থেকে ৫০ থেকে ৬০ গজ দক্ষিণ পাশে মশাজান হযরত রশিদ আহমেদ পাংগুহী (রহ.) দারুছছুন্নাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানার রয়েছে। কারখানাটি চালু অবস্থায় উড়ন্ত বর্জ্যে দূষিত পরিবেশ মাদ্রাসা এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রছাত্রীদের অনেক সমস্যা হচ্ছে। কারখানার আশপাশের বাড়িঘরের টিন ফুটো হয়ে গেছে। আম, জাম, পেঁপে এবং নারিকেলসহ কোনো ফল ও সবজি গাছে ফুল বা ফল থাকছে না ওই কারখানার উড়ন্ত বর্জ্যে দূষতি ধোঁয়ার কারণে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনো কর্ণপাত করেননি। আমরা এলাকাবাসীর পক্ষে কারখানাটি বন্ধে প্রশাসনের নিকট দাবি জানাচ্ছি।

মশাজান হযরত রশিদ আহমেদ পাংগুহী (রহ.) দারুছছুন্নাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানার পরিচালক হাফেজ নুরুজ্জামান জানান, আমাদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে আর ব্যাটারি কোম্পানি হয়েছে ৬-৭ বছর যাবত। কোম্পানি যখন শুরু হয়েছে তখন প্রথমে অনেক গন্ধ বের হয়েছে বাতাসের সঙ্গে গন্ধ সহ্য করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া আর কী করব! কিন্তু বর্ষার সময় পানি বাড়লে পচা পানি মাদ্রাসার ভিতরে আসলে পানি দিয়ে হাঁটলে পায়ে গা হয়ে যায়। মাদ্রাসায় ১৯৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। মশাজান হযরত রশিদ আহমেদ পাংগুহী (রহ.) দারুছছুন্নাহ মাদ্রাসা ও এতিমখানার সভাপতি আলাউদ্দিন বলেন, মাদ্রাসায় কম যাওয়া হয়। তাই গন্ধটা তেমন খেয়াল করিনি।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের স্বত্বাধিকারী কানাই দাস ভারত থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করার সম্ভব হয়নি। মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজার জন্টু জানান, আমরা ব্যাটারির ওয়েস্টেজ গালানোর কাজ করে থাকি। এছাড়া তাদের পরিবেশ অধদিপ্তরের ছাড়পত্রসহ সবধরণের কাগজপত্র রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ফ্যাক্টরির জায়গার মালিক নায়েব আলী জানান, ২০১৭ সালে ৬৭ শতাংশ জায়গায় মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের কাছে ভাড়া দিয়েছি।

এলেঙ্গা পৌরসভার মেয়র নুর-আলম সিদ্দিক জানান, আবাসিক এলাকায় এধরণের প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছেন কিনা। অনুমোদনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন তিনি। কালহিাতী উপজলো নির্বাহী কর্মকর্তা শাহাদাত হুসেইন বলেন, এ বিষয়ে বলেন, এলেঙ্গা পৌরসভার ভিতরে এমন একটি প্রতিষ্ঠান মেয়র কীভাবে অনুমোদন দিয়েছেন, সেটা আগে জানতে হবে। এরপর আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। টাঙ্গাইল পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জমির উদ্দিন বলেন, মা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজের বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

DHAKA SATURDAY JUNE 8, 2024
JAISHTHA 25, 1431 BS
The Daily Star

ISRAELI OFFENSIVE IN GAZA

Unemployment nears 80pc in enclave: ILO

REUTERS, *Geneva*

Unemployment in the Gaza Strip has reached nearly 80 percent since the Israeli offensive began last October, the United Nations labour agency said yesterday, bringing the average unemployment rate across Palestinian territories to more than 50 percent.

Unemployment in the Gaza Strip has reached 79.1 percent, while the West Bank has seen joblessness hit nearly 32 percent, the International Labour Organization (ILO) said in its fourth assessment of the impact of the offensive on employment.

Real GDP of Gaza contracted 83.5 percent since the Israeli offensive began on Oct 7.

The figures give a combined unemployment rate of 50.8 percent.

"This excludes Palestinians who have given up on finding a job," said Ruba Jaradat, ILO Regional Director for Arab States. "The situation is much worse."

"Imagine with this very high level of unemployment, people will not be able to secure food for themselves and for their families," Jaradat said.

"This is also impacting their health.... Even if they have money, there are no hospitals that can accommodate the catastrophic situation there."

In terms of the economy, the real gross domestic product (GDP) has contracted by nearly 33 percent in the Palestinian territories since the start of the offensive, with an estimated contraction of 83.5 percent in the Gaza Strip and by 22.7 percent in the West Bank, according to data published by ILO.

"In the occupied Palestinian territory and particularly in the West Bank, the reduction in incomes has pushed many families into severe poverty," Jaradat said.

Meanwhile, the World Health Organization has reported that Israel attacks on healthcare facilities have caused 727 deaths, 933 injuries, and impacted 101 health facilities and 113 ambulances since the offensive began.

WHO stated on X, that 37 percent of the attacks occurred in Gaza City, 23 percent in northern Gaza, and 28 percent in Khan Younis.

"Two-fifths (37%) of attacks were in Gaza City, nearly a quarter (23%) in north Gaza, and over a quarter (28%) in Khan Younis," the WHO tweeted on X.

UN Secretary General Antonio Guterres on Thursday called for an end to hostilities along the demarcation line between Lebanon and Israel, warning of the risk of a broader conflict.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu warned Wednesday that Israel was "prepared for a very intense operation" along the border.

সময়ের আলো শনিবার। ২২ জুন ২০২৪।

অবহেলিত এক জনগোষ্ঠীর নাম হরিজন

হরিজনরা অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার দিকসহ নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করানো, কাগজে নাস্তা দেওয়া, ময়লা পাত্রে পানি দেওয়া কিংবা হোটেলের বাইরে বসে খেতে দেওয়া, এমন সব মধ্যযুগীয় ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত

অমিত বণিক
উন্নয়নকর্মী

বাংলাদেশে বসবাসরত হরিজন তথা দলিতদের সংখ্যা বর্তমানে ৫৫ থেকে ৬০ লাখ। এদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য, ধারাবাহিক উন্নতি আর শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। সম্প্রতি রাজধানীর বংশালের আগা সাদেক রোডে হরিজন সম্প্রদায়ের বসতি মিরনজল্লা কলোনি উচ্ছেদ না করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। কলোনি উচ্ছেদ অভিযানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর বেঞ্চ এ আদেশ দেন। রুলে বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা না করে হরিজনদের উচ্ছেদ কেন অবৈধ হবে না, তাও জানতে চেয়েছেন তারা

ভূমিহীন ও নিজস্ব বসতভিটাহীন হরিজন সম্প্রদায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকার প্রদত্ত জমি, রেলস্টেশনসহ সরকারি খাসজমিতে বসবাস করে আসছে প্রায় চারশ বছর ধরে। উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের নামে পুনর্বাসন ছাড়া তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে খুব সহজে। যার প্রত্যক্ষ উদাহরণ রাজধানীর বংশালের আগা সাদেক রোডে হরিজন সম্প্রদায়ের বসতি মিরনজল্লা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান। ভয়ভীতি ও প্রশাসনিক চাপ প্রয়োগ করে উচ্ছেদে বাধ্য করছে প্রশাসন। হরিজনরা এত বছর ধরে একই জায়গায় থাকার কারণে সেখানে গড়ে উঠেছে তাদের আলাদা এক সংস্কৃতি, ভিন্ন এক সভ্যতা ও জগৎ। সংবিধানই হওয়ার কথা ছিল এসব মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় রক্ষাকবচ; কিন্তু যে বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই, তাতে আমাদের হতাশ হতে হয়। হরিজনরা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের কাছে দাবি করে আসছে তাদের প্রকৃত পুনর্বাসনের জন্য। তাদের অন্যত্র চলে যেতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু বিকল্প বাসস্থান ছাড়া তাদের আবার বাঁচারও উপায় নেই। সরকার একদিকে গরিব-দুস্থ ভূমিহীনদের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় গ্রামে গ্রামে ঘর উপহার দিচ্ছে, কিন্তু খোদ রাজধানীতে কেন এর উল্টো চিত্র? যাদের ইতিমধ্যে ঠিকানা আছে, তাদের কেন আশ্রয়হীন করা হচ্ছে? রাজধানীর মিরনজল্লাতে এই উচ্ছেদের সিদ্ধান্তে কষ্টে দিন কাটাচ্ছে শিশু-বৃদ্ধ নর-নারী থেকে প্রায় ১০ হাজার মানুষ। এমন সব অমানবিক উচ্ছেদ অভিযান দিয়ে কেন বারবার শিরোনামে আসতে চাচ্ছে প্রশাসন, এটি এখন বড় প্রশ্ন।

শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে যারা কাজ করছে, ওই হরিজনদের এই শহরে হয় না মাথা গোঁজার ঠাঁই। যারা গত কয়েকশ বছর ধরে সবচেয়ে বড় সেবা দিয়ে ঝকঝকে-চকচকে শহর বানাচ্ছে, তারাই নাকি এখন বড্ড বেমানান এ শহরে। তাই তো তাদের সরিয়ে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করার নানা পরিকল্পনা চলছে মহাসমারোহে। গভীর রাতে নানা অপরাধীর মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা এসব হরিজনকে ন্যূনতম বাসস্থান দেওয়ার সদিচ্ছা কি রাষ্ট্রের নেই? একই মানুষ, একই রক্ত, একই স্থানে বেড়ে ওঠা, একই দেশের নাগরিক, একই রাস্তায় হাঁটাচলা তবু এত কেন ভেদাভেদ তাদের নিয়ে? ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে বিরাজমান নানা বৈষম্যের মাঝেও আলাদা করে কেন চিহ্নিত করা হয় তাদের? কেন বারবার কেড়ে নেওয়া হয় তাদের বাসস্থানের অধিকার? গোটা শহরকে যারা সাফ ও সুন্দর করে রাখেন, তারাই কি না এখন সবচেয়ে নোংরা-অপরিষ্কার, অসুন্দর ও অপবিত্র! যুগের পর যুগ ধরে বাস করা এসব মানুষের ভোটার আইডি থেকে শুরু করে স্থায়ী ঠিকানার সব কাগজ জুটলেও, জোটেনি কেন বাস্তবিক আবাসনের ঠিকানা?

হরিজনরা অর্থনৈতিক দুর্দশা, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদার দিকসহ নানাভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে যুগের পর যুগ। মৌলিক অধিকার থেকে শুরু করে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি করানো, স্কুল ড্রেস পরা থাকলেও কাগজে নাস্তা দেওয়া, ময়লা পাত্রে পানি দেওয়া কিংবা হোটেলের বাইরে বসে খেতে দেওয়া, এমন সব মধ্যযুগীয় ঘটনার সাক্ষী হচ্ছে তারা প্রতিনিয়ত। রোহিঙ্গা কিংবা বিহারিদের এদেশে বিশেষ সুবিধায় পুনর্বাসন করা হলেও ভাগ্যদেবী সহায় হয় না এদের কিছুতেই। শত শত বছর ধরে এমনই নির্মোহ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন তারা। দুইবার মানচিত্র বদলেছে, দেশভাগ হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, নতুন সংবিধান হয়েছে তবু তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো না একবারও। আমাদের জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মডেল, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসনের পাশাপাশি থাকবে মৌলিক মানবাধিকারও। এখন এসব গৃহহীন হরিজনকে উচ্ছেদ অভিযান কি রাষ্ট্র তথা সরকারের জন্য বড় লজ্জার ব্যাপার নয়? বাংলাদেশে হরিজন বলতে সাধারণত আমরা ব্রিটিশ আমলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিষ্কাশন, চা-বাগান, রেলের কাজসহ প্রভৃতি কাজের জন্য ভারতের নানা অঞ্চল থেকে নিয়ে আসা দরিদ্র ও দলিত জনগোষ্ঠীকে বুঝি। এরপর থেকে কয়েক প্রজন্ম ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে তারা। এদেশে হরিজনদের প্রধান পেশা মূলত সুইপারের কাজ। তাদের বেতন কম, ইনক্রিমেন্ট নেই, পেনশনও নেই। বর্তমান সরকার সব শ্রেণির মানুষের জন্য এ কাজটির সুযোগ করে দেওয়ায় এই পেশাও হারাতে বসেছেন তারা অনেকেই। ফলে অনেক মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন তারা। হরিজনদের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৩ সালে সমাজে অস্পৃশ্য বলে বিবেচনা করা লোকদের হরিজন নামে নামকরণ করেন পুনা চুক্তির পর। হরিজনের অর্থ হচ্ছে হরি বা ভগবানের লোক। কিন্তু হরিজন শব্দটিকে পরে মর্যাদাহানিকর এবং অনুপালক বলে বিবেচনা করা হয় এই উপমহাদেশে। বাংলাদেশে পরিচ্ছন্ন পেশায় নিয়োজিত বাঁশফোড়, হেলা, লালবেগী, ডোমার, রাউত, হাঁড়ি, ডোম (মাঘাইয়া) ও বাল্মীকি– এই আট জাতের জনগোষ্ঠীকে হরিজন বলা হয়। সমাজের রীতিনীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, পরিচালন পদ্ধতি পরিবর্তনের পাশাপাশি দলিত শ্রেণিভুক্ত পেশা বা গোষ্ঠীর শিরোনামও পরিবর্তন হয়ে আসছে। হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাজনের ক্রমশ বিলুপ্ত ঘটছে বটে, তবে শোষণ আর নিপীড়ন প্রক্রিয়া সচল থাকার কারণে উদ্ভব ঘটছে নতুন বিভাজনের। এ বিভাজন নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর সীমারেখার মধ্যে নয় বরং উৎপত্তি ঘটছে সর্বক্ষেত্রে।

২০১৩ সালে মাযহারুল ইসলাম ও আলতাফ পারভেজের গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে বসবাসরত হরিজন তথা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

দলিতদের সংখ্যা বর্তমানে ৫৫ থেকে ৬০ লাখ। এদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য, ধারাবাহিক উন্নতি আর শিক্ষার সুযোগ তৈরির জন্য আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। সম্প্রতি রাজধানীর বংশালের আগা সাদেক রোডে হরিজন সম্প্রদায়ের বসতি মিরনজল্লা কলোনি উচ্ছেদ না করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। কলোনি উচ্ছেদ অভিযানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের শুনানি শেষে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি মো. আতাবুল্লাহর বেঞ্চ এ আদেশ দেন। রুলে বিকল্প আবাসনের ব্যবস্থা না করে হরিজনদের উচ্ছেদ কেন অবৈধ হবে না, তাও জানতে চেয়েছেন তারা। কিন্তু এতে আদৌ কি সমস্যার সমাধান হলো? এসব লুকোচুরি খেলা বাদ দিয়ে রাষ্ট্রের উচিত তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসা, কারণ এদেশের মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে হরিজনদের বিশেষ অবদান। রাষ্ট্রের অগ্রভাগের সৈনিক হিসেবে দেশকে সেবা দিয়েছে সবসময়। তাই উচ্ছেদের নামে তাদের কাছ থেকে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া অমানবিক কাজ ছাড়া কিছুই নয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের তেলেগু থেকে আসা এসব হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায় চারশ বছর ধরে মিরনজল্লার কলোনিতে বসবাস করছে। এখানে বর্তমানে পাঁচ শতাধিক পরিবার রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) বলছে, এখানে বসবাস করা পাঁচ শতাধিক পরিবারের মধ্যে ৬৬ জনকে পুনর্বাসন করা হবে। তারা বর্তমানে করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কাজে নিয়োজিত। বাকি পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করে সেখানে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও কাঁচাবাজার নির্মাণ করা হবে। যদিও এখানে বসবাস করা পরিবারের সদস্যরা কোনো না কোনো সময় সিটি করপোরেশনের কর্মী ছিলেন। তাদের অনেকেই ছাঁটাই হয়েছেন। কারও মৃত্যু হয়েছে। তা ছাড়া এখানে বসবাস করা সবার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এই কলোনিতে। উচ্ছেদ হলে কোথায় যাবেন তারা– এমন চিন্তা থেকে গাছে ঝুলে ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন একজন।

এ ছাড়া আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে আরও দুজনের। এতকিছুর পরও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হয়নি। কলোনির পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন কেটে দিয়ে সব বর্বরতাকে হার মানিয়েছে প্রশাসন। মানুষগুলোকে রাস্তায় ঠেলে দিলে, তারা কোথায় যাবে এই ন্যূনতম চিন্তাও করলেন না কর্তাব্যক্তিরা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এ কেমন আচরণ স্বাধীন জনগণের প্রতি? মানুষকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে কীসের উন্নয়ন? হরিজনরা নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার ওপর যুক্ত হলো নতুন সমস্যা উচ্ছেদ অভিযান। আবাসন সংকট, টয়লেট সংকট, বৃষ্টির দিনে ছাদ দিয়ে ঘরে পানি পড়া, ভারী বর্ষণে ড্রেনের ময়লা পানি ঘরে ঢোকাসহ নানা কষ্টে জর্জরিত তাদের জীবন। হরিজনরা একটি খুপরি ঘরে কয়েকটি পরিবার মিলে একসঙ্গে বসবাস করে। জায়গার অভাবে সবাই ঘুমাতে পারে না। পালাক্রমে একেকজনকে ঘুমাতে হয়। অনেক সময় ঘরের ভেতর কক্ষ বানাতে হয় পর্দা দিয়ে।

তারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা তেমন পায় না। অনেক সময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তাদের এই কষ্টের জীবনকে কী রাষ্ট্র আলোকিত করতে পারে না? এখনই দলিত-হরিজনদের জন্য আলাদা একটি দলিত হরিজন কমিশন গঠন করা, যার প্রথম কাজ হবে দলিতদের ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ শুমারি করা, সমাজে তাদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, পর্যাপ্ত আবাসন, ভূমি আর চাকরির অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের বিকাশের পথ যেভাবে সুগম হয় তা নিশ্চিত করা। সর্বোপরি, তাদের মনে এ আস্থা নিয়ে আসা যে দেশটা তাদেরও।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১১ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 25 June 2024

তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার শ্রমিক কাজ করে : কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নজরুল ইসলাম চৌধুরী। গত রোববার সংসদে ভোলা-৩ আসনের এমপি নুরুন্নবী চৌধুরীর এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা জানান। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়।

প্রতিমন্ত্রী জানান, রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য (বায়োমেট্রিকস ডেটাবেজ অনুসারে) অনুযায়ী, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানায় ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ দশমিক ২৮ শতাংশই নারী শ্রমিক। সংখ্যার হিসাবে নারী শ্রমিক রয়েছেন ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৯ জন।

অন্যদিকে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর তথ্য অনুযায়ী, নিট সেক্টরে ১৭ লাখ ২৫৫ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লাখ ৫৪ হাজার ১৫৭ জনই নারী। সব মিলিয়ে দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক রয়েছেন। যার ৫৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ অর্থাৎ ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬১৬ জন নারী শ্রমিক।

তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতে মোট লোকবল ৪৩ লাখ ১৬ হাজার জন বলে জানান শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিবিএসের জরিপের তথ্য অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতের ৩৭.৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ লাখ ১৯ হাজার জন নারী শ্রমিক। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের চাহিদা বিশ্ববাজারে কমে যাওয়ার কারণে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার কমেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম।' আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

চট্টগ্রাম-১১ আসনের সংসদ সদস্য এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, '২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক বিদেশে রপ্তানি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ছিলে ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-মে সময়ে তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় রয়েছে ৪৩ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৮৬ শতাংশ।'

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম বলেন, 'কোভিড-১৯-এর প্রভাব, বৈশ্বিক মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার আমেরিকা ও ইউরোপে মূল্যস্ফীতি প্রভৃতি কারণে রপ্তানি আয় অর্জনে শ্লথ গতি দেখা যাচ্ছে। তবে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, স্পেন, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় অর্জনে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে।'

সংসদ সদস্য মোরশেদ আলমের এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম ২০১১-১২ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির বছরওয়ারি তথ্য তুলে ধরেন। তাতে দেখা যায়, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি মূল্যস্ফীতি হয়েছে। এ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিলে ৯ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। সরকারি দলের মোরশেদ আলমের প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৮.৬৯ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৬.৭৮ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭.৩৫ শতাংশ, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬.৪১ শতাংশ, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫.৯২ শতাংশ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৪৪ শতাংশ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫.৮৮ শতাংশ, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৪৮ শতাংশ, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫.৬৫ শতাংশ, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫.৫৬ শতাংশ, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬.১৫ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯.০২ শতাংশ মূল্যস্ফীতি ছিল।

সংসদ সদস্য সামিল উদ্দিন আহমেদের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, বর্তমানে বিশ্বের ২১০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন রয়েছে। এর মধ্যে ৮২টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি ছিল চীনের সঙ্গে। দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১ হাজার ৭১৪ কোটি ডলার।

রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য (বায়োমেট্রিকস ডেটাবেজ অনুসারে) অনুযায়ী, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক কারখানায় ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন শ্রমিক রয়েছেন। এর মধ্যে ৫২ দশমিক ২৮ শতাংশই নারী শ্রমিক। সংখ্যার হিসাবে নারী শ্রমিক রয়েছেন ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৯ জন।

NEW AGE
MONDAY, JUNE 24, 2024

50.17 lakh work in garment factories: state minister

Staff Correspondent

THERE are over 50.17 lakh workers working in garment factories in the country and 55.57 per cent of them are women, state minister for labour and employment Nazrul Islam Chowdhury told Jatiya Sangsad on Sunday.

The state minister gave this information in response to a question of ruling Awami League lawmaker Nurunnabi Chowdhury from Bhola-3.

According to the information of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, there are 33 lakh 17 thousand 397 workers in the garment factories in Bangladesh, the state minister said.

Among them, 52.28 per cent are women workers, the minister said, adding that the number of women workers is 17.34 lakh.

On the other hand, according to the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association data, there are 17 lakh workers in the knitwear sector, of which 62 per cent – 10.54 lakh are women.

In total, there are 50.17 lakh workers in the garment industry in the country, of which 55.57 per cent—27.88 lakh are women workers, the minister said.

Citing data collected from the Bangladesh Bureau of Statistics, the state minister said that according to the 2022 labour force survey, the total workforce in the garment sector is 43,16,000, of which 37.51 per cent meaning 16.19 lakh are women.

In reply to another query, the state minister for commerce Ahsanul Islam Titu said that due to the adverse impact of the Covid-19 pandemic, the effect of the Russia-Ukraine war, global economic recession and price inflation in America and Europe, the main export markets of Bangladesh, the slow pace of export earnings was being observed.

Bangladesh's main export product, manufactured garments, has decreased in demand in the world market, resulting in a decline in export growth, he added.

In countries such as the United Kingdom, France, Spain, Canada and Japan, the trend of export earnings from this sector, however, continues to grow, the minister also said.

Responding to a question from AL lawmaker Morshed Alam, Ahsanul said that the FY2022-23 saw the highest inflation in the past 12 years.

He added that Inflation in this financial year was 9.02 per cent.

According to the information placed by the state minister, the inflation rate was 8.69 per cent in 2011-12 fiscal, 6.78 per cent in 2012-13 fiscal, 7.35 per cent in 2013-14, 6.41 per cent in 2014-15, 5.92 per cent in 2015-16, 5.44 per cent in 2016-17, 5.78 per cent in 2017-18, 5.48 per cent in 2018-19, 5.65 per cent in 2019-20, 5.56 per cent in 2020-21, 6.15 per cent in 2021-22 and 9.02 per cent inflation rate in 2022-23.

In response to AL lawmaker Samil Uddin Ahmed, the state minister for commerce said that currently Bangladesh had business transactions with 210 countries of the world.

Among the countries, Bangladesh has a trade deficit with 82 countries, the minister said.

According to the information placed by the state minister, Bangladesh has the largest trade deficit with China which is $17,149.2 million.

According to the statistics of 2022-23, the total trade deficit of Bangladesh is $15,239.55 million.

In response to the question of independent lawmaker Abul Kalam from Natore-1, Ahsanul Islam Titu said that there is a trade deficit with countries other than Sri Lanka and the Maldives among the SAARC countries.

In response to the question of AL lawmaker SM Ataul Haque of Satkhira-4, State Minister for Disaster Management and Relief Mohibbur Rahman said that the amount of damage in the whole country due to cyclone Remal was around Tk 7,482 crore.

In response to the question of Mahbubur Rahman from Chattogram-1, the state minister said that the death toll in Remal was 20 while the number of affected people was 3.83 lakh people.

In response to the question of AL lawmaker Parveen Zaman from the reserved seat, state minister for expatriates' welfare Shafiqul Islam Chowdhury said that in the past 15 years from 2009 till June 11, 2024, 11.14 lakh women workers had gone abroad for jobs.

The state minister said that most of the women workers had gone to Saudi Arabia.

লোডশেডিংয়ে শিল্প-কারখানার অচলাবস্থা

শিল্পোৎপাদন অব্যাহত রাখতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার অপরিহার্য। চাহিদার অনুপাতে বিদ্যুতের সরবরাহ কমে গেলে ঘন ঘন ও দীর্ঘ সময় ধরে লোডিশেডিং হয়। ফলে জনজীবন যেমনি বিপর্যস্ত হয়, তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় উৎপাদন খাত। বিশেষ করে শিল্প-কারখানায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়; উৎপাদন কমে যায়। উৎপাদন কমে গেলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে আমদানি-রফতানি বাণিজ্যে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়ে আসে। শিল্পোৎপাদন অব্যাহত রাখা তাই অতীব জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

দেশে গত দুই বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দাম বেড়েছে দফায় দফায়। গ্যাসের দামও গ্রাহক পর্যায়ে গত দুই বছরে বাড়ানো হয়েছে দুবার। আর শিল্প খাতে ক্যাপটিভে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম চলতি বছর দুই দফা বাড়ানো হয়েছে। আবার বিদ্যুতের দাম গত বছর বেড়েছে তিন দফা। এরপর চলতি বছরের মার্চে তা আরো এক দফা বাড়ানো হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দামে ঊর্ধ্বমুখিতা বজায় থাকলেও বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়েনি। উল্টো বেড়েছে লোডশেডিং। বণিক বার্তার এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রতিদিন ৪০০ থেকে প্রায় ৮৫০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি লোডশেডিং করতে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভাগকে। মধ্যরাতে লোডশেডিং হচ্ছে বেশি। ওই সময় গড়ে ৭০০ মেগাওয়াটের কাছাকাছি লোডশেড দিতে হচ্ছে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হওয়ায় বরাবরই সমন্বয় বা লোডশেডিং করে চলতে হয় বিতরণ কোম্পানিগুলোকে। সাড়ে তিন-চার হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত লোডশেডিংও করতে হয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ক্রমে বাড়ছে।

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা ৩০ হাজার ৭৩৮ মেগাওয়াট। সেখানে বিদ্যুতের ব্যবহার হচ্ছে ১৪ হাজার মেগাওয়াট। অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা ৪৬ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও ক্যাপাসিটি চার্জের নামে টাকা যাচ্ছে সরকারের তহবিল থেকে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে এক আলোচনা সভায় এসব তথ্য তুলে ধরে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

ওই আলোচনা সভায় আরো বলা হয়, সরকার এখন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা তৈরি করেছে, তা ২০৩০ সালেও প্রয়োজন হবে না। আজ থেকে ছয় বছরে চাহিদা দাঁড়াতে পারে ১৯ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট। ২৫ শতাংশ রিজার্ভ ধরলে তখন ২৩ হাজার ২৫২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে। সক্ষমতা বাড়লেও এখনো দেশে গরমে গড়ে ১১০০ মেগাওয়াট লোডশেডিং হচ্ছে।

সক্ষমতা বাড়লেও বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক গ্যাস সংকট। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য জ্বালানি এই গ্যাস। গ্যাসের অভাবে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অর্ধেক সক্ষমতা বসিয়ে রাখতে হচ্ছে। একসময় বাংলাদেশের বিদ্যুতের ৮০ শতাংশ উৎপাদন হতো প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, বর্তমানে তা ৪৬ শতাংশে নেমেছে। এর অন্যতম কারণ দেশীয় গ্যাস উত্তোলন বাড়ানো এবং নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) তথ্যানুযায়ী, দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন সক্ষমতা ১২ হাজার ২১৬ মেগাওয়াট। এর মধ্যে উৎপাদন হচ্ছে সর্বোচ্চ ছয় হাজার মেগাওয়াট। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সক্ষমতা ৬ হাজার ৬০৪ মেগাওয়াট। সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে সর্বোচ্চ সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াট। তরল জ্বালানির সক্ষমতা ছয় হাজার মেগাওয়াট থাকলেও গড়ে সেখান থেকে আড়াই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে আসছে গড়ে ৫০০ মেগাওয়াট। এক হাজার মেগাওয়াটের কিছু বেশি ভারত থেকে আমদানি হচ্ছে।

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত আমদানিনির্ভর হওয়ায় বিদ্যুৎ সংকট বর্তমানে আরো তীব্র হয়েছে। নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার না করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে আমদানিনির্ভর। গত ১০ বছরে বড় কোনো মজুদ আবিষ্কার করা যায়নি। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, জ্বালানি আমদানির জন্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১৩ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বহুগুণে বেড়ে গেছে, কিন্তু বিপরীতে সক্ষমতা কমেছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গড় ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৮৬ পয়সা। ফলে দিন দিন পিডিবির অর্থ সংকটও তীব্র হচ্ছে। সময়মতো বিল পরিশোধ না করায় এখন কমেছে আমদানীকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ। জ্বালানি তেলের উচ্চ মূল্য ও ডলার সংকটের কারণে আমদানি এবং উৎপাদন উভয়ই ব্যাহত হচ্ছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা দূর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের ব্যয় কমিয়ে এবং দুর্নীতি ও অপব্যয় রোধ করার মাধ্যমে এ সংকটময় পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে সহায়ক হতে পারে গ্যাসের উত্তোলন বৃদ্ধি। সেক্ষেত্রে গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানে আমাদের তৎপরতা বাড়াতে হবে। আমদানিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এতে বিদ্যুতের উৎপাদন যেমন বাড়ানো সম্ভব হবে, তেমনি গ্যাস সংকটও দূর হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি আধুনিক জ্বালানি নীতিমালা তৈরি। জোড়াতালি দিয়ে পরিকল্পনা না করে সমন্বয় প্রয়োজন। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে একের পর এক পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে কেবল উৎপাদন সক্ষমতা ও ব্যয় বাড়ছে, হাজার হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হচ্ছে, উৎপাদন বাড়ছে না।

বিদ্যুতের ঘাটতি মেটানো না গেলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের সিংহভাগ শিল্প-কারখানা মুখ থুবড়ে পড়বে। এ খাতের বিনিয়োগ আকর্ষণেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে বিদ্যুৎ সংকট, যেটি এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উৎপাদন খাত সমৃদ্ধ করতে ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বিকল্প নেই। যে সক্ষমতা আছে, তা থেকেই সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন করাকে এমন সংকটাপন্ন সময়ে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত বলেই প্রতীয়মান হয়।

শোভন কাজ

DHAKA THURSDAY JUNE 27, 2024
ASHAR 13, 1431 BS
The Daily Star

MICRO-, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES DAY

For shared prosperity, formalisation of work is vital

Gunjan Dallakoti
is small and medium enterprise development specialist at the International Labour Organization (ILO).

GUNJAN DALLAKOTI

Md Bilal Hussain, 73, learnt weaving from his father. Born in a family of weavers, he believes weaving is in his blood, inherited from his ancestors. His last employer confirms that Bilal is the best weaver he ever had. He is excellent at weaving silk sarees and salwar kameez.

Bilal worked for 57 years—42 with his last employer and 15 years with another. At retirement, he earned Tk 6,200 a month on average, being paid Tk 1,400 for each piece of clothing he made. Bilal retired in November 2023. His failing eyesight and aching body compelled him to stop although he did not want to. His low earnings never permitted him to save anything. He is not getting any retirement benefits as his employment was informal. Devoid of benefits, he is now at the mercy of his sons for the rest of his life and believes the Almighty will provide for him.

Ferdous Munsi, the owner (*malik*) of the small saree-making cottage enterprise where Bilal worked, explained the business. He spends Tk 2,000 on raw materials, mostly imported, for each saree and pays workers like Bilal Tk 1,400 to make the saree. This then retails at Tk 4,000. His gross profit does not even cover the rent of the space and the holding cost of inventory for the off season. He is critically aware of the low wages his workers are getting, but can do nothing about it.

This is the reality in the informal sector. The Bangladesh Labour Force Survey 2022 shows that close to six crore (60 million) people, 84.9 percent of total working population in Bangladesh, are in informal employment. It is noteworthy that out of the total employed women in Bangladesh, 96.6 percent are in informal employment. Similarly, 92.7 percent of youth aged 15-27 years are employed informally. Informal employment can be both in formally registered businesses and in the unregistered ones.

Economists opine that some level of informality is expected in a growing economy like Bangladesh, where an effective business governance system and procedures are yet to be established. There are several reasons for the widespread informality in the country. Studies have suggested that the ineffectiveness of public services like registration, licensing and tax processing of businesses are among the main reasons. On the other hand, lack of clear incentives to formalise, limited understanding of the process of formalisation, and limited employment opportunities are other impediments.

The consequences of the high informality are severe: low tax to GDP ratio, widening inequality, stagnant industrial competitiveness in sectors other than ready-made garment (RMG) and low labour productivity, and low product and service quality. Informality also hinders the potential of the industrial sector to participate and benefit from growing international value chains and export market opportunities. These are extremely critical as Bangladesh prepares to graduate from LDC status and enters the global market on the basis of competitiveness and productivity.

While the prioritisation of formalisation in the Industrial Policy 2023 is a welcome step, there is a dearth of studies on the potential positive impact of formalisation and Bangladesh's capacity to formalise to inform policymaking. Furthering the formalisation agenda is imperative for the country if it is to achieve the ambition of economic diversification and modernisation of the private sector to become competitive globally. The implementation of the policy requires an integrated effort from the whole of the government, the private sector, and workers' organisations. The success of ongoing labour sector and social protection reforms are also key to addressing informality.

The informal sector, which comprises cottage, micro-, small and medium enterprises, not only operates closest to local communities, but plays a crucial role in creating local jobs, especially for women and youth in Bangladesh. As we commemorate the Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day today, we recognise that it is a vital sector at the heart of our societies with tremendous potential to accelerate decent job creation and achievement of the SDG goals.

To fully harness its potential, a transition to formalisation is necessary to ensure that the millions of workers in the sector do not end up like Bilal—destitute after a fully productive working life.

Eradicating child labour from Bangladesh

To eradicate child labour from Bangladesh, a comprehensive strategy is required. This strategy should focus on poverty alleviation, education, and strict enforcement of labour laws,
writes Mir Mostafizur Rahaman

ALONG with the rest of the world, Bangladesh also observed the World Day Against Child Labour on June 12. This year also marks the 25th?anniversary of the adoption of ILO Convention No. 182 on the Worst Forms of Child Labour (1999), which, in 2020, was the first ILO Convention to be universally ratified.

International Labour Organisation (ILO) itself admits that while much progress has been made in reducing child labour over the years, recent years have seen global trends reverse, and, 'now more than ever it is important to join forces to accelerate action towards ending child labour in all its forms'.

Unfortunately, in Bangladesh and in some other countries the number of child workers is growing and the number rose by 86 thousand in the last seven years.

According to the survey of Bangladesh Bureau of Statistics conducted in 2022, the number of child workers in the country was 3,450,369 in 2013, but it went up to 3,536,927 in 2022.

For a country on the way to graduation from the status of the Least Developed Country, this number of child workers is unacceptable. The scenario looks graver when one takes into account the fact that out of the total child workers, over 1070,000 children are engaged in work, which poses risks to their health and lives.

In the last two decades the government has taken projects to combat the scourge of child labour. Projects were also taken to prevent children from engaging in risky jobs. But it seems that the projects are not yielding expected benefit.

As law dictates, appointing children in workplaces is a punishable offence.

Labour ministry has prepared a list containing 43 types of jobs which are identified 'risky' for children but the BBS survey shows that children are still engaged in all these 43 jobs.

While Bangladesh has made significant strides in economic growth and poverty reduction, child labour remains a persistent problem that undermines the nation's future prospects. This complex issue demands a nuanced understanding and a multi-pronged approach to eradicate it effectively.

The prevalence of child labour in Bangladesh is deeply rooted in socio-economic disparities. Poverty is the primary driver, as impoverished families often have no choice but to send their children to work. In many cases, these children are employed in informal sectors such as agriculture, domestic work, and small-scale industries, where labour regulations are weak or non-existent. The need for additional household income outweighs the benefits of education, leading to high dropout rates from schools. This cycle of poverty and lack of education perpetuates child labour, hindering the country's overall progress.

Another critical factor contributing to child labor is the cultural acceptance of child work as a norm in many communities. In rural areas, children are often seen as an economic asset, expected to contribute to the family's income from a young age. This cultural perspective makes it challenging to implement and enforce child labour laws effectively. Additionally, the informal nature of many child labour sectors means that these practices are often hidden from regulatory oversight.

To eradicate child labour in Bangladesh, a comprehensive strategy is required. This strategy should focus on poverty alleviation, education, and strict enforcement of labour laws. Economic policies that create jobs for adults, social safety nets that protect vulnerable families and accessible quality education are essential components.

Moreover, community-based approaches that address cultural attitudes towards child labour and empower local leaders to advocate for children's rights are crucial.

No doubt, child labour in Bangladesh is a symptom of deeper socio-economic issues that need to be addressed holistically.

With comprehensive government action, NGO efforts, international collaboration, and community engagement, Bangladesh can move towards a future where every child has the opportunity to learn, grow, and contribute to society. The eradication of child labour is not just a moral obligation, it is also crucial to ensure sustainable development.

mirmostafiz@yahoo.com

nancial Express
hursday | June 13, 2024

শোভন কাজ

শোভন কাজ

ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার ভিন্নতায় সুবিধা ভারতের

মৎস্যসম্পদ

একটি অভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার দাবি জানিয়েছেন উভয় দেশের মৎস্যজীবীরা।

পার্থ শঙ্কর সাহা, *ঢাকা*

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৫ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন।
- চার বছরে বার্ষিক উৎপাদন ৬ লাখ ২০ হাজার টন বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- ৩ বছরে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের কম।

বাংলাদেশে সাগরে ইলিশ মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার সুবিধা পাচ্ছেন ভারতের মৎস্যজীবীরা। এক মাসের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে চলা নিষেধাজ্ঞার সময় ভারতে ইলিশ ধরা চলে। এতে বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে বেশি ইলিশ ধরা পড়ে—দুই দেশের মৎস্যজীবী, বিশেষজ্ঞরা এমনটাই বলছেন। আর এতে বাংলাদেশে ভরা মৌসুমে ইলিশ কম ধরা পড়ছে বলে মনে করছেন এ দেশের মৎস্যজীবীরা।

দেশে ইলিশের উৎপাদন সংকট কাটাতে ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে একটি অভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার কথা বলছেন উভয় দেশের মৎস্যজীবীরা। কিন্তু এ নিয়ে এখনো ভারতকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বাংলাদেশ।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো কথা হয়নি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি।'

এমন পরিস্থিতিতে দিন দিন ইলিশ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার কমছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল ৫ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন। চার বছরে বার্ষিক উৎপাদন ৬ লাখ ২০ হাজার টন বা ১৬ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মৎস্য অধিদপ্তর। তবে ৩ বছরে ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের কম।

> **সাগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোর বাস্তবতা মেনে বাংলাদেশে চালু থাকা নিষেধাজ্ঞার সময় নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।**
>
> **সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর,** সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

অভিন্ন সময় নির্ধারণের দাবি মৎস্যজীবীদের

বাংলাদেশে ইলিশ সুরক্ষায় তিন মেয়াদে নিষেধাজ্ঞা থাকে। এর মধ্যে অক্টোবরে ২২ দিন। এ সময় মা মাছের ডিম ছাড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর বাচ্চা হলে তার সুরক্ষায় ১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল দুই মাস নিষেধাজ্ঞা থাকে। মাছের বৃদ্ধির জন্য ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই আবার এক দফায় সাগরে নিষেধাজ্ঞা থাকে।

মাৎস্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সাবেক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইলিশ গবেষক আনিছুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন আমরা যে সাফল্য পাচ্ছি, তা এই নিষেধাজ্ঞার ফল। নিষেধাজ্ঞার সময় পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। এখানে একটা সমস্যা আছে। আমাদের এখানে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাই নিষেধাজ্ঞা থাকে। ভারতে নিষেধাজ্ঞা থাকে ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত। ৫ জুন শুরু হয় তাদের মাছ ধরা।'

বাংলাদেশে ইলিশের প্রজনন মৌসুমে নিষেধাজ্ঞায় সাফল্য দেখে ভারতেও মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার বিষয় চালু হয়। এটি ২০১৮ সাল থেকে চলে আসছে বলে জানান পশ্চিমবঙ্গের ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অতুল দাস।

এবার নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় এলাকায় অন্তত তিন হাজার মাছ ধরার ট্রলার ইলিশ ধরতে সমুদ্রে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে ইলিশ ধরা পড়ছে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে। এর মধ্যে দেড় থেকে দুই কেজির ইলিশও আছে। মৎস্য ব্যবসায়ী অতুল দাস *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের মৎস্যজীবীদের মাছের উৎস তো একই, সেই বঙ্গোপসাগর। তাই এখানে এক অংশে যদি মাছ ধরা বন্ধ থাকে, অন্য অংশে তো মাছ ধরা বেশি পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে মাছ ধরা শুরু হলে আমাদের এখানে কমে যাবে।'

দুই দেশে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে একই নিয়ম মেনে চলা উচিত বলেও মনে করেন অতুল দাস।

বাংলাদেশে সাগরে ইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞার ফলে আরও এক মাস ইলিশ ধরা চলবে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে। এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনছে বলে মনে করেন চাঁদপুরের কান্তি ফিশিং বোট মালিক সমিতির সভাপতি শাহ আলম মল্লিক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'একই সাগর থেকে উভয় দেশের মৎস্যজীবীরা মাছ ধরেন। মাছের তো সীমান্ত নেই। তাই এ সময়টায় বাংলাদেশে ইলিশ বন্ধ থাকায় ভারতে বিপুল পরিমাণ মাছ ধরা পড়ছে। আমাদের দুই দেশের নিষেধাজ্ঞার সময় যদি মেলানো না যায়, তবে আমাদের ইলিশের উৎপাদনে ধস নামবে। ইতিমধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেছে।'

তবে মৎস্য গবেষক আনিছুর রহমান বলেন, 'আমরা নিষেধাজ্ঞার যে মেয়াদ নির্ধারণ করেছি, তা দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ভিত্তিতে। আমাদের জলসীমায় ৮০ ভাগ ইলিশ বিচরণ করে। তাই আমাদের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদই ভারতের মানা উচিত।'

তবে মৎস্য ব্যবসায়ীরা বিশেষ করে ২০ মে থেকে ২৩ জুলাইয়ের নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কান্তি ফিশিং বোট মালিক সমিতির সভাপতি শাহ আলম মল্লিক বলেন, 'জুন মাসের পর থেকেই বাড়ন্ত ইলিশগুলো বড় হয়ে যায়। ভারতে ধরা পড়া ইলিশগুলো দেখেই তা বোঝা যায়। এ সময় আমাদের এখানে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় আমরা অকারণে ক্ষতির মুখে পড়ি। আমাদের জেলেরা এ সময় অনেকেই পেশাও ছেড়ে দেন।'

সময়সীমাটি কাছাকাছি হওয়া দরকার

বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায় থেকেই দাবি উঠেছে সাগরে মাছ ধরার বিষয়ে অভিন্ন সময় নির্ধারণ নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে কথা বলার। মৎস্য অধিদপ্তরের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিষয়টি মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। কয়েক মাস আগে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার মন্ত্রণালয়ে এলে মন্ত্রী তাঁকে জানিয়েছেন।

সাগর একই হলেও বাস্তুতন্ত্রের ভিন্নতা, ইলিশের পরিযায়ী চরিত্র—এসবের কারণে দুই দেশের একেবারে অভিন্ন সময়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় বলেও মনে করেন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর। তবে তিনি মনে করেন, সাগরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোর বাস্তবতা মেনে বাংলাদেশে চালু থাকা নিষেধাজ্ঞার সময় নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। এর সঙ্গে ভারতের সময় একদম এক না হলেও সময়সীমাটি কাছাকাছি হওয়া দরকার।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ২০২৪

'শিশুশ্রম নিরসনে চাই আইনের সংস্কার ও সুষ্ঠু প্রয়োগ'

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে কর্মজীবী শিশুদের মানববন্ধন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিশুশ্রম নিরসনে আইনের সংস্কার ও সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে কর্মজীবী শিশুরা। তারা বলেছে, শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের কাজের তালিকা, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও মজুরি নির্ধারিত থাকতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম ও বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে।

গতকাল বুধবার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উন্নয়ন সংস্থা 'অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)' আয়োজিত মানববন্ধন ও সমাবেশে তারা এ দাবি জানায়। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে 'শিশুশ্রম বন্ধ করি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি'—এই স্লোগানে আয়োজিত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন এএসডির নির্বাহী পরিচালক এম এ করিম। সমাবেশে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন এএসডির প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা। কর্মসূচিতে কর্মকর্তারা ছাড়াও শ্রমজীবী শিশুরা অংশ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশে শতকরা ৪৬ ভাগ শিশু বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। পাঁচ থেকে ১৩ বছর বয়সের প্রায় ১৮ লাখ শিশু বিভিন্ন শ্রমে সম্পৃক্ত। ছয় থেকে ১৫ বছর বয়সের প্রায় ৪.৩ মিলিয়ন (৪৩ লাখ) শিশু মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। শ্রমে নিয়োজিত এই শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত আছে। তারা শিক্ষা ও শৈশবের বিনোদন থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাসহ নানাবিধ শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এমনকি কিশোর অপরাধ চক্রে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের ভবিষ্যৎ এই প্রজন্মকে শিশুশ্রমের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

এদিকে এএসডি চাইল্ড রাইটস ভলান্টিয়ারদের উদ্যোগে বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে ও রংপুরের লালবাগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুরের মানববন্ধনে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মো. শাহ আলম এবং চট্টগ্রামের মানববন্ধনে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেব দুলাল ভৌমিক বক্তৃতা করেন।

খুম আলো • শনিবার, ১ জুন ২০২৪,

মালয়েশিয়া যেতে হাজারো মানুষের ভিড় বিমানবন্দরে

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

মালয়েশিয়ায় কর্মী যাওয়ার শেষ দিন ছিল গতকাল। বিমানবন্দরে ভিড় করেন বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সিকে ছয়-সাত লাখ করে টাকা দেওয়া হাজারো মানুষ।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাটোরের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান। মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে তিন দিন ধরে অপেক্ষা করছেন তিনি। গতকাল শুক্রবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উড়োজাহাজের টিকিট হাতে পাননি হাবিবুর। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য সাড়ে ছয় লাখ টাকা জমা দিয়েছেন, তারাও এখন আর ফোন ধরছে না।

বিকেলে বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১-এর সামনে বসে ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ফোনের অপেক্ষায় ছিলেন হাবিবুর। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, জমি বন্ধক রেখে ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সাড়ে ছয় লাখ টাকা কোম্পানিকে দিয়েছেন। কোম্পানির লোকেরা মালয়েশিয়ায় পাঠাবেন বলে তিন দিন আগে তাঁকে বিমানবন্দরে নিয়ে এসেছেন। এখন আর তাঁরা ফোন ধরছেন না। তিনি কোম্পানির অফিসে লোক পাঠিয়েছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।

হাবিবুর রহমান আক্ষেপ করে বলেন, 'দেশে কৃষিকাজ করে কষ্ট করে সংসার চালাতাম। সংসারে একটু সচ্ছলতা আনতে ঋণ করে ও জমি বন্ধক রেখে বিদেশে যাওয়ার উদ্যোগ নিই। বিদেশে যেতে না পারলে কীভাবে সংসার চালাব, ঋণ পরিশোধ করব?'

শুধু হাবিবুর নন, মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে গতকাল হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন। তাঁরা বলছেন, শুক্রবারের পর বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া আর কোনো শ্রমিক নেবে না। শুক্রবারের মধ্যে যেতে না পারলে তাঁরা আর মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন না। অনেক টাকা খরচ করেছেন, এখন বিদেশে যেতে না পারলে দুর্ভোগের শেষ থাকবে না।

চক্র তৈরি করে কর্মী পাঠানোর অনিয়মের ঘটনায় ২০০৯ সালে প্রথম দফায় বন্ধ হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এরপর ২০১৬ সালের শেষে খোলা হয় বাজারটি। তখন বাংলাদেশের ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সি চক্র গড়েছিল। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আবার বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার।

চার বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে বাংলাদেশিদের জন্য আবার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলে। তখন আবারও চক্র গঠন করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত মার্চে মালয়েশিয়া জানায়, দেশটি আপাতত আর শ্রমিক নেবে না। যাঁরা অনুমোদন পেয়েছেন, ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের ৩১ মের (গতকাল শুক্রবার) মধ্যে মালয়েশিয়ায় ঢুকতে হবে। কিন্তু এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে (রিক্রুটিং এজেন্সি) টাকা দেওয়া বহু মানুষ এখন বিপদে পড়েছেন। সময় আর হাতে না থাকায় উড়োজাহাজের টিকিট ছাড়াই তাঁরা এখন বিমানবন্দরে এসে ভিড় করেছেন।

> **"দেশে কৃষিকাজ করে কষ্ট করে সংসার চালাতাম। সংসারে একটু সচ্ছলতা আনতে ঋণ করে ও জমি বন্ধক রেখে বিদেশে যাওয়ার উদ্যোগ নিই। বিদেশে যেতে না পারলে কীভাবে সংসার চালাব, ঋণ পরিশোধ করব?**
>
> **হাবিবুর রহমান,** নাটোরের বাসিন্দা

এমন আরেকজন নরসিংদীর রুবেল মিয়া নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে মালয়েশিয়ায় যেতে চান। এ জন্য আহাদ এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ছয় লাখ টাকা দিয়েছেন তিনি। দুদিন ধরে ঢাকার বিমানবন্দরে আরেক ভাইয়ের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন তিনি। রুবেল মিয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখনো উড়োজাহাজের টিকিট হাতে পাইনি। ফোন দিলে কোম্পানির লোকেরা বলছেন, তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে দুদিন ধরে এখানে অপেক্ষা করছি।'

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১, ২ ও ৩-এর সামনে হাজারো মানুষের ভিড়। মালয়েশিয়ায় যেতে দুই থেকে চার দিন ধরে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন তাঁদের কেউ কেউ। ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে ঘুমিয়েও পড়েন অনেকে। তাঁদের সঙ্গে আসা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও চলছে উৎকণ্ঠা। মালয়েশিয়ায় যেতে বিমানবন্দরে হাজির হওয়া আরও অন্তত ১০ জন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁরা মালয়েশিয়ায় যাওয়ার সময় বাড়াতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, পাঁচ থেকে সাত লাখ করে টাকা তাঁরা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়েছেন। এখন যেতে না পারলে বিপদে পড়বেন। কোম্পানিগুলো তাঁদের দেওয়া টাকা ফেরত দেবে কি না, সেই সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ।

কেউ কেউ আবার প্রায় তিন গুণ বেশি দামে বিমানের টিকিট কিনেছেন। ৩০ হাজার টাকার টিকিট এক লাখ টাকা দিয়ে নিয়েছেন জুয়েল রানা নামের এক যুবক। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আজ (৩১ মে) যেতে না পারলে পুরো টাকাই গচ্চা যাবে। তাই এক লাখ টাকা দিয়ে টিকিট নিয়েছি।'

মালয়েশিয়াগামী যাত্রীদের ভিড় সম্পর্কে জানতে চাইলে বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক কামরুল ইসলাম গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, দুদিন ধরে মালয়েশিয়াগামী অনেক যাত্রীর চাপ রয়েছে। বাড়তি এই চাপ সামলাতে নিয়মিত ফ্লাইটের পাশাপাশি অতিরিক্ত ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হবে

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আলাদা করে কোনো তদন্ত করছে না বলে জানা গেছে। তবে এসব অভিযোগ নিয়ে দুই দেশের যৌথ কারিগরি কমিটির সভায় আলোচনা করতে চায় মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে সভা আহ্বানের অনুরোধ করে মালয়েশিয়ায় চিঠি পাঠানো হয়েছে। সভার তারিখ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ৩, ২০২৪ ■

মালয়েশিয়ায় শ্রমিক পাঠানো নিয়ে সংকট মোকাবেলায় তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

মালয়েশিয়ায় সরকারের বেঁধে দেয়া সময়ে টিকিট না পাওয়ায় দেশটিতে ১৬ হাজার ৯৭০ কর্মী যেতে পারেননি। কর্মীদের এ না যাওয়ার কারণ খুঁজে বের করতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। গতকাল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, '৩১ মে পর্যন্ত ৫ লাখ ২৬ হাজার ৬৭৬ জনকে মন্ত্রণালয় (প্রবাসী কল্যাণ) অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্য থেকে ওইদিন পর্যন্ত বিএমইটির ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে ৪ লাখ ৯৩ হাজার ৬৪২ জনকে। আর ৩১ মে পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় যেতে পেরেছেন ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৬৭২ জন। সে হিসাবে ১৬ হাজার ৯৭০ কর্মী টিকিটের কারণে যেতে পারেননি। তবে সংখ্যাটা কিছুটা কম-বেশি হতে পারে।'

তিনি আরো বলেন, 'যারা যেতে পারেননি—এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূর মোহাম্মদ মাহবুবকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এ কমিটিকে সাতদিনের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। যারা এর জন্য দায়ী হবে তাদের বিরুদ্ধে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব। এছাড়া মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীরা তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে কর্মীদের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করা হবে।'

মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার বারবার সিন্ডিকেট বা চক্রের কারণে বন্ধ হচ্ছে। সরকারের প্রভাবশালী সংসদ সদস্যদের নামও এসেছে গণমাধ্যমে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যে বা যারা এ তদন্তের মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।' সিন্ডিকেটের বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সিন্ডিকেটে বিশ্বাস করি না। যে দেশে যাবেন শ্রমিক, যে দেশ নেবে তারা যদি সিন্ডিকেট বিশ্বাস করে বা পছন্দ করে কিংবা তারা যদি রিক্রুটিং এজেন্ট দিয়ে কর্মী নিতে চায়। আমরা চাই, আমাদের আড়াই হাজার এজেন্ট আছে, তাদের মাধ্যমে বিদেশে যাক।'

শেষ সময়ে কর্মীদের ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ছাড়পত্র রিক্রুটিং এজেন্সি যখন চেয়েছে, আমরা দু-একদিন আগে হোক, ছাড়পত্র দেয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করলে দেয়া হয়েছে। না হলে বলবে মন্ত্রণালয় দেয়নি। সে কারণে যে সময় যেটার প্রয়োজন হয়, সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' কর্মীদের যেতে না পারার পেছনে মন্ত্রণালয়ে কোনো গাফিলতি ছিল না বলে দাবি করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি হয়নি। এখনো আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা এক সপ্তাহ আগে চিঠি দিয়েছিলাম মালয়েশিয়া সরকারকে আরো এক সপ্তাহ বাড়ানোর জন্য। মালয়েশিয়ার হাইকমিশনারের সঙ্গে আলাপ করছি। উনি ৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে আসবেন। ওনার সঙ্গে বসব।'

বন্ধ শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'শ্রমবাজার খুলবে। আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সরকার মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খুলবে।'

সময়ের আলো শনিবার ১ জুন ২০২৪

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুক্রবার মালয়েশিয়া যেতে উড়োজাহাজের টিকেট ছাড়াই হাজারো মানুষের ভিড় ● সময়ের আলো

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ

কপাল পুড়ল প্রায় ৩১ হাজার শ্রমিকের ● প্রক্রিয়ার শুরুতেই ঘুষের অভিযোগ জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের ● প্রতারিত হওয়ার শঙ্কা ● দালাল ও প্রতারকদের দৌরাত্ম্য

● নিজস্ব প্রতিবেদক

অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার। আজ ১ জুন থেকে বাংলাদেশসহ ১৪ সোর্সকান্ট্রির কোনো কর্মী ঢুকতে পারবেন না বলে জানিয়েছে মালয়েশিয়া। এতে টিকেটের অভাবে কপাল পুড়েছে মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিকের। তাড়াহুড়া করে মালয়েশিয়ায় যাওয়া বাংলাদেশিদের প্রতারিত হওয়ারও শঙ্কা দেখা দিয়েছে। হংকংভিত্তিক সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, আপাতত শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়ায় গত কয়েক দিনে মালয়েশিয়ায় গেছেন হাজার হাজার শ্রমিক। এর মধ্যে বেশিরভাগই বাংলাদেশি।

সংবাদমাধ্যমটিকে শ্রমিক অধিকার কর্মীরা বলেছেন, দালালরা ভুয়া চাকরির লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মালয়েশিয়ায় নিয়ে আসত। শুধু এ কারণে মালয়েশিয়া শ্রমবাজার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তবে এ দালাল এবং প্রতারকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়নি। ফলে গত কয়েক দিনে যেসব বাংলাদেশি শ্রমিক তাড়াহুড়া করে মালয়েশিয়ায় গেছেন তারা প্রতারণার শিকার হতে পারেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অধিকার কর্মীরা।

অ্যান্ডি হল নামের এক অধিকার কর্মী বলেছেন, 'এই শ্রমিকদের বেশিরভাগই আধুনিক দাসত্বের ঝুঁকিতে রয়েছেন। এসব শ্রমিক অবশ্যই ভুয়া চাকরিদাতা এবং ভুয়া চাকরির প্রতারণা ফাঁদে পা দিয়ে এসেছেন। যেগুলোর ব্যবস্থা করেছে দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা, এজেন্সি এবং দালালরা।'

এদিকে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুই হয় ঘুষ দিয়ে বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা। উভয় সরকারের কাছে এ বিষয়ে তদন্ত, অপরাধীদের বিচার এবং নৈতিক নিয়োগের নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন তারা।

জাতিসংঘের চারজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞের পাঠানো একটি চিঠিতে বলা হয়েছে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরুই হয় দেশটির মানব সম্পদ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে। এই ঘুষ দিতে হয় 'ভুয়া নিয়োগকর্তাদের জাল কোটা' পাওয়ার জন্য। চিঠিতে বলা হয়, 'পরবর্তী সময়ে নিয়োগের অনুমোদন নিতে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি হাইকমিশন এবং বাংলাদেশি সিন্ডিকেট এজেন্টদের পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। প্রবাসী কর্মীরা অভিবাসনের জন্য সিন্ডিকেটের কাছে উড়োজাহাজ ভাড়া, পাসপোর্ট ও ভিসার খরচ ছাড়াও প্রকৃত নিয়োগ খরচের চেয়ে অনেক বেশি ফি দিয়ে থাকেন।'

গত ২৮ মার্চ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, অভিবাসীদের প্রতারিত করা হচ্ছে এবং জনপ্রতি সাড়ে চার থেকে ছয় হাজার ডলার পর্যন্ত নিয়োগ ফি নেওয়া হচ্ছে। যা ২০২১ সালে এই দুই দেশের মধ্যে সই হওয়া সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) খেলাফ। ওই এমওইউ অনুযায়ী, এই ফি হবে ৭২০ ডলার পর্যন্ত।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, 'মালয়েশিয়ায় কাজ করতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি অভিবাসীরা বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ নিয়োগ ফি প্রদান করেন, যা বাজারে প্রচলিত হারের চেয়ে অনেক বেশি।'

গত ২৮ মার্চের চিঠিটি জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) প্রকাশ করে ২৬ মে। এটি প্রকাশ করার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়া সরকার চিঠিটি দেওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে এর জবাব দেয়নি।

জাতিসংঘের যে বিশেষজ্ঞরা চিঠিটি লিখেছেন, তারা হলেন–টোমোয়া ওবোকাটা, রবার্ট ম্যাককরকোডালে, গেহাদ মাদি এবং সিওবান মুল্লালি। ৬০ দিন পরও কোনো সরকারের কাছ থেকে যেকোনো জবাব পাওয়া গেলে তা মানবাধিকার কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হবে।

২০২২ সালের আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত মালয়েশিয়া সরকার নির্বাচিত ১০০টি বাংলাদেশি নিয়োগকারী সংস্থার একটি সিন্ডিকেটের অধীনে চাকরির জন্য মালয়েশিয়ায় গেছেন প্রায় ৪ লাখ ২২ হাজার বাংলাদেশি। এর আগে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

টিকেট ছাড়াই যাত্রীদের অপেক্ষা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে শুক্রবার রাত ৮টায় একটি বিশেষ ফ্লাইট ২৭১ জন কর্মী নিয়ে কুয়ালালামপুরের উদ্দেশে ছেড়ে যায়। কিন্তু টিকেট ছাড়াই কয়েকশ মানুষ সকাল থেকে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে ভিড় করেন মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য। রাত ৯টায়ও কয়েকশ যাত্রী অপেক্ষায় ছিলেন, অনেককে কান্নাকাটি করতেও দেখা যায়। ভুক্তভোগী যাত্রীরা জানান, বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির দালালের কথায় টিকেট ছাড়াই শুক্রবার ভোর থেকে তারা অপেক্ষা করছেন বিমানবন্দরে। টিকেট না পাওয়ায় ৩০ হাজারের বেশি শ্রমিক মালয়েশিয়া যেতে পারবেন না বলে জানা গেছে।

কয়েক যাত্রী জানান, দুপুর ১টায় বিমানের একটি ফ্লাইটে তাদের মালয়েশিয়া পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু বিকাল সাড়ে ৪টায়ও ওই দালালের কোনো খবর নেই, টিকেটও দেননি। এ অবস্থায় মালয়েশিয়া যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

মালয়েশিয়া যেতে বাংলাদেশি নতুন কর্মীদের সময় শেষ হয় শুক্রবার। এ সময়সীমার সুযোগ নিয়ে একটি চক্র মালয়েশিয়ার টিকেটের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ রুটে ৩০ হাজার টাকার টিকেটের দাম ১ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এ নিয়ে মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক কয়েক হাজার যাত্রী ভোগান্তিতে পড়েছেন।

মনিরুল ইসলাম নামের এক যাত্রী জানান, এজেন্সি তাদের দফায় দফায় সময় দিয়েও ফ্লাইটের টিকেট দিতে পারেনি। বলছে, টিকেটের দাম বেশি হওয়ায় তারা কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

এদিকে সিএনএনএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার (গতকাল) থেকে বন্ধ হতে যাচ্ছে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। ফলে দেশটিতে শেষ সুযোগ হিসেবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল পরিমাণ শ্রমিক আনছে। এতে বিমানবন্দরে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখু

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ

সেখানে আরও ৪ লাখ বাংলাদেশি কর্মরত ছিলেন। স্বাধীন গবেষকরা বলছেন, মালয়েশিয়ায় ১ থেকে ২ লাখ বাংলাদেশি এখন বেকার, বিনা বেতন বা কম বেতনে কর্মরত এবং ঋণগ্রস্ত।

অভিবাসন ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্তরা মনে করছেন, কমপক্ষে ৩০ হাজার কর্মীর বিদেশযাত্রা অনিশ্চিত। বাংলাদেশ সরকার, রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধি, মালয়েশিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনসহ নানাভাবে অপেক্ষমাণ শ্রমিকদের সময় বাড়িয়ে দেশটিতে প্রবেশ করার সুযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানানোর পরও মালয়েশিয়া সরকার সেই সুযোগ দিতে নারাজ। তাদের সরকারের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মালয়েশিয়া সরকার ৩১ মের পর থেকে আর কোনো বিদেশি শ্রমিকদের মালয়েশিয়া প্রবেশ বন্ধের যে ঘোষণা দিয়েছে সেটি থেকে তারা সরবে না এবং সময়ও বাড়াবে না। এমন ঘোষণা শোনার পর থেকেই অনেক চাহিদার ৫ গুণ বেশি দামে টিকেট কিনে তাদের পাঠানোর ইচ্ছা থাকলেও হাজার হাজার মানুষ ঢাকার বিভিন্ন ট্রাভেলস এজেন্সিতে ধরনা দিয়েও কাঙ্ক্ষিত টিকেট জোগাড় করতে পারেননি। বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, গত ২১ মে পর্যন্ত প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ৫ লাখ ২৩ হাজার ৮৩৪ জন কর্মীকে মালয়েশিয়া যাওয়ার অনুমোদন দেয়। ২১ মের পর আর অনুমোদন দেওয়ার কথা না থাকলেও বিএমইটির তথ্য বলছে, মন্ত্রণালয় আরও ১ হাজার ১১২ জন কর্মীকে দেশটিতে যাওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। অর্থাৎ গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫ লাখ ২৪ হাজার ৯৪৬ জন কর্মীকে মালয়েশিয়া যাওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে শুক্রবার পর্যন্ত দেশটিতে ৪ লাখ ৯১ হাজার ৭৪৫ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তথ্য বলছে, শুক্রবার নন-শিডিউল ৭টি ফ্লাইটে ২ হাজার ২০৮ জন, শিডিউল ৭টি ফ্লাইটে ১ হাজার ৮৮৮ জন এবং ট্রানজিট ফ্লাইটে ১৭৯ জন মালয়েশিয়ায় যেতে পারবেন। বাকি ৩০ হাজারের বেশি কর্মীর যাত্রা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ঢাকার প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি ব্যবসায়ী ও বায়রার সিনিয়র নেতা কাজী মফিজুর রহমান বলেন, টিকেট না পাওয়ার কারণে অনেক শ্রমিকের মালয়েশিয়া যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে শেষ মুহূর্তে কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে কর্মীর উপচেপড়া ভিড় তৈরি হয়েছে। এতে দুর্ভোগ বাড়ছে কর্মী ও নিয়োগকর্তাদের। নিজেদের কর্মী শনাক্তে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে নিয়োগকর্তাদের।

কর্মীরা বলছেন, তারা তিন-চার দিন ধরে বিমানবন্দরে অবস্থান করছেন। কেউ নিয়োগকর্তার খোঁজ পাচ্ছেন, আবার কেউ পাচ্ছেন না। নিয়োগকর্তারা তাদের শুধু অপেক্ষা করতে বলছেন। অনেকে বলছেন, নিয়োগকর্তা তাদের না নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন। প্রবাসী কর্মীদের এ বিশাল চাপ সামলাতে দেশটির অভিবাসন বিভাগ থেকে নিয়োগকর্তাদের জন্য কর্মী খোঁজার সময়সূচি নির্ধারণ করে দিয়েছে। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, পরিস্থিতি মোকাবিলায় অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং অভিবাসন কর্মকর্তার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বিদেশি কর্মীদের জন্য পানি ও খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

টিকেট ছাড়াই যাত্রীদের অপেক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকদের বিশাল জটলা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা শ্রমিকরা বিমানবন্দরে আটকা পড়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, বিদেশ থেকে শ্রমিক আনার পর তাদের বিমানবন্দর থেকে পুনর্বাসন করছে না নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে বিমানবন্দরে এখন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিমানবন্দরের বিভিন্ন ছবি ছড়িয়ে পড়েছে। এতে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনালে শ্রমিকদের শুয়ে বসে থাকতে দেখা গেছে। বিমানবন্দরের এমন দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর এ নিয়ে দেশটির অভিবাসন বিভাগের পরিচালক জেনারেল দাতুন রুসলিন জসুহ মুখ খুলেছেন। তিনি বলেন, মালয়েশিয়ায় সাধারণত প্রতিদিন ৫০০ থেকে এক হাজার বিদেশি শ্রমিক আসেন। তবে গত ২২ মে থেকে এ সংখ্যা বেড়ে ২ হাজার ৫০০ জনে পৌঁছেছে। এরপর ২৭ মে থেকে তা বেড়ে ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। আগামীকাল এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও জানান তিনি। তিনি জানান, শ্রমিকরা যেন ভোগান্তিতে না পড়েন সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিমানবন্দরে পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করা হবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়োগকারীদের সহযোগিতা চান তিনি।

NEW AGE

MONDAY, JUNE 3, 2024,

50,000 workers fail to migrate to Malaysia

16,970 only for air tickets: govt

Staff Correspondent

THE state minister for expatriates' welfare and overseas employment, Shafiqur Rahman Chowdhury, said on Sunday that a total of 50,004 Bangladeshi aspirants failed to migrate to Malaysia after completing almost all the processes.

Of them, 16,970 aspirant migrants were not able to fly to Malaysia for air tickets only as the country closed its doors to foreign workers on May 31.

The state minister came up with the figure at a press briefing held at the ministry.

He said that the Bureau of Manpower, Employment, and Training did not issue clearance for 33,034 despite receiving all the papers to prevent further chaos.

In a press briefing, the state minister said that the expatriates' ministry approved papers for 5,26,676 aspirant migrants between August 2022 and May 31.

However, BMET issued clearance to 4,93,642 workers, and finally, 4,76,672 migrants successfully flew to Malaysia.

Malaysia, in August 2022, reopened the market after keeping it suspended for over four years over corruption allegations.

It closed the market on May 31 again for the same reasons, sector insiders said.

They said that many other aspirants deposited their money, passports, and other papers but saw their process remain incomplete before the deadline day.

The state minister said that they had asked the recruiting agents to give the number of migrants who could be flown to Malaysia after May 15 under special arrangements, but the agencies did not listen to the ministry.

The state minister informed reporters that a six-member committee, headed by Nur Md Mahbubul Haque, an additional secretary of the ministry, was formed to probe into the allegations of irregularities in taking workers to Malaysia.

The committee was asked to submit the report within seven days.

'We will punish those who are found guilty,' he said, being asked about the presence of a syndicate of recruiting agencies that charged the workers much higher than the government's fixed migration costs.

Aspirant migrants alleged that recruiting agencies took between Tk 5 and 7 lakh from each, while the government set Tk 78,990 as the migration cost.

Recruiting agents and migrants complained that airlines charged Tk 1.5 lakh for a ticket at the last minute when their regular price was around Tk 30,000.

The state minister said that the government was trying to reopen the market again, and recent victims of anomalies would get priority if they succeeded.

Expatriates' welfare ministry secretary, Md Ruhul Amin, urged victims to inform the probe committee of their ordeals.

He said that based on the recommendations of the committee, the ministry would set the next plan of action.

Bangladesh Association of International Recruiting Agencies president Abul Basher and secretary general Ali Haider did not respond to calls made for their comments.

DHAKA SUNDAY JUNE 2, 2024
JAISHTHA 19, 1431 BS
The Daily Star

RMG export prices fell up to 16% in last 8 months

BGMEA chief says

STAR BUSINESS REPORT

Export prices of locally made garment items have fallen by 8 percent to 16 percent year-on-year over the last eight months, according to data of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

International market prices declined mainly because of a fall in demand from end consumers suffering from high inflationary pressure due to the severe fallouts of Covid-19 and Russia-Ukraine war.

Moreover, the volume of garments exported from Bangladesh to major markets also exhibited a declining trend over the past 10 months.

For instance, the import of apparel from around the world by the US declined by 7 percent and by European Union (EU) by 13 percent in the July-April period of the current fiscal year.

Prices declined mainly because of a fall in demand from consumers amid high inflation

This was due to the fall in demand, the BGMEA said.

Although there was 4.97 percent growth in Bangladesh's garment exports during this period, it was far lower than the 9.09 percent rise recorded in the corresponding period of fiscal year 2022-23.

However, the bank interest rate rose by 15 percent and cost of production by 50 percent over the last five years, said BGMEA President SM Mannan Kochi yesterday.

The cost of production has increased because of a hike in gas and power prices and wages of workers, he told a views exchange meeting with journalists at Pan Pacific Sonargaon Dhaka.

Kochi also said a recent government decision to not allow any investment to be made outside of export processing zones and special economic zones would have a negative effect on the inflow of such funds into the country.

He urged the government to review the decision to enable investors to set up factories outside of the zones.

The BGMEA president also urged the government to prepare major special economic zones with adequate supplies of gas, power and logistics services so that those could become operational soon.

He also suggested that the government bring an end to harassment at the National Board of Revenue's offices, such as those dealing with customs, bond and VAT.

Kochi demanded that the government reduce source tax to 0.5 percent from existing 1 percent in the next budget to make businesses more competitive.

Moreover, the government should continue to provide cash incentives at previous rates until 2029, he said.

This is due to the fact that the World Trade Organization also agreed to continue trade benefits up to 2029 for least developed countries, including Bangladesh, graduating to developing nation status, he said.

The government should ensure rations of essential food commodities for garment workers and facilitate entrepreneurs investing in non-cotton and manmade fibres for the country to grab a bigger share of the world trade of value-added garments, he said.

Achieving the $100 billion garment export target by 2030 is possible if the government ensures gas and power supplies and provides policy support, he added.

Bangladesh exported garment items worth $40.49 billion in the July-April period of the current fiscal year, according to data of the Export Promotion Bureau.

In the same 10 months of fiscal year 2022-23, export earnings from the sector stood at $46.99 billion.

The BGMEA has been trying to increase exports to new destinations like Turkey, Brazil, Argentina, Russia, South Africa and member countries of the Association of Southeast Asian Nations, he said.

Kochi also said the new BGMEA board has also been trying to simplify the trade procedures by resolving problems related to customs, VAT and RMG Sustainability Council.

of the pandemic and the Russia-Ukraine war, low-income groups have become more insecure and helpless. Therefore, they need social protection," said Prof Akash, adding that the proportion of both allocation and expenditure has gone down in the area.

Bhattacharya said the existing allocation in health, education and social protection is in stark contrast to the commitments made in the two documents of the government: the Eighth Five-Year Plan and the election manifesto.

He said the documents specifically mentioned it, but the allocation does not reflect the reality. "In fact, it is almost half of the budget promised in the two documents."

The Financial Express Tuesday, June 4, 2024

A never-ending ordeal of outbound workers

Some Middle Eastern countries have been employing Bangladeshi workers in large numbers for decades. Some workers face problems in these countries as well. But with Malaysia, the problem is enormous and appears to be a built-in one, writes Zahid Huq

LAST Friday, the outgoing passenger terminal of the Hazrat Shahjalal International Airport had turned into a sea of Malaysia-bound jobseekers. Hundreds of them carrying valid visas and no-objection certificates from appropriate government authorities thronged the airport but failed to fly to Malaysia for not having tickets. May 31 (Friday) was the deadline set by the Malaysian government for foreign workers to enter Malaysia.

The job-seekers waited for a couple of days at the airport with the hope that the recruiting agencies would provide them with tickets before the expiry of the deadline, but their hope was dashed. Many of them had broken into tears as they spoke to newsmen about their plight. Each of them spent between Taka four to five lakhs to get their dream job. As they come mainly from poor and low-income families living in districts across the country, they managed funds either by selling lands or borrowing from friends, relatives or non-governmental organisations. The recruiting agencies or their agents in many cases have melted into thin air to avoid paying back their money. The agencies realised money from the Malaysia-bound workers in amounts that were five to seven times the charges fixed by the government.

Failing to withstand shock, a jobseeker hailing from Brahmanbaria went missing from Upakul Express while returning home with his father. He is suspected to have committed suicide by jumping from the train.

What is the number of workers who could not fly to Malaysia within the deadline? Unofficial reports say it is more than 30,000. Minister of State for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Shofiqur Rahman Chowdhury, however, claimed that about 17,000 workers could not fly out. The state minister has reportedly appealed to the Malaysian government to grant a special one-off period so that these workers could enter Malaysia. He cited reasons such as cyclone Remal, lack of flights and poor coordination by recruiting agents that have prevented many from travelling to Malaysia.

The Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (BAIRA) could be responsible, as it did not cooperate with us and give the list of names of workers with valid visas, Malaysian online portal Free Malaysia Today (FMT) quoted Mr Chowdhury as saying. The Bangladesh government has formed a six-member committee to probe the whole incident.

The truth is both Bangladesh and Malaysian governments are responsible for putting thousands of jobseekers into deep trouble. A sizeable number of them have not gone back home and are staying in Dhaka with the hope that they might get yet another chance. It all depends on the good gesture of the Malaysian government.

The whole incident is a scam. The Malaysian authorities had notified back in January this year about the deadline for entering Malaysia by foreign workers. The relevant ministry allegedly made it known to the recruiters in the middle of the last month. Why did the ministry sit on the information? The recruiting agencies and their agents rushed the jobseekers from their homes at the last moment, leading to a severe crisis of tickets and flights.

What is more intriguing is the selection of a handful of recruiting agencies in Bangladesh by the Malaysian authorities for recruitment instead of keeping it open for all recruiters having valid licences. The Bangladesh government did want to keep recruitment open for all eligible firms, but its Malaysian counterpart reportedly turned down the proposal. This development had given rise to opportunities for a handful of recruiters to exploit jobseekers most of whom are illiterate or half-educated and come from villages.

From the very beginning, the export of Bangladeshi manpower to Malaysia has been mired in problems of various sorts. Irregularities involving fees have been rampant. On several occasions in the past, Malaysia had suspended recruitment of Bangladeshi workers because of corruption on both sides. About two years back, it again decided to take workers from Bangladesh. But recruitment failed to pick up pace again because of irregularities.

The Malaysian Ambassador, while speaking to the press late last week, lamented that recruiters on both sides had been unmanageable.

Several hundred Bangladeshi workers who could reach Kuala Lumpur within the deadline were languishing at the airport, for none from their employers turned up to receive them. The Bangladesh High Commissioner in Malaysia expressed his frustration for not being able to extend any assistance to those workers for restrictions at the airport.

Some Middle Eastern countries have been employing Bangladeshi workers in large numbers for decades. Workers face problems in these countries as well. But, with Malaysia, the problem is enormous and appears to be a built-in one.

Malaysia is one of the major sources of remittance earnings for Bangladesh. The Southeast Asian country most likely will drive out illegal migrant workers and Bangladeshis constitute a big part of them. If that happens, Bangladesh is likely to lose a sizeable remittance income. The loss could be largely compensated if all the workers with valid visas were allowed to enter Malaysia.

The government should pick up the issue with its Malaysian counterpart and help the workers enter Malaysia. Providing citizens with jobs at home is the constitutional obligation of the government. But millions are unemployed. The government, at least, should try hard to secure jobs outside the country. If successful, the country will also benefit as extra foreign currencies will flow into its kitty during this difficult time.

zahidmar10@gmail.com

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 4 June 2024

মে মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩২ দশমিক ৩৫ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সংকটের মধ্যে আশার আলো দেখাচ্ছে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স। বর্তমান বিশ্ব পেক্ষাপটে দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এখন বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ন বা রিজার্ভ নিয়ে। আর এই সূচকের অন্যতম প্রধান উৎস রেমিটেন্স পালে হাওয়া লেগেছে। সদ্য শেষ হওয়া মে মাসে ২২৫ কোটি (২.২৫ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

এই অঙ্ক গত বছরের মে মাসের চেয়ে ৩২ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশি। আগের মাস এপ্রিলের চেয়ে বেশি ১০ দশমিক ২৯ শতাংশ। একক মাসের হিসাবে মে মাসের এই রেমিটেন্স দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০২০ সালের জুলাই মাসে ২৬০ কোটি (২.৬ বিলিয়ন) ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। ২০২৩ সালের মে মাসে ১৬৯ কোটি ১৬ লাখ (১.৬৯ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে।

কোরবানির ঈদ এবং টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়ায় রেমিটেন্স বাড়ছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকাররা। বর্তমান বিনিময় হার (প্রতি ডলার ১১৭ টাকা) হিসাবে টাকার অঙ্কে মে মাসে ২৬ হাজার ৩২৫ কোটি টাকা পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছে ৭ কোটি ২৬ লাখ ডলার বা ৮৫০ কোটি টাকা টাকা।

গত এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৩০ লাখ ৬০ হাজার (২.০৪ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। প্রতিদিনের গড় হিসাবে এসেছিল ৬ কোটি ৮১ লাখ ডলার। গত কয়েক মাস ধরে রেমিটেন্স প্রবাহে বেশ ভালো গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আশঙ্কা ছিল, প্রতিবারের মতো এবারও রোজার ঈদের পর রেমিটেন্স কম আসবে। কিন্তু তেমনটি না হয়ে উল্টো আরও বেশি এসেছে।

গত ৯ মে থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা-ডলারের বিনিময় হারের নতুন পদ্ধতি 'ক্রলিং পেগ' চালু করেছে। এই পদ্ধতিতে এখন থেকে দেশের মধ্যে ডলারের দর লাফ দিতে পারবে না, কেবল হামাগুড়ি দিতে পারবে। আর সেই হামাগুড়ি দিতে হবে নির্দিষ্ট একটি সীমার মধ্যে। সীমার বাইরে যাওয়া যাবে না। আপাতত সেই সীমা হচ্ছে ১১৭ টাকা। এতে এক লাফে ডলারের দর বেড়েছে ৭ টাকা। অর্থাৎ ব্যাংকগুলো এখন ১১৭ থেকে ১১৮ টাকা দরে রেমিটেন্স সংগ্রহ করছে। এরসঙ্গে যোগ হচ্ছে সরকারের দেওয়া আড়াই শতাংশ প্রণোদনা।

গত ১১ এপ্রিল দেশে ঈদুল ফিতর (রোজার ঈদ) উদযাপিত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঈদুল আজহা বা কোরবানির ঈদ উদযাপিত হবে। মার্চ মাসে ১৯৯ কোটি ৬৮ লাখ (১.৯৯ বিলিয়ন) পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা, যা ছিল তিন মাসের মধ্যে সবচেয়ে কম। আগের দুই মাসে (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স দেশে এসেছিল। জানুয়ারিতে এসেছিল ২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। ফেব্রুয়ারিতে এসেছিল আরও বেশি, ২ দশমিক ১৬ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরে প্রবাসীরা প্রায় ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলার পাঠিয়েছিলেন। আগের দুই মাস অক্টোবর ও নভেম্বরেও বেশ ভালো রেমিটেন্স এসেছিল দেশে। অক্টোবরে এসেছিল ১৯৭ কোটি ৭৫ লাখ (১.৯৮ বিলিয়ন) ডলার। নভেম্বরে আসে ১৯৩ কোটি (১.৯৩ বিলিয়ন) ডলার।

মে মাসে ২২৫ কোটি (২.২৫ বিলিয়ন) ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এই অঙ্ক গত বছরের মে মাসের চেয়ে ৩২ দশমিক ৩৫ শতাংশ বেশি। আগের মাস এপ্রিলের চেয়ে বেশি ১০ দশমিক ২৯ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) ২১ দশমিক ৩৭ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের এই ১১ মাসে ১৯ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের পুরো সময়ে (জুলাই-জুন) ২১ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স এসেছিল দেশে, যা ছিল তার আগের অর্থবছরের (২০২১-২২) চেয়ে ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। প্রতিবারই দুই ঈদের আগে রেমিটেন্সপ্রবাহ বাড়ে। ঈদের পর কম আসে। কিন্তু এবার রোজার ঈদের পর রেমিটেন্স কমেনি। উল্টো বেড়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সপ্তাহে একদিন রিজার্ভের তথ্য প্রকাশ করে। সেই তথ্য অনুযায়ী, গত ২৯ মে আইএমএফ হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন) হিসাবে বাংলাদেশের রিজার্ভ ছিল ১৯ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার। 'গ্রস' হিসাবে ছিল ২৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার।

১৪ মে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) মার্চ-এপ্রিল মেয়াদের ১ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার আমদানি বিল পরিশোধের পর বিপিএম-৬ হিসাবে রিজার্ভ কমে ১৮ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল। 'গ্রস' হিসাবে নেমেছিল ২৩ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারে।

প্রথম আলো • সোমবার, ১০ জুন ২০২৪,

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে কেন এই ব্যর্থতা

জনশক্তি রপ্তানি

নানা অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগে সম্প্রতি মালয়েশিয়া, মালদ্বীপসহ কিছু দেশ বাংলাদেশ থেকে লোক না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের ব্যর্থতা নিয়ে লিখেছেন **মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন সিকদার, সেলিম রেজা ও কে এম নূর-ই-জান্নাত**

মালয়েশিয়া, মালদ্বীপসহ অন্যান্য দেশ বাংলাদেশ থেকে লোক নিয়োগ ঠেকাতে সম্প্রতি বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। গত মার্চে আসা ঘোষণা অনুযায়ী, মালয়েশিয়া বাংলাদেশ থেকে আর নতুন কোনো শ্রমিক নিচ্ছে না এবং বহু অনুমোদন পাওয়া শ্রমিকেরা ৩১ মের পর আর মালয়েশিয়ায় ঢুকতে পারেননি। অন্যদিকে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভুয়া কাগজপত্র দাখিল, লোক নিয়োগে অনিয়মসহ অন্যান্য কারণে মালদ্বীপের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ স্থগিত করেছে। এই পদক্ষেপ মালদ্বীপের অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং পরিবর্তিত শ্রমনীতির একটি অংশ। আর মালয়েশিয়ার এই পদক্ষেপ কর্মী নিয়োগে অনিয়ম রোধ ও সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি মূলত তাদের শ্রমনীতির পুনর্মূল্যায়ন এবং ১২তম মালয়েশিয়া প্ল্যানে নির্ধারিত বিদেশি কর্মীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা পূরণের একটি অংশমাত্র (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড*, ২০২৪)।

এ ছাড়া প্রায়ই মালয়েশিয়ার কিছু পাম তেল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে বিরত থাকছে। অন্যদিকে বাংলাদেশি অভিবাসীরা সরকার-নির্ধারিত খরচের থেকেও মাত্রাতিরিক্ত অভিবাসন ব্যয় ও নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় মালয়েশিয়ায় গিয়ে নানা বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। বলতে গেলে, মালদ্বীপের পাশাপাশি মালয়েশিয়ার এ ধরনের পদক্ষেপ বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য একটি নতুন শঙ্কার সৃষ্টি করেছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্যানুযায়ী ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশি অভিবাসীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। তারপরও বিদেশে আমরা আমাদের শ্রমবাজার ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হচ্ছি। ফলস্বরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই অভিবাসী কর্মীরা নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। এতে বিদেশে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি'র ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই নিজেদের আত্মসমালোচনার মাধ্যমে এই ব্যর্থতার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আমাদের এখনই চিন্তাভাবনা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের ব্যর্থতার কারণ

প্রথমত, বাংলাদেশের কাজের পরিবেশ বিপজ্জনক, কষ্টসাধ্য ও অস্বাস্থ্যকর—এ রকম ভ্রান্ত ধারণার কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশের বর্তমান ভাবমূর্তি উন্নত নয়। আমরা এখনো প্রমাণ করতে পারিনি যে আমাদের দক্ষ কর্মীদের আমরা অন্য খাতে কাজে লাগাতে পারি। এ ছাড়া বাংলাদেশের স্থানীয় শ্রমবাজারের, বিশেষত তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য আমরা ভালো কর্মপরিবেশ প্রস্তুত করতে পেরেছি কি না এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের শ্রমবাজার নিয়ে কোনো ইতিবাচক প্রচার-প্রচারণা করতে পেরেছি কি না, যা আমাদের বৈশ্বিক শ্রমবাজার ধরে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, আমাদের আইনপ্রণেতারা যেখানে প্রতিনিয়ত দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আলোচনা করছেন, সেখানে আমরা সত্যিই কি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরিতে কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে পেরেছি? বাংলাদেশের প্রায় সবারই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার আগ্রহ থাকলেও তাঁদের জন্য চাকরির সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। অথচ বিশ্বব্যাপী দক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছি। এই দেশগুলো বর্তমানে বিশ্বব্যাপী উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর কারিগর হিসেবে খ্যাত।

অন্যদিকে আমরা প্রযুক্তিগত বা কারিগরি শিক্ষা খাতকে উপেক্ষা করে চলছি। অনেক সময় আমরা পরিবারের যে সদস্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সক্ষমতা নেই বলে বিশ্বাস করি, তাঁদের এই কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিই। অপর দিকে দেশের স্বল্প-আয়ের পরিবারেও আজকাল অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা সম্মানজনক নয়—এই বিবেচনায় কোনো কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানোর কথা ভাবেন না। কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতে এ শিক্ষার বিনিময়ে সম্মানজনক ও উচ্চ বেতনের সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখনো অনেকের কাছে অজানা।

প্রশ্ন হলো, অভিভাবকদের কাছে কারিগরি শিক্ষা জনপ্রিয় করার জন্য যা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তা কি পর্যাপ্ত? আবার এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাজসজ্জা এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে প্রায়ই ভুল চিত্র উপস্থাপন করা হয়, যা কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা তৈরি করে না। এতে বিদেশি নিয়োগকর্তা বা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা নিয়ে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

মালয়েশিয়া যেতে উড়োজাহাজের টিকিট ছাড়াই গত ৩১ মে হাজারো মানুষ হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে ভিড় করেন।
ফাইল ছবি : প্রথম আলো

তৃতীয়ত, বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে একজন কর্মীর কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ভাষার দক্ষতাও প্রয়োজন। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের স্কুলে শিশুদের অন্তত দুটি বিদেশি ভাষা শেখানো হয়, সেখানে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার স্বার্থে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনীয় ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমরা কি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি? আমাদের এত সীমাবদ্ধতার পরও প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এসব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে বের হন। তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমরা কি তেমন কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি?

চতুর্থত, আমাদের নীতিনির্ধারক ও অন্য অংশীদারদের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি অভিবাসীদের সংখ্যা এবং তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও এসব আলোচনায় গুণগত বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, নীতিনির্ধারকেরা সব সময় গন্তব্য দেশগুলোর ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে বিদেশে যেন বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যায়, তা আলোচনায় বেশি গুরুত্ব দেন। ফলে অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, তা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হই। এতে শেষ পর্যন্ত বিদেশে এই অভিবাসীরা মানসিকভাবে দুর্বলতা বোধ করেন এবং নানাবিধ শোষণের শিকার হন। এসবের ফলে গন্তব্য দেশগুলোর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক অভিবাসী

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

- অভিবাসী কর্মীরা নানা ধরনের বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। এতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে একজন কর্মীর কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি ভাষার দক্ষতাও প্রয়োজন।
- বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখতে কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান বের করতে হবে।

অধিকার উপেক্ষার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়।

পঞ্চমত, আমরা লক্ষ করেছি যে সেই ২০০০ সাল থেকে অভিবাসনপ্রক্রিয়ার রাজনৈতিকীকরণ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে দেশের সরকার বিভিন্ন মানদণ্ড স্থাপন করে নির্দিষ্ট মেয়াদে একটি বড়সংখ্যক অভিবাসীকে বিদেশে পাঠাতে এবং রেমিট্যান্স পেতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করেছে। অতীতের সব সরকার অভিবাসন খাতে নিজেদের বিজয় দাবি করলেও অভিবাসীদের কল্যাণের প্রশ্নে আমরা আজও পিছিয়ে আছি।

ষষ্ঠত, বিভিন্ন সরকারের সময়ে আমরা দেখেছি, বাংলাদেশের শ্রমবাজারকে 'নিয়ন্ত্রণে সিন্ডিকেট গঠন করা হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়াকে ২০০৭ সাল থেকে একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি এই অভিবাসী শ্রমিকদের সম্পদ ভোগ করার স্বার্থে বাংলাদেশি শ্রমবাজারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। কিন্তু তারা কখনো বাংলাদেশের লাভ-লোকসানের কোনো মূল্যায়ন করেনি।

সপ্তমত, বিদেশে কর্মী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই অভিবাসনপ্রক্রিয়া সহজীকরণে এবং বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের শ্রমবাজারের সম্প্রসারণে কাজ করে। তবে একই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে বাংলাদেশি অভিবাসীরা গন্তব্য দেশে অনৈতিক ও অমানবিক আচরণের সম্মুখীন হন। আমরা কি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কোনো দায়বদ্ধতায় আনতে পেরেছি?

আমরা দেখেছি, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কে শিক্ষিত বা দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণদের একধরনের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। এ কারণে এই কর্মী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাঁরা কাজ করতে অস্বীকার করছেন। তবে আমরা যদি তৈরি পোশাকশিল্প খাতে নজর দিই, তাহলে আমরা দেখব, এসব প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষিত দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণেরা অনেকেই তাঁদের পরিবারের ব্যবসার দায়িত্ব নিয়েছেন। এতে এ খাতের উন্নতি হচ্ছে।

আমরা কি এই শিক্ষিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মকে বিদেশে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর ব্যবসায় আগ্রহী করতে যথেষ্ট কাজ করেছি বা এ খাতের উন্নয়নে তাঁদের সম্মানজনক অংশীদারত্বের জন্য কাজ করেছি? তাঁদের জন্য বায়রার নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও আমাদের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে এই নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, যা আসলে এসব প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করে।

অষ্টমত, আমাদের সংস্কৃতিতে দালালদের যে প্রচলন ও জনপ্রিয়তা রয়েছে, তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। দালালেরা আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই এক দিনের মধ্যে তাঁদের সমাজ থেকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। যদিও তাঁরা বিদেশে বাংলাদেশি কর্মীদের অভিবাসনপ্রক্রিয়া সহজীকরণে অংশ নেন, তবে অভিবাসীদের অনেকেই তাঁদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হন এবং বিদেশে যেতে যাবতীয় অর্থসম্পদ হারিয়ে নানাবিধ বিড়ম্বনার শিকার হন।

এ ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হলো, দালালদের একটি মনিটরিং সিস্টেমে রাখা, তাঁদের লাইসেন্স প্রদানের জন্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রচলিত আইনে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া। তবে একটি গোষ্ঠী এই দালালদের আইনি কাঠামোর মধ্যে রাখতে বারবার অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং দালালদের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করেছে। তাদের এই অনাগ্রহের কারণ আমাদের কাছে এখনো অজানা।

সম্প্রতি কিরগিজস্তানে বাংলাদেশি, পাকিস্তানি ও ভারতীয় শিক্ষার্থীরা স্থানীয় লোকদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবে কিরগিজস্তানে পাকিস্তান ও ভারত দূতাবাসের কর্মীরা খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেন এবং তাঁদের শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান। অথচ আমাদের দূতাবাসের কর্মীরা আমাদের শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার যথেষ্ট চেষ্টা করলেও তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। আমাদের বিশ্বাস, বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসের কর্মীরা বিদেশে কাজ করতে যাওয়া বাংলাদেশি অভিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ করতে এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য নতুন কাজের সুযোগ খুঁজে দিতে পারদর্শী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূতাবাসে কর্মরত এই কর্মীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে কাজের সুযোগ পেয়েছেন। তুমুল প্রতিযোগিতার পর তাঁরা এই সম্মানজনক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁরা প্রত্যেকেই অসম্ভব মেধাবী। সে ক্ষেত্রে তাঁরা এ ধরনের কাজের প্রতি অনাগ্রহী হলে তা তাঁদের মেধার একপ্রকার অপচয় হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশের আইনপ্রণেতারা বিদেশে নতুন চাকরির বাজার সন্ধানের লক্ষ্যে সরাসরি দূতাবাসের কর্মীদের নিয়ে কাজ করছেন কি না। বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখতে অবশ্যই কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান বের করতে হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য সমস্যার সমাধান বের করা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমস্যার অন্তর্নিহিত সমাধান খুঁজে বের করা। যদিও বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের চাহিদা নিয়ে যেসব রিপোর্ট প্রকাশ করে, সেখানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ঠিক কোন খাতে কেমন চাহিদা আছে, কেন এই চাহিদা আছে বা এই চাহিদার কোনো ভবিষ্যৎ আছে কি না—এসব সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা থাকে না। এ ছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ তাদের অভিবাসীদের সুরক্ষায় সে দেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের সফলভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনেক বাংলাদেশি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন। সে দেশের সমাজে তাঁরা দারুণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে আমরা কি কখনো এই প্রবাসীদের কাজে লাগানোর চিন্তা করেছি? আমাদের সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই অভিবাসন খাতে স্বচ্ছতা আনতে এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে সরকারের সঙ্গে একযোগে নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। তাই আমাদের সুশীল সমাজেরও উচিত আত্মসমালোচনা করা।

সত্যি বলতে, কাজের বেলায় সীমাবদ্ধতা অবশ্যই অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আমাদের অভিবাসন খাতের উন্নয়নে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়, তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না বা এ খাতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাজের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে কি না, তা নিয়ে গবেষণার এখনই সময়।

মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার ও **সেলিম রেজা**, শিক্ষক ও সদস্য, সেন্টার ফর মাইগ্রেশন স্টাডিজ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।
কে এম নূর-ই-জান্নাত, গবেষণা সহযোগী, সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ১২, ২০২৪

৯৬ হাজার অবৈধ বাংলাদেশী কর্মীকে বৈধতা দেবে ওমান

৩ হাজার কর্মীর চাহিদা দিয়েছে দুবাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

ওমান সরকার ৯৬ হাজার অবৈধ বাংলাদেশী কর্মীকে বৈধতা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ১২ ক্যাটাগরিতে লোক নেয়ারও আশ্বাস দিয়েছে দেশটি। পাশাপাশি দুবাই থেকে তিন হাজার কর্মীর চাহিদা এসেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গতকাল সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী এ তথ্য জানান।

সম্প্রতি শ্রমবাজার ইস্যুতে দুবাই, ওমান ও কাতার সফর করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। ওমান সফরের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'দেশটিতে ৯৬ হাজার বাংলাদেশী কর্মী অবৈধভাবে বসবাস করছেন। তাদের বৈধ করার আশ্বাস দিয়েছে ওমান সরকার। এ বৈধকরণের জন্য একটি জরিমানা নেয়া হয়। সে জরিমানা মওকুফের জন্যও আমরা ওমান সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছি।'

বাংলাদেশ থেকে ওমান ১২ ক্যাটাগরিতে কর্মী নেয়ার তথ্য জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, 'এ বিষয়ে ওমান আশ্বাস দিয়েছে। তারা দক্ষ কর্মী নিতে চায়। আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। দক্ষ কর্মী যাওয়া শুরু করলে অদক্ষ কর্মীও যাওয়া শুরু করবেন। পর্যায়ক্রমে সে ব্যবস্থা হবে।'

ওমানে ৯৬ হাজার বাংলাদেশী কর্মী অবৈধভাবে বসবাস করছেন। তাদের বৈধ করার আশ্বাস দিয়েছে দেশটির সরকার। এ বৈধকরণের জন্য একটি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের শ্রমবাজার নিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান, দুবাই শ্রমবাজার আরো গতিশীল ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। দুবাই থেকে এরই মধ্যে তিন হাজার কর্মীর চাহিদা এসেছে। এর মধ্যে ৪০০ কর্মী চলেও গেছেন। ৫০০ কর্মী যাওয়ার অপেক্ষায়। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে নির্ধারিত সময়ে প্রবেশ করতে না পারা ইস্যুতে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার-বিষয়ক গঠিত তদন্ত কমিটিকে আরো পাঁচ কর্মদিবস সময় দেয়া হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা তিন হাজার কর্মীর অভিযোগ তদন্ত কমিটির কাছে এসেছে। অভিযোগ দেয়ার সময় ৮ জুন শেষ হলেও এখনো অভিযোগ গ্রহণ করছে মন্ত্রণালয়। আমরা ইমিগ্রেশনে মালয়েশিয়ার রিপোর্ট, ১০১টা রিক্রুটিং এজেন্ট ও বায়রা থেকে রিপোর্ট নিচ্ছি। সে হিসেবে একটু সময় লাগছে। ঈদের পরে আমরা রিপোর্ট নিয়ে বসব। প্রত্যেকটা পয়েন্টে, প্রত্যেকটা জায়গায় খোঁজখবর নেয়ার মাধ্যমে যা বেরিয়ে আসবে, সেটার ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নেব।'

শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, 'আমরা চাই, কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব ছাড়া একটা সঠিক স্বচ্ছ প্রতিবেদন বেরিয়ে আসুক। ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের সমস্যায় পড়তে না হয় সে ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। যারা বাধাগ্রস্ত হয়েছেন, তারা অভিযোগ করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। যাদের কারণে ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে তাদের কোনোদিন ছাড় দেব না। আইনের আওতায় এনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

কর্মীদের টাকা ফেরতের বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'টাকাটা ফেরত পাওয়ার ব্যাপারে আমরা বসব। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করব যেন সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেয়া যায়।' সিন্ডিকেট নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা সিন্ডিকেট অ্যালাউ করব না। রিক্রুটিং এজেন্সি যারা অনুমোদিত সবাই কাজ করবে। আমরা চাই, সবাই কাজ করুক, সবার জন্য খোলা থাকুক। আমরা সিন্ডিকেটে বিশ্বাস করি না।'

বৃহস্পতিবার, ৬ জুন ২০২৪,

কর্মী নিতে সময় বাড়াতে চায় না মালয়েশিয়া

শ্রমবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মালয়েশিয়া যেতে চূড়ান্ত ছাড়পত্র নিয়েও নির্ধারিত সময়ে দেশটিতে যেতে পারেননি প্রায় ১৭ হাজার কর্মী। তাঁদের পাঠাতে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে সরকার। ভিসা প্রাপ্তির পরও মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের যাওয়ার অনুমতি দিতে দেশটিকে ইতিমধ্যে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে কর্মী নিতে সময় বাড়াতে চায় না মালয়েশিয়া।

ঢাকার ইস্কাটনে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে গতকাল বুধবার তাঁর কার্যালয়ে বৈঠক করেন মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনাহ মো. হাশিম। এ সময় মালয়েশিয়া সরকারের কাছে অনুরোধের কথা জানান প্রতিমন্ত্রী। মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার তাঁর সরকারের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছেন বৈঠকে।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রায় ১৭ হাজার মানুষের ভিসা ইস্যু হয়েছে, যাঁরা যেতে পারেননি। তাঁদের নিতে মালয়েশিয়ার সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশ। বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। তারা কর্মীদের নেওয়ার আবেদন নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে।

তবে বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনাহ মো. হাশিম সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর সরকার দেশটিতে কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই থাকছে। মালয়েশিয়া ১৫টি দেশ থেকে কর্মী নেয়। সবার ক্ষেত্রে একই সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য আলাদা করে কিছু করা হয়নি। সব দেশের জন্য একই নীতি বজায় রাখতে চায় মালয়েশিয়া।

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সির (বায়রা) অভিযোগ, মালয়েশিয়া সরকার নির্ধারিত সময়সীমার পরও ২ জুন কর্মীদের ই-ভিসা দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাইকমিশনার বলেন, 'আমরা প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ গ্রহণ করতে পারি না। এখন পর্যন্ত ভিসা ইস্যুকারী সংস্থাসহ পুরো মালয়েশিয়া সরকার কঠোরভাবে নির্ধারিত সময়সীমা মেনে কাজ করছে।'

মালয়েশিয়ায় শ্রমিকদের চাকরি না পাওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হাজনাহ মো. হাশিম বলেন, 'বিষয়টি আমাদের সরকার দেখছে। এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না।' তিনি বলেন, বাংলাদেশ তাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ। মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। বাংলাদেশের এ সময় বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনার জন্য সরকারকে জানানো হবে।

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার হাজনাহ মো. হাশিম। গতকাল দুপুরে ঢাকার ইস্কাটনে। ছবি : সংগৃহীত

দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

এদিকে ৪ জুন গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে মালয়েশিয়া গমনেচ্ছু যেসব কর্মী যেতে পারেননি, তাঁদের অভিযোগ জানাতে বলেছে সরকার। যাঁদের বিএমইটির কার্ড আছে, তাঁদের তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে থাকার কথা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে ছয় সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। কোন কারণে কর্মীরা যেতে পারেননি, কোথায় সমস্যা হয়েছে, কাদের কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে—এসব জিনিস খুঁজে বের করার জন্যই কমিটি করা হয়েছে। এই তদন্ত কমিটির মাধ্যমে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে, যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবেন; তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএমইটির ছাড়পত্র না পাওয়া অনেক ক্ষতিগ্রস্ত কর্মী আছেন; তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে—এমন প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যাঁরা মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং যাঁরা এজেন্টের মাধ্যমে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন, এমনকি যাঁরা ভিসা পাননি, তাঁদের ব্যাপারেও মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। তাঁদের কীভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা যায়, সে ব্যাপারেও কাজ চলছে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 09.06.2024

Migration cost soars as 52% of workers rely on brokers to go abroad: BBS

MIGRATION - BANGLADESH

SAIFUDDIN SAIF
AND **KAMRAN SIDDIQUI**

About 52.03% of international migrants paid their migration costs to brokers (migration facilitators), which is higher in rural areas (53.10%) compared to urban areas (48.25%), according to a recent survey by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Migration experts noted that the involvement of middlemen or brokers in the labour migration process leads to high expenditures for poor workers.

The "Report on Socio-Economic and Demographic Survey 2023", published on 5 June, underscored a widespread reliance on brokers for migration costs across most divisions, except for Rangpur, where private institutions received the highest percentage of migration expenses (54.87%).

Last year, more than 1.3 million workers went abroad.

However, the government has taken the initiative to regularise middlemen in order to control the high migration costs.

According to the survey, migrants from

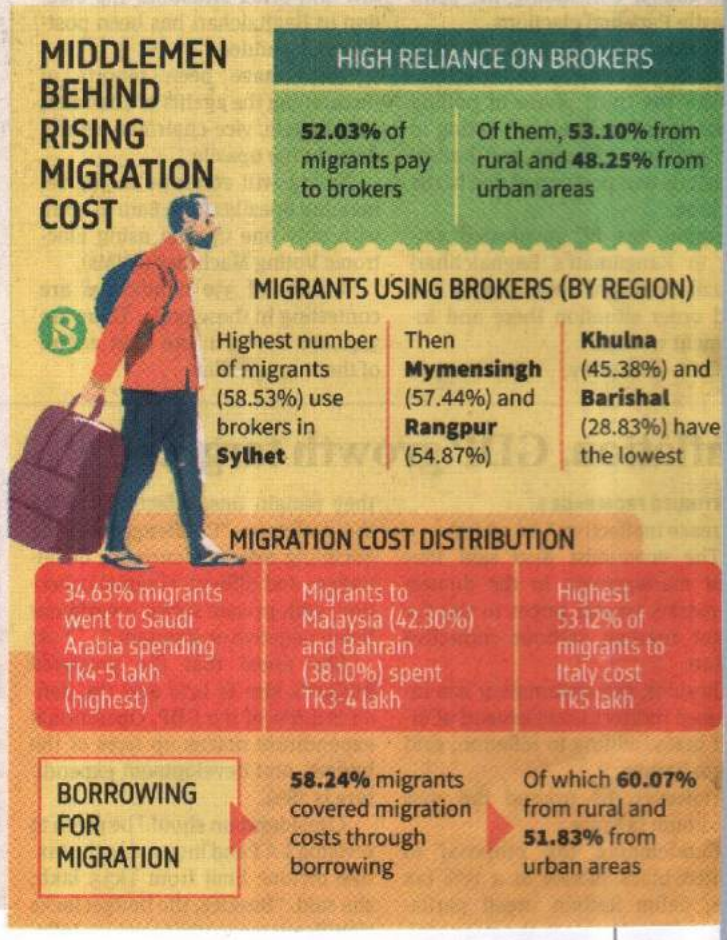

THE BUSINESS STANDARD WEDNESDAY 12.06.2024

Oman to legalise 96,000 Bangladeshi workers, may open labour market

MIGRATION - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

Expectations for labour exports to Oman rise as the Gulf country pledges to legalise 96,000 undocumented Bangladeshi workers and unveils plans to recruit only skilled workers from Bangladesh across 12 categories for now.

"Oman wants to hire skilled workers from Bangladesh. We have discussed this matter and expect that once skilled workers begin to be employed, unskilled workers will also find opportunities over time," State Minister for Expatriates' Welfare and Overseas Employment Shofiqur Rahman told reporters at his office yesterday.

"Around 96,000 workers are living illegally in Oman. The Omani government has assured us that they will legalise these workers. We have requested them to waive the penalty for legalisation, to which they responded positively," he said.

The announcements follow a four-day trip by Shofiqur Rahman Choudhury to Oman on 28-31 May. Aside from Oman, he visited Dubai and Qatar as well to discuss labour market issues.

Oman suspended visa issuance for Bangladeshi workers in October last year.

Its latest decision comes as a tremendous relief for the undocumented Bangladeshi workforce there.

At the request of Bangladesh, Oman also decided to waive a huge amount of money Bangladeshi workers had to pay to get legal papers.

According to the state minister's visit report, this waiver also brings financial respite to workers, allowing each worker to save around Tk1.44 lakh annually.

Bangladesh has requested Oman to reopen its labour market for less-skilled workers. The country responded positively but assured to reopen its visa facility for skilled professionals in 12 categories for now.

The Gulf country suspended all categories of visas for Bangladeshis starting on 31 October last year to prevent human traffickers from exploiting Omani visas, address the oversupply of foreign workers and increase employment opportunities for its own citizens.

Aside from meeting with the labour minister of Oman, Shofiqur Rahman also held meetings with foreign employers in Oman who have assured to hire more workers from Bangladesh, according to the visit report of the state minister.

The Times of Oman recently reported that Oman intends to issue visas in several categories, including family visas, visit visas for Bangladeshi nationals residing in Gulf Cooperation Council (GCC) countries, as well as visas for professionals such as doctors, engineers, nurses, teachers, accountants, investors, and for other official purposes.

Welcoming Oman's legalisation decision, Ali Haider Chowdhury, secretary general of the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira), told TBS, "One advantage of legalisation is that workers no longer need to return to Bangladesh and reinitiate the process of going abroad, thereby saving them significant expenses."

Noting that fewer workers migrate to Oman under project-based contracts, he said, "Mostly workers under individual contracts migrate to Oman. However, this opportunity is currently unavailable due to an oversupply of workers in the region."

Ali Haider emphasised sending individuals to Oman in skilled categories, saying, "With the recent announcement by Oman to accept skilled workers in 12 specific categories, we need to seize the opportunity in these fields. Our government is also emphasising this matter now."

Oman used to hire mainly less-skilled workers from Bangladesh. However, the new visa programme does not include a low-skilled category.

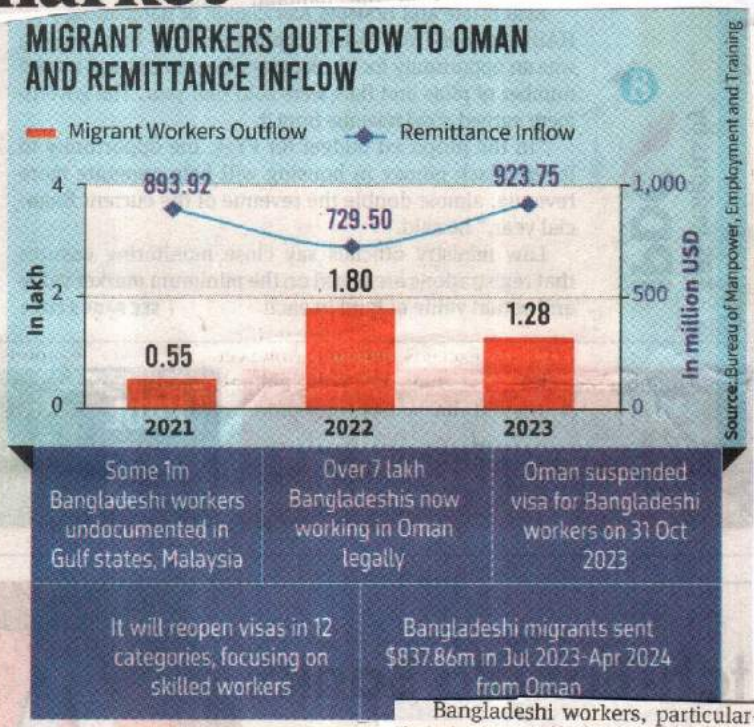

Bangladeshi workers, particularly in low-skilled roles within Oman's non-hydrocarbon sector, have historically played a vital role in the Gulf nation's economy.

Despite Oman's economic growth being primarily driven by oil and hydrocarbon activities, the non-hydrocarbon sector remains crucial.

Before the visa suspension, around 1.27 lakh Bangladeshis had moved to Oman in 10 months leading up to October 2023, according to data from Bangladesh's Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET).

A report released by Omani authorities in July last year revealed that Bangladeshi nationals top the list of expatriate workers in the Gulf country, numbering 703,840, followed by 530,242 Indian nationals.

Legalisation with a waiver a big relief

To get the required work permits, a worker has to pay 40 Omani real per month which amounts to around Tk12,000.

As per the estimation of the Expatriates' Welfare state minister, 96,000 undocumented Bangladeshis would have to pay a total of Tk115.20 crore a month to get legal papers.

However, at the request of Bangladesh during the state minister's visit, Oman has agreed to waive the amount for Bangladeshi workers.

The Financial Express

Tuesday | June 4, 2024

Economic growth and employment

Ongoing macroeconomic instability and consequent policy adjustments, largely influenced by the IMF conditionalities, surely affected the country's economic growth prospects. In this context, the debate concerning the trade-off between economic growth and macroeconomic stability has once again come to the fore,

write **Fahmida Khatun, Mustafizur Rahman, Khondaker Golam Moazzem, Towfiqul Islam Khan, Muntaseer Kamal,** and **Syed Yusuf Saadat**

BANGLADESH economy is currently under significant strain due to several ongoing challenges. While external factors such as the Covid-19 pandemic and the Ukraine war have left their mark, persistent domestic issues—such as policy weaknesses, poor governance, and failure to implement necessary reforms—have also contributed to the difficulties. These ingrained structural weaknesses have exacerbated the pressures on Bangladesh's economy.

During the first three quarters of the current fiscal year (FY2024) Bangladesh economy has faced significant pressure. This was evidenced by subdued revenue mobilisation, resulting in a shrinking fiscal space, a high reliance on government borrowing from commercial banks to finance the budget deficit, tightened liquidity in scheduled banks, elevated prices of essential goods, and a deteriorating external sector balance and foreign exchange reserves. Indeed, these challenges were also evident in FY2023 which led the government of Bangladesh (GoB) to initiate a 42-month programme supported by the International Monetary Fund (IMF) in February 2023 to improve balance of payment (BoP) and restore macroeconomic stability. After more than a year of the IMF programme, the economy is yet to show any improvement on the attendant concerns. Recently, the central bank has adopted policy measures such as market-based interest rates and exchange rates in an attempt to control inflation and improve foreign exchange reserves. The success of these policies will depend on consistent fiscal policies. In this regard, it is expected that the upcoming national budget for FY2025 to be placed at the national parliament on June 6, 2024, will address these issues and help the economy to bounce back and support people who are in distress.

CRITICAL CONTEXT: Ongoing macroeconomic instability and consequent policy adjustments, largely influenced by the IMF conditionalities, surely affected the country's economic growth prospects. In this context, the debate concerning the trade-off between economic growth and macroeconomic stability has once again come to the fore. While stabilising the macroeconomic situation with corrective measures might entail some adverse impacts in the short term, they ultimately prove to be beneficial in the medium to long term if supported by complementary macro-management policies (Stiglitz et al., 2006). It must also be mentioned that stabilisation packages prescribed by multilateral agencies such as the IMF often prioritise stability over growth (Bird, 1996; Przeworski & Vreeland, 2000). However, as was observed from the past experiences of developing countries, there are divergences in the results of such packages (Abbott, Andersen & Tarp, 2010; Taylor, 1988).

In Bangladesh, it is a matter of regret that it has become customary to set targets concerning the macroeconomic framework that are not consistent with ongoing realities. For FY2024, the government initially targeted a gross domestic product (GDP) growth of 7.50 per cent despite existing distresses in the macroeconomic scenario. As per the Monetary Policy Statement (MPS) of the Bangladesh Bank, released in January 2024, this target was revised down to 6.50 per cent. Several multilateral agencies were less optimistic regarding Bangladesh's GDP growth prospects. For instance, the Asian Development Bank (ADB) projected Bangladesh's GDP growth in FY2024 to be 6.1 per cent. Similarly, the IMF and World Bank projected the corresponding figure to be 5.7 per cent and 5.6 per cent, respectively.

GDP GROWTH: The provisional estimates of the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) predicted a GDP growth rate to the tune of 5.82 per cent in FY2024 – a marginal increase from the growth recorded in FY2023 (Figure:1).

This estimate, however, was made largely on the basis of the data of the first six to seven months of the ongoing fiscal year and the original programmed national budget, which were surely overestimated. Hence, the final estimate may be revised downwards once the required data for the entire fiscal year becomes available. This has been the case for the last two fiscal years, i.e., FY2022 and FY2023.

Sources of provisional GDP growth. In the incremental GDP of FY2024, the agriculture and industry sectors are expected to contribute about 6.0 per cent and 41.7 per cent, respectively. The services sector accounted for nearly half of the incremental GDP in FY2024 (49.2 per cent). One of the major contributors to incremental GDP in recent decades, the manufacturing subsector, is projected to contribute only 27.2 per cent to the incremental GDP. This is considerably lower than the corresponding figure for FY2023 (36.0 per cent).

The agriculture sector is estimated to grow modestly by 3.21 per cent, whereas the industry sector posted a growth of 6.66 per cent. Within the industry sector, manufacturing and construction subsectors registered notable growth of 6.58 and 7.45 per cent, respectively. The services sector grew by 5.80 per cent in FY2024. Within services, wholesale and retail trade combined with the repair of motor vehicles, motorcycles, and personal and household goods recorded a growth of 6.19 per cent.

Per capita income. Per capita GDP stood at US$ 2,675 in FY2024, while per capita GNI stood at US$ 2,784, recording 1.21 per cent and 1.27 per

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Figure 1: GDP growth of Bangladesh (in per cent)

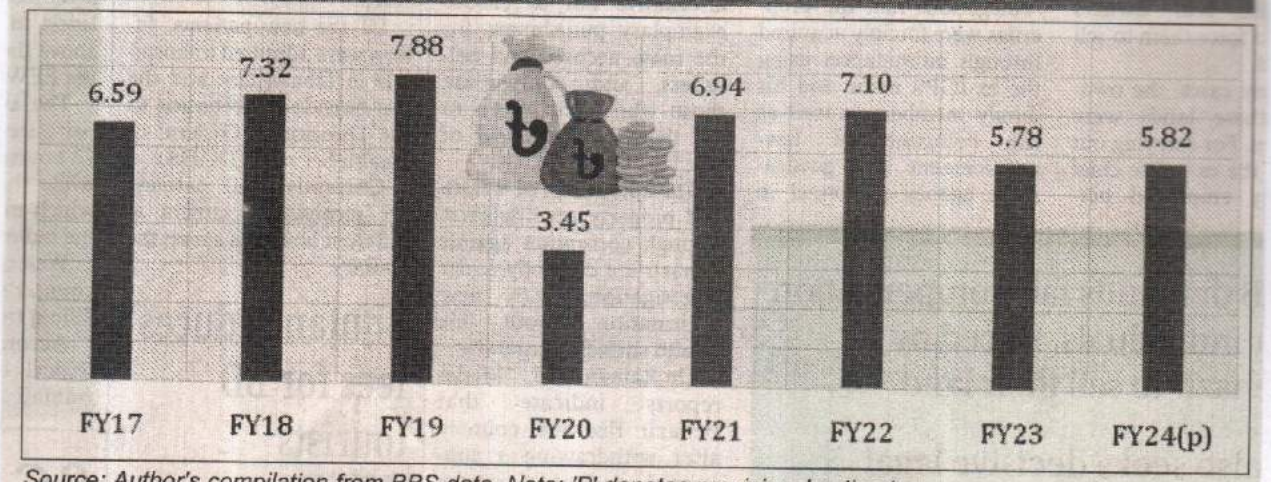

Source: Author's compilation from BBS data. Note: 'P' denotes provisional estimates.

Table 1: Investment-GDP ratio in Bangladesh (in per cent)

Investment type	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24(p)
Total	31.31	31.02	32.05	30.95	30.98
Private	24.02	23.70	24.52	24.18	23.51
Public	7.29	7.32	7.53	6.77	7.47

Source: Author's compilation from BBS data. Note: 'P' denotes provisional estimates

Figure 2: Employment elasticity of GDP

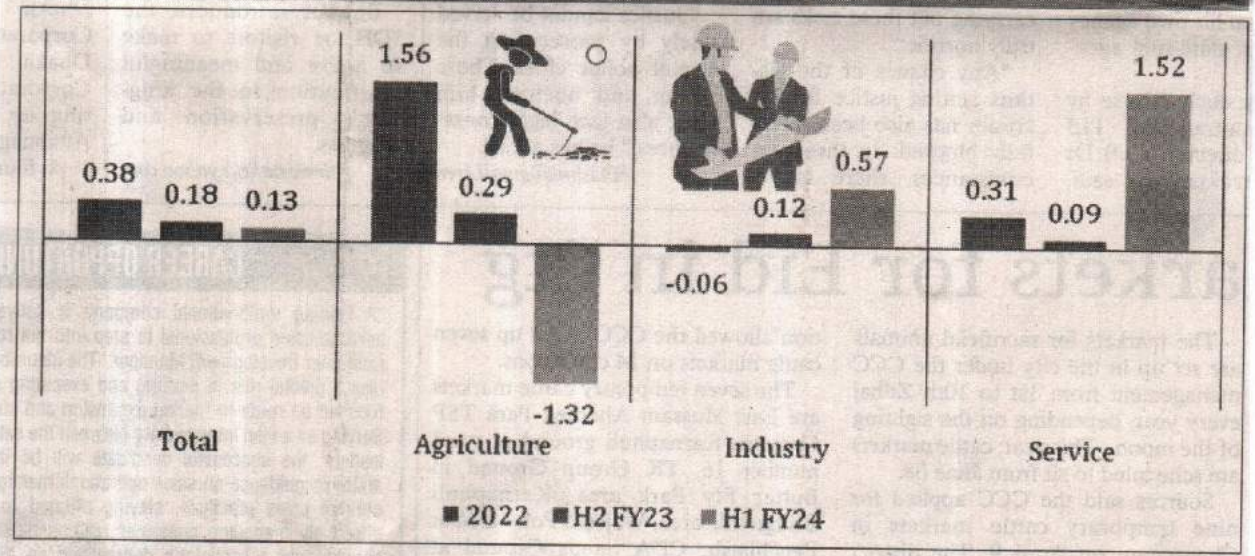

Source: Author's calculation from BBS data.

cent annual growth rates, respectively. While the growth, although marginal, is encouraging, the per capita income in dollar terms is still below that of FY2022. The rapid depreciation of Bangladesh Taka against US Dollar is a significant contributing factor to this end. Indeed, the exchange rate considered for this estimation (Tk. 109.97 per US$) will also not be valid by the end of FY2024 in view of the recent significant depreciation (Tk. 117.77 per US$). It must also be noted that these average measures conceal a highly skewed income distribution. One may apprehend further deterioration of the inequality situation in the country considering high food inflation as food costs consist of a much higher share in the total consumption basket for lower-income households.

Investment. During the last five years (FY2020-FY2024), the gross investment-GDP ratio has decreased by 0.33 percentage points. Gross investment was 31.31 per cent of GDP in FY2020, while it crawled down to 30.98 per cent in FY2024 (Table:1). Private investment-GDP ratio decreased from 24.18 per cent in FY2023 to 23.51 per cent in FY2024. An uptick in public investment compensated for this slack in private investment. Given the current sluggish implementation of the Annual Development Programme (ADP), whether the provisional estimate for the public investment-GDP ratio will hold remains a question.

Disaggregated dynamics of GDP. It is encouraging to see that BBS is publishing quarterly estimates of GDP on a regular basis. The availability of the provisional GDP estimates for

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

the entire FY2024 as well as the first two quarters creates the opportunity to investigate the growth dynamics of Bangladesh in a more disaggregated (e.g., quarterly or half-yearly) manner.

According to BBS estimate, there was a 6.74 per cent growth of the Bangladesh economy during the second half (H2) of FY2024. This is a divergence from the trend of the last two fiscal years, as GDP growth usually declines during H2 of a particular year. Also, the below 5 per cent growth rate in H2 FY2023 and H1 FY2024 indicates economic distress. In this scenario, the key question is whether the economy will actually be able to attain a 6.74 per cent growth during H2 FY2024, or not. The growth in H2 FY2024, as predicted by the BBS, is expected to be primarily driven by manufacturing, followed by wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; public administration, health and education; and transportation, accommodation and food service, information and communication sectors. In fact, recovery, in terms of growth, is expected in all four sectors. However, the actual scenario might end up being quite different. For instance, from the Index of Industrial Production (IIP) data released by the BBS, it was observed that manufacturing production exhibits a generally upward trend during the H1 period of a fiscal year, and the reverse happens during H2. If this trend continues in FY2024, then the anticipated GDP growth in the manufacturing sector during H2 FY2024 might not materialise. The trends in import payments for capital machinery and intermediate products during the early months of H2 FY2024 also support this notion. Also, it is highly likely that budgetary targets were considered while estimating the GDP for public administration, health and education. Since these targets are usually not attained, the estimated GDP growth in this sector may be revised downward.

Furthermore, the consideration of GDP deflator is also a matter of concern. During H2 FY2024, only a 1.34 per cent growth of GDP deflator was considered. However, this is far from the reality, as CPI inflation has remained over 9 per cent throughout FY2024.

GDP AND EMPLOYMENT: The quarterly GDP estimates and labour force survey (LFS) data from BBS have extended an opportunity to look into the growth-employment nexus on a regular basis. From Figure:2, it can be observed that the employment elasticity of GDP (i.e., how employment varies with economic output growth) shows a downward trend. This implies that the economy's ability to generate employment is slowing down. Another salient feature that can be inferred from Figure 2.2 is that the pattern of employment is reverting to its original state. This means that people are gradually shifting from primary (i.e., agriculture) to secondary (i.e., industry) and tertiary (i.e., services) sectors. As may be recalled, the reverse trend happened in the aftermath of the Covid-19 pandemic (often labelled as the reverse structural transformation).

While the aforementioned trend is encouraging, it needs to be kept in mind that a high degree of informality still prevails in Bangladesh's secondary and tertiary sectors. As the LFS 2022 data shows, 90.5 per cent of the industrial employment and 67.8 per cent of the service sector employment fall under the informal category (BBS, 2023). As such, the concern about decent employment remains. Regrettably, the quarterly LFS reports, in their current format, do not provide any data on informality, wages and income. This needs to be changed in order to get a more accurate representation of the labour market.

Dr Fahmida Khatun, Executive Director, Centre for Policy Dialogue (CPD); Professor Mustafizur Rahman, Distinguished Fellow, CPD; Dr Khondaker Golam Moazzem, Research Director, CPD; Towfiqul Islam Khan, Senior Research Fellow, CPD; Muntaseer Kamal, Research Fellow, CPD; and Syed Yusuf Saadat, Research Fellow, CPD.
fahmidak.cpd@gmail.com; moazzem@cpd.org.bd; towfiq@cpd.org.bd
[The paper is also contributed by Abu Saleh Md Shamim Alam Shibly, and Helen Mashiyat Preoty, and Foqoruddin Al Kabir, Senior Research Associates; Mashfiq Ahasan Hridoy, Research Associate; Jebunnesa, Faisal Quaiyyum, Anika Tasnim Arpita, Ibnat Hasan Sarara Jafrin, Sadab Rahman Chowdhury, and Ms Faiza Tanaz Ahsan, Programme Associates, CPD.]

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৮ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Saturday 22 June 2024

বিদেশে শ্রমবাজারের জন্য শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে

-প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী, এমপি বলেছেন, বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজারের টেকসই উন্নয়নের জন্য অবশ্যই শ্রমিকদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে। এজন্য আমাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিনা খরচে জাপানগামী টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের স্মার্ট কার্ড ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. খায়রুল আলম, বিএমইটির মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মোজাফফর, বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফৌজিয়া শাহনাজসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে । প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা ছাড়া দেশে -বিদেশে কোথাও মর্যাদা নেই।

জাপানগামী টেকনিক্যাল ইন্টার্নদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা একেকজন দেশের প্রতিনিধি, বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডর। আপনাদের কাজ, চলাফেরা, ব্যবহারে দেশের সুনাম হবে। খারাপ কাজ করলে নিজের, পরিবারের ও দেশের দুর্নাম।

জাপানগামী টেকনিক্যাল ইন্টার্নরা বাংলাদেশের সুনাম বয়ে আনবে প্রত্যাশা করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা দেশের সুদিন, দুর্দিনে মানুষের পাশে থাকবেন। বিনা খরচে, বৈধভাবে জাপানে যাচ্ছেন, বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাবেন। আপনাদের রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যারা বিদেশ যেতে চায় তাদের জন্য আপনারা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবেন। আপনারা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যাতে সবাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে বিদেশে যায়।

বিএমইটির মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মোজাফফর বলেন, যাদের ভাষাগত যোগ্যতা আছে তারা ইন্টার্ন হিসেবে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় ইন্টার্ন করে দক্ষতা অর্জন করে। ৩ বছরের সফল ইন্টার্ন শেষে জাপানী কোম্পানিতে ৫ বছরের জন্য দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারবে। এই ৫ বছর শেষ হলে সারাজীবন দক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারবে সে সুযোগ রয়েছে।

সভায় জানানো হয়, এ প্রোগ্রামের আওতায় বিএমইটির মাধ্যমে ইতোপূর্বে ৫৮৪ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন (কর্মী) সম্পূর্ণ বিনা অভিবাসন ব্যয়ে জাপানে গমন করেছে। তারা জাপানের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে জাপানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করে দক্ষতা অর্জন করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের মাধ্যমে এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবদান রাখছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিনা খরচে আজ আরও ২৫ জন টেকনিক্যাল ইন্টার্ন (কর্মী) জাপানে গমন করবে।

বণিক বার্তা
শনিবার, জুন ৮, ২০২৪

মে মাসে তিন বছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এলেও রিজার্ভের ক্ষয় থামেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সমুন্নত করতে নানামুখী উদ্যোগ চলমান রয়েছে দুই বছর ধরে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি গ্রহণের পাশাপাশি রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়াতেও নেয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ। এর ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ গত মে মাসে দেশে রেমিট্যান্স বেড়ে কভিড-পরবর্তী সময়ে (তিন বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে) সর্বোচ্চে দাঁড়িয়েছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে। এ সময় প্রবাসীরা দেশে ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রায় ২২৫ কোটি ৩৯ লাখ ডলার। রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়লেও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্ষয় এখনো অব্যাহত রয়েছে।

বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাবায়নের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫ জুন পর্যন্ত হালনাগাদকৃত তথ্য অনুযায়ী, দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ১৮ দশমিক ৬৭ বিলিয়ন (১ হাজার ৮৬৭ কোটি ১৬ লাখ) ডলারের কিছু বেশি। এক সপ্তাহ আগে ২৯ মে তা ছিল ১৮ দশমিক ৭২ বিলিয়নের কিছু বেশি (১ হাজার ৮৭২ কোটি ২৪ লাখ) ডলার। সে অনুযায়ী, এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশের রিজার্ভ কমেছে ৫ কোটি ডলারের বেশি। তবে বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব করে পাওয়া রিজার্ভও দেশের নিট বা প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ নয়। নিট রিজার্ভ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে নেয়া এসডিআরসহ স্বল্পমেয়াদি বেশকিছু দায় বাদ দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সাধারণত এ হিসাব প্রকাশ করে না। তবে গত মাসে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে আইএমএফ মিশনকে জানানো হয়েছিল দেশে ব্যবহারযোগ্য নিট রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারের নিচে।

কভিড-পরবর্তী সময়ে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে আসে। এ সময় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও দেখা দেয় নিম্নমুখিতা। দীর্ঘদিন ধরেই দেশে রিজার্ভের পরিমাণ টানা কমে আসছে। এর অন্যতম বড় কারণ হিসেবে ব্যাংক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়াকে দায়ী করে আসছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়তে দেখা গেলেও বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে রিজার্ভে।

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) দেশে ব্যাংকিং

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

রিজার্ভের পরিমাণ গত ৫ জুন ছিল ১ হাজার ৮৬৭ কোটি ১৬ লাখ ডলারের কিছু বেশি। এক সপ্তাহ আগে ২৯ মে তা ছিল ১ হাজার ৮৭২ কোটি ২৪ লাখ ডলার। বিপিএম৬ পদ্ধতিতে করা এ হিসাব অনুযায়ী, এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশে রিজার্ভ কমেছে ৫ কোটি ডলারের বেশি

দেশে রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ (কোটি ডলার)
(২০২৩-২৪ অর্থবছর)

মাস	রেমিট্যান্স
জুলাই	১৯৭.৩১
আগস্ট	১৫৯.৯৪
সেপ্টেম্বর	১৩৩.৪৩
অক্টোবর	১৯৭.১৪
নভেম্বর	১৯৩.০০
ডিসেম্বর	১৯৯.১২
জানুয়ারি	২১১.৩১
ফেব্রুয়ারি	২১৬.৪৫
মার্চ	১৯৯.৭০
এপ্রিল	২০৪.৪২
মে	২২৫.৩৮

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলার)
(বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাবায়ন অনুযায়ী)

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মে মাসে তিন বছরে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স

১ম পৃষ্ঠার পর

চ্যানেলে আসা মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ১৩৭ কোটি ২৫ লাখ ডলারে। এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৭ লাখ ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরে এসেছিল ২ হাজার ১০৩ কোটি ১৬ লাখ ডলার। ২০২০-২১ অর্থবছরে কভিডের মধ্যে এসেছিল ২ হাজার ৪৭৭ কোটি ৭৭ লাখ ডলার।

রিজার্ভে অব্যাহত পতনের কারণ হিসেবে দেশের অর্থনীতির নীতিনির্ধারকরা দায়ী করছেন মুদ্রার বিনিময় হারে পতন ঠেকাতে বাজারে ক্রমাগত ডলার ছাড়াকে। জাতীয় সংসদে গত বৃহস্পতিবার বাজেট বক্তব্য দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বলেন, 'গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাইয়ের শেষে ছিল ৩৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবায়নের ভিত্তিতে), চলতি বছরের মে মাসের শেষে কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলারে। মুদ্রা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে গিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত রিজার্ভ থেকে প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছাড়তে হয়েছে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পেয়েছে।'

রিজার্ভের ক্রমাগত ক্ষয় সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, দেশে বিদেশী বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আসছে না। রফতানিতে কিছু প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও তা প্রত্যাশার চেয়ে কম। বিদেশীরা ঋণ প্রতিশ্রুতি ও অর্থছাড়—দুই-ই কমিয়েছে। পুঁজিবাজারসহ বিভিন্ন খাত থেকে বিদেশীরা বিনিয়োগ তুলে নিচ্ছেন। মূলত এসব কারণেই দেশে রিজার্ভের পতন ঠেকানো যাচ্ছে না। আর রিজার্ভের ক্রমাগত ক্ষয়ের কারণে আর্থিক হিসাবের ঘাটতিও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিক শেষে দেশে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক হিসাবের ঘাটতি ছিল ৯২৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৯২ কোটি ৮০ লাখ ডলার। সে অনুযায়ী এক বছরের ব্যবধানে দেশে আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বেড়েছে ৬৩৩ কোটি ডলার।

একটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পদের মালিকানা হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাব করা হয় আর্থিক হিসাবের মাধ্যমে। এ হিসাবে ঘাটতি তৈরি হলে দেশের রিজার্ভ ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের ওপর চাপ বাড়ে। চলতি শতকের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই উদ্বৃত্ত ছিল বাংলাদেশের আর্থিক হিসাব। বিশেষ করে ২০১০ সাল-পরবর্তী এক যুগে কখনই আর্থিক হিসাবে ঘাটতি দেখা যায়নি। সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছর শেষেও দেশের আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৬৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। কিন্তু ডলার সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রথম আর্থিক হিসাবের ঘাটতি দেখা দেয়।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আর্থিক হিসাবের ঘাটতি ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো দেশে যে পরিমাণ ডলার ঢুকছে, তার চেয়ে বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে। দেশের আর্থিক হিসাবে এত বড় ঘাটতি এর আগে কখনই দেখা যায়নি। এ বিষয়টিই এখন ডলার সংকটের তীব্রতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে।

আর্থিক হিসাব পরিস্থিতির উন্নয়ন না হলে রিজার্ভেরও উন্নতি হবে না বলে মনে করছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর। বণিক বার্তাকে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, 'রেমিট্যান্স এখনো কোনো মাসে বাড়ছে, আবার কোনো মাসে কমছে। এখন কোরবানির ঈদের সময়। তাই স্বাভাবিকভাবেই রেমিট্যান্স বাড়ার কথা। রেমিট্যান্স প্রবাহে এখনো আমরা ২০২০-২১-এর পর্যায়ে যেতে পারিনি। এ হিসেবে রেমিট্যান্স এখনো আশানুরূপ হয়নি। আর রিজার্ভে ক্ষয় ঠেকাতে না পারার প্রধান কারণ হলো অর্থ পাচারটা কমানো সম্ভব হচ্ছে না। প্রচুর অর্থ পাচার হচ্ছে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টটা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য। এটা না হলে রিজার্ভ গড়ে উঠবে না। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই) প্রবাহ বাড়াতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট ইতিবাচক পর্যায়ে ছিল। সব দেশে ইতিবাচকই থাকে। ভারতসহ আরো অনেক দেশে এটা পজিটিভ। তাহলে আমরা কেন পারব না? বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বিক্রি বন্ধ করেনি, তবে কিছু কমিয়েছে। বিক্রি তো পুরোপুরি বন্ধ হবে না। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট পজিটিভ করার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।'

রফতানির বিপুল পরিমাণ অর্থ অপ্রত্যাবাসিত থেকে যাওয়ার বিষয়টিও আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বড় করা ও রিজার্ভ সংকটে বড় ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য হলো রেমিট্যান্সের অর্থ দেশের চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তকে ইতিবাচক ধারায় রাখতে সহায়তা করে। কিন্তু আর্থিক হিসাবকে ইতিবাচক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও রফতানি বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি রফতানির অপ্রত্যাবাসিত অর্থ ফিরিয়ে আনায়ও মনোযোগ বাড়াতে হবে। রফতানির বড় অংকের অর্থ অপ্রত্যাবাসিত থেকে যাওয়ার কারণে দেশে ট্রেড ক্রেডিটের নিট ঘাটতি এখন ক্রমেই বাড়ছে, যা আর্থিক হিসাবের ঘাটতিকে বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি প্রকারান্তরে রিজার্ভের ক্ষয়েও অবদান রাখছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, দেশে আর্থিক হিসাবের ঘাটতি বড় করে তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে নিট ট্রেড ক্রেডিটের ঘাটতি। দেশে ট্রেড ক্রেডিটের নিট ঘাটতি এখন রেকর্ড ১২ দশমিক ২৪ বিলিয়ন (১ হাজার ২২৪ কোটি) ডলারে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অর্থনীতিবিদ ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'মে মাসে রেমিট্যান্সের যে পরিমাণ দেখা যাচ্ছে, তা মূলত আসন্ন কোরবানির ঈদকে ঘিরে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে হলে শুধু রেমিট্যান্স যথেষ্ট না। রেমিট্যান্স চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তকে পজিটিভ রাখে। কিন্তু আমাদের আর্থিক হিসাবের ব্যালান্স তো নেগেটিভ। এফডিআই আসছে না। রফতানির অর্থ প্রত্যাবাসন হচ্ছে না। এ ধরনের অনেক কারণে আর্থিক হিসাবে ঘাটতি থাকছে। আর এ ঘাটতির প্রভাব তো রিজার্ভের ওপর পড়বেই। এজন্য এফডিআই বাড়াতে হবে। রফতানি বাড়াতে হবে। ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট বাড়াতে হবে। এগুলো না হলে ফরেন রিজার্ভ বাড়বে না।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বণিক বার্তাকে বলেন, 'এখন আমাদের পেমেন্টগুলো হচ্ছে। রেমিট্যান্স যত বাড়বে ব্যাংক খাতে তত বেশি আত্মনির্ভরশীলতা আসবে। তখন রিজার্ভ থেকে কম দিতে হবে। গত আকু পেমেন্টের পর থেকে রিজার্ভ প্রতিদিন অল্প হলেও বাড়ছে। যেহেতু এখন রেমিট্যান্সের প্রবাহ আসছে, ব্যাংকগুলোর কাছে ডলারও সুলভ হচ্ছে। নিট ওপেন পজিশনও ইতিবাচক হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি এখন হয়তো রিজার্ভ থেকে ব্যাংকগুলোকে আর সাপোর্ট করার প্রয়োজন হবে না। এ পরিস্থিতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো রিজার্ভের ক্ষয়টা আর হবে না এবং পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকবে।'

শ্রম বাজার

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৬ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Thursday 20 June 2024

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষে ভিয়েতনাম, তিন নম্বরে বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষস্থানীয় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হচ্ছে চীন। পরের অবস্থানে থাকা ভিয়েতনাম কয়েক মাস ধরে চীনের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছিল। অর্থাৎ চীনের কাছাকাছি রপ্তানি করছিল ভিয়েতনাম। অবশেষে গত এপ্রিল শেষে এই বাজারে চীনকে টপকে শীর্ষস্থানীয় পোশাক রপ্তানিকারক হয়ে গেছে ভিয়েতনাম। অন্যদিকে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ধারাবাহিকভাবেই কমছে। দেশটির বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান তিন নম্বরে। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে গত জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে চীন ৪৩২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। একই সময়ে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ৪৩৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তার মানে, চীনের থেকে ৬ কোটি ডলারের বেশি রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম। বছরের প্রথম চার মাসে ভিয়েতনাম গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি রপ্তানি করেছে। এর বিপরীতে চীনের রপ্তানি কমেছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের (অটেক্সা) হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চলতি বছরের প্রথম চার মাসে (জানুয়ারি-এপ্রিল) বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২ হাজার ৩৬৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করে। এই আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬ শতাংশ কম।

> বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ ২৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। গত বছর শেষে রপ্তানি কমার হার ছিল ২৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা চীন ও ভিয়েতনাম থেকেই প্রায় ৪০ শতাংশ তৈরি পোশাক আমদানি করছে। আর বাংলাদেশ থেকে ৯ শতাংশ। এই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার হিস্যা ৫ শতাংশের ঘরে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা মোট ৯ হাজার ৯৮৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করে। গত বছর সেটি ২২ শতাংশ কমে যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ হাজার ৭৮৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর এই বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ পাঁচ দেশের রপ্তানি প্রায় একই হারে কমেছে। চলতি বছর থেকে ব্যবসা কিছুটা বাড়তে থাকে। এতে ভিয়েতনামের ব্যবসা বাড়লেও শীর্ষ পাঁচে থাকে বাকি চার দেশ অর্থাৎ চীন, বাংলাদেশ, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি কমেছে।

বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশ ২৩১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ৪৪ শতাংশ কম। গত বছর শেষে রপ্তানি কমার হার ছিল ২৫ শতাংশ। তার মানে বড় এই বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে কমছে। তবে রপ্তানি কমার হার কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশের মতো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চতুর্থ ও পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ যথাক্রমে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানিও কমেছে। এদিকে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ভারত ১৬৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ শতাংশ কম। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া গত জানুয়ারি-মার্চ সময়ে রপ্তানি করেছে ১৩৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। তাদের রপ্তানি কমেছে প্রায় সাড়ে ৮ শতাংশ।

এদিকে গত এপ্রিলে বাংলাদেশ ৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য পোশাকের চাঙ্গাভাব ধীর গতিসহ অন্যান্য খাতে মন্দার কারণে চলতি বছরের এপ্রিলে রপ্তানি কমেছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিলে বাংলাদেশ ৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের ৩ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে শূন্য দশমিক ৯৯ শতাংশ কম। তবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল পর্যন্ত মোট রপ্তানি বার্ষিক ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ বেড়ে ৪৭ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া চলতি অর্থবছরে দশ মাসে তৈরি পোশাকের রপ্তানি ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেড়ে ৪০ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানির ৮৫ শতাংশ অবদান রাখে তৈরি পোশাক।

NEW AGE
SATURDAY, JUNE 8, 2024,

Migrating workers provide wealth for world

EACH year, the International Organisation for Migration releases its World Migration Report. Most of these reports are anodyne, pointing to a secular rise in migration during the period of neoliberalism. As states in the poorer parts of the world found themselves under assault from the Washington Consensus (cuts, privatisation, and austerity), and as employment became more and more precarious, larger and larger numbers of people took to the road to find a way to sustain their families. That is why the IOM published its first World Migration Report in 2000, when it wrote that 'it is estimated that there are more migrants in the world than ever before', it was between 1985 and 1990, the IOM calculated, that the rate of growth of world migration (2.59 per cent) outstripped the rate of growth of the world population (1.7 per cent).

The neoliberal attack on government expenditure in poorer countries was a key driver of international migration. Even by 1990, it had become clear that the migrants had become an essential force in providing foreign exchange to their countries through increasing remittance payments to their families. By 2015, remittances — mostly by the international working class — outstripped the volume of Official Development Assistance by three times and foreign direct investment. ODA is the aid money provided by states, whereas FDI is the investment money provided by private companies. For some countries, such as Mexico and the Philippines, remittance payments from working-class migrants prevented state bankruptcy.

This year's report notes that there are 'roughly 281 million people worldwide' who are on the move. This is 3.6 per cent of the global population. It is triple the 84 million people on the move in 1970, and much higher than the 153 million people in 1990. 'Global trends point to more migration in the future', notes the IOM. Based on detailed studies, the IOM finds that the rise in migration can be attributed to three factors: war, economic precarity, and climate change.

First, people flee war, and with the increase in warfare, this has become a leading cause of displacement. Wars are not the result of human disagreement alone, since many of these problems can be resolved if calm heads are allowed to prevail; conflicts are exacerbated into war due to the immense scale of the arms trade and the pressures of the merchants of death to forgo peace initiatives and to use increasingly expensive weaponry to solve disputes. Global military spending is now nearly $3 trillion, three-quarters of it by the Global North countries. Meanwhile, arms companies made a whopping $600 billion in profits in 2022. Tens of millions of people are permanently displaced due to this profiteering by the merchants of death.

Second, the International Labour Organisation calculates that about 58 per cent of the global workforce — or two billion people — are in the informal sector. They work with minimal social protection and almost no rights in the workplace. The data on youth unemployment and youth precarity is stunning, with the Indian numbers horrifying. The Centre for Monitoring Indian Economy shows that India's youth — between the ages of 15 and 24 — are 'faced by a double whammy of low and falling labor participation rates and shockingly high unemployment rates. The unemployment rate among youth stood at 45.4 per cent in 2022 – 23. This is an alarming six times higher than India's unemployment rate of 7.5 per cent.' Many of the migrants from West Africa who attempt the dangerous crossing of the Sahara Desert and the Mediterranean Sea flee the high rates of precarity, underemployment, and unemployment in the region. A 2018 report from the African Development Bank Group shows that due to the attack on global agriculture, peasants have moved from rural areas to cities into low-productivity informal services, from where they decide to leave for the lure of higher incomes in the West.

Third, more and more people are faced with the adverse impacts of the climate catastrophe. In 2015, at the Paris meeting on the climate, government leaders agreed to set up a Task Force on Climate Migration; three years later, in 2018, the UN Global Compact agreed that those on the move for reasons of climate degradation must be protected. However, the concept of 'climate refugees' is not yet established. In 2021, a World Bank report calculated that by 2050 there will be at least 216 million climate refugees.

Wealth

THE IOM's new report points out that these migrants — many of whom lead extremely precarious lives — send home larger and larger amounts of money to help their increasingly desperate families. 'The money they send home', the IOM report notes, 'increased by a staggering 650 [per cent] during the period from 2000 to 2022, rising from $128 billion to $831 billion.' Most of these remittances in the recent period, analysts show go to low-income and middle-income countries. Of the $831 billion, for instance, $647 billion goes to poorer nations. For most of these countries, the remittances sent home by working-class migrants far outstrips FDI and ODA put together and forms a significant portion of the gross domestic product.

A number of studies conducted by the World Bank show two important things about remittance payments. First, these are more evenly distributed amongst the poorer nations. FDI transactions typically favor the largest economies in the global south, and they go toward sectors that are not always going to provide employment or income for the poorest sections of the population. Second, household surveys show that these remittances help to considerably lower poverty in middle-income and low-income countries. For example, remittance payments by working-class migrants reduced the rate of poverty in Ghana (by 5 per cent), in Bangladesh (by 6 per cent), and in Uganda (by 11 per cent). Countries such as Mexico and the Philippines see their poverty rates rise drastically when remittances drop.

The treatment of these migrants, who are crucial for poverty reduction and for building wealth in society, is outrageous. They are treated as criminals, abandoned by their own countries who would rather spend vulgar amounts of money to attract much less impactful investment through multinational corporations. The data shows that there needs to be a shift in class perspective regarding investment. Migrant remittances are greater by volume and more impactful for society than the 'hot money' that goes in and out of countries and does not 'trickle down' into society.

If the migrants of the world — all 281 million of them — lived in one country, then they would form the fourth largest country in the world after India (1.4 billion), China (1.4 billion), and the United States (339 million). Yet, migrants receive few social protections and little respect (a new publication from the Zetkin Forum for Social Research shows, for instance how Europe criminalises migrants).

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ২২, ২০২৪ ■ আষাঢ় ৮, ১৪৩১

নীতিসহায়তার অভাব

পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি কমেছে সাড়ে ৭ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের অন্যতম প্রধান রফতানি খাত পাট ও পাটজাত পণ্যের দৈন্য দশা দীর্ঘদিনের। তারই ধারাবাহিকতায় কমছে রফতানিও। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই থেকে মে পর্যন্ত (১১ মাস) রফতানি কমেছে ৭ দশমিক ৫৩ শতাংশ, যা একই সময়ে রফতানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ দশমিক ৩ শতাংশ কম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই থেকে মে মাস পর্যন্ত পাট এবং পাটজাত পণ্য রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় প্রায় ৯৩ কোটি মার্কিন ডলার। কিন্তু এ সময় রফতানি হয়েছে প্রায় ৭৯ কোটি মার্কিন ডলার, যা এর আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৮৫ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য জানিয়েছে।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য কোনো সুখবর নেই। এ বিষয়ে বাংলাদেশ জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আব্দুল বারিক খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা তো ঋণই পাই না। সরকার তৈরি পোশাক খাতে সহজ শর্তে ৩ শতাংশ সুদে ঋণ দিচ্ছে। ব্যাংক সেখানে বছরে চার্জ করে। আর আমাদের ১১-১২ শতাংশ সুদে ঋণ নিতে হয়। সেটি এখন আবার বাড়ানো হয়েছে। আমাদের সুদ চার্জ করে প্রতি তিন মাসে।'

তিনি বলেন, 'প্রতিবেশী দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে যেসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা, তাদের তুলনায় আমাদের মেশিনারিজ অনুন্নত।'

আব্দুল বারিক খান আরো বলেন, 'পাট পণ্যকে প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চিঠি দিয়ে নির্দেশনাও দিয়েছেন। কিন্তু আমলারা সেটি এখনো করেননি। ফলে আমরা বেশকিছু সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এতে করে এ খাতের ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারাচ্ছেন।'

বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যে আরোপিত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্কের মেয়াদ ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাঁচ বছর বৃদ্ধি করে ভারত। বিজ্ঞপ্তির নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশের উৎপাদকদের পাটপণ্য রফতানিতে ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক প্রযোজ্য হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পাঁচ বছর মেয়াদে (যদি না এ সময়ের আগে তা প্রত্যাহার, বাতিল বা সংশোধন করা হয়) কার্যকর হবে এ শুল্ক, যা ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে।

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ থেকে পাটপণ্য রফতানির ক্ষেত্রে পাঁচ বছর মেয়াদে প্রতি টনে ১৯ দশমিক ৩০ থেকে ৩৫১ দশমিক ৭২ ডলার পর্যন্ত অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্কারোপ করে ভারত। ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর মেয়াদ শেষ হওয়ার একদিন আগে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন করে মেয়াদ বাড়ানো হয়। এর ফলে দেশটিতে বাংলাদেশের পাটপণ্য রফতানি কার্যত শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসে।

রফতানির ক্ষেত্রে আরো কিছু জটিলতার বিষয় উল্লেখ করে আব্দুল বারিক খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'ভারতে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্কের কারণে সেখানে আমরা বাজার হারিয়েছি। অন্যদিকে আমরা বহুবার সরকারকে বলে আসছি সমুদ্র পথে পাট পণ্য রফতানির পথ সহজ করতে, দেশগুলোর সঙ্গ কথা বলতে। কিন্তু সেটি না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ধরনের জটিলতায় পড়তে হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পরিবহন খরচ এবং ট্রাকের সংখ্যা নিয়ে দুই পক্ষের ভিন্ন মত। অনেক সময় দেখা যায় আমরা পাঠাই ১৫ ট্রাক কিন্তু তারা বলে ৫ ট্রাক, ১০ ট্রাক। তখন আমাদের তেমন কিছু করার থাকে না। কিন্তু এটা যদি সমুদ্র পথে যেত, তাহলে এসব করার সুযোগ থাকত না।'

পাট ও তুলার মিশ্রণে তৈরি হচ্ছে সুতা (ভেসিকল)। পাট কাটিংস ও নিম্ন মানের পাটের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারকেলের ছোবড়া মিশিয়ে জুট জিওটেক্সটাইল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া পাটখড়ি থেকে উৎপাদিত ছাপাখানার বিশেষ কালি, চারকোল এবং পাট পাতা থেকে উৎপাদিত ভেষজ পানীয় রফতানি পণ্য হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পাট দিয়ে তৈরি হচ্ছে শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, বাহারি ব্যাগ, খেলনা, শো-পিস, ওয়ালমেট, আলপনা, দৃশ্যাবলি, নকশিকাঁথা, পাপোশ, জুতা, স্যান্ডেল, শিকা, দড়ি, সুতলি, দরজা-জানালার পর্দার কাপড়, গহনা ও গহনার বাক্সসহ নানা পণ্য। এ ধরনের ২৩৫ রকমের আকর্ষণীয় ও মূল্যবান পণ্য জাহাজে চড়ে বিদেশে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এমনকি বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার অ্যান্ড পাল্প, ইনসুলেশন শিল্প, জিওটেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিকস, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১০২ কোটি মার্কিন ডলার। অর্থবছর শেষে হওয়ার ঠিক আগের মাসে নেতিবাচক রফতানির ফলে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা করছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা।

সরকারের নীতিসহায়তা না পাওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারানোর ফলে পাট ও পাটজাত পণ্যে আগ্রহ হারাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ২২ জুন ২০২৪, ৮ আষাঢ় ১৪৩১

তিস্তা গার্মেন্টস অ্যান্ড ফ্যাশন হাউজে কর্মরত শ্রমিকরা — দেশ রূপান্তর

তিস্তাপাড়ের তৈরি পোশাক যাচ্ছে ভারত চীন রাশিয়ায়

ইনজামাম-উল-হক নির্ণয়, নীলফামারী

উত্তরাঞ্চলে তিস্তা নদীর ওপর ডালিয়া নামক স্থানে রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ সেচ প্রকল্প তিস্তা ব্যারাজ। এলাকার মানুষ তিস্তা নদীকে বন্যা, খরা ও ভাঙনের নদীও বলে। প্রতি বছর বন্যা ও নদীভাঙনে নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর সীমানায় বসবাসরত পরিবারদের হারাতে হয় ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও সঞ্চয়ের টাকা।

তাদের এ কষ্ট দূর করতে নীলফামারীর ডিমলার ও লালমনিরহাটের হাতীবান্ধার তিস্তা নদীর তীরবর্তী এলাকার সাধুর বাজারে গড়ে উঠেছে একটি তৈরি পোশাক কারখানা। নদীর নামেই নামকরণ করা হয়েছে 'তিস্তা গার্মেন্টস অ্যান্ড ফ্যাশন হাউজ'। এই তৈরি পোশাক কারখানায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছেন তিস্তাপাড়ের নারীরা। এখানে কাজ করছেন প্রায় ৩৫ জন নারী ও ১২ জন তরুণ যুবক। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে প্রতিষ্ঠানটি।

কারখানার নারীরা জানান, কারখানাটি গত বছর জুলাই মাসে স্থাপনের কয়েক মাসের মাথায় এখানকার তৈরি পোশাক স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হচ্ছে ভারত, দুবাই, চীন ও রাশিয়ায়।

তিস্তা চর এলাকার বাসিন্দা সামিয়া আক্তার দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ঢাকার একটি গার্মেন্টসে স্বামীসহ চাকরি করতাম। সেখানে চাকরি করে বাসা ভাড়া, খাওয়া মিলে কোনোভাবে টাকা জমা হতো না। করোনার সময় দুজনের চাকরি চলে গেলে এক মেয়েসন্তান নিয়ে এলাকায় ফিরে আসি। তখন সঞ্চয়ের কিছু টাকা ও ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে তিন একর জমি ক্রয় করে চাষাবাদ শুরু করে সংসার চালাতে শুরু করি। কিন্তু গত বছরের বন্যায় আমাদের আবাদি ফসল নষ্ট হয়ে জমির অনেক ক্ষতি হয়।'

তিনি বলেন, 'হঠাৎ জানতে পারি এলাকায় একটি তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। যোগাযোগ করে আমি এখানে চাকরি নিই। এখন ঢাকা ছেড়ে তিস্তার চরে নিজ বাড়ির পাশে চাকরি করে বেতনের সম্পূর্ণ টাকা জমা রাখছি ব্যাংকে। পাশাপাশি আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। কেটেছে অভাবের সংসার।'

আরেক নারী হাজেরা খাতুন দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'তিস্তা নদীর ভাঙনে ঘরবাড়ি, জায়গাজমি সব বিলীন হয়ে গিয়েছিল। পরে উপায় না পেয়ে পরিবার নিয়ে ছয় বছর আগে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি নিই। ২০২২ সালে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। এখন বাড়ির পাশে গার্মেন্টসে চাকরি করছি। পাশাপাশি গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালন করছি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায়ও কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

এদিকে কারখানার তৈরি পোশাকগুলো প্যাকেজিং করতে সহযোগিতা করছেন তিস্তা ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ইমন আলী। তিনি বলেন, 'বাবা নেই। মা ও ছোট বোনকে নিয়ে অভাবের সংসার কোনোমতে চলে। কারখানাটি হওয়ায় আমাদের অনেকটা অভাব দূর হয়েছে। তৈরি পোশাকগুলো আমি প্যাকেজিং করতে সহযোগিতা করি।'

স্থানীয় পোশাক ব্যবসায়ী লোকমান হোসেন বলেন, 'তিস্তাপাড়ে গার্মেন্টস কারখানা তৈরি হওয়ায় স্থানীয় নারী ও পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এ পোশাক কারখানা স্থানীয়দের অভাব-অনটন দূর করছে।'

তিস্তা গার্মেন্টস অ্যান্ড ফ্যাশন হাউজের সহকারী পরিচালক শাহজাহান আলী দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'নদীভাঙন কবলিত এলাকা হওয়ায় বেশিরভাগ মানুষকে কর্মের সন্ধানে ঢাকায় যেতে হয়। আমাদের এই গার্মেন্টসের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মজীবীরা এলাকায়ই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে, এ পোশাক শিল্পকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তিস্তা তীরবর্তী মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার।'

পোশাক কারখানার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আবদুল হালিম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'তিস্তাপাড়ে হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ গার্মেন্টস কারখানাটি তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকায় অভাবী পরিবারের পাশাপাশি বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।'

বণিক বার্তা শনিবার, জুন ২২, ২০২৪

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে স্থাপিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছবি : ময়মনসিংহ টিটিসি

সরকারি ১১০ টিটিসি ও আইএমটি

বছরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে পৌনে ১২ লাখ, তবুও বিদেশগামী কর্মীর ৯০ শতাংশই অদক্ষ

শফিকুল ইসলাম ■

বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রফতানির লক্ষ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় ১০৪ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) ও ছয়টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি)। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীনে পরিচালিত এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান উপযোগী ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এর মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছে পৌনে ১২ লাখের বেশি কর্মীকে। যদিও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য বলছে, সংশ্লিষ্ট কাজে কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই বিদেশ পাড়ি জমাচ্ছেন দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মী।

বিএমইটির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন বলছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশে গেছেন ১১ লাখ ২৬ হাজার ৬০ কর্মী। তাদের মধ্যে ৭ লাখ ৪১ হাজার ৮৮ জন অর্থাৎ ৭৭ শতাংশ কর্মীই গেছেন অদক্ষ হিসেবে। স্বল্প দক্ষ কর্মী গেছেন ২৫ হাজার আর দক্ষতা নিয়ে গেছেন ১ লাখ ৯৭ হাজার ১৯০ জন। অথচ এ সময় দেশের সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিগুলোয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ১১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৬৭ কর্মীকে।

বিবিএসের আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ ২০২৩-এর তথ্যমতে, প্রতি বছর প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মীই বিদেশ যাচ্ছেন কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া। অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র ১০ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ বিদেশ পাড়ি জমানোর আগে কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন। এর মধ্যে আবার ৪৭ দশমিক ৬৬ শতাংশই দক্ষতা অর্জন করেন বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে। বিদেশ যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০ দশমিক ৮৩ শতাংশ রংপুর বিভাগের আর সর্বনিম্ন ৫ দশমিক ৪০ শতাংশ সিলেট বিভাগের।

নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোহাম্মদ খোরশেদ আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের হার এত বেশি হওয়ার কথা না। তবে এজেন্সিগুলোর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে তারা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়।'

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে ওয়েল্ডিং, গ্যাস কাটিং, পেইন্টার এসব কাজ জানা লোকজনকে এজেন্সি থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হয়। এর জন্য তারা ৬০ হাজার থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশি না।'

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত অর্থবছরে যে পরিমাণ কর্মী বিদেশ গেছেন তার চেয়েও বেশি লোককে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সেক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি রফতানির লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত সরকারি ১১০ টিটিসি ও আইএমটি কাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভস প্রোগ্রামের সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকারি যেসব টিটিসি রয়েছে সেখানে বছরে কতজন প্রশিক্ষণ পেল আর কতজন বিদেশ গেল এবং তারা কোথায় কাজ করছে এসব মূল্যায়ন করা উচিত। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় সনদ অর্জনের পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনে জোর দেয়া উচিত। অনেকে ১০ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে যেতে রাজি কিন্তু ১০ হাজার টাকা খরচ করে প্রশিক্ষণ নিতে রাজি না। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পর অন্তত তিন মাস দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ থাকা উচিত।'

বাংলাদেশ থেকেই সবচেয়ে বেশি অদক্ষ লোক বিদেশ যায় মন্তব্য করে শরিফুল হাসান বলেন, 'জাতিগতভাবেই আমাদের দক্ষতা অর্জনের প্রতি আগ্রহ কম। বেশির ভাগই শুধু সার্টিফিকেট চায় কিন্তু এটা তো কাজের না। সরকারি বা বেসরকারি যেকোনো জায়গায়ই যদি প্রশিক্ষণ নেয়া যায় তাহলে দক্ষতা বাড়ে, অভিবাসন খরচ কমে এবং দেশেরও মর্যাদা বাড়ে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষতা অর্জনের জন্য যে আগ্রহ তৈরি করা দরকার সেটা হচ্ছে না। আমাদের দেশে এজন্য অভিবাসন খরচও বেশি। কর্মীরা যদি দক্ষ হতো তাহলে খরচ কমে আসত।'

বিবিএসের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২৩ সালে মোট দক্ষ অভিবাসীর মধ্যে সর্বোচ্চ ২০ দশমিক শূন্য ৫ শতাংশ বিদেশ যাওয়ার আগে নির্মাণ সম্পর্কিত কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এছাড়া ড্রাইভিং ও মোটর মেকানিক বিষয়ে ১৭ দশমিক ৯১ শতাংশ, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট বিষয়ে ১১ দশমিক ১৫ শতাংশ এবং বিদেশী ভাষায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ১০ দশমিক ৬২ শতাংশ অভিবাসী। অভিবাসীদের মধ্যে যারা বিদেশে গিয়ে প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট কাজেই নিয়োজিত হন তাদের সর্বোচ্চ ২২ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ নির্মাণ সম্পর্কিত ফিল্ডেই কাজ করছেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ নিয়ে ড্রাইভিং ও মোটর মেকানিক ফিল্ডে ১৮ দশমিক ২১ শতাংশ এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্টে ১১ দশমিক ৯৫ শতাংশ সংশ্লিষ্ট ফিল্ডে কাজ করছেন।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিবিএসের পরিসংখ্যানটির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। এটি দেখে তারপর বলতে পারব। তার আগে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

বণিক বার্তা রোববার, জুন ২৩, ২০২৪ ■ আষাঢ় ৯, ১৪৩১

বাংলাদেশ থেকে ইইউর পোশাক আমদানি প্রায় ১০ শতাংশ কমেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানির অন্যতম প্রধান গন্তব্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। দেশ থেকে যে পরিমাণ পোশাক রফতানি হয় তার প্রায় ৫০ শতাংশই যায় এ অঞ্চলে। সম্প্রতি বিশ্ববাজার থেকে পোশাক আমদানি কমিয়েছে ইইউ। যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশের বাজারেও। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল চার মাসে ইইউ বাংলাদেশ থেকে আমদানি কমিয়েছে ৬৫ কোটি ৮৩ লাখ ইউরো বা ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

এছাড়া ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৩ সালের একই সময়ে অন্তত ১৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ আমদানি কম হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আবারো ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির তথ্য প্রকাশ করেছে ইইউর পরিসংখ্যান অফিস ইউরোস্ট্যাট। ইইউ জোটভুক্ত

দেশগুলোর সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তৈরি পোশাক আমদানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ২৮ শতাংশ।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যে দেখা যায়, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরে ইইউর দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে ১ হাজার ৬৬২ কোটি ইউরোর পোশাক আমদানি করে। ২০২৩ সালে একই সময়ে তা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৩৬৯ কোটি ইউরো। অর্থাৎ ওই সময়ে বাংলাদেশ থেকে ২৯৩ কোটি ইউরোর আমদানি কমায় ইইউ, যা প্রবৃদ্ধির হারে ১৭ দশমিক ৬৬ শতাংশ ঋণাত্মক হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির কারণে ইউরোপীয় জোটভুক্ত দেশগুলোতে গত কয়েক বছরে ধীরে ধীরে তৈরি পোশাকের বাজার সংকুচিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইইউর জোটভুক্ত দেশগুলোতে তৈরি পোশাক আমদানিতে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এ চার মাসে আমদানি করে ২ হাজার ৮১৮ কোটি ৭১ লাখ ইউরোর পোশাক, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে ৬ দশমিক ২৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪১ কোটি ৬২ লাখ ইউরো। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল এ চার মাসে বাংলাদেশ থেকেও পোশাক আমদানি কমেছে। এ সময় দেখা যায়, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে ইইউর দেশগুলো পোশাক আমদানি করেছে ৬৬৭ কোটি ২১ লাখ ইউরোর, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে কমে দাঁড়িয়েছে ৬০১ কোটি ৩৮ লাখ ইউরো। ফলে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি হয় ৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপীয় জোট নিটওয়্যার আমদানি করে প্রায় ৩৮৮ কোটি ইউরোর, যা ২০২৪ সালের একই সময়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৮ কোটি ইউরো। এছাড়া ওভেন পোশাকে ২০২৩ সালের প্রথম চার মাসে প্রায় ২৮০ কোটি ইউরো এবং ২০২৪ সালের একই সময়ে ২৬৪ কোটি ইউরো আমদানি করে।

এ সম্পর্কে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বর্তমান বাজার মন্দা। এর মধ্যেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কাস্টমসের নানা রকম অসহযোগিতা এবং ডিপ সি পোর্ট না থাকার কারণে পণ্য পাঠাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেক সময় লেগে যায়। আবার ডলার সংকট, ব্যাংকের অসহযোগিতা তো রয়েছেই। যে কারণে ক্রেতারা আমাদের এখানে অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে। ফলে শুধু ইউরোপ নয়, সার্বিকভাবে তৈরি পোশাক রফতানিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিচ্ছে।'

এদিকে, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলে ইইউ জোটভুক্ত দেশগুলোর তৈরি পোশাক আমদানিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। চীন থেকে কমেছে ১২ কোটি ৭৪ লাখ ইউরো বা ১ দশমিক ৮১ শতাংশ, ভারত থেকে ১৮ কোটি ৩৮ লাখ ইউরো বা ১০ দশমিক ৭৪ শতাংশ, ভিয়েতনাম থেকে ৭ কোটি ৮৪ লাখ ইউরো বা ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ এবং তুরস্ক থেকে ৪০ কোটি ৭০ লাখ ইউরো বা ১১ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

দেশের তৈরি পোশাক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্ব অর্থনীতি ও ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি কোথায় যায়, সেটি দেখতে হবে। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাপ্লাই চেইন ও মূল্যস্ফীতিসহ আরো অনেক বিষয়। সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও কিছু চাপ তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিম্নমুখী। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাটাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ সালে অর্থনীতি সার্বিকভাবে চাপের মধ্যে রয়েছে, যা সামলে ওঠার আশা থাকলেও সেটি প্রত্যাশাতীতভাবে হচ্ছে না।

'বর্তমান বাজার মন্দা। এর মধ্যেও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া কাস্টমসের নানা রকম অসহযোগিতা এবং ডিপ সি পোর্ট না থাকার কারণে পণ্য পাঠাতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অনেক সময় লেগে যায়। আবার ডলার সংকট, ব্যাংকের অসহযোগিতা তো রয়েছেই। যে কারণে ক্রেতারা আমাদের এখানে অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে। ফলে শুধু ইউরোপ নয়, সার্বিকভাবে তৈরি পোশাক রফতানিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব দেখা দিচ্ছে'

মোহাম্মদ হাতেম
নির্বাহী সভাপতি
বিকেএমইএ

কালের কণ্ঠ । শনিবার । ২২ জুন ২০২৪

অন্যের লাইসেন্সে কর্মী প্রেরণ!

তৌফিক হাসান ▷

খাবার সরবরাহের কাজের কথা বলে সৌদি আরবে ৬০ জন কর্মী পাঠিয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সি ট্রাস্ট কর্নার ওভারসিজ। কিন্তু এই এজেন্সি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা রিক্রুটিং এজেন্সি পাবলিক কেয়ার ওভারসিজের (আরএল-২০৪২) লাইসেন্স ব্যবহার করে কর্মীদের পাঠিয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে কর্মীরা প্রত্যেকে চার লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ করে সৌদি আরবে যান। কথা ছিল, সৌদি আরবে পৌঁছার তিন দিনের মধ্যে মিলবে কাজ। বেতন হবে দেড় থেকে দুই হাজার রিয়াল। কিন্তু চার মাস পরও এসব কর্মী কোনো কাজ পাননি। উল্টো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) বরাবর অভিযোগ করেছেন কর্মীরা।

যে দুই রিক্রুটিং এজেন্সি এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তারা কর্মীদের এই দুরবস্থার ব্যাপারে কোনো দায় নিচ্ছে না। পরস্পরের ওপর দোষ চাপাচ্ছে তারা।

সৌদি শ্রমবাজার

- প্রতারণার শিকার ৬০ জন
- পাবলিক কেয়ার ওভারসিজের লাইসেন্স ব্যবহার করে ট্রাস্ট কর্নার
- কর্মীপ্রতি চার লাখ ৭০ হাজার টাকা নিয়েছে

কর্মীদের অভিযোগ

চলতি বছরের মার্চে সৌদি আরবে কাজ করতে যান নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার মুন্সিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মাহির তাজোয়ার খান মর্ম। এ জন্য তিনি রিক্রুটিং এজেন্সি ট্রাস্ট কর্নার ওভারসিজকে চার লাখ ৭০ হাজার টাকা দেন। মর্ম জানতেন, সৌদি আরবে যাওয়ার পর তিনি ১৭ হাজার রিয়াল বেতনে রেস্তোরাঁয় খাবার সরবরাহের কাজ পাবেন। কিন্তু সেই কাজ তো তিনি পেলেনই না, উল্টো যাওয়ার এক মাস পর থেকে তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলতে থাকে।

এক পর্যায়ে মর্ম সহ্য করতে না পেরে দেশে ফিরতে চান। সে সময় তাঁকে ১৫ হাজার রিয়াল মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসতে হয়, যা বাংলাদেশি টাকায় চার লাখ ৭২ হাজার টাকা। দেশে এসে বিএমইটি বরাবর এ বিষয়ে অভিযোগ করেন মাহির তাজোয়ার খান মর্ম।

লিখিত অভিযোগে তিনি বলেন, 'সৌদি আরব যাওয়ার পর জেদ্দার একটি বাসায় আমাকে রাখা হয়। সেখানে প্রতিদিন দুই বেলা ভাত ও ডাল খেতে দেওয়া হতো। এভাবে এক মাস পার হওয়ার পরও আমাকে আমার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি। একদিন হঠাৎ বাসার সুপারভাইজার আমাকে তাঁর রুম পরিষ্কার করতে বলেন। আমি প্রতিবাদ করে আসল কাজটা বুঝে

অন্যের লাইসেন্সে কর্মী প্রেরণ!

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পেতে চাই। এতে তিনি আমাকে গালাগাল ও শারীরিক নির্যাতন করেন। সুপারভাইজার আমাকে জানিয়ে দেন, আমি কাজ পাব না।'

লিখিত অভিযোগে মাহির তাজোয়ার খান মর্ম বলেন, 'আমি দেশে ফিরতে চাইলে সুপারভাইজার আমার পাসপোর্ট ছিনিয়ে নেন এবং ১৫ হাজার রিয়াল দাবি করেন। বিষয়টি আমার পরিবারকে জানাই। আমার পরিবারের পক্ষ থেকে তখন ট্রাস্ট কর্নারের স্বত্বাধিকারী মিনহাজুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি দ্রুত এ সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। সুপারভাইজার আমার পরিবারের যোগাযোগের দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাকে একটি গাড়িতে করে আরেক জায়গায় নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত সবাই মিলে আমাকে গালাগাল ও শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে। আমাকে তারা বলে, এখান থেকে মুক্তি পেতে হলে ১৫ হাজার রিয়াল দিয়েই মুক্তি পেতে হবে। নইলে তারা আমাকে পুলিশে দেবে।'

কালের কণ্ঠকে মর্ম বলেন, 'এ ব্যাপারে এজেন্সি আমাকে কোনো সাহায্য করেনি এবং ব্যবস্থাও নেয়নি। আমি দেশে ফেরত আসার পরে যখন ক্ষতিপূরণ চেয়েছি, তখন তারা বলেছে ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না। তারা সেখানকার লোকদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তারা প্রলোভন দেখিয়ে অনেক কর্মীকে আটকে রেখেছে। তারা সবাই এই চক্র থেকে মুক্তি পেতে চায়।'

মর্ম থেকে জানা যায়, সেখানে এই রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে যাওয়া আরো প্রায় ৬০ জন কর্মী এভাবে আটকে রয়েছেন। না পাচ্ছেন কাজ, না পারছেন দেশে ফিরে আসতে। তাঁদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছে কালের কণ্ঠ। এঁদের একজন কুমিল্লা সদর এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ সাকিব।

কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, "আমরা যখন দেশ থেকে আসি, আমাদের বলা হয়েছিল আমরা তাঁর রেস্টুরেন্টে কাজ করব। আমাদের ১০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। আমাদের এক হাজার ৮০০ রিয়াল বেতন দেবেন। কিন্তু আজকে তিন মাস ধরে তাঁরা শুধু বসিয়ে রাখছেন, কোনো কাজ দেন না। যখনই কাজ চাই তখনই বলেন, 'হবে, এখন আমরা যা বলি, তা করো।' তাঁদের কাজ না করতে চাইলেই নির্যাতন শুরু করে দেন। আমরা এই জায়গা থেকে মুক্তি চাই।"

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেক ভুক্তভোগী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা বাড়ি যেতে চাইলে বলেন ১৫ হাজার রিয়াল দিয়ে বাড়ি যেতে হবে। আমাদের এত রিয়াল দেওয়ার সাধ্য নেই। একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি।'

অন্য এজেন্সির লাইসেন্স ব্যবহার

রিক্রুটিং এজেন্সি ট্রাস্ট কর্নার ওভারসিজের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়ে কালের কণ্ঠ জানতে পারে, এই রিক্রুটিং এজেন্সির কোনো লাইসেন্স নেই। এখন প্রশ্ন হলো, লাইসেন্স না থাকলে কিভাবে তারা বিএমইটির ছাড়পত্র পেল?

মর্ম জানান, তাঁদের বিএমইটির সব কাগজপত্র হয়েছে রিক্রুটিং এজেন্সি পাবলিক কেয়ার ওভারসিজের নামে। কেন তারা আরেক এজেন্সির লাইসেন্সে ছাড়পত্র নিল—জানতে চাইলে মর্ম বলেন, 'ট্রাস্ট কর্নার থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে যাদের লাইসেন্স নেই তারা পাবলিক কেয়ার ওভারসিজের মাধ্যমে কর্মী পাঠিয়ে থাকে। পাবলিক কেয়ার ও ট্রাস্ট কর্নার একসঙ্গে কাজ করে বলে ট্রাস্ট কর্নার থেকে জানানো হয়েছিল।'

দায় নিচ্ছে না কেউ

যেহেতু এক এজেন্সির লাইসেন্স ব্যবহার করে আরেক এজেন্সি কর্মী পাঠিয়েছে তাই দুজনের কেউই এই কর্মীগুলোর দায় নিচ্ছে না। মর্ম, সাকিবের অভিযোগের সমাধান কী হবে—তা জানতে কালের কণ্ঠ থেকে প্রথমে ট্রাস্ট কর্নারের স্বত্বাধিকারী মিনহাজুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন, যাদের লাইসেন্স ব্যবহার করে কর্মীগুলো গেছেন, তারাই এর দায় নেবে। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'তাঁরা তো আসলে আমাদের কর্মী নন। যাদের লাইসেন্স ব্যবহার করে যান, তারাই সব কিছু করে। এ বিষয় বিএমইটিতে যার নামে আরএল হয়েছে, সে বুঝবে; কর্মীদের যে কম্পানি নিয়েছে, সেই কম্পানি বুঝবে।'

তাহলে কেন অন্য রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স ব্যবহার করে আপনারা কর্মী পাঠালেন—জানতে চাইলে তিনি ফোনের সংযোগ কেটে দেন। এরপর একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রিক্রুটিং এজেন্সি ট্রাস্ট কর্নারের বক্তব্য ধরে কালের কণ্ঠ থেকে পাবলিক কেয়ার ওভারসিজের স্বত্বাধিকারী সোহেল আহমেদ মিয়াজির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি নিজের ওপর কিছুটা দায় নিলেও কথার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন—এ দায় আসলে তাঁর নয়। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'আমরা শুধু ভিসা প্রসেসিং করি। আমরা ভিসা দিই না বা কাউকে ভিসা দিয়ে পাঠাইও না। আমার কাজ ছিল শুধু প্রসেস করে দেওয়া। এরপর কর্মী কাজ পাচ্ছেন নাকি পাচ্ছেন না, এগুলো আমরা জানি না। এখন প্রসেসিংয়ে যখন আমার লাইসেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, তখন এটার দায়ভার আমার কাঁধে আসে।'

তবে দায় কার

যেহেতু দুটি রিক্রুটিং এজেন্সি এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাই দুজনকেই এর দায় নিতে হবে বলে জানিয়েছেন বায়রার যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, 'অভিবাসী আইনের মতে, এই কর্মীগুলো বিএমইটির ছাড়পত্র যে এজেন্সির লাইসেন্স ব্যবহার করে পেয়েছেন, এজেন্সিকেই এর দায়ভার নিতে হবে। তবে আমাদের অনেক রিক্রুটিং এজেন্সি রয়েছে, যাদের লাইসেন্স নেই বা সৌদি দূতাবাসের তালিকায় নেই। তারা লাইসেন্সওয়ালা রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নিয়ে কর্মী পাঠিয়ে থাকে। তখন ওই এজেন্সিকেও দায়িত্বটা নিতে হয়। কারণ যার লাইসেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে, সে আসলে এ বিষয় কোনো তথ্যই জানে না। অর্থাৎ এখানে দুজনকেই দায়িত্ব নিতে হবে।'

আর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা এ ব্যাপারে আমাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছি। পাশাপাশি লাইসেন্সবিহীন এজেন্সিগুলো যাতে কর্মীবিষয়ক কোনো প্রচার চালাতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। এতে কর্মী ভোগান্তি কমে আসবে।'

www.thefinancialexpress.com.bd
www.fe-bd.com /febdonline
Sunday, June 23, 2024

RMG exports to EU witness negative growth in Jan-Apr

Global economic slowdown, energy shortage at home and long lead time blamed

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ready-made garment (RMG) export to the European Union has sustained year-on-year negative growth during the first four months of this year.

It fetched 6.01 billion euro from RMG exports to the EU during January-April period of 2024 compared to 6.67 billion euro during the corresponding period of last year, according to Eurostat data.

RMG exporters said overall import to the EU fell during the period in question due to the global economic slowdown, while Bangladesh lagged behind its competitors due to energy shortage, long lead time and customs procedure.

The EU's total apparel imports in the first four months of 2024 stood at 26.41 billion euro, which was 6.28 per cent lower than that of 28.18 billion euro during the same period of 2023.

China fetched 6.54 billion euro during the January-April period of 2024 against 6.66 billion euro, marking a 1.81-percent negative growth.

EU's import from Turkey and India recorded 11.84 per cent and 10.74 per cent decline to 3.02 billion euro and 1.52 billion euro respectively during the first four months of 2024.

Vietnam also recorded a 6.25-percent decrease to fetch 1.17 billion euro during the period, according to Eurostat data.

During the period, in terms of value, Bangladeshi made knitwear items became the top clothing exporter to the EU making shipments worth of 3.37 billion euro followed by China that fetched 3.15 billion euro.

When asked, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) executive president Mohammad Hatem attributed high production cost, fuelled by a hike in utility prices and wage, to this negative growth.

"High lead time is one of the major reasons Bangladesh lags behind its competitors," he said, adding that competitors like China and Vietnam managed to reduce the negative growth rate unlike Bangladesh.

Source: Eurostat data

Due to the power and gas crisis, they could not utilise full production capacity, while facing difficulties in procuring raw materials timely, requiring 20-25 additional days to produce goods and make shipments.

"Currently, we need 70-90 days of lead time, which was earlier 50 days," Mr Hatem told the FE.

Besides, they could not receive orders at the prices buyers were offering mainly because of high production costs, followed by price hikes in gas and electricity as well as accessories.

The BKMEA leader also held customs harassment responsible for the negative growth, claiming that they faced difficulties in importing raw materials and making timely shipments.

Not only in the EU, Bangladesh recorded negative growth in the US and the UK too, he said, adding that these are the real scenario, although there is growth in the export data of the Export Promotion Bureau (EPB).

Talking to the FE, Fazlul Hoque, managing director of Plummy Fashions Ltd., also echoed Mr Hatem and added that though Bangladesh's main competitors China and Vietnam are able to gradually reduce the negative growth rate, Bangladesh could not make it up.

The former BKMEA president, however, commented that markets are yet to be stable and normal, and said there is hardly any possibility that the country's export growth situation would improve soon.

Bangladesh also recorded more than 14 per cent negative export growth to the US, its single-largest export destination, and fetched $2.30 billion during January-April period of 2024, according to US official data.

Munni_fe@yahoo.com

সোমবার । ২৪ জুন ২০২৪ । সমকাল

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ ১৭০০ অভিবাসী আটক

■ সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশসহ চার দেশের ১ হাজার ৭০০ অভিবাসীকে আটক করেছে দেশটির ইমিগ্রেশন বিভাগ। দেশটির সেলাঙ্গরের বন্দর সুলতান সুলেমান শিল্পাঞ্চল থেকে যৌথ অভিযানে তাদের আটক করা হয়। গতকাল রোববার দেশটির দি সান পত্রিকা এ খবর দিয়েছে।

ইমিগ্রেশন বিভাগের পরিচালক খায়রুল আমিনুস কামরুদ্দিন বলেন, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমার ও ইন্দোনেশিয়ার নাগরিকদের আটক করতে অভিযান চালানো হয়। তিন মাস ধরে ওই এলাকাটি নজরদারিতে রাখা হয়েছিল।

অভিযানের পর কামরুদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ এলাকায় বিদেশি নাগরিকের উপস্থিতির বিষয়ে অনেক অভিযোগ পেয়েছি। প্রাথমিক পরিদর্শনে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু অভিবাসীর বৈধ কাগজপত্র নেই। তাছাড়া তারা অবৈধভাবে অতিরিক্ত সময় মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছে এবং বৈধভাবে অবস্থান করার শর্ত ভঙ্গসহ নানা অপরাধে যুক্ত রয়েছে।

ওই কর্মকর্তা জানান, যেসব বিদেশি নাগরিকের বৈধতার জন্য কাগজপত্র তৈরি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, তাদেরও আটক করা হয়েছে। অভিবাসন আইন ভঙ্গ ছাড়াও তাদের অনেকে অন্যান্য অপরাধেও জড়িত।

বিকেলের এ অভিযানের সময় বেশির ভাগ বিদেশি নাগরিক আবাসন এলাকায় ফুটবল খেলছিলেন। অনেকে আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করছিলেন। কেউ কেউ সাপ্তাহিক ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ইমিগ্রেশনের উপস্থিতি টের পেয়ে কেউ কেউ গাড়ির নিচে লুকানোর চেষ্টা করে। অনেকে বাচ্চা রেখে আসার অজুহাতে এলাকা থেকে সটকে পড়ার চেষ্টা করে।

দেশে তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিক ২৭ লাখ ৮৮ হাজার

■ সমকাল প্রতিবেদক

সংসদে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী

দেশে তৈরি পোশাক খাতে ৫০ লাখ ১৭ হাজার ৬৫২ জন শ্রমিক আছেন বলে সংসদকে জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী। গতকাল রোববার সংসদের বৈঠকে প্রশ্নোত্তরে অংশ নিয়ে এ তথ্য জানান তিনি। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের বৈঠক শুরু হলে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়।

ভোলা-৩ আসনের নুরুন্নবী চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী দেশে তৈরি পোশাক কারখানায় ৩৩ লাখ ১৭ হাজার ৩৯৭ জন শ্রমিক আছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিক ১৭ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫৯ জন। বিকেএমইএর তথ্য অনুযায়ী নিট খাতে ১৭ লাখ ২৫৫ শ্রমিক আছেন। এর ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লাখ ৫৪ হাজার ১৫৭ জন নারী। সব মিলিয়ে দেশে তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিক ২৭ লাখ ৮৮ হাজার ৬১৬ জন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতে মোট লোকবল ৪৩ লাখ ১৬ হাজার। যার ৩৭ দশমিক ৫১ শতাংশ অর্থাৎ ১৬ লাখ ১৯ হাজার নারী শ্রমিক।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসান ইসলাম এক প্রশ্নের জবাবে সংসদকে জানান, কভিড-১৯ এর প্রভাব, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার আমেরিকা ও ইউরোপে মূল্যস্ফীতি প্রভৃতি কারণে রপ্তানি আয় অর্জনে শ্লথগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সরকারি দলের মোরশেদ আলমের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, গত একযুগের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সব থেকে বেশি মূল্যস্ফীতি হয়েছে। এ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ছিলে ৯ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডা. সামিল উদ্দিন আহমেদ শিমুলের প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, বিশ্বের ২১০টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেন রয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে ৮২টির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। প্রতিমন্ত্রীর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের সব থেকে বেশি বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে চীনের সঙ্গে। দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ১৭ হাজার ১৪৯ দশমিক ২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট বাণিজ্য ঘাটতি ১৫ হাজার ২৩৯ দশমিক ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

সংরক্ষিত আসনের শামী আহমেদের প্রশ্নের জবাবে আহসানুল ইসলাম বলেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ৭ হাজার ১৬০ দশমিক ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে তামাক ও মদ জাতীয় পণ্য ছাড়া সব পণ্যে শুল্কমুক্তি সুবিধা লাভ করায় ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি লাঘব হচ্ছে এবং ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির পরিমাণ প্রথমবারের মতো দুই বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে।

রিমেলে ৭৪৮২ কোটি টাকার ক্ষতি

সাতক্ষীরা-৪ আসনের আতাউল হকের প্রশ্নের জবাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান জানান, ঘূর্ণিঝড় রিমালের তাণ্ডবে সারাদেশের টাকার অঙ্কে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৭ হাজার ৪৮১ কোটি ৮৩ লাখ।

সংরক্ষিত আসনের পারভীন জামানের প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুল ইসলাম চৌধুরী জানান, গত ১৫ বছরে ১১ লাখ ১৪ হাজার ৩১২ জন নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশি নারী কর্মী গেছেন বলে প্রতিমন্ত্রী জানান।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুন ২৮, ২০২৪

প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

বছরে ন্যূনতম ২ হাজার চালক নিয়োগ করবে আমিরাত

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ থেকে বছরে ন্যূনতম দুই হাজার ট্যাক্সি ও মোটরসাইকেলচালক নিয়োগ করবে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা দুবাই ট্যাক্সি করপোরেশন এ নিয়োগ দেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত সংযুক্ত আরব-আমিরাতের রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ আলী আল হামুদীরের সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম দেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। দক্ষ জনবল প্রেরণের মাধ্যমে বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরকালে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যেসব কোম্পানি জনবল নিয়োগ করে তাদের মধ্য থেকে প্রথম সারির ১৬টি কোম্পানির চেয়ারম্যান বা প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে বৈঠক করেছি।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১১ জুন ২০২৪,

মালয়েশিয়া শ্রমবাজার চক্র নিয়ে বায়রার সভায় হট্টগোল

দুর্নীতি-অনিয়ম

৫০ হাজার কর্মীর মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা, দুর্নীতি-অনিয়মের দায়ে শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়েও হইচই হয় সভায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশের রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার বার্ষিক সাধারণ সভায় হট্টগোল হয়েছে। মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠাতে চক্র গঠন করে সাধারণ সদস্যদের বঞ্চিত করা হয়েছে বলে প্রতিবাদ করলে এই হট্টগোল হয়। ৫০ হাজার কর্মীর মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা, দুর্নীতি-অনিয়মের দায়ে শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়েও হইচই হয় সভায়। প্রতিবাদে সভা বর্জন করে সদস্যদের একাংশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত সভায় এসব ঘটনা ঘটে। সাধারণ সদস্যদের দাবি অগ্রাহ্য করার প্রতিবাদে সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি রিয়াজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি অংশ বের হয়ে যায় সভা থেকে। চক্রের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বায়রার সভাপতি মোহাম্মদ আবুল বাশারের স্বেচ্ছাচারী বক্তব্য ও সদস্যদের স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভা বর্জন করেছে বলে জানায় তারা।

সভা বর্জন করে বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন রিয়াজ উল ইসলাম ও তাঁর অনুসারীরা। এতে বলা হয়, মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা কর্মীদের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় সভায়। মালয়েশিয়া চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বায়রার পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন করার দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া কর্মীপ্রতি ১ লাখ ৫২ হাজার টাকা নিয়েছেন চক্রের সদস্যরা। এ বিষয়ে সভায় জানতে চাইলে তাঁদের ভয়ভীতি দেখানো হয়, আইসিটি আইনে মামলার হুমকি দেওয়া হয়। এসব বিষয়ে পাশ কাটিয়ে অন্য বিষয়ের দিকে নিয়ে যান সভাপতি। এতে সভা বর্জন করতে চাইলে একটি অংশ রিয়াজ উল ইসলামকে লাঞ্ছিত করে। এরপর বায়রার বর্তমান কমিটির ১০ জনসহ সাধারণ সদস্যদের একটি অংশ সভা বর্জন করে বলে দাবি করে তারা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যার পর একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছে বায়রা। এতে বলা হয়, আলোচ্যসূচি অনুসারে সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, সংশোধিত বাজেট অনুমোদন হয়। এরপর বিবিধ আলোচনার সময় মত-দ্বিমত নিয়ে কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়। বায়রার নির্বাচন সামনে রেখে কেউ কেউ ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে বক্তব্য দেন। সভাপতি তাদের আলোচ্যসূচির মধ্যে থাকার অনুরোধ করেন। এর ফলে কিছু সদস্য পরিকল্পিতভাবে হইচই করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাধারণ সভার স্থল ত্যাগ করেন। তবে এরপরও সভা চলমান থাকে এবং সফলভাবে সমাপ্তি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে রিয়াজ উল ইসলাম বলেন, বায়রার সভাপতি-মহাসচিবের একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁদের উপস্থিতিতে একদল সদস্য নামধারী সন্ত্রাসীর পরপর কয়েক দফা ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে চরম হট্টগোলের মধ্যে সভা বর্জন করতে বাধ্য হন। মালয়েশিয়া যেতে না পারা ৫০ হাজার কর্মীর ক্ষতিপূরণ দাবি, মালয়েশিয়ায় পাঠানো কর্মী প্রতি এক হাজার টাকা বায়রার তহবিলে জমা না হওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিদেশে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে চক্র প্রথা বাতিল করে সবার জন্য সুযোগ উন্মুক্ত রাখার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে। চক্র গঠনে যুক্তদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বায়রার মহাসচিব আলী হায়দার চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, যাঁরা মালয়েশিয়া চক্রের সদস্য ছিলেন, তাঁরাও এখন চক্রবিরোধী হয়ে গেছেন। মালয়েশিয়া চক্র কেন হলো, তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, শাস্তির দাবি; এসব নিয়ে মত-দ্বিমত ও তর্কাতর্কি শুরু হলে উত্তেজনা তৈরি হয়। এতে একটি অংশ সভা বর্জন করেছে। তারা নিজেদের কথা বললেও পাল্টা বক্তব্য নিতে পারেনি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১১ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Wednesday 25 June 2024

দেড় হাজার শ্রমিক বেকার

সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলটি ৫ বছরেও চালু হয়নি

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরায় বন্ধ হয়ে যাওয়া একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস বিগত ৫ বছরেও চালু করা যায়নি। ফলে নষ্ট হচ্ছে কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। এছাড়া হতাশায় ভুগছেন চাকরি হারানো বিপুলসংখ্যক শ্রমিক। সব ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে মিলটি আবারো চালুর দাবি জানিয়েছেন বাস্তবায়ন কমিটিসহ শ্রমিকরা। তবে কর্তৃপক্ষের দাবি পিপিপির মাধ্যমে চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে মিলটি।

সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস সূত্রে জানা যায়, সাতক্ষীরার একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলসটি ১৯৮৩ সালে সাতক্ষীরা শহর উপকণ্ঠের মাগুরা এলাকায় ৩০ একর জায়গায় স্থাপন করা হয়। মিলটিতে একসময় দেড় হাজার শ্রমিক কাজ করতেন। মূল ইউনিট ও নীলকমল ইউনিটের আওতায় ৩৯ হাজারেরও বেশি টাকু ঘুরত প্রতিনিয়ত। মিলের দুটি ইউনিটের সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ছিল দৈনিক ১০ হাজার কেজি। তবে এর জৌলুস বেশিদিন থাকেনি।

ক্রমাগত লোকসানের ফলে ২০০৭ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিদায় জানানো হয় গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে। পরে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে মিলটি চালু হয়। তাও টেকেনি বেশিদিন। ২০১৭ সালের শেষের দিকে মিলটি ভাড়ায় নেয় নারায়ণগঞ্জের ট্রেড লিংক লি.। লোকসান হতে থাকায় এক বছর কয়েক মাস চালানোর পর ২০১৯ সালে আবারো বন্ধ ঘোষণা করা হয় মিলটি। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় মরিচা পড়ে নষ্ট হচ্ছে কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি। প্রতিষ্ঠানটি দেখভালের জন্য বর্তমানে ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন।

এদিকে ৫ বছর মিলটি বন্ধ থাকায় বেকার জীবন-যাপন করছেন এলাকার প্রায় দেড় হাজার শ্রমিক। জেলার একমাত্র ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি অবিলম্বে চালু করতে সরকারি পৃষ্টপোষকতার দাবি শ্রমিকদের।

এ বিষয়ে শ্রমিক রেজাউল হক রেজা বলেন, আমি এখানে চাকরি করতাম। রুটি-রুজি আমার সেভাবেই। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। কর্মসংস্থানই হলো আমাদের দাবি। মিলটা চালু হলে আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মিলটি চালুর দাবিতে কমিটি গঠন হয়েছে সম্প্রতি। পরিকল্পিতভাবে চালু করতে পারলে লাভবান হতে পারবে কর্তৃপক্ষ, এমনটাই অভিমত শ্রমিক নেতাদের।

এ বিষয়ে সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস চালু বাস্তবায়ন কমিটির দপ্তর সমন্বয়কারী শেখ শওকত আলী বলেন, এই মিলের লাভ দিয়ে আমিন টেক্সটাইল মিল ও মাগুরা টেক্সটাইল মিল গঠিত হয়েছে। কিন্তু বিএনপি সরকারের ভ্রান্তনীতির কারণে আজ মিলটি দেউলিয়া হয়ে গেছে। সে সময় পাকিস্তানী তুলা 'আমদানি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মিলটি। আমাদের দাবি, সরকার যে কোনোভাবে মিলটি চালু করুক।

সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস চালু বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব মাগফুর রহমান বলেন, সরকার লস দিয়ে চালাবে না। পিপিপির মাধ্যমে বিটিএমসি এরই মধ্যে তিনটি মিল চালু করেছে। ত্রিশ বছরের লিজে সেগুলো তারা চালাচ্ছে। তারা লাভবান হতে পারলে এই মিল চালু হতে পারবে না কেন।

কমিটির আহ্বায়ক শেখ হারুন-উর-রশিদ বলেন, সম্প্রতি মিলটি চালুর বিষয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য আশরাফুজ্জামান আশু সংসদে জোরালো বক্তব্য রেখেছেন। মিলটি চালু না হলে একদিকে যেমন কয়েক কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হবে, তেমনি আগে কর্মরত শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বেন।

মিলটির বর্তমান ইনচার্জ শফিউল বাশার বলেন, ১৯৮০ সালে ২৯.৪৭ একর জায়গার ওপর এটি গড়ে ওঠে। ১৯৮৩ সালে এটি চালু হয়। দেড় হাজারেরও বেশি শ্রমিক একসময় কর্মরত ছিল এখানে। ১৯৯২ সালে মূল ইউনিটের বাইরে 'নীলকমল' নামে আরও একটি ইউনিট প্রস্তুত হয়। সুতা উৎপাদন থেকে থানকাপড় পর্যন্ত তৈরি হতো। তবে ক্রমাগত লোকসানের কারণে ২০০৭ সালে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিদায় করা হয়। কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়ে যায় মিলটি দেখাশুনার জন্য। পরে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে মিলটি পরিচালিত হতো। তবে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। পরে ভাড়া পদ্ধতিতে চালানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু বিদ্যুৎ সংকট ও মেশিনারিজ পুরনো হওয়ায় ২০১৯ সাল থেকে আবারো বন্ধ হয়ে যায় মিলটি। আর চালানো সম্ভব হয়নি। আমি যতটুকু জানি, দূর অথবা অদূর ভবিষ্যতে পিপিপির (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব) মাধ্যমে মিলটি চালানোর চিন্তা বিটিএমসির আছে।

অন্যদিকে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির বলেন, মিলটি বেশ কিছুদিন আগে থেকে বন্ধ রয়েছে। বাস্তবতার নিরীখে ক্রমাগত লোকসান দিয়ে টেক্সটাইল মিলকে হয়ত আর চালু করা সম্ভব হবে না। আমরা চিন্তা করছি একটা ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট করা যায় কিনা। যাতে শিক্ষার্থীরা এটা নিয়ে পড়ালেখা করতে পারে। আমি ডিসি সম্মেলনে এই প্রস্তাব দিয়েছি। বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে এই প্রস্তাব দেয়ার পর তারা সেটা গ্রহণও করেছেন। তিন একর জায়গা লাগবে ইনস্টিটিউট করতে। বাকি জায়গা অন্যভাবে ব্যবহারের কথা ভাবছে মন্ত্রণালয়, যাতে ভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়।

সমকাল ২৫ জুন ২০২৪

খুলনা অঞ্চলে হয়নি প্রত্যাশিত শিল্পকারখানা

বিনিয়োগ মাত্র
৬০ কোটি টাকা

গড়ে উঠেছে
মাত্র ১১টি ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান

মোংলা বন্দরে বিদেশি
জাহাজ কমেছে

মুন্সীগঞ্জে
বাড়েনি কর্মসংস্থান

মামুন রেজা, খুলনা ও **কাজী সাব্বির আহমেদ দীপু**, মুন্সীগঞ্জ

'ভেবেছিলাম, পদ্মা সেতু চালুর পর খুলনা ও বাগেরহাটে গার্মেন্টসসহ নতুন নতুন বড় শিল্পকারখানা হবে। পাটকলসহ যেসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, চালু হবে সেগুলো। কিন্তু পদ্মা সেতু চালুর পর গত দুই বছরে খুলনা-বাগেরহাট অঞ্চলে নতুন বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি; উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না।' এভাবেই হতাশার কথা জানান খুলনা নাগরিক সমাজের সদস্য সচিব বাবুল হাওলাদার।

বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল প্লাটিনাম জুট মিল সিবিএর সাবেক সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা দূরে থাক, বন্ধ পাটকলগুলো চালুর প্রতিশ্রুতিও বাস্তবায়ন হয়নি। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জন্য এখানে জমি কিনেছে– এমন খবরও জানা নেই।

পদ্মা সেতুর সুফল নিয়ে নতুন শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার যে স্বপ্ন খুলনা-বাগেরহাটের মানুষ দেখেছিল, তা পূরণ হয়নি। বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছরে খুলনা ও বাগেরহাটে মাত্র ১১টি ছোট ও মাঝারি শিল্পকারখানা হয়েছে। বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি টাকা। বিডা পরিচালক প্রণব কুমার রায় বলেন, শিল্পকারখানা গড়ে না ওঠার অন্যতম কারণ পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ এবং বিমানবন্দর না থাকা। খুলনায় বিমানবন্দর না থাকায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসতে আগ্রহী হন না। এ ছাড়া ব্যাংক ঋণ পেতে জটিলতায় অনেকে আগ্রহী হচ্ছেন না।

ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক হুমায়ুন কবীর বলেন, গত দুই বছরে নতুন করে খুলনায় হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি।

বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি শেখ আশরাফ উজ জামান বলেন, পদ্মা সেতুর কারণে আগের তুলনায় সহজে ঢাকা যাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নতুন শিল্পকারখানা গড়ে না ওঠায় কর্মসংস্থান হয়নি। খুলনায় দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখন পর্যন্ত জায়গাই নির্ধারণ হয়নি।

খুলনা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক চৌধুরী মিনহাজ উজ জামান সজল বলেন, খুলনায় এমনিতে শিল্পোদ্যোক্তা কম। গ্যাস সরবরাহ ও বিমানবন্দর না থাকায় বাইরের বিনিয়োগকারীরাও আগ্রহী হচ্ছেন না। বিদ্যুতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাতে খরচ অনেক বেশি।

খুলনা অঞ্চলে হয়নি প্রত্যাশিত

[বিশেষ প্রথম পৃষ্ঠার পর]

গতি বাড়েনি মোংলা বন্দরের

পদ্মা সেতু চালুর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে বিদেশি জাহাজ এসেছিল ৯৭০টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে আসে ৮৮৬টি। পদ্মা সেতু চালুর পর ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাহাজ ভেড়া আরও কমে হয়েছে ৮২৭টি। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১১ জুন পর্যন্ত জাহাজ এসেছে ৮২৮টি। বন্দর ব্যবহারকারীরা বলছেন, মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলে নাব্য সংকটসহ নানা সংকট রয়েছে। তাই জাহাজ আসা কমেছে।

বাসে যাত্রী বেড়েছে, কমেছে বিমানে

পদ্মা সেতুর আগে খুলনা থেকে বাসে ঢাকায় যেতে সময় লাগত ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা। এখন লাগে চার ঘণ্টা। খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বিপ্লব জানান, আগে ২০০ বাস চলাচল করত। পদ্মা সেতু চালুর পর শখানেক বাস বেড়েছে।

খুলনা থেকে উড়োজাহাজে ঢাকায় যেতে হয় যশোর বিমানবন্দর হয়ে। আগে খুলনা থেকে যশোর পর্যন্ত এয়ারলাইন্সগুলোর বাস থাকলেও পদ্মা সেতু চালুর পর বন্ধ হয়ে গেছে। যশোর হয়ে খুলনা থেকে বিমানে ঢাকায় যেতে লাগে সাড়ে তিন ঘণ্টা, যা বাসের দূরত্বের কাছাকাছি। এতে বিমানে যাত্রী কমেছে প্রায় ৬০ শতাংশ।

শুধু আবাসনের সাইনবোর্ড, হয়নি শিল্প

পদ্মা সেতুর এক প্রান্ত মুন্সীগঞ্জের মাওয়ায়, অপর প্রান্ত শরীয়তপুরের জাজিরায়। দৃষ্টিনন্দন এক্সপ্রেসওয়ের কারণে যাতায়াত সহজ হলেও এসব এলাকায় শিল্পকারখানার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তবে পদ্মা সেতুর আশপাশের এলাকার জমির দাম বেড়েছে। পর্যটন ব্যবসাও জমজমাট।

২০১৫ সালে পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরুর পর থেকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ঘেঁষে লৌহজং, শ্রীনগর ও সিরাজদীখানে অর্ধশতাধিক আবাসন প্রতিষ্ঠান প্লট বিক্রির ব্যবসায় নামে। স্থানীয় ব্যাংকার মোস্তাফিজুর রহমান জানান, এতে জমির দাম ২০ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। কিন্তু একটিও শিল্পকারখানা গড়ে ওঠেনি।

লৌহজংয়ের ইউএনও জাকির হোসেন জানান, সেতু নির্মাণের পর উপজেলার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে মানুষের জীবনমানের। তবে গত দুই বছরে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়নি।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণের জেলা মাদারীপুরে অধিগ্রহণ করা হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার একর জমি। এরই মধ্যে কয়েকটি প্রকল্পে কাজ দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। সেগুলো হচ্ছে দেশের প্রথম ইনফরমেশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট ও হাই-টেক পার্ক, বেনারসিপল্লি ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। পরিকল্পিত শহরায়নের জন্য শিবচরে ৭৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

বরিশালেও হতাশার নাম কর্মসংস্থান

ক্ষমতাসীন দলের নেতারা একসময় বলতেন, পদ্মা সেতু চালুর পর বরিশাল হবে সিঙ্গাপুর। কিন্তু গত দুই বছরে ওই অঞ্চলে একটিও ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি; আসেনি শিল্পের প্রধান উপকরণ গ্যাস। ভোলার গ্যাস পাইপলাইনে আদৌ বরিশালে কবে আসবে, তা অনিশ্চিত।

জানা গেছে, তেঁতুলিয়া ও কালাবদর নদীর তলদেশ দিয়ে বরিশাল-ভোলা পাইপলাইন নির্মাণের পথনকশা এখনও ঠিক হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয়, বিপরীতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ, অর্থায়নের জন্য সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখছে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড।

বরিশাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সাইদুর রহমান রিন্টু বলেন, সেতু চালুর পর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ হলেও ভারী শিল্পে হয়নি। এর প্রধান কারণ, ভোলার গ্যাস পাইপলাইনে আনতে না পারা।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে বরিশাল হয়ে কুয়াকাটার দূরত্ব ২৬৫ কিলোমিটার। এই মহাসড়ক মাত্র ২৪ ফুট প্রশস্ত। পদ্মা সেতু চালুর পর মহাসড়কে যানবাহন বেড়েছে কয়েক গুণ। কিন্তু ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা চার লেন মহাসড়ক কবে হবে, তা অনিশ্চিত। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সড়কের কারণেও বিনিয়োগ আসছে না।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বরিশাল জোন) আবুল কালাম আজাদ বলেন, দুই পাশে সার্ভিস লেনসহ ভাঙ্গা-বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প। জমি অধিগ্রহণ চলছে। সড়কের নকশা অনুমোদিত হয়েছে। অর্থায়নের জন্য আলোচনা চলছে।

কালের কণ্ঠ
২৭ জুন ২০২৪ | ১৩
২০ জিলহজ ১৪৪৫

শতাধিক রিক্রুটিং এজেন্সি দায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুই দেশের চুক্তির আওতায় গত ৩১ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়েছে মালয়েশিয়া। ওই সময় বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর ছাড়পত্র পাওয়া ১৬ হাজারের বেশি কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেননি। এই কর্মীরা কী কারণে মালয়েশিয়া যেতে পারেননি, তা নিয়ে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ওই তদন্ত কমিটি প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর গত সোমবার তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদনে ১৬ হাজারের বেশি কর্মী মালয়েশিয়া যেতে না পারার প্রধান কারণ হিসেবে ১০০টির বেশি রিক্রুটিং এজেন্সিকে দায়ী করা হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে গতকাল বুধবার এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, মালয়েশিয়ায় যেতে ওই উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ১০০টির বেশি বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির পাশাপাশি কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াকেও দায়ী করেছে তদন্ত কমিটি। তবে তদন্ত প্রতিবেদনে কোন কোন রিক্রুটিং এজেন্সির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি।

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় সূত্রে আরো জানা যায়, তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে মালয়েশিয়াসহ সব শ্রমবাজারকে সিন্ডিকেটমুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মী নিয়োগের অনলাইনব্যবস্থা

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন

- কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়াও ভুল ছিল
- মালয়েশিয়াসহ সব শ্রমবাজার সিন্ডিকেটমুক্ত করার সুপারিশ
- কর্মী নিয়োগে অনলাইনব্যবস্থা এফডাব্লিউসিএমএসের মাধ্যমে অনিয়ম

'এফডাব্লিউসিএমএস'-এর মাধ্যমে অনিয়ম করা হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, সরকার কর্মীপ্রতি খরচ ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা নির্ধারণ করলেও মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক কর্মীরা রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে চার লাখ টাকা থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত দিয়েছেন।

গত ২ জুন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নূর মো. মাহবুবুল হককে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের ২২ দিন পর তদন্তদল তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। প্রতিবেদন জমা দেওয়ার আগে কিংবা পরে কমিটির কোনো সদস্য এ নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সৈকত চন্দ্র হালদার কালের কণ্ঠকে জানান, বর্তমানে তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'মালয়েশিয়ায় যেতে কর্মীদের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত কমিটি মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করছেন। দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষ করে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হবে। সেখানে প্রতিবেদনের বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।'

২০২২ সালের আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ৩১ মে পর্যন্ত চালু ছিল মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এই ২২ মাসে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের জন্য পাঁচ লাখ ২৬ হাজার ৬৭৩ জন কর্মীর চাহিদাপত্র দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩১ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ জনশক্তি কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র পান চার লাখ ৯৩ হাজার ৬৪২ জন। আর ৩৩ হাজার ৩১ জন কর্মী বিএমইটির ছাড়পত্রই পাননি। অন্যদিকে ছাড়পত্র পাওয়া ১৬ হাজার ৯৭০ জন কর্মী শেষ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি। এই যেতে না পারা ১৬ হাজার কর্মীর বিষয়টি তদন্ত করা হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৯ জুন ২০২৪,

বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের সীমা তোলার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

মালদ্বীপে শ্রমিক সংকট

জাল নথি ব্যবহার করে নিয়োগের অভিযোগে গত ২২ মে বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দেয় মালদ্বীপ। সেই ঘোষণার এক মাস পেরুতেই বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া সীমা বাতিল করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে দেশটির সরকার। শ্রমিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠায় এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে তারা।

এ প্রসঙ্গে মালদ্বীপের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইহুসান বলেছেন, এটি (সীমা তুলে না দিলে) করা না হলে তারা শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না।

এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মালদ্বীপের পত্রিকা দ্য সান। এতে বলা হয়েছে, মালদ্বীপের আইন অনুযায়ী, প্রতিটি উৎস দেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা এক লাখের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে। এরই মধ্যে দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা ৯৬ হাজারে পৌঁছে গেছে।

গত মঙ্গলবার মালদ্বীপের পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির সঙ্গে এক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইহুসান বলেছেন, বর্তমান নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেশটিতে বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা লাখের ঘরে পৌঁছে যাবে। তিনি আরও বলেন, 'মালদ্বীপে শ্রমের বর্তমান চাহিদা এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ চাহিদার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের এক লাখের সীমা এমন কিছু যা আমাদের অবশ্যই বাদ দিতে হবে।'

তবে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের সীমা তুলে নেওয়ার আগে একটি সুরক্ষা নীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে

বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ধরেন আলী ইহুসান। এ ক্ষেত্রে দেশটিতে অবস্থান করা সব প্রবাসীর একটি বায়োমেট্রিক ডেটা রেকর্ড তৈরি করার কথাও বলেছেন তিনি।

মালদ্বীপে কাজের প্রসঙ্গে দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রবাসীদের অফিশিয়াল ওয়ার্ক পারমিট ছাড়াও তারা যে দ্বীপে কাজ করে সেখান থেকে একটি পৃথক পারমিট পেতে হবে। এমনটি করা হলে অবৈধ অভিবাসন রোধ করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

এর আগে জাল নথি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়ে যাওয়ার একাধিক ঘটনা নিয়ে তদন্তের মুখে গত ২২ মে দেশটিতে বাংলাদেশি অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশি শ্রমিকের ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা হিতে বিপরীত হতে পারে বলে মনে করেন আলী ইহুসান। তিনি বলেন, 'আমরা পার্লামেন্টে সীমাটি তুলে নেওয়ার সুপারিশ করব। তবে যতক্ষণ না আমরা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু না করি, ততক্ষণ আমরা এটি করব না।'

২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মালদ্বীপের তখনকার সরকার বাংলাদেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো সীমা বেঁধে দেয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই গত ডিসেম্বরে এ সীমারেখা তুলে নিয়েছিল। কিন্তু জাল নথি ব্যবহার করে অনুপ্রবেশের ঘটনায় গত মে মাসে আবারও বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

মালদ্বীপে অবৈধ অভিবাসন একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে 'কুরাঙ্গি' নামে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। এ অভিযানের মাধ্যমে দেশটিতে ইতিমধ্যে দেড় হাজারের বেশি অভিবাসীর বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

NEW AGE
FRIDAY, JUNE 28, 2024,

RMG exports grow in non-traditional markets except India

Staff Correspondent

BANGLADESH'S readymade garments exports in the July-May period of the 2023-24 financial year grew in all non-traditional markets except neighbouring India.

The country's apparel export destinations outside the European Union, the United States, the United Kingdom and Canada are considered non-traditional markets.

According to the Export Promotion Bureau data, Bangladesh's RMG exports in July-May of FY24 to the non-traditional markets grew by 6.47 per cent to $8.19 billion compared with that of $7.69 billion in the same period of the previous financial year.

But the country's apparel exports to India in the 11 months of FY24 declined by 23.11 per cent to $728.85 million compared with that of $947.86 million in the same period of FY23.

'We are optimistic about the future growth of Bangladeshi apparel to the non-traditional markets, as exporters are receiving better prices in those markets,' Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association senior-vice president Fazlee Shamim Ehsan told New Age on Thursday.

He said that Indian government had announced huge incentives on the investments in the RMG sector in some states to gain more share on the global market.

'With the government support, Indian manufacturers have already begun to increase their production capacity. As India expanded its capacity, Bangladesh's apparel exports have started encountering more non-tariff barriers in the market,' Fazlee Shamim said.

Although Bangladesh's apparel exports to major markets like the EU, the US and Canada have been struggling in recent months, exporters have remained optimistic about the future of non-traditional markets.

The country's apparel exports to the EU in July-May of FY24 witnessed a meagre 2 per cent growth to $21.65 billion while the earnings from the US fell by 3.43 per cent to $7.47 billion in the period compared with that in the same period of the previous year.

Among the non-traditional markets, Bangladesh's apparel exports to Australia in July-May of FY24 increased by 11.76 per cent to $1.18 billion compared with that of $1.06 billion in the same period of FY23.

RMG exports to Japan in 11 months of FY24 increased by 1.83 per cent to $1.48 billion compared with $1.46 billion in the same period of FY23.

Bangladesh's apparel exports to South Korea in July-May of FY24 increased by 14.34 per cent to $572.85 million compared with that of $501.01 million in the same period of FY23.

The country's RMG exports to Russia in the 11 months of FY24 increased by 15.50 per cent to $462.35 million while the exports to China grew by 23.23 per cent to $310.55 million in the period.

The EPB data also showed that Bangladesh's apparel exports to the United Arab Emirates in July-May of FY24 grew by 34.08 per cent to $368.94 while the RMG export earnings from Saudi Arabia increased by 58.28 per cent to $273.05 million in the period.

যুগান্তর
বুধবার ২৬ জুন ২০২৪
১২ আষাঢ় ১৪৩১

সংসদে প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

মালয়েশিয়া যেতে না পারাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে

সংসদ প্রতিবেদক

প্রবাসীকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, অনুমতি পেয়েও যেসব বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় যেতে পারেননি তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় প্রকৃত দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি। সোমবার জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন। চলতি অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত ১১ লাখ ৪৩ হাজার ৮২৩ জন বাংলাদেশির প্রবাসে কর্মসংস্থান হয়েছে বলে জানান তিনি।

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৬ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে জানিয়ে শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, যাদের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও মালয়েশিয়া যেতে পারেনি তাদের তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩ হাজারেরও বেশি অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটি অভিযোগ যাচাই-বাছাই করবে। যারা এ পরিস্থিতি তৈরির জন্য প্রকৃত দায়ী তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশ

↓

মালয়েশিয়া যেতে না পারাদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য বলছে, গত ২১ মে পর্যন্ত প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ৮৩৪ জন কর্মীকে মালয়েশিয়া যাওয়ার অনুমোদন দেয়। ২১ মের পর আর অনুমোদন দেওয়ার কথা না থাকলেও বিএমইটির তথ্য বলছে, মন্ত্রণালয় আরও এক হাজার ১১২ জন কর্মীকে দেশটিতে যাওয়ার অনুমোদন দেয়। যাদের ৩১ মের মধ্যে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল মালয়েশিয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩০ হাজারের বেশি বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় যেতে পারেনি বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

সময়ের আলো রোববার। ৩০ জুন ২০২৪।

চামড়ার শিল্পের জন্য হচ্ছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

● শাহনেওয়াজ

কুরবানির কিছুদিন আগে যেমন পশুর চামড়া নিয়ে হইচই হয়, আবার কুরবানির পর একই বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। কিছুদিন পর তা আবার থিতিয়ে যায়। এই চামড়ার বাজার থেকে শুরু করে ট্যানারি শিল্পের বর্তমান অবস্থা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন মহলকে এখন কিছুটা ভাবিয়ে তুলেছে। শুধু তাই নয়, সরকার চামড়া শিল্প নিয়ে এখন বেশ নড়েচড়ে বসেছে। যার প্রেক্ষিতে সরকার চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনা নিয়ে এখন একটি আইন তৈরি করতে যাচ্ছে। যে আইনের মাধ্যমে একটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্রটি জানায় সম্প্রতি বাংলাদেশ চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আইন নামে একটি আইন তৈরি করা হচ্ছে। আপাতত এই আইনের খসড়ার ওপর মতামত চেয়ে এক ডজনের বেশি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাছে পাঠানো হয়েছে। কী কারণে এই কর্তৃপক্ষ গঠন? এই প্রশ্নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা জানান, মূলত এই কর্তৃপক্ষ গঠনের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশে চামড়া শিল্প স্থাপন ও বিকাশের জন্য তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সরকারি কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন করা হবে তার উন্নয়ন থেকে শুরু করে এর পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো কার্যকর করা। একই সঙ্গে বেশ কিছু বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জানা গেছে, কর্তৃপক্ষের পরিচালনা করার জন্য একটি বোর্ড থাকবে। যে বোর্ডে সভাপতি হবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব। এ ছাড়াও সদস্য হিসেবে থাকবেন বিসিক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি, ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির পরিচালক। এ ছাড়াও বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। পাশাপাশি বিসিকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

কর্তৃপক্ষের জন্য একটি ভবন থাকবে। সরকার এই কর্তৃপক্ষের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেবেন। আপাতত কর্তৃপক্ষের জন্য যে তহবিল থাকবে সেখানে

- বাংলাদেশে চামড়া শিল্প স্থাপন, বিকাশ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যই গঠন করা হচ্ছে কর্তৃপক্ষ
- বাংলাদেশ চামড়া শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আইন নামে একটি আইন তৈরি করা হচ্ছে
- কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করার জন্য একটি বোর্ড থাকবে

সরকার ছাড়াও সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন উৎস থেকে ঋণ নেবে। এ ছাড়া ব্যাংকে রাখা গচ্ছিত অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদ বা কোন ধরনের ফি দিয়ে এই কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। কর্তৃপক্ষকে সরকারের কাছে রিপোর্ট দিতে হবে।

এদিকে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট ইন্ডাস্ট্রি বিশেষ করে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নিয়ে সম্প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয় একটি কর্মশালার আয়োজন করে। অর্থাৎ কুরবানির পর চামড়া নিয়ে যখন হইচই শুরু হয় এরপরই কানে পানি যায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের। তড়িঘড়ি করে গত ২৪ জুন এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানা গেছে। কর্মশালায় চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়েও পরিকল্পনার একটি ছক তৈরি করা হয়।

জানা গেছে, যে নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়ে পরিকল্পনা করা হয় তাতে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নীতিমালা বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, সকল অংশীজনের সক্রিয় সম্পৃক্ততা। এর জন্য প্রয়োজন একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। উল্লেখ করা হয়, এই খাতের বিকাশে বেসরকারি খাতের যেমন সম্পৃক্ততা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পর্যাপ্ত ও কার্যকর অবকাঠামো গঠন। এর পাশাপাশি রয়েছে অর্থায়ন ও অন্যান্য আইনকানুন ও বিধিবিধান নিশ্চিত করা। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করার জন্য সরকারি খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

জানা গেছে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করার জন্য বিদ্যমান পরিবেশ বিষয়ক আইন ও নীতিমালা সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। আর তা করবে পরিবেশ অধিদফতর। এ ব্যাপারে বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মান পূরণ করার জন্য যেসব সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের কথা বলা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এর পাশাপাশি বিসিক ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়। এরা কী করতে পারে যে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, আন্তর্জাতিক মান পূরণ করার জন্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা নিরূপণের জন্য সরকারসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ও রিটেইলারের মধ্যে সমন্বয় করা।

শিল্প কারখানার দূষণ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে। যেখানে পরিবেশ অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় একসঙ্গে কাজ করবে। তবে এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, বেসরকারি খাত ও বিসিককে।

ট্যানারিগুলোর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধি বিধান অনুযায়ী ট্যানারিগুলোর কমপ্লায়েন্স পর্যালোচনা করা। এই কাজগুলো করবে বিসিক, বেসরকারি খাত, ব্যবসায়ী সংগঠন। আরও উল্লেখ করা হয়েছে, আইনি বিষয় লঙ্ঘন ও পরিবেশ বিষয়ক অপরাধ তদন্ত ও অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য সংরক্ষণাগার ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা চালু করা।

শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেখানে কারিগরি শিক্ষা ও মাদরাসা বিভাগ বাস্তবায়ন করবে।

যুগান্তর | শনিবার ২৯ জুন ২০২৪
১৫ আষাঢ় ১৪৩১

রেমিট্যান্সের চেয়ে বিদেশিদের বেতনভাতা তিনগুণ

যুগান্তর প্রতিবেদন

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বাংলাদেশ

প্রবাসীদের দেশে পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবাহের তিনগুণের বেশি অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বাংলাদেশ থেকে বেতনভাতা বাবদ নিয়ে গেছেন বিদেশি কর্মীরা। ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে সোয়া ১১ গুণ। একই সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নিজ দেশে বৈদেশিক মুদ্রায় নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে সোয়া ৩৭ গুণ। রেমিট্যান্স বৃদ্ধির চেয়ে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়ছে। শুধু ২০২৩ সালেই বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশ থেকে বেতনভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় নিয়েছেন ১৫ কোটি ডলার। ওই সময়ে ডলারের দাম অনুযায়ী ১৬৫০ কোটি টাকা। বৈধভাবে নেওয়ার চেয়ে আরও বেশি অর্থ নেওয়া হচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। এর মাধ্যমে দেশ থেকে টাকা পাচারের নজিরও রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানো ও রেমিট্যান্স আসার চিত্র তুলে ধরা হয়।

বৈধ বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতার আড়ালে টাকা পাচার হচ্ছে, অবৈধ কর্মীরা হুন্ডির মাধ্যমে পাচার করছে

দেশে বৈধ বিদেশি নাগরিক ১ লাখ ৭ হাজার ১৬৭ জন, অবৈধসহ আরও বেশি হবে

সূত্র জানায়, সরকারের সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশে অবস্থানরত বৈধ বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৭ হাজার ১৬৭ জন। এর মধ্যে বেশি ভারতীয় নাগরিক, দ্বিতীয় অবস্থানে চীনের নাগরিক। ভারতীয় ৩৭ হাজার ৪৬৪ এবং চীনের ১১ হাজার ৪০৪ জন। বাকিরা অন্যান্য দেশের। তাদের বেশির ভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসাবে নিয়োজিত। এর বাইরে অবৈধভাবে আরও অনেক বিদেশি আছেন, যাদের হিসাব এর মধ্যে নেই।

আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থান করে কাজ করলে আয়কর প্রদান ও কাজের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। দেশে কাজ করতে হলে বিদেশিদের এ-থ্রি ভিসা নিতে হয়। ২০০৬ সালে প্রণীত ভিসা নীতিমালা সংশোধন করে প্রকল্পে কাজ করলে এ-থ্রি ভিসা নেওয়ার বিধানটি তুলে দেওয়া হয়। ফলে ওই সময়ের পর থেকে এ থ্রি ভিসা ছাড়াই বিদেশি কর্মীরা কাজ করতে পারছেন। এতে দেশে আসা বিদেশিদের কাজের ধরন সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সরকারের কোনো সংস্থার কাছে নেই। তবে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশিদের একটি তথ্যভান্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বৈধ বিদেশি কর্মীরা যেমন বাংলাদেশ থেকে বৈধ ও অবৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন, তেমনি অবৈধ কর্মীরাও হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ট্রাস্কফোর্সের এক তদন্তে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উচ্চতর বেতনভাতা দেওয়ার নামে দেশ থেকে টাকা পাচারের ঘটনা ধরা পড়েছে। এমন ঘটনাও ধরা পড়েছে, বিদেশি কর্মী নেই, অথচ তার নামে বিদেশে বেতনভাতা পাঠানো হচ্ছে ব্যাংকিং চ্যানেলে।

বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে বিভিন্ন দেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠানো ও রেমিট্যান্স আসার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ২০০০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে বাংলাদেশ থেকে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে ৩৭ দশমকি ২৬ গুণ। একই সময়ে বিদেশ থেকে প্রবাসীদের বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবণতা বেড়েছে ১১ দশমিক ২৬ গুণ। আলোচ্য সময়ে রেমিট্যান্সের তিনগুণের বেশি বেড়েছে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা নেওয়ার প্রবণতা। বছরভিত্তিক হিসাবেও দেখা যাচ্ছে রেমিট্যান্সের চেয়ে বেশি বাড়ছে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নেওয়ার পরিমাণ। ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে দেশে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৩ শতাংশ। একই সময়ে বিদেশি কর্মীদের দেশ থেকে বেতনভাতা নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে সাড়ে ১০ শতাংশ।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০০০ ও ২০০১ সালে বিদেশি কর্মীরা বাংলাদেশ থেকে বছরে ৪০ লাখ ডলার করে নিয়েছেন ৮০ লাখ ডলার। ২০০২ ও ২০০৬ সালে ৬০ লাখ ডলার করে ১ কোটি ২০ লাখ, ২০০৩ সালে ৭০ লাখ, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে ৮০ লাখ করে ১ কোটি ৬০ লাখ এবং ২০০৬ ও ২০০৭ সালে ৩০ লাখ করে নিয়েছেন ৬০ লাখ ডলার। ২০০৮ সালে প্রথমবার বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নেওয়ার প্রবণতা কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। ওই বছর তারা নিয়েছেন ১ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ২০১০ সালে আবার কিছুটা কমে ৯০ লাখ ডলার নেওয়া হয়। ২০১১ ও ২০১২ সালে নিয়েছেন ১ কোটি ২০ লাখ করে ২ কোটি ৪০ লাখ ডলার। ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২ কোটি ডলারে। ২০১৪ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলারে। ২০১৫ সালে ৩ কোটি ২০ লাখ, ২০১৬ সালে ৪ কোটি ১০ লাখ এবং ২০১৭ সালে ৪ কোটি ৭০ লাখ ডলার নিয়েছেন। ২০১৮ সালে ৫ কোটি ৭০ লাখ ডলারে দাঁড়ায়। ২০১৯ সালে বিদেশি কর্মীদের বেতনভাতা নেওয়ার প্রবণতা আরও বেড়ে ৮ কোটি ৩০ লাখ ডলার হয়। ২০২০ সালে ৯ কোটি ৫০ লাখ, ২০২১ সালে ১০ কোটি এবং ২০২২ সালে ১৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার নেওয়া হয়। ২০২৩ সালে নেওয়া হয় ১৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার, যা মোট জিডিপির দশমিক ০৩ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশে বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় এবং বড় শিল্পগুলোয় বিদেশি কর্মীদের সংখ্যা বেড়েছে। এ কারণে তাদের বেতনভাতা নেওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। বর্তমানে বিদেশি কর্মীরা যে বেতনভাতা পান, এর ৭৫ শতাংশ তিনি নিজ দেশে বা অন্য কোনো দেশে বৈদেশিক মুদ্রায় পাঠাতে পারেন।

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ২০২৩ সালে আফগানিস্তান থেকে বিদেশি কর্মীরা বেতনভাতা হিসাবে নিয়েছেন ১৭ কোটি ৮০ লাখ, ভুটান থেকে ৭ কোটি ৮০ লাখ, ভারত থেকে ১ হাজার ২৩৬ কোটি, নেপাল থেকে ৫ কোটি ২০ লাখ, পাকিস্তান থেকে ৩১ কোটি ৭০ লাখ এবং শ্রীলংকা থেকে ৪০ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২২ সালে মালদ্বীপ থেকে নিয়েছেন ৫৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮
১ জুন ২০২৪

মতিঝিলে কাগজের বান্ডিলের নিচে চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুলে একটি প্রিন্টিং কারখানায় কাগজের বান্ডিলের নিচে চাপা পড়ে তুষার গায়েন (১৮) নামে এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রিন্টিং প্রেস কারখানার মালিক মো. সম্রাট সরকার জানান, মতিঝিল ফকিরাপুল ১ নম্বর গলিতে সেবা প্রিন্টিং প্রেস নামে একটি কারখানা আছে। সেখানেই কাজ করত তুষার। কারখানা বন্ধ থাকায় কারখানার ভেতরেই ছিল। কারখানার মধ্যে ঘুমিয়েছিল তুষার। সুব্রত নামে আরেক কর্মচারী বিকালে তুষারকে ডাকতে যায়। কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ফোনে আমাকে জানায়।

তিনি আরো জানান, কারখানা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন কাগজের বান্ডিলের নিচে চাপা পড়ে আছে তুষার। পরে থানায় খবর দেওয়া হয়। থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত তুষারের খালাতো ভাই মো. রাসেল মিয়া জানান, তাদের বাড়ি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে। বাবার নাম ইসলাম গায়েন। বর্তমানে ফকিরাপুলের ঐ কারখানায় কাজ করত এবং সেখানেই থাকত তুষার।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. বাচ্চু মিয়া জানান, ফকিরাপুল থেকে এক প্রেস কর্মচারীকে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি মতিঝিল থানা পুলিশ তদন্ত করছে।

সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে তিন জেলে নিখোঁজ

■ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

পশ্চিম সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের কোবাদক ফরেস্ট স্টেশন থেকে পাশ নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে ঘূর্ণিঝড় রিমালের কবলে পড়ে নৌকাসহ তিন জেলে নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত শুক্রবার (৩১ মে) নিখোঁজ জেলেদের পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি জানান।

নিখোঁজ জেলেরা হলেন সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পদ্মপুকুর ইউনিয়নের চণ্ডীপুর গ্রামের বাবুর আলীর ছেলে সাইদুর রহমান (৪২), হযরত আলীর ছেলে হায়দার আলী (৩০) ও গোলাম রব্বানীর ছেলে লিফন (৩০)।

স্থানীয় ইউপি সদস্য জামাল হোসেন জানান, গত ২৩ মে সুন্দরবনে মাছ ধরতে যান তারা। গত শনিবার (২৫ মে) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সর্বশেষ যোগাযোগ হয়, ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর থেকে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবারের সদস্যরা।

কোবাদক স্টেশনের স্টেশন অফিসার মোবারক হোসেন বলেন, 'এখনো পর্যন্ত আমরা এমন কোনো খবর পাইনি। তবে নিখোঁজ জেলেদের ভাই আবু সালেহ ট্রলার নিয়ে খুলনা রেঞ্জের নলিয়ানে গেছেন খোঁজ করতে। জেলেরা সুন্দরবনের মিশিনখালী খালে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হন। তবে আমরাও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

পশ্চিম সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) এ জেড এম হাছানুর রহমান বলেন, 'সুন্দরবনে মাছ ধরতে যাওয়া তিন জেলে নিখোঁজের খবর পেয়েছি। আমরা যাচাই-বাছাই করছি কত জন গিয়েছিল এবং কত জন ফিরেছে। তথ্য পেলে দ্রুত নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে কাজ করবে বন বিভাগ।'

যুগান্তর
শনিবার ১ জুন ২০২৪

রিমালে নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

বরিশাল ব্যুরো

ঘূর্ণিঝড় রিমালের বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে বরিশালের কীর্তনখোলা নদীতে মাছ ধরতে নেমে নিখোঁজ জেলে জাহাঙ্গীর ঘরামীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিখোঁজের চার দিন পর শুক্রবার বিকালে কীর্তনখোলা থেকে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। জাহাঙ্গীর বরিশাল নগরীর ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্গবন্ধু কলোনির বাসিন্দা বারেক ঘরামীর ছেলে। নিহত জাহাঙ্গীরের বোন নাজমা বেগম বলেন, সোমবার সকালে সে (জাহাঙ্গীর) বাড়ি থেকে বের হয়ে মাছ ধরতে নদীতে যায়। এরপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। বরিশাল সদর নৌ-থানার ওসি আব্দুল জলিল বলেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর হয়েছে।

বণিক বার্তা সোমবার, জুন ৩, ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আটজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আটজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে গাজীপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, গাইবান্ধা, বান্দরবান ও কুড়িগ্রামে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাজীপুর : শ্রীপুরে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে পিকআপে থাকা দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল ভোরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জৈনাবাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পিকআপচালক সুনামগঞ্জের চঞ্চল রায় (৩০) ও রাজধানীর মোহাম্মদপুরের রিপন (৩৫)। মোহাম্মদপুরে মাছ সরবরাহ শেষে ময়মনসিংহের ভালুকায় ফিরছিলেন তারা।

মাওনা হাইওয়ে পুলিশের এসআই মো. ইসমাইল হোসেন জানান, দুজনের মরদেহ হাইওয়ে থানায় রয়েছে। তাদের স্বজনরা এসেছেন। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩
Dhaka : Monday 3 June 2024

সুন্দরবনে ৭ দিন নিখোঁজ থাকার পর ৩ জেলে উদ্ধার

প্রতিনিধি, সাতক্ষীরা

ঘূর্ণিঝড় রেমালের কবলে পড়ে সুন্দরবনে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ তিন জেলেকে ৭ দিন পর উদ্ধার করেছেন সাতক্ষীরা রেঞ্জের কোবাতক বন স্টেশন অফিসের সদস্যরা। গত শনিবার সকাল ৭টায় গভীর সুন্দরবনের নিশিনখালী খাল এলাকায় একটি উঁচু গাছ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ওই ৩ জেলে হলেন– সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা পদ্মপুকুর ইউনিয়নের চণ্ডিপুর এলাকার বাবুর আলীর ছেলে সাইদুর রহমান এবং একই এলাকার হযরত আলীর ছেলে হায়দার আলী ও গোলাম রব্বানীর ছেলে লিটন। গত ২৫ মে সাতক্ষীরা রেঞ্জের কোবাতক বনস্টেশন হতে মাছ ধরার অনুমতি নিয়ে ওই জেলেরা সুন্দরবনে প্রবেশ করেন এবং ২৬ মে সুন্দরবনে ঘূর্ণিঝড় রেমালের কবলে পড়ে নিখোঁজ হন তারা। উদ্ধার হওয়া এক জেলে হায়দার আলী বলেন, ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়। এ সময় কোন রকমে সাঁতার দিয়ে সুন্দরবনে উঠে বড় গাছে আশ্রয় গ্রহণ করি আমরা। গত ৭ দিন আমরা সুন্দরবনে গাছের ফল খেয়ে কোন রকমে বেঁচে ছিলাম।

এ বিষয়ে কোবাতক বন স্টেশন অফিসার (এসও) মোবারক হোসেন জানান, ওই জেলেদের পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি জানানোর পরে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান তল্লাশী করে গভীর সুন্দরবনের নিশিনখালী খাল এলাকায় একটি উঁচু গাছ থেকে জেলেদেরকে উদ্ধার করে তাদের নিজ নিজ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। পশ্চিম সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জের সহকারী বনসংরক্ষক (এসিএফ) এজেডএম হাসানুর রহমান জানান, জেলেদেরকে উদ্ধার করে তাদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৯
২ জুন ২০২৪

ঢামেকের পাশের রাস্তায় যুবকের লাশ

ফার্মগেটে এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে এক জন আহত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর ফার্মগেটে এসি মেরামতের সময় বিস্ফোরণে মো. দিদার হোসেন (২৯) নামে এক যুবক আহত হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে ফার্মগেট গ্রীন সুপার মার্কেটের বিপরীত পাশে নিচতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মো. আবু নাঈম নামক এক যুবক আহত দিদার হোসেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশের রাস্তা থেকে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই যুবকের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

ঢামেক হাসপাতালে আবু নাঈম জানান, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তারা এসি মেরামত করছিল। সেটি মেরামত করছিল দিদার হোসেন। এমন সময় সেটি বিস্ফোরিত হলে সে আহত হয়। আহত দিদার হোসেন নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খোরশেদ আলমের ছেলে।

ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ (ইন্সপেক্টর) বাচ্চু মিয়া জানান, দিদার নামের ওই যুবকের অবস্থা খুবই গুরুতর। তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাধীন দেওয়া হচ্ছে। এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশের রাস্তা থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। গতকাল শনিবার বিকালে খবর পেয়ে শাহবাগ থানা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ইমন মো. ইশতিয়াক জানান, ওই যুবক ভবঘুরে প্রকৃতির। বিকালে জরুরি বিভাগের বাইরে আনাস হোটেলের সামনের রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে সেখান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

যুগান্তর
রোববার ২ জুন ২০২৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

ডেমরায় স্টিল মিলের গিয়ার বক্স বিস্ফোরণে আহত ৭ শ্রমিক

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর ডেমরা বাঁশের এলাকায় জহির স্টিল অ্যান্ড রোলিং মিলে অতিরিক্ত তাপে গিয়ার বক্স বিস্ফোরিত হয়ে সাত শ্রমিক আহত হয়েছেন। তারা হলেন সিফট ইনচার্জ তরিকুল ইসলাম (৩৪), মো. রনি (৩৪), ফিটারম্যান সুজন (২৫), ইলেকট্রিশিয়ান আমিনুল ইসলাম (২৬), দীপন দাস (৩৫), সুপারভাইজর কাঞ্চন (২৭) ও শফিকুল ইসলাম (২৫)। তাদের শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিলের সুপারভাইজার শাকিব খান। ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক বাচ্চু মিয়া জানান, সাতজনের মধ্যে রনি, কাঞ্চন, দীপনকে ঢামেক বার্ন ইউনিটে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। বাকি চারজনের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা চলছে। তাদের মধ্যে তরিকুল ও সুজনের অবস্থা গুরুতর।

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ৫, ২০২৪

হবিগঞ্জ ও জামালপুরে বজ্রপাতে তিন কৃষকের মৃত্যু

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিলেট ও জামালপুর

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে জমি চাষ করার সময় বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে খড় শুকানোর সময় বজ্রপাতে আরো এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো তিনজন। গতকাল বিভিন্ন সময় এ ঘটনা ঘটে।

চুনারুঘাট উপজেলার মিরাশী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আইয়ুব আলী তালুকদার জানান, কৃষক আব্দুস সালাম (৪০) ও প্রসু দেবনাথ (৪০) রূপসপুর দক্ষিণ হাওরে জমি চাষ করছিলেন। এ সময় বজ্রপাত হলে প্রসু দেবনাথ ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয়রা আহতাবস্থায় সালামকে চুনারুঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

আব্দুস সালাম উপজেলার মিরাশী ইউনিয়নে ভুলারজুম গ্রামের মৃত আব্দুর রশিদের ছেলে এবং প্রসু দেবনাথ রূপসপুরের সতীশ দেবনাথের ছেলে।

চুনারুঘাট থানার ওসি হিল্লোল রায় জানান, বজ্রপাতে দুজন মারা যাওয়ার খবর পেয়েছেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

অন্যদিকে জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে খড় শুকানোর সময় বজ্রপাতে ফরিদ মিয়া নামে এক কৃষক মারা গেছেন। এ ঘটনায় এরশাদ, শাহজালাল ও সবুজ মিয়া গুরুতর আহত হন। গতকাল সকালে উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নের চর সরিষাবাড়ীতে এ ঘটনা ঘটে। ফরিদ মিয়া সাতপোয়া ইউনিয়নের চর সরিষাবাড়ী পূর্বপাড়ার পানা মিয়ার ছেলে।

সাতপোয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু তাহের জানান, ফরিদ মিয়াসহ কয়েকজন কৃষক বাড়ির পাশে খোলা মাঠে খড় শুকানোর কাজ করছিলেন। সকালে বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে ফরিদ মিয়াসহ চারজন গুরুতর আহত হন। আহতদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ফরিদ মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক রবিউল ইসলাম জানান, ফরিদ মিয়াকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যু হয়েছে। অন্য তিনজনের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, জুন ৪, ২০২৪

মৌলভীবাজারে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১২

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও বরিশালে আরো নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মৌলভীবাজার : গত রোববার সন্ধ্যায় কুলাউড়া উপজেলার আছুরিঘাটে সিএনজি অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয় একটি কাভার্ড ভ্যান। এতে জুড়ী উপজেলার কুচাই ফাঁড়ি চা বাগানের বাসিন্দা পুজন মুন্ডা (৩৫) নামে এক আদিবাসী যুবক ঘটনাস্থলে মারা যান। আহত হন গাড়িচালকসহ পূজন মুণ্ডার পরিবারের আরো চার সদস্য। আহতদের উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল দুপুরে দীনবন্ধু মুণ্ডা (৫৫) ও তার বড় ভাই রবীন্দ্র মুণ্ডা (৬০) মারা যান।

পুলিশ ও নিহতের স্বজনরা জানান, শ্রীমঙ্গল উপজেলার রাধানগর চা বাগানে দীনবন্ধু মুণ্ডার মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন তারা। সন্ধ্যায় আছুরিঘাট এলাকায় অটোরিকশাটিকে সামনে থেকে ধাক্কা দেয় কাভার্ড ভ্যান।

কুলাউড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) ক্যাশৈনু মারমা জানান, ময়নাতদন্ত শেষে নিহতদের পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে। দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানচালক পালিয়ে গেছেন। তবে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে।

বাসস্ট্যান্ডে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ও এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পাটুরিয়াগামী একটি কার্ভাড ভ্যান বিপরীতগামী অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। অটোরিকশাটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। চালক শিবালয়ের আমিনুর ইসলাম ও যাত্রী একই উপজেলার ছোট আনুলিয়া গ্রামের রুবেল মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যান। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরংগাইল হাইওয়ে থানার ওসি মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ জুন ২০২৪,

বিদ্যুৎকর্মীর মৃত্যু

পটুয়াখালীর বাউফলে ঘূর্ণিঝড় রিমালের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটি বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করার সময় পল্লী বিদ্যুতের এক কর্মী (লাইন ক্রু, লেভেল-১) বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেছেন। গতকাল সোমবার বেলা একটার দিকে উপজেলার চরনিমদী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া মোহাম্মদ হাসনাইনের (২২) বাড়ি ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চালিতাতলী গ্রামে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পল্লী বিদ্যুতের এক মাঠকর্মী বলেন, 'লাইন সংযোগ দেওয়ার সময় একজন সিনিয়র টেকনিশিয়ান সেখানে থাকা প্রয়োজন; কিন্তু আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জুনিয়রদের প্রেশার দিয়ে টেকনিশিয়ান ছাড়াই কাজটা করানোর কারণে হাসনাইন নিহত হয়েছেন।' পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বাউফল জোনাল অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, এ অভিযোগ সত্য না। হাসনাইন ট্রান্সফরমার বন্ধ না করে সংযোগ দিচ্ছিলেন। এ ভুলের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিনিধি, *বাউফল, পটুয়াখালী*

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ৩ জুন ২০২৪।

ডেমরায় নির্মীয়মাণ ভবনে বিদ্যুৎস্পর্শে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় নির্মীয়মাণ ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. তারেক হোসেন (২০) নামের একজন নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পেশায় তিনি রডমিস্ত্রির সহকারী ছিলেন। গতকাল রবিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া সহকর্মী মো. আজিজুল বলেন, নির্মীয়মাণ ভবনের দ্বিতীয় তলার মেঝে পরিষ্কার করার জন্য নিচে গিয়ে তারেক বৈদ্যুতিক পানির মোটরের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পর্শে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সংবাদ
সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
: Monday 3 June 2024

ঈশ্বরদীতে রাসেল ভাইপারের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ঈশ্বরদী (পাবনা) .

পাবনার ঈশ্বরদীতে কলাবাগানে কাজ করার সময় বিষধর রাসেল ভাইপার সাপের কামড়ে হাফিজুর রহমান নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার সকালে নিজ বাড়িতে মারা যান তিনি। নিহত হাফিজুর রহমান উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের দীঘা গ্রামের আফসার হোসেন খানের ছেলে।

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) শফিকুল ইসলাম শামীম জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২২ জ্যৈ
৫ জুন ২০২৪

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই সহোদরসহ ছয় জন নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, চৌদ্দগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক মো. সাগর ও হেলপার বেলাল হোসেন নিহত হয়েছেন। তারা দুই ভাই কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার ঝিনাইহাট এলাকার বড়গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ছেলে। মঙ্গলবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কালিকাপুর ইউনিয়নের ছুপুয়া এলাকার লালারপুল নামক স্থানে ঢাকাগামী কাভার্ড ভ্যানের ইঞ্জিন বিকল

হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে চালু করার জন্য অপর একটি ট্রাক প্রস্তুতি নেওয়া অবস্থায় দ্রুতগতিতে আসা আরেকটি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দেয়। এ সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানের চালক ও হেলপার দুই গাড়ির মাঝখানে আটকে যায়। স্থানীয় জনগণ ও চৌদ্দগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহত কাভার্ড ভ্যান চালক ও হেলপারের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বেনাপোল (যশোর) সংবাদদাতা জানান, বেনাপোলের সীমান্তবর্তী উপজেলা শার্শার বেনাপোল-যশোর মহাসড়কের নাভারন ফরেস্ট অফিসের সামনে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত হয়েছেন। এক জন নাভারন ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আলহাজ নাসির উদ্দীন (৬২) এবং অপর জন জাপান-বাংলাদেশ এনজিও নাভারন শাখার নৈশপ্রহরী আলী বকস (৬৬)। মঙ্গলবার ভোরে নাভারন ফরেস্ট অফিসের পাশের মসজিদে ফজরের নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা মসজিদে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেনাপোলগামী একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদেরকে চাপা দেয়। স্থানীয়রা উদ্ধার করে যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। নাভারন হাইওয়ে পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সিদ্ধার্থ জানান, নিহত শিক্ষকের ও নৈশপ্রহরীর লাশ যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, চন্দনাইশে সোমবার রাত ১১টায় সড়ক দুর্ঘটনায় এডিশন (গাম) ফ্যাক্টরির এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম তাপস দাশ (৩৫)। তিনি চন্দনাইশ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড জোয়ারা এলাকার দয়াল দাশের ছেলে। তাপস দাশ ফ্যাক্টরির কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে নতুন ব্রিজে রাস্তার পারাপারের সময় দ্রুতগামী বাস চাপা দেয়। তাকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় কাউন্সিলর শাহেদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

বৃহস্পতিবার, জুন ৬, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৩, ১৪৩১ বণিক বার্তা

খুলনায় তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

খুলনার পাইকগাছায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ঢাকা, শেরপুর, গাইবান্ধা ও সিরাজগঞ্জে আরো ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে :

খুলনা : গতকাল সকালে পাইকগাছা উপজেলার চাঁদখালীর গজালিয়া থেকে ইঞ্জনচালিত একটি ভ্যান যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল। শিববাটি সেতু এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক ইসমাইল হোসেন (৬০) এবং মোটরসাইকেল আরোহী মো. রিয়াদ গাজী (২৫) ও মাহবুব গাইন (২৮) মারা যান। পাইকগাছা থানার ওসি ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ইসমাইল হোসেন পাইকগাছার চাঁদখালী ইউনিয়নের শাজাপাড়ার বাসিন্দা। রিয়াদ গাজী পাইকগাছা পৌর শহরের শিক্ষক আবিদুর রহমানের ছেলে এবং মাহবুব গাইন গড়ইখালী গ্রামের হারুন গাইনের ছেলে।

ঢাকা : রাজধানীতে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল ও রাত ১০টার দিকে উত্তরা তিন নম্বর সেক্টরে এ দুটি দুর্ঘটনা ঘটে।

কদমতলী থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, তিনি মাতুয়াইল মা ও শিশু হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একটি কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক গুরুতর আহত হন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তবে তার নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে উত্তরা তিন নম্বর সেক্টরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহজাদা (৪৭) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তার সহকর্মী মো. রাফাতুজ জামান জানান, তারা ইকোলজিকস নামে একটি আইটি ফার্মে চাকরি করেন। শাহজাদা আইটি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তার বাসা মোহাম্মদপুর এলাকায়। রাতে ডিউটি শেষ করে বাসায় যাচ্ছিলেন। উত্তরা তিন নম্বর সেক্টরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি ট্রাক ধাক্কা দেয় শাহজাদাকে। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাত ১১টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এছাড়া নবাবগঞ্জের বেনুখালী এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে শফিউদ্দিন বাবলু (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শেরপুর : জেলার নকলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে রাশেদুল হাসান (২৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল নকলা বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাশেদুল হাসান শেরপুর সদর উপজেলার সাইদুল হকের ছেলে। তিনি মাওনা এলাকার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন রাশেদুল।

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে কাভার্ড ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে বোগদহ উত্তর কলোনি জামে মসজিদের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুস্তম আলী ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চরশ্রীরামপুর গ্রামের মৃত মাহাতাব আলীর ছেলে। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দিনাজপুরগামী ট্রাকের সঙ্গে বিপরীতমুখী কাভার্ড ভ্যানের সংঘর্ষ হয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের চালক রুস্তম গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য বগুড়া নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি মারা যান।

সিরাজগঞ্জ : জেলার তাড়াশে নসিমনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তোজাম উদ্দিন (৩৮) নামে এক ট্রাক্টরচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মানিকচাপড় গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. তোজাম উদ্দিন উপজেলার তালম ইউনিয়নের উপরসিলেট গ্রামের মৃত মো. সিরাজ আলীর ছেলে।

শুক্রবার, জুন ৭, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৪, ১৪৩১ বণিক বার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

টাঙ্গাইল : কালিহাতীতে ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত দেড়টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কের আনালিয়াবাড়ীর ৯ নম্বর সেতুর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার ওসি মোহাম্মদ আলমগীর আশরাফ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

নিহতরা হলেন কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মশাউরা গ্রামের মুনছুর শেখের ছেলে ও পিকআপচালক শিপন (৪০) এবং বাগেরহাট সদর উপজেলার কান্দাপাড়া গ্রামের মৃত শেখ আলিমুদ্দিনের ছেলে ও পিকআপের হেলপার শেখ মুহাম্মদ আসলাম (৫৫)।

পুলিশ জানায়, রাতে পণ্য নিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। পথে ঢাকাগামী একটি পিকআপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই পিকআপের চালক

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ জুন ২০২৪ | ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

মোটরবাইক-ভ্যান সংঘর্ষে পাইকগাছায় ঝরল ৩ প্রাণ

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে নিহত আরও ৫

যুগান্তর ডেস্ক

খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় মোটরসাইকেল-ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। উপজেলার শিববাড়ী ব্রিজের দক্ষিণে কাটাখালী-আলমতলা তিন রাস্তার মোড়ে বুধবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ স্থানে আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ঢাকার নবাবগঞ্জে মোটরসাইকেল আরোহী, পাবনার চাটমোহরে বৃদ্ধা, পটুয়াখালীর বাউফলে শ্রমিক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরাইলে প্রবাসী এবং শেরপুরে মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। **স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

পাইকগাছা (খুলনা) : নিহতরা হলেন ভ্যানচালক ইসমাইল গাজী, পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের আবেদুর রহমান গাজীর ছেলে মোটরসাইকেল আরোহী রিয়াদ ও গড়ইখালী গ্রামের হারুন গাইনের ছেলে মাহবুবুর রহমান। পাইকগাছা থেকে রিয়াদ ও তার বন্ধু মাহবুবুর কয়রা জায়গীর মহলের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ভ্যানের সঙ্গে ওই স্থানে সংঘর্ষ বাধে। এতে ঘটনাস্থলেই ইসমাইলের মৃত্যু হয়। বাকি দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

দোহার-নবাবগঞ্জ : নবাবগঞ্জ উপজেলায় অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আরোহী বাবুল হোসেন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার বেনুখালী গ্রামের আঞ্চলিক প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাবুল উপজেলার আগলা ইউনিয়নের ছাতিয়া গ্রামের সামসুদ্দিন মাদবরের ছেলে।

চাটমোহর (পাবনা) : চাটমোহরে দুই অটোরিকশার সংঘর্ষে বৃদ্ধা রেজিয়া খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের তেবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি একই ইউনিয়নের ধূলাউড়ি দিয়ারপাড়া গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের স্ত্রী।

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : সরাইলে অটোরিকশাকে ওভারটেক করতে গিয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সৌদি প্রবাসী আসিফের মৃত্যু হয়েছে। একদিন আগেই তিনি গাড়িটি কিনেছিলেন। বুধবার দুপুরে সরাইল-নাসিরনগর সড়কের ধরন্তী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আসিফ উপজেলার সদর ইউনিয়নের সৈয়দটুলা গ্রামের উত্তরপাড়ার লিংকন মিয়ার ছেলে।

শেরপুর : নকলায় প্রাইভেটকার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে চালক রাশিদুল হাসান রাসেল প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার গোড়দ্বার বাজার সংলগ্ন এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাশিদুল শেরপুর সদর উপজেলার ভাতশালা ইউনিয়নের কুঠুরাকান্দা গ্রামের সাইদুল হকের ছেলে।

বাউফল (পটুয়াখালী) : বাউফলে কালিশুরী বাজার এলাকায় বুধবার অটোর ধাক্কায় শ্রমিক মো. সোহাগ মারা গেছেন। তিনি উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের নিজ তাঁতেরকাঠী গ্রামের বাসিন্দা কলম গাজীর ছেলে।

যুগান্তর | শনিবার ৮ জুন ২০২৪ | ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালকের মৃত্যু

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের টঙ্গীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রিকশাচালক শাহিন আলমের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় টঙ্গীর পাগাড় ঘাটপাড় এলাকায় জনৈক বিপুলের রিকশার গ্যারেজে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিন হবিগঞ্জের আজমেরীগঞ্জ থানার জলচুকা গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। স্থানীয়দের বরাতে পুলিশ জানায়, গ্যারেজে চার্জে দেওয়া রিকশার কাছে গেলে সন্ধ্যায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। গুরুতর আহতাবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। টঙ্গী পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিক বার্তা | শনিবার, জুন ৮, ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পাঁচজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, কুমিল্লা, গাজীপুর ও নেত্রকোনায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ঢাকা : রাজধানীর মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মো. নাঈম ইসলাম (২১) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নাঈম ইসলামের বোন নিপা আক্তার বলেন, 'আমার ভাই চকবাজার এলাকার একটি দোকানে কর্মচারী ছিলেন। রাতে দুই বন্ধু মোটরসাইকেল করে হানিফ ফ্লাইওভার দিয়ে শনির আখড়া যাচ্ছিলেন। নাঈম মোটরসাইকেলের পেছনে বসা ছিলেন। তার বন্ধু হৃদয় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন। ফ্লাইওভারের ওপরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুজনই ছিটকে পড়েন। নিরাপত্তাবেষ্টনীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে তারা গুরুতর আহত হন। দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) নিয়ে গেলে নাঈম

গাজীপুর : কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রায় পিকআপের ধাক্কায় জহিরুল ইসলাম (৪৯) নামে অটোরিকশার এক চালক নিহত হন। গতকাল ঢাকা-টাঙ্গাইল মহসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জহিরুল উপজেলার পূর্ব চান্দরের মৃত হরমত আলীর ছেলে।

নাওজোড় থানার ওসি শাহাদাত হোসেন জানান, পিকআপ ভ্যান অটোরিকশাকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন জহিরুল ইসলাম। এ সময় এলাকাবাসী তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করেছে।

নেত্রকোনা : ট্রাকচাপায় সাইদুর রহমান (২০) নামে সাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ সড়কের বাংলা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাইদুর রহমান সদর উপজেলার সৈয়দপুর গ্রামের নাজিমউদ্দিন খানের ছেলে। তিনি বাংলাবাজারে একটি মুদি দোকানে কাজ করতেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ি থেকে সাইকেলে করে বাজারে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন বলে জানিয়েছেন তার বড় ভাই মো. খায়রুল ইসলাম।

বণিক বার্তা | রোববার, জুন ৯, ২০২৪

বজ্রপাতে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে দুজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সকালে চট্টগ্রামে বাঁশখালী উপজেলার গণ্ডামারা ইউনিয়নে এবং কক্সবাজারের ঈদগাঁও উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে।

গণ্ডামারা ইউনিয়নের মেম্বার আলী হোসেন জানান, ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের টাকার কিস্তি পরিশোধের জন্য যাচ্ছিলেন পারভীন আক্তার (৩৫)। পথে বজ্রপাতে তিনি মারা যান। এ সময় তার কোলে থাকা শিশুর চুল পুড়ে গেলেও সে বেঁচে গেছে। পারভীন আক্তার গণ্ডামারা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের আকবর হোসেনের স্ত্রী।

অন্যদিকে কক্সবাজারের ঈদগাঁওয়ে বজ্রপাতে নূরুল হুদা (৩৫) নামে এক লবণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বেলা দেড়টার দিকে ইসলামপুর ইউনিয়নের মধ্যম নাপিতখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নূরুল হুদা মৃত ছিদ্দিক আহমদের ছেলে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন | রবিবার ॥ ৯ জুন ২০২৪

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ট্রাকচালক নিহত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মোহাম্মদ রফিক (৫৫) নামের এক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার পশ্চিম গোমদণ্ডী এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে আটকে যাওয়া বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে নেওয়ার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। নিহত রফিক রাউজান উপজেলার চিকদাইর ইউনিয়নের মহিউদ্দিনের ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোরে সড়কের ওপর থাকা বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে ট্রাকের মালামাল আটকে যায়। এ সময় ট্রাকচালক তা সরিয়ে দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। -নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

রোববার, জুন ৯, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৬, ১৪৩১ বণিক বার্তা

রংপুরে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রংপুরে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, কক্সবাজার ও সিরাজগঞ্জে আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রংপুর: নগরী থেকে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ যাচ্ছিল একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা। গতকাল সকালে সদর উপজেলার খলেয়াগঞ্জিপুর চেয়ারম্যান মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে ঘটনাস্থলেই মেহেরুল (৩৫) নামে এক আনসার সদস্য মারা যান। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজের প্রভাষক দিবা রানী সরকার (৪০) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিমু আক্তার (২২) মারা যান।

গঙ্গাচড়া মডেল থানার এসআই জনক রায় জানান, আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে পথে দিবা রানী ও রিমু আক্তার মারা যান।

জামালপুর: জেলার সরিষাবাড়ীতে ট্রাক্টরচাপায় শান্ত মিয়া (১৭) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। গতকাল সকালে পৌরসভার চরবাঙ্গালীপাড়ার প্রধান সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শান্ত উপজেলার ভোয়াইল ইউনিয়নের চর হাটবাড়ী গ্রামের মৃত হেলাল উদ্দিনের ছেলে। সে ট্রাক্টরচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করত। সরিষাবাড়ী থানার এসআই মুর্শিদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ: জেলার ভুলতা গাউছিয়ায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আশফিদ হাসান (১৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আশফিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার কালিকাপুর গ্রামের কামাল হোসেনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৬ জুন ২০২৪

হালুয়াঘাটে হাতির তাড়া খেয়ে কৃষকের মৃত্যু

■ হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

হালুয়াঘাটে ভারতীয় বুনো হাতির তাড়া খেয়ে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম গোল মাহমুদ (৫৫)। তিনি কড়ইতলী গ্রামের মৃত জোনাব আলীর পুত্র।

জানা যায়, মঙ্গলবার মধ্য রাতে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের কড়ইতলী স্থল বন্দরের পূর্ব পার্শ্বে নিজ বাড়িতে একদল হাতির তাণ্ডবে বসতবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সময় হাতির ভয়ে গোল মাহমুদের মৃত্যু হয়।

ময়মনসিংহ বন বিভাগের গোপালপুর বিট কর্মকর্তা লোকম্যান হেকিম জানান, হাতির অনুপ্রবেশ রোধ করতে নালিতাবাড়ী উপজেলার তারানী থেকে গোবরাকুড়া স্থলবন্দর পর্যন্ত ২০ মিটার রাস্তা সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুতায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে বন বিভাগের কাছে। এটি বাস্তবায়িত হলে হাতির অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হবে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১০ জুন ২০২৪,

ট্রাকে পিষ্ট শিশু ড্রাম ট্রাকে শ্রমিক

সড়ক দুর্ঘটনা

শ্রীপুর (গাজীপুর) ও শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে দ্রুতগতির একটি ট্রাকে পিষ্ট হয়ে এক শিশু নিহত হয়েছে। তার নাম তরিকুল ইসলাম (৮)। গতকাল দুপুরে পৌরসভার কেওয়া বাজার এলাকায় শ্রীপুর মাওনা আঞ্চলিক সড়কের বকুলতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশুটি পাগলা থানার লংগাইর ইউনিয়নের লংগাইর গ্রামের জালাল উদ্দীনের ছেলে ও স্থানীয় একটি কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত।

শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের দায়িত্ব পালন করা ডাক্তার সাবিনা ইয়াসমীন বলেন, শিশুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন লোকজন। এদিকে সকালেও এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনেন পথচারীরা। পরে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের হেফাজতে দুটি মরদেহ নেয়।

এদিকে গতকাল সকালে বরমী ইউনিয়নের বরামা চৌরাস্তা এলাকায় বেপরোয়া ড্রাম ট্রাকের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী এক কারখানা শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তার নাম নুরুল ইসলাম (৫০)। তিনি বরামা গ্রামের আবদুল কাদিরের ছেলে। তিনি পাশের মেঘনা কারখানায় চাকরি করতেন।

স্বজনরা বলেন, বাইসাইকেলে চড়ে সকালের শিফটের ডিউটিতে যাওয়ার সময় বরামা চৌরাস্তা এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে বেপরোয়া গতির একটি ড্রাম ট্রাক ধাক্কা দিলে নরুল ইসলাম রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

শিবচরে নিহত ২: মাদারীপুরের শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ট্রাকের ধাক্কায় পিকআপের চালক ও তার সহযোগী নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে আড়িয়াল খাঁ সেতুসংলগ্ন সড়কের পূর্বপাশে দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন চালক উজ্জ্বল (৩৫) ও তার সহযোগী মো. রায়হান মিয়া (২২)। শিবচর হাইওয়ে থানা সূত্রে জানা গেছে, এক্সপ্রেসওয়ের ভাঙ্গাগামী লেনে বেপরোয়া গতিতে আসা একটি ট্রাক একটি পিকআপকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 8 June 2024

মান্দায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, মান্দা, (নওগাঁ)

নওগাঁর মান্দায় বজ্রপাতে শামসুল আলম নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার ভোলাম গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শামসুল আলম (৩৪) ভোলাম গ্রামের ফইমদ্দিন মণ্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আজ বেলা তিনটার দিকে বৃষ্টি শুরু হলে শামসুল ইসলাম বাড়ির পাশে ধানখেতে কাটা ধান উঠাতে যান। এ সময় বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়ে শামসুলের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

মান্দা থানার ওসি মোজাম্মেল হক কাজী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৮ জুন ২০২৪

সাত জেলায় প্রাণহানি ৭

প্রতিদিন ডেস্ক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লায় গতকাল স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে পড়ে ট্রাকের চাপায় নারী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মুন্সীগঞ্জে প্রবাসী, বরগুনায় বিক্রয় প্রতিনিধি, কুড়িগ্রামে বৃদ্ধ, কালিয়াকৈরে রিকশাচালক, মাদারীপুরে অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং কক্সবাজারে বৃদ্ধসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো

মুন্সীগঞ্জ : শ্রীনগরে মোটরসাইকেল নিয়ে ওভারটেকিং করতে গিয়ে দুই ট্রাকের মধ্যে চাপা পড়ে মিজানুর রহমান (৪০) নামের এক প্রবাসী নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও

একজন। সকালে উপজেলার ঢাকা-দোহার সড়কের বাঘড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের বাড়ি দোহার উপজেলার সাতটিটা গ্রামে। আজ তার সুইজারল্যান্ড যাওয়ার কথা ছিল। **বরগুনা :** বেতাগীতে সড়কের ওপর রাখা ড্রেজারের পাইপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা লেগে তোফায়েল আহমেদ (৪২) নামে ওষুধ কোম্পানির এক বিক্রয় প্রতিনিধি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাতে বেতাগী পৌরসভার বাসন্ডা গৌরাঙ্গের স্কুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

(গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা এলাকায় দুপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় জহিরুল ইসলাম (৪৯) নামে অটোরিকশার চালক মারা গেছেন। **মাদারীপুর :** ডাসারে গতকাল ভোরে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ১০, ২০২৪

ট্রেন ও সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় ১০ জনের প্রাণহানি

সাতক্ষীরা থেকে যাত্রীবাহী একটি বাস খুলনার দিকে যাচ্ছিল। মেছাঘোনায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারের চালক মোহন লাল বিশ্বাস ও যাত্রী আশুতোষ ঘোষ মারা যান। গুরুতর আহত দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর বাসচালক ও তার সহকারী পালিয়ে গেছেন

বণিক বার্তা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় খুলনা, মাদারীপুর, পিরোজপুর, গাজীপুর ও নওগাঁয় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এছাড়া টাঙ্গাইলে ট্রেনের ধাক্কায় অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

খুলনা : জেলার ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার মেছাঘোনায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

খর্ণিয়া হাইওয়ে থানার এসআই মুন্সী পারভেজ হাসান জানান, সাতক্ষীরা থেকে যাত্রীবাহী একটি বাস খুলনার দিকে যাচ্ছিল। মেছাঘোনায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে বাসটির সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারচালক মোহন লাল বিশ্বাস (৬০) ও যাত্রী আশুতোষ ঘোষ (৫৫) মারা যান। গুরুতর আহত দুজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর বাসচালক ও তার সহকারী পালিয়ে গেছেন।

মাদারীপুর : শিবচরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপের পেছনে চিনিবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাদের একজন পিকআপচালক ও অন্যজন ট্রাকচালক। গতকাল সকালে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেস হাইওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ট্রাকচালক মো. উজ্জ্বল (৩৫) ঝিনাইদহের খালিশপুর উপজেলার বজরাপুর গ্রামের মো. ইসার ছেলে ও পিকআপচালক মো. রায়হান (২১) গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার মনিরাম গ্রামের মো. মোজাহার আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, হাজী শরীয়াতুল্লাহ সেতুর পাশে পাইনবোঝাই একটি পিকআপ দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় ঢাকা থেকে আসা একটি চিনিবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ ও পিকআপটির পেছনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ সময় উজ্জ্বল ও রায়হান গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পিরোজপুর : জেলার নেছারাবাদে বাসচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল স্বরূপকাঠি-বরিশাল মহাসড়কের কুনিয়ারি বেইলি ব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার জগন্নাথকাঠি গ্রামের মো. সাকিল (২৬) ও মো. সাইফুল (৩৭)। সাকিল ওই গ্রামের সহিদুল ইসলামের ছেলে এবং সাইফুল একই গ্রামের ফজলুল করিমের ছেলে। তারা দুজন মোটরসাইকেল করে বরিশালে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনার শিকার হন। নেছারাবাদ থানার উপপরিদর্শক মো. পনির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। বাসটি জব্দ করা হয়েছে। আটক করা হয়েছে চালককে।

টাঙ্গাইল : কালিহাতীতে ট্রেনের ধাক্কায় আবু তালেব নামে অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার মসিন্দা গ্রামে একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আবু তালেব উপজেলার ছাতীহাটি গ্রামের আসর আলীর ছেলে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত দুজনকে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার বেলাল হোসেন জানান, নিহত আবু তালেব এলেঙ্গা বাজার থেকে লিচু কিনে অটোরিকশা করে ছাতীহাটি যাচ্ছিলেন। পথে মাসিন্দা গ্রামে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেন অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়।

গাজীপুর : শ্রীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নুরুল ইসলাম (৫৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বরামা চৌরাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল ইসলাম বরমী ইউনিয়নের বরামা গ্রামের কাদির মিয়ার ছেলে। তিনি বরামা গ্রামের মেঘনা গ্রুপের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

অন্যদিকে উপজেলার মাওনা-শ্রীপুর সড়কের কেওয়া গ্রামের বকুলতলায় ট্রাকের ধাক্কায় তরিকুল ইসলাম (৮) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তরিকুল ইসলাম ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার লংগাইর গ্রামের মো. জালাল উদ্দিনের ছেলে।

নওগাঁ : শহরের কাঁঠালতলীতে বাসচাপায় ইসাহাক আলী মিঠু (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিঠু বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার সান্তাহার পৌরসভার ইয়াদ কলোনির ইদ্রিস আলীর ছেলে। তিনি নওগাঁর ট্রাক টার্মিনালে কাজ করতেন। নওগাঁ সদর মডেল থানার ওসি জাহিদুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, আদমদীঘি থেকে নওগাঁয় আসছিলেন মিঠু। পথে কাঁঠালতলী এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১০ জুন ২০২৪,

আশুলিয়ায় শ্রমিক কলোনিতে আগুন পুড়ল ১৭ ঘর

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

শিল্পাঞ্চল আশুলিয়ায় একটি শ্রমিক কলোনিতে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১০টার দিকে আশুলিয়ার নতুন নগর এলাকার আবদুল হাই দেওয়ানের মালিকানাধীন কলোনিতে আগুন লাগে। এতে ১৭টি ঘর এবং ভেতরে থাকা মালামাল পুড়ে যায়। পরে আশুলিয়ার ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে ওই শ্রমিক কলোনির সবাই কারখানায় চলে যায়। সকাল ১০টার দিকে ওই কলোনির একটি কক্ষ থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন কলোনির অন্যান্য কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব চৌধুরী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে গ্যাসের চুলা থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো বলা যাচ্ছে না।

সময়ের আলো
বুধবার। ১২ জুন ২০২৪

দুই জেলায় মাথায় গাছ পড়ে দুজনের মৃত্যু

দিনাজপুর ও যশোর প্রতিনিধি

দিনাজপুরে ও যশোরে মাথায় গাছ পড়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। দিনাজপুরে ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে পড়া গাছ কাটতে গিয়ে শ্রমিক আলমের (৬২) মৃত্যু হয়েছে। এদিকে যশোরের শার্শায় ঝড়ো বাতাসে সড়কের পাশের মৃত গাছের ডাল ভেঙে জোহর আলী (৪৭) নামে এক পথচারী নিহত হন।

দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার ওসি মো. ফরিদ হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শহরের ৮নং ওয়ার্ডের নিমনগর শেখপুরা এলাকায় গাছ কাটতে যান আলম। শেখ জাহাঙ্গীর (র.) মাজার ও কবরস্থানের পূর্বপাশের প্রাচীরসংলগ্ন স্থানে কাটার সময় একটি ভাঙা ডাল তার মাথায় পড়লে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। মৃত আলম শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিমনগর শেখপুরা এলাকার মৃত আবুল হোসেন ও মৃত ছবিরনের ছেলে।

যশোরের শার্শা থানা পুলিশের ওসি মনিরুজ্জামান জানান, জোহর আলী শার্শার বেলতলা বাজারে আমের আড়তে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। সোমবার রাতে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। রাত সাড়ে ৯টার দিকে রিফা ইটভাটার সামনে পৌঁছালে হঠাৎ আকস্মিক ঝড়ো বাতাস শুরু হয়। এ সময় একটি মরা গাছের বড় ডাল ভেঙে জোহর আলীর ওপর পড়ে। এতে গুরুতর আহত হন তিনি। এ সময় তার সঙ্গে থাকা সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তিনি মারা যান।

বাংলা দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১১ জুন ২০২৪

চালকলে ঢুকে গেল ট্রাক, নিহত ২

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-টাঙ্গাইলে সড়কে আরও দুজনের মৃত্যু

প্রতিদিন ডেস্ক

যশোরের মনিরামপুরে গতকাল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালকলে ঢুকে গেছে একটি ট্রাক। এতে পথচারীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। একই দিন সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বৃদ্ধ এবং টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর–

যশোর : ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাসড়কের পাশের চালকলে ঢুকে পড়লে এক পথচারী এবং চালকের সহকারী নিহত হন। সকালে যশোরের মনিরামপুরের বাঁধাঘাটার যশোর-চুকনগর আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– মনিরামপুর উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামের আবদুর রহমান (৮৫) ও ট্রাকচালকের সহকারী টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার গেওভাটা গ্রামের আনু মিয়া (৪৮)। মনিরামপুর থানার ওসি মেহেদী মাসুদ বলেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি মহাসড়কের পাশে চালকলে ঢুকে পড়ায় এক পথচারী এবং ট্রাকের চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : কসবায় পিকআপ চাপায় আলী হোসেন (৬০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। সকালে কুমিল্লা-সিলেট মহসড়কের উপজেলার দারোগা বাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলী হোসেন খাড়েরা ইউনিয়নের কেয়াইর গ্রামের মৃত হাফেজ আহাম্মদের ছেলে। খবর পেয়ে খাঁটিহাতা হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে লাশ উদ্ধার করে। খাঁটিহাতা হাইওয়ে পুলিশ ওসি আশীষ কুমার স্যানাল বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

টাঙ্গাইল : ঢাকা-টাঙ্গাইল-বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে গতকাল অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় বিল্লাল (৩৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার সরাতৈল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১৩ জুন ২০২৪

চট্টগ্রামে গার্মেন্টস কারখানায় আগুন

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম নগরীতে একটি পোশাক তৈরির কারখানার গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার সকালে নগরীর উত্তর কাট্টলীর সিটি গেইট এলাকায় মোস্তফা হাকিম ডিগ্রি কলেজের পাশে গার্টেক্স গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক আবদুল মালেক জানান, সকাল ১০টা ২০ মিনিটে সিটি গেইট এলাকায় একটি পোশাক কারখানার গুদামে আগুন লাগার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। আগুন লাগার পরপরই কারখানায় থাকা শ্রমিকরা বের হয়ে যাওয়ায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আকবরশাহ থানার ওসি গোলাম রাব্বানী বলেন, গার্মেন্টসের ওয়্যার হাউজ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছি। ওয়্যার হাউজে ঝুট ও ফোম রাখা ছিল। এ কারণে প্রচণ্ড ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন ২০২৪

মাছের খামারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কর্মচারীর মৃত্যু

■ মোহনগঞ্জ (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

মোহনগঞ্জে মাছের খামারের ছেঁড়া তারে জড়িয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আলী জব্বার (৫৫) নামের এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকালে উপজেলার সমাজ-সহিলদেও ইউনিয়নের কমলপুর গ্রামের মো. মইন উদ্দিন খান ওরফে কমলের মাছের খামারে এ ঘটনা ঘটে। মোহনঞ্জ থানার ওসি মো. দেলোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

শুক্রবার, জুন ১৪, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ৩১, ১৪৩১ বণিক বার্তা

আট জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ১৩ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় আট জেলায় ১৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, সিলেট, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর, শেরপুর, নরসিংদী ও গোপালগঞ্জে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

দিনাজপুর : জেলার ফুলবাড়ীতে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক নজরুল ইসলাম (৪৮) ও যাত্রী জাহানারা বেগম (৫০) নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন অটোরিকশার অন্য দুই যাত্রী। তাদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ২ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখে। গতকাল সকালে উপজেলার আলদিপুর ইউনিয়নের বারাইহাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ফুলবাড়ী থানার ওসি মো. মোস্তাফিজার রহমান।

সাতক্ষীরা : ভোমরা স্থলবন্দর ও খুলনা মহাসড়কে পৃথক দুর্ঘটনায় ভারতীয় এক শ্রমিকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশপরগনা জেলার বসিরহাটের শাহীন মণ্ডল (২০), সাতক্ষীরার দেবহাটা উপজেলার বহেরা গুরুগ্রামের জুলফিকার আলী (৪৫) ও পাটকেলঘাটার কৃষ্ণনগর গ্রামের মনিরুল ইসলাম (৩৪)।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি মোহিদুল ইসলাম জানান, ভোমরা স্থলবন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে পাথর খালাস করেন শাহীন মণ্ডল (২০)। পরে ট্রাকে উঠতে গিয়ে তিনি নিচে পড়ে যান। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পাটকেলঘাটা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, পাটকেলঘাটার ভৈরবনগর মোড়ে বিকল একটি ডাম্প ট্রাককে ধাক্কা দেয় খুলনাগামী পণ্যবোঝাই অন্য একটি ট্রাক। এতে ডাম্প ট্রাক দুমড়ে-মুচড়ে গেলে সেটাতে থাকা জুলফিকার আলী ও মনিরুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

সিলেট : জেলার বিশ্বনাথে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে লেগুনার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরো আট যাত্রী। গতকাল সকালে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক সড়কের শ্যামনগর কাজীবাড়ীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলার পাইকাপন গ্রামের শিব্বির আহমদ (৪২) ও শাহিন মিয়া (২৮)।

টাঙ্গাইল : ঘাটাইলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলচালক। গতকাল সকাল ৮টার দিকে উপজেলার কদমতলীতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—ঘাটাইল উপজেলার কদমতলীর জুলহাস মিয়ার ছেলে বাদশা মিয়া (৪৫) এবং কাশতলা গ্রামের জুয়েল (৪৬)। ঘাটাইল থানার ওসি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাদারীপুর : শিবচরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় আহমদ ব্যাপারী (৭০) নামে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে পাঁচ্চরের নাইম ফিলিং স্টেশনের পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আহমদ ব্যাপারী উপজেলার বাহাদুরপুর বালাকান্দির বাসিন্দা।

শেরপুর : ট্রাকচাপায় পল্লী বিদ্যুতের এক মিটার রিডার নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার এক সহকর্মী। গতকাল দুপুরে শেরপুর শহরের গৌরীপুর নতুন বাস টার্মিনালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শেরপুর সদর থানার ওসি এমদাদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত হুমায়ুন কবিরের বাড়ি পাশের জামালপুর জেলার নান্দিনা রনামপুরে। তিনি শেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চুক্তিভিত্তিক মিটার রিডার হিসেবে কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানায়, হুমায়ুন কবির ও তার এক সহকর্মী দুপুরে শহরের গৌরীপুর নতুন বাস টার্মিনালে এলে মোটরসাইকেল পিছলে তারা রাস্তার ওপর পড়ে যান। এ সময় একটি ট্রাক এসে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই হুমায়ুন মারা যান।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৩ জুন ২০২৪
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

আশুলিয়ায় মেশিনে প্যাঁচিয়ে কিশোরী শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন *(ঢাকা উত্তর)*

সাভারের আশুলিয়ায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় মেশিনে পেঁচিয়ে ১৪ বছরের এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটার দিকে উপজেলার আশুলিয়া ইউনিয়নের গৌরিপুর বটতলা এলাকার ইরিবাস প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

পুলিশ জানায়, ভোর রাতে ওই কারখানায় নাইট শিফটে কাজ করার সময় একটি মেশিনে পেঁচিয়ে গুরুতর আহত হন কারখানার শ্রমিক শেফালী। পরে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে সাভার মডেল থানা পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৩ জুন ২০২৪
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

কুমিল্লায় কুরবানির পশুবাহী ট্রাক উলটে নিহত ২

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় কুরবানির পশু বহনকারী ট্রাক উলটে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার সকালে উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাজধানীর গাবতলীতে এক ঘণ্টার ব্যবধানে তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সাত স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে ফল ব্যবসায়ী, ময়মনসিংহের তারাকান্দায় পথচারী, চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ও গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুই মোটরসাইকেলচালক, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আরোহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে শিশু, পাবনার সাঁথিয়ায় নসিমন এবং করিমনচালক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

রাজধানীর ... ঘণ্টায় ব... সাত স্থানে ... আরও আ...

ঢাকা : রাজধানীর গাবতলী এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন—মোটরসাইকেলচালক শফিকুল ইসলাম, আরোহী আবুল হাসান এবং বাসচালকের সহকারী বাবুল আলী। বুধবার সকালে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকের ধাক্কায় গাবতলী জি বাংলা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে প্রাণ হারান শফিকুল। তার বাড়ি পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পশ্চিমবঙ্গ বাবুপাড়ায় আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আবুল হাসান। তার বাড়ি রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার শায়েস্তাপুরে। এছাড়া গাবতলী বাস টার্মিনালসংলগ্ন রজব আলী মার্কেটের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় অটোরিকশায় নিহত হন বাবুল আলী। তার গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার গোবিন্দপুরে। তিনি দারুসসালাম থানার লালকুঠির তৃতীয় কলোনিতে থাকতেন এবং বাসচালকের সহকারী ছিলেন।

সাঁথিয়া (পাবনা) : সাঁথিয়ায় নসিমন ও করিমন (তিন চাকার গাড়ি) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পৃথক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দুজনের। নিহতরা হলেন—সাঁথিয়া উপজেলার ক্ষেতুপাড়া ইউনিয়নের বহলবাড়িয়া গ্রামের মোকছেদ আলীর ছেলে নসিমনচালক রইজ উদ্দিন এবং কুষ্টিয়া কুমারখালীর বাঁশগ্রামের বাটার আলীর ছেলে করিমন চালক হামিদুল ইসলাম। মঙ্গলবার রাতে সাঁথিয়া-মাধবপুর আঞ্চলিক সড়কের নন্দনপুর ইউনিয়নের রাঙামাটিয়ায় দুর্ঘটনায় পড়ে নসিমনটি। অপরদিকে বুধবার ভোরে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কের মাধবপুর বাজারে নিয়ন্ত্রণ হারায় করিমনটি।

সময়ের আলো | শনিবার। ১৫ জুন ২০২৪।

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনা

নিহত ৩ শ্রমিকের বাড়িতে মাতম ফেরত চান মরদেহ

● শরীফুল ইসলাম চাঁদপুর

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩ বাংলাদেশির বাড়িতে চলছে শোকের মাতম। প্রিয়জনকে হারিয়ে দিশাহারা পরিবারের সদস্যরা। গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টার দিকে আপিপ থেকে নির্মাণকাজে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় চাঁদপুরের সবুজ চৌকিদার (৩৮), মো. সাব্বির (২১) ও মো. রিফাত (২০) নামে ওই তিন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

নিহত শ্রমিকদের মধ্যে সবুজ চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরদুখিয়া পশ্চিম ইউনিয়নের পশ্চিম বিশকাটালি গ্রামের জামাল চৌকিদারের ছেলে। সাব্বির পার্শ্ববর্তী হাইমচর উপজেলার আলগী দক্ষিণ ইউনিয়নের চরভাঙা গ্রামের সৈয়াল বাড়ির মো. ইসমাইল সৈয়ালের ছেলে এবং রিফাত আলগী উত্তর ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে।

শুক্রবার সকালে তিন শ্রমিকের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেছে শোকের মাতম। আকস্মিক এই মৃত্যু সহ্য করতে পারছেন না মা-বাবাসহ পরিবারের লোকজন। পুত্রশোকে বাবা-মা এখন শুধুই ছেলের স্মৃতির কথা বলে প্রলাপ বকছেন। ঈদুল আজহার সময়ে এমন দুর্ঘটনা প্রত্যেক পরিবারে হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কমলাপুর গ্রামের রিফাত মাত্র ৩ বছর আগে গেছেন ওই দেশে। ভবন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তার বাবা দেলোয়ার হোসেন বলেন, কয়েক দিন আগেও ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবার আবেদন ছিল ছেলে যেন বাড়িতে এসে ঈদ করে। কিন্তু তা আর হলো না।

রিফাতের প্রতিবেশী আল-আমিন খান বলেন, রিফাত খুবই কমবয়সি। এমন দুর্ঘটনায় আমরা সবাই মর্মাহত। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কিছুই নেই। ছেলেটি তাদের সংসারের উপার্জনের হাল ধরেছিল।

সাব্বিরের বাবা ইসমাইল সৈয়াল ও মা ফাতেমা বেগমের একটাই দাবি তাদের সন্তানের মরদেহ দেশে আনার জন্য যেন সরকারিভাবে সহযোগিতা পায়। সাব্বিরের মা ফাতেমা বেগম ছেলের শোকে কথাও বলতে পারছে না। অনেকটা বাকরুদ্ধ। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিয়েও মাকে বোঝাতে পারছেন না। কিছু সময় পরপর ছেলের নাম নিয়ে কেঁদে ওঠেন।

সাব্বিরের ছোট বোন স্নেহা বলেন, ভাই আমাকে ফোনে অনেক স্বপ্ন দেখাতেন। আমাকে নিয়ে ভাইয়ের অনেক স্বপ্ন ছিল। দেশে এলে কী কী করবেন। গত কয়েক দিন আগে কথা হলে আমি দেশে আসার জন্য বলি। কিন্তু ভাইয়ের আর আসা হলো না। দুই ভাইয়ের আমি ছোট। বড় ভাইও সৌদিতে থাকেন।

সাব্বির আর রিফাতকে সৌদিতে কাজের জন্য নিয়েছেন সবুজ চৌকিদার। তিনি তাদের নিয়ে আপিপ শহর ও আশপাশের এলাকায় ভবন নির্মাণের কাজ করতেন। নিজেদের গাড়িতে তারা কাজে আসা-যাওয়া করতেন। দুর্ঘটনার সময়ও গাড়ির চালক ছিলেন সবুজ–জানালেন তার বাবা জামাল চৌকিদার।

জামাল চৌকিদার বলেন, তার ছেলে সবুজ প্রায় ১৮ বছর ধরে সৌদিতে থাকেন। বেশ কয়েকবার দেশে এসেছেন। তার স্ত্রী ও দুই কন্যাসন্তান আছে। তাদেরও ভ্রমণ ভিসায় কয়েকবার সৌদিতে নিয়েছেন। সর্বশেষ গত দুই সপ্তাহ পূর্বে দেশ থেকে স্ত্রী ও সন্তানদের সৌদিতে নিয়েছেন। তারা এখন সৌদি আছেন। তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টায় সবুজসহ ৩ জনের দুর্ঘটনার খবর পান। রাত ১০টায় সেখানে অবস্থানরত স্বজনদের মাধ্যমে জানতে পারেন দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে সবুজের মৃত্যুতে তার মা ও স্বজনরা খুবই শোকাহত। তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিজ চোখে এবং একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই।

এই তিন পরিবারের দাবি হচ্ছে–তাদের সন্তানদের মরদেহ আনার বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো যাতে সহযোগিতা করে।

হাইমচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উম্মে সালমা নাজনীন তৃষা জানান, সৌদিতে দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের এখন পর্যন্ত জানানো হয়নি। তবে আমাদের জানালে তাদের জন্য যেসব করণীয় আছে, আমরা তাদের সব ধরনের সহযোগিতা করব।

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৩১ জৈ...
১৪ জুন ২০২৪

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, সাতক্ষীরায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভোমরা স্থলবন্দরের পার্কিংয়ের ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভারতীয় নাগরিক হলো ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বশিরহাট থানার ইটিন্ডা কলবাড়ি গ্রামের হাবিবুল্লাহ মণ্ডলের ছেলে ট্রাকের হেলপার শাহিন মণ্ডল (১৮)। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের হেলপার শাহিন মণ্ডল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভোমরা স্থলবন্দরের পার্কিংয়ের ভেতরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় শাহিন মণ্ডল। ভোমরা ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাজরিহা হোসাইন ভারতীয় নাগরিক শাহিন মণ্ডলের নিহতের ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

সময়ের আলো | বুধবার। ১২ জুন ২০২৪।

ওয়ার্কশপে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু

● পটিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় নিজ গ্রিল ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় অসতর্কতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর আলম (৫০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার হাইদগাঁও ফৌজ্জারপুল এলাকায় মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর আলম উপজেলার হাইদগাঁও ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চৌধুরীপাড়া মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনের মতো নিজ গ্রিল ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হন জাহাঙ্গীর। পরে পাশের দোকানদাররা উদ্ধার করে পটিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের ডা. সায়মুনা আক্তার বলেন, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জাহাঙ্গীর আলম নামে একজনকে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে আমরা ইসিজি করে দেখতে পাই তার প্রাণ নেই। হাসপাতালে আনার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

প্রথম আলো • রোববার, ১৬ জুন ২০২৪,

১০ জেলায় নিহত ১৪

সড়ক দুর্ঘটনা

মুন্সিগঞ্জে দুজন এবং রাজধানী, ফরিদপুর ও বগুড়ায় একজন করে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত।

প্রথম আলো ডেস্ক

রাজধানীতে গতকাল শনিবার দুটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে দুটি বাসের মধ্যে চাপা পড়ে হাদিউল ইসলাম (৬১) নামের এক পরিবহনশ্রমিক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ছয়টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া রাজধানীর বনানীতে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বাসের ধাক্কায় আক্কাস আলী (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় বাসটি তাঁকে ধাক্কা দেয়। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ দুটি ঘটনা ছাড়া দেশের আরও ৯ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ১২ জন নিহত হয়েছেন।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ বি এম মশিউর রহমান বলেন, হাদিউল সৌখিন পরিবহনের বুকিং মাস্টার হিসেবে কাজ করতেন। দুটি বাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। হঠাৎ করে সৌখিন পরিবহনের একটি বাস সামনে এগিয়ে যায়। এ সময় দুই বাসের মধ্যে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান হাদিউল। বনানী থানার ওসি কাজী সাহান হক বলেন, আক্কাস আলী রাজধানীর বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। গুলশান থেকে উত্তরায় মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই আক্কাস আলী নিহত হন।

নরসিংদীর শিবপুরে মহাসড়কের একপাশ ধরে হাঁটার সময় একের পর এক গাড়ির চাপায় পুরো শরীর পিষে গিয়ে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চৈতন্যা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় গাড়ির ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বিকেলে উপজেলার বালুয়াকান্দি এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ঢাকামুখী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার লক্ষণখোলা গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে জামিউল ইসলাম (১৯) এবং একই গ্রামের ফিরোজ মিয়ার ছেলে ইমরান হোসেন (২৫)।

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে উপজেলার ভরাডোবা এলাকায় ময়মনসিংহ-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিদের একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি হলেন অটোরিকশাটির চালক আবদুল হালিম (৪০)।

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলায় গতকাল দুপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের আরোহী মৃতুল কাজী (৩২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি বোয়ালমারী সদর ইউনিয়নের সোতাসী গ্রামের বাসিন্দা ও বোয়ালমারী ইউনিয়ন মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি ছিলেন।

নোয়াখালী শহরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মো. আজাদ (৫০) নামের বিএনপির এক নেতা নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের মাইজদী-সোনাপুর মহাসড়কের নোয়া কনভেনশন সেন্টার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলায় গতকাল দুপুরে পিকআপের চাপায় মো. হেলাল উদ্দিন (৩২) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

কুমিল্লা সদর উপজেলার সুয়াগাজী এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় লিচুবাহী একটি ট্রাক। এতে লিচুবাহী ট্রাকের চালকসহ দুজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন। গতকাল সকাল সোয়া আটটার দিকে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সুয়াগাজী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় ট্রাক ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. এমদাদ শেখ (২৭) নামের প্রাইভেট কারের চালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে মঠবাড়িয়া-চরখালী সড়কের দেবীপুর গ্রামের হিজলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বগুড়ার শেরপুরে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের আরোহী আবদুল আলিম (৪৫) নিহত হয়েছেন। ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের ঘোগা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

এক মোটরসাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দিয়ে মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায় ট্রাকটি। গতকাল দুপুরে ফরিদপুরের বোয়ালমারীর বাইথির বনচাকী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

কালের কণ্ঠ । শনিবার । ১৫ জুন ২০২৪ ।

তিন স্থানে সড়কে ঝরল ছয় প্রাণ

টাঙ্গাইলে নিহত ৪

প্রিয় দেশ ডেস্ক ▷

টাঙ্গাইলের কালিহাতী ও মির্জাপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় শিশুসহ চারজন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া নড়াইলে এক কিশোর ও কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে কাভার্ড ভ্যানচালকসহ সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছে। প্রতিনিধিদের তথ্যে বিস্তারিত–

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) : কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে অজ্ঞাত একটি গাড়িকে ধাক্কা দেওয়ায় কাভার্ড ভ্যানচালক বাহাদুর মিয়া (৩২) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আমানগণ্ডা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ইনচার্জ এস এম লোকমান হোসাইন।

জানা গেছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আমানগণ্ডা এলাকায় ঢাকামুখী কাভার্ড ভ্যান শুক্রবার সকাল ৭টায় সামনের অজ্ঞাত একটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। এতে কাভার্ড ভ্যানের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায় এবং চালক বাহাদুর মিয়া ঘটনাস্থলে নিহত হন।

যুগান্তর

শুক্রবার ১৪ জুন ২০২৪
৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

টঙ্গীতে স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির মৃত্যু

টঙ্গী পশ্চিম (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে স্কুল ভবনের পানির ট্যাংকের লাইন চেক করতে গিয়ে আলআমিন (৩৩) নামে এক বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে টঙ্গী সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি অ্যান্ড কলেজে। খবর পেয়ে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ লাশ হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। আলআমিন গাজীপুর জেলার কাশিমপুর থানার সুরাবাড়ি গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি আউচপাড়া এলাকায় বসবাস করে ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক মিস্ত্রির কাজ করতেন।

পুলিশ জানায়, স্কুলভবনের ট্যাংকেতে পানি না ওঠায় বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টার দিকে আলআমিন ভবনের চতুর্থ তলার ছাদে পানির ট্যাংকের লাইন চেক করতে যান। তিনি পা পিছলে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে টঙ্গী আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

বৃহস্পতিবার, ৬
২০ জুন ২০২৪

তিন দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত, আহত ৪৯

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে গত তিন দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৭ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়েছেন। খবর আমাদের অফিস, প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের।

খুলনা ও ডুমুরিয়া : খুলনায় মোটরসাইকেল ও ইঞ্জিনচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জন নিহত ও চার জন গুরুতর আহত হয়েছেন। গত সোমবার ঈদের দিন রাতে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের চাকুন্দিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—হাফেজ নুর ইসলাম (৪৫) ও জাহাঙ্গীর আলম (৩৫)। তাদের বাড়ি ডুমুরিয়া উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামে। এছাড়া গুরুতর আহতরা হলেন—রুদ্র, শরিফুল ইসলাম, মারুফ ও কুদ্দুস।

গাজীপুর : সোমবার ভোরে গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গীতে শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার স্টেডিয়ামের সামনে ফ্লাইওভারের মধ্যে থাকা বিভাজকে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—দেলোয়ার ও রাকিব। আহতের নাম নাজিম। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নলছিটি (ঝালকাঠি) : উপজেলার মগড় ইউনিয়নের রায়াপুর এলাকায় রবিবার রাতে সিএনজি অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে চালকসহ দুই জন নিহত হন। নিহতরা হলেন—রাজাপুরের সিএনজিচালক মো. আলামিন (৩৫) ও পিরোজপুরের আলতাফ মুন্সী (৭০)।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) : মঙ্গলবার সকালে টেকেরহাট বন্দরসংলগ্ন চর প্রসন্নদীতে বাস, প্রাইভেট কার ও অটোরিকশা ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়েছে। এতে অটোরিকশার চালকসহ দুই জন নিহত হন। এ সময় আহত হন ১০ যাত্রী। নিহতরা হলেন—অটোরিকশা চালক রাজিব শেখ (২২), শাহেব আলী শেখ (৫০)।

চুয়াডাঙ্গা : চুয়াডাঙ্গায় তিনটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত ও এক জন আহত হয়েছেন। গত সোমবার ও মঙ্গলবার সদর উপজেলা এবং জীবননগর উপজেলায় পৃথক এ দুর্ঘটনাগুলো ঘটে। নিহতরা হলেন—দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজ (১৮), মুকুল হোসেন (৫০) ও শুকুর হালসানা (৫৫)। এছাড়া আহত হন সজিব।

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) : বন্দরে মঙ্গলবার বিকালে সড়ক দুর্ঘটনায়

তিন দিনে সড়ক দুর্ঘটনায়

১৬ পৃষ্ঠার পর

মোটরসাইকেল আরোহী দুই জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন—অন্তর (২৩) ও তাজনেহারা (১৭)। তারা মোটরসাইকেল নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রামের মহাসড়কে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়লে চলন্ত অজ্ঞাত গাড়ির চাপায় ঘটনাস্থলে মারা যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পৃথক দুর্ঘটনায় তিন জন নিহত হয়েছেন। গত সোমবার সকালে আশুগঞ্জ উপজেলার সোহাগপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ও বিকালে কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর সেকান্দরপাড়ায় পৃথক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—রবিউল খান (৫০), হুমায়ুন খান (৪৫) ও ফয়সাল আহমেদ (১৭)। আহতের নাম মনিরুল ইসলাম।

মুন্সীগঞ্জ ও টঙ্গীবাড়ি : টঙ্গীবাড়ীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কবরস্থানের দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ঘটনাস্থলে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত দুই জনের মধ্যে পথিমধ্যে আরো এক জনের মৃত্যু হয়। আহত অপরজনকে মুন্সীগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার কামারখাড়া ইউনিয়নের বেশনাল কবরস্থান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মো. নাসির ছৈয়াল (২৬) ও মোকসেদ গাজী (২৭)। নিহতরা সম্পর্কে বেয়াই। আহত ব্যক্তির নাম মো. সোহাগ।

অপরদিকে রবিবার রাতে শ্রীনগর ফেরিঘাট এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় উজ্জ্বল নামে (৪০) এক পথচারী নিহত হন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক রূপক গুরুতর আহত হন। এছাড়া গজারিয়ায় রবিবার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাত এক পুরুষ (৬০) নিহত হন। আহত হন নারীসহ ৪ জন।

রামগড় (খাগড়াছড়ি) : খাগড়াছড়িতে মঙ্গলবার পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব শেখ (২৫) নামে একজন নিহত ও কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। দীঘিনালায় দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন রাজীব। এছাড়া ফরিদপুরের মধুখালী, নেত্রকোনার পূর্বধলা, চন্দনাইশের দোহাজারী, বরিশালের উজিরপুর, চট্টগ্রামের লোহাগাড়া ও মাগুরায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় আরো ছয় জন নিহত ও এক জন আহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার, ১ আষ
১৫ জুন ২০২৪

ডামুড্যায় সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে নেমে দুই জনের মৃত্যু

■ ডামুড্যা (শরীয়তপুর) সংবাদদাতা

ডামুড্যা উপজেলায় সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার দারুল আমান ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ডামুড্যা গ্রামে কবির সরদারের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—মালেক শেখ ও লিটন বেপারী।

ডামুড্যা ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, কবির সরদারের বাড়ির সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের জন্য মালেক ও লিটন নামে দুই জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সঙ্গে ১০ হাজার টাকায় কন্ট্রাক্ট হয়। ঐ ট্যাঙ্কির ভেতরে পাইপ বসিয়ে ময়লা অপসারণ করার সময় লিটন ট্যাংকের ভেতরে নামলে নিচে পড়ে যান। পড়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে অন্য শ্রমিক মালেক শেখ নিহত হন। ডামুড্যা ফায়ার সার্ভিস টিম লিডার প্রদীপ কীর্তনিয়া বলেন, 'খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ভিকটিম দুই জনকে উদ্ধার করি।' ডামুড্যা থানার ওসি এমারত হোসেন বলেন, 'লাশ দুইটি ময়নাতদন্তের জন্য জেলায় পাঠানো হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ জুন ২০২৪,

চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী

বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু

নোয়াখালীর সুবর্ণচর ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে পৃথক ঘটনায় বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। সুবর্ণচরে নিহত ব্যক্তির নাম মো. চৌধুরী মিয়া (৫০), তিনি পেশায় কৃষক। গতকাল বুধবার সকাল ছয়টার দিকে উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর আমিনুল হক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চৌধুরী মিয়া উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের চর আমিনুল হক গ্রামের বাসিন্দা। এদিকে গত মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে বজ্রপাতে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। রাত ১২টার সময় উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের মাইজপাড়া ৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম মো. সজীব উদ্দিন (১৯)। তিনি বাহারছড়া ইউনিয়নের মো. ফজলুল কাদেরের ছেলে। নিহত মো. সজীব উদ্দিন আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল বলে জানা গেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *নোয়াখালী* **ও প্রতিনিধি,** *আনোয়ারা, চট্টগ্রাম*

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ২০ জুন ২০২৪

চার দিনে সড়কে ঝরল ২৬ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

সড়ক দুর্ঘটনা

- মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত দুই বন্ধুসহ ১১ জন
- ঈদ যাত্রার ৫ দিনে সড়কে নিহত ৯২ : বিআরটিএ

ঈদের চার দিনে ১৫ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও অন্তত ৩৭ জন আহত হয়েছে। এর মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দুই বন্ধুসহ ১১ জন। গত রবিবার থেকে গতকাল বুধবার পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে ঈদ যাত্রার পাঁচ দিনে (১৩-১৭ জুন) সড়কে ৯২ জন নিহত ও ১০৪ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)।

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার গোয়াতলা শসার বাজারে সোমবার দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটির আরোহী দুই বন্ধু নিহত ও অন্যটির চালক (নারী) গুরুতর আহত হন। নিহতরা হলো উপজেলার নলদীঘি গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে আব্দুল হালিম (১৬) ও বুলবুল আকন্দের ছেলে আনিছ আকন্দ (১৫)। তারা ঢাকায় একটি বেসরকারি কম্পানিতে চাকরি করত।

শেরপুর জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছে। এর মধ্যে নকলা উপজেলার গণপদ্দি বাজার ও জালালপুরে রবিবার ও মঙ্গলবার দুজন নিহত ও চারজন আহত এবং নালিতাবাড়ী উপজেলার কালাকুমা এলাকায় মঙ্গলবার এক মোটরসাইকেলচালক নিহত ও আরেকজন আহত হয়। গণপদ্দি বাজারে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে নিহত আসমা বেগম (৫০) বানেশ্বরদী খন্দকারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রবিবার জালালপুরে প্রাইভেট কার ও ইজি বাইকের সংঘর্ষে ইজি বাইকের যাত্রী আনিসুর রহমান (৪২) নিহত এবং চালক, তাঁর স্ত্রী-সন্তানসহ চারজন আহত হয়। কালাকুমায় মোটরসাইকেল-ইজি বাইকের সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী হোমিও হালিম (১৯) নিহত ও অন্যজন আহত হয়।

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার মহিষবেড় দক্ষিণ পাড়ায় গতকাল বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক শাকিল মিয়া (১৭) নিহত ও তিন যাত্রী আহত হয়। শাকিল উপজেলার শালদিঘা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় উত্তেজিত জনতা বাসটিতে আগুন দিলে এর বেশির ভাগই পুড়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট গিয়ে আগুন নেভায়।

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার রাজধরপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে মঙ্গলবার মাইক্রোবাস ও নসিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে মাইক্রোবাসটির যাত্রী নাজিমউদ্দিন নিহত হন। তিনি ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার পুটিয়া নামক স্থানে গতকাল একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেলে বাসটির চালক নিহত ও ১৩ যাত্রী আহত হয়। নিহত মনু মিয়ার বাড়ি কুমিল্লার চান্দিনা উপজেলার সাইকেট গ্রামে।

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার চর প্রসন্নদি এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে মঙ্গলবার বাস, প্রাইভেট কার ও ইজি বাইকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে দুজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। নিহতরা হলেন মুকসুদপুরের মোল্লাদি গ্রামের রাজিব শেখ ও সাহেব আলী শেখ। এ ছাড়া গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার ওয়াবদারহাটে গতকাল বাস ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটির আরোহী ব্যবসায়ী মনিরুজ্জামান পালোয়ান নিহত হন। তিনি মাদারীপুরের কালকিনির ভবানীপুর গ্রামের আলী হোসেন পালোয়ানের ছেলে।

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার রায়াপুরে শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত হন। নিহতরা হলেন ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার উত্তমাবাদের অটোরিকশাটির চালক মো. আল আমিন ও পিরোজপুরের দাউদখালী ইউনিয়নের আলতাফ মুন্সী।

নওগাঁর মান্দা উপজেলার জলছত্র মোড় এলাকায় গতকাল যাত্রীবাহী বাস চার্জার ভ্যানকে পেছন থেকে চাপা দিলে ভ্যানটির যাত্রী আয়েশা বিবি প্রাণ হারান। তিনি মান্দার কৈবারা গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী। মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীর বেসনাল এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দেয়াল ও বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেলে দুই আরোহী নাছির ভূঁইয়া ও মুকসেদ গাজী নিহত এবং আরেক আরোহী আহত হন। নাছির সদর উপজেলার আদারা ইউনিয়নের হাসান ভূঁইয়ার ছেলে, মকসেদ বাংলাবাজার ইউনিয়নের দ্বীন ইসলামের ছেলে। তাঁরা সম্পর্কে বেয়াই।

নওগাঁর নিয়ামতপুরের খড়িবাড়ী বাজার এলাকায় সোমবার মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন চালক হৃদয়। তিনি উপজেলার নাকইল গ্রামের সারোয়ারের ছেলে। নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার সুলতাননগরে গতকাল সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মাদরাসাছাত্রের মৃত্যু হয়। নিহত আক্তার হোসেন উপজেলার দক্ষিণ চর ক্লার্ক গ্রামের মো. ফয়েজ উল্যাহর ছেলে।

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার বাবলাতলা নামক স্থানে সোমবার কোরবানির গরু নিতে গিয়ে ভটভটি উল্টে আহোনা আবিদ দোহা নিহত হয়। সে উপজেলার তেঁতুলিয়া গ্রামের শিক্ষক সাইদুজ্জামান তোতার ছেলে।

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার মাতাজীহাট রঘুনাথপুর মোড়ে সোমবার সিএনজিচালিত অটোরিকশা পেছন থেকে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেলের আরোহী কলেজছাত্র মাহিব হাসান মাহি নিহত হন। তিনি বদলগাছী ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম জামান পিন্টুর বড় ছেলে। দিনাজপুরের বীরগঞ্জের দলুয়া পাওয়ার স্টেশনের সামনে মঙ্গলবার যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের আরোহী মোছা. খাইরুন্নাহার এবং তাঁর ছয় মাস বয়সী ছেলে আবুজর নিহত হয়। আহত হয় খাইরুন্নাহারের স্বামী মো. মাহাবুব, মেয়ে আছিম, মাহাবুবের বোন সাদিয়া ও ভ্যানচালক সাকিব।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে গেলে দুই ভাইসহ তিন আরোহী নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। সোমবার আশুগঞ্জ উপজেলার সোহাগপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ও বিকেলে কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর সেকান্দরপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জেলার বিজয়নগর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের রবিউল খান ও হুমায়ুন খান এবং কসবার চকচন্দ্রপুর গ্রামের ফয়সাল আহমেদ।

যশোরের শার্শা উপজেলার জামতলা বাজার এলাকায় গতকাল পাটবোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ভ্যানচালক আল-আমিনের মৃত্যু হয়। তাঁর বাড়ি শার্শার পশ্চিম কোটা গ্রামে।

মারদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বৈলগ্রামে গতকাল বাস ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপটির চালক আহত হন।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার কালের কণ্ঠ'র প্রতিনিধিরা]

দৈনিক ইত্তেফাক
শুক্রবার, ৭ আষাঢ়
২১ জুন ২০২৪

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে বৃহস্পতিবার চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

চরফ্যাশন (ভোলা) সংবাদদাতা জানান, ভোলার চরফ্যাশনে গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে এক ব্যক্তির প্রাণ গেছে। নিহতের নাম মো. আক্তার হোসেন (৩৫)। উপজেলার শশীভূষণ থানার জাহানপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। ইউপি সদস্য মো. রাসেল জানান, আক্তার ঐ গ্রামের একটি এগ্রোফার্মে দিনমজুর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সকালে ফার্মের গরুর জন্য ঘাস কাটতে যান। ঐ সময় হঠাৎ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও বজ্রপাত শুরু হলে কাটা ঘাস নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। শশীভূষণ থানার ওসি ম. এনামুল হক জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে নিহতের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, জুন ২০, ২০২৪

তিন জেলায় বজ্রপাতে চারজনের মৃত্যু

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

বাগেরহাটে বজ্রপাতে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নোয়াখালীর সুবর্ণচর ও ভোলার লালমোহনে আরো দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো একজন। গতকাল বিভিন্ন সময় এসব ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার পঞ্চমালা মাঠে গরু চরাতে যান সাইদুর রহমান (২৭)। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে তিনি মারা যান। আহত হন উজ্জ্বল নামে এক যুবক।

সাইদুর রহমানের খালাতো ভাই নাসির উদ্দীন বলেন, 'দুপুরে বৃষ্টি দেখে গরু ও মহিষ নিয়ে বাসার দিকে আসছিলেন সাইদুর। এ সময় বজ্রপাত হলে তিনি মারা যান। তার সঙ্গে থাকা উজ্জ্বল গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় তিনটি গরু ও একটি মহিষও মারা গেছে।'

অন্যদিকে একই সময়ে সেলিম শেখ (৫৫) নামে এক কৃষক হেদায়েতপুর মাঠে গরু আনতে যান। সেখানে বজ্রপাতে তিনি মারা যান। সেলিম শেখ ডেমা ইউনিয়নের হেদায়েতপুর গ্রামের শেখ কাউসারের ছেলে।

এ ব্যাপারে বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি সাইদুর রহমান বলেন, 'বাগেরহাটের ডেমা ইউনিয়নে বজ্রপাতে সাইদুর রহমান ও সেলিম শেখ নামে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় উজ্জ্বল হাওলাদার নামে আরেকজন আহত হয়েছেন। তাকে স্থানীয়রা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

এদিকে নোয়াখালীর সুবর্ণচরে বজ্রপাতে মো. চৌধুরী মিয়া (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল ভোরে উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের চর-আমিনুল হক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত চৌধুরী মিয়া উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের চর-আমিনুল হক গ্রামের মৃত লেদু মিয়ার ছেলে।

চরওয়াপদা ইউনিয়নের মেম্বার হাজী মো. আবুল কাশেম জানান, কৃষক মো. চৌধুরী মিয়া (৫০) ফজরের নামাজ পড়ে তার মহিষ দেখতে যান। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। চৌধুরী মিয়া উপজেলার চরওয়াপদা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের চর আমিনুল হক গ্রামের মৃত লেদু মিয়ার ছেলে।

এছাড়া গতকাল সকালে ভোলার লালমোহন উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ ধরতে যান মো. লোকমান ব্যাপারী। এ সময় বজ্রপাতে ঝলসে যান তিনি। আশপাশের লোকজন লোকমানকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। লোকমান ওই ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চরপাতা এলাকার মৃত আব্দুল ওহাব ব্যাপারীর ছেলে। লালমোহন থানার ওসি (তদন্ত) মো. এনায়েত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৭ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Friday 21 June 2024

৪ জেলায় সড়কে ঝরল ৬ প্রাণ

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

বরিশালে গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে বাস, প্রাইভেটকার এবং ইজিবাইকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নেত্রকোনার পূর্বধলায় বাসের ধাক্কায় ১ সিএনজি অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। নওগাঁর পোরশায় সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় ১ ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

বরিশাল : বরিশাল নগরীর গড়িয়া পাড় এলাকায় ব্র্যাক অফিসের সামনে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গত রোববার গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তি একটি ট্রাকের সাথে বেপারী পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঢাকা থেকে বরিশালে আসার পথে সড়কের পাশে থামানো ট্রাকটির পেছন থেকে ধাক্কা দিলে বাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বাসটি ছিটকে সড়কের পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– সোহাগ (১৮) ও ২৫-৩০ বছর বয়সী অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি এবং আহতরা হলেন– জিয়াউল করীম (৩৩), জাহাঙ্গীর মোল্লা (৪৫), একরামুল (২৬), আরিফ (৩০) ও ইমন (৩০)। আহতদেরকে উদ্ধার করে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

মুকসুদপুর (গোপালগঞ্জ) : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার চরপ্রসন্নদী এলাকায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বাস, প্রাইভেটকার এবং ইজিবাইকের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। মারাত্মক আহতদেরকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। নিহতরা হলেন– উপজেলার মোল্লাদি গ্রামের শুকুর আলী শেখের ছেলে রাজিব শেখ এবং একই গ্রামের সাহেব আলী শেখ। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি আবু সাঈদ মো. খায়রুল আনাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, দুর্ঘটনায় প্রাইভেটকার ও ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং বাসটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়।

পূর্বধলা (নেত্রকোনা) : নেত্রকোনার পূর্বধলায় গত বুধবার সকালে বাসের ধাক্কায় শাকিল মিয়া (১৭) নামে এক সিএনজি অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৩ জন। নিহত শাকিল উপজেলা সদর ইউনিয়নের শালদিঘা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে। আহতরা হলেন– একই গ্রামের নিপেন্দ্র চন্দ্র বর্মনের ছেলে হালান চন্দ্র বর্মন, নগেন্দ্র চন্দ্র দাসের ছেলে আরাধন চন্দ্র দাস এবং অজ্ঞাত এক যুবক। স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেছেন। দুর্ঘটনায় পরপরই উত্তেজিত জনতা বাসটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন। পূর্বধলা থানার ওসি মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বাসের চালক পালিয়ে গেছেন। অটোরিকশা ও বাসটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। নিহতের মরদেহ বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ পেলে, এই ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পোরশা (নওগাঁ) : নওগাঁর পোরশায় সাবাইগাছী-আড্ডা আঞ্চলিক মহাসড়কে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কায় মনি কিসকু নামে এক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী নারী নিহত হয়েছেন। আদিবাসী ওই নারী উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউপির মঠবাড়ী গ্রামের জমিন কিসকুর স্ত্রী। জানা গেছে, মনি কিসকু গত মঙ্গলবার দুপুরে আঞ্চলিক মহাসড়কের বড়দাদপুর এলাকায় দুর্ঘটনার স্বীকার হয়ে গুরুতর আহত হন। পরে আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে পোরশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত মঙ্গলবার রাতে তিনি মারা যান।

যুগান্তর
রোববার ২৩ জুন ২০২৪
৯ আষাঢ় ১৪৩১

ফকিরহাটে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

বাগেরহাটের ফকিরহাটে বাসচাপায় বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন নিহত সন্তানের মা। এছাড়া দেশের ১০ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে আরও ১১ জনের। তাদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই, ফরিদপুরের ভাঙ্গায় স্কুলছাত্র, টাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে তরুণ, হবিগঞ্জের মাধবপুরে শিশু, বরিশালের উজিরপুর ও ময়মনসিংহের ভালুকায় দুই রাজমিস্ত্রি, নাটোরের লালপুরে বৃদ্ধা, বান্দরবানের থানচিতে ট্রাকচালক, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সাইকেল আরোহী, যশোরের অভয়নগরে মোটরসাইকেল চালক রয়েছে। চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে আহত হয়েছে ১২ জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

উজিরপুর (বরিশাল) : উজিরপুরে শনিবার সকালে বরিশাল-বানরীপাড়া সড়কের নারায়ণপুরে থ্রি-হুইলারের ব্রেক ফেল করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানখেতে উলটে পড়ে। এতে যাত্রী রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অপর যাত্রী। নিহত মোস্তফা খান উজিরপুর উপজেলার বারৈকাঠি এলাকার মো. আতাহার আলীর ছেলে। আহত অবস্থায় তার ছোট ভাই নজরুল ইসলাম বরিশাল শেরেই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় গাড়িচাপায় রাজু আহমেদ নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি কিশোরগঞ্জ সদরের শোলাকিয়া এলাকার সায়েম উদ্দিনের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার সিডস্টোর কাঁচাবাজার এলাকায়।

বান্দরবান : থানচিতে জীবননগর সড়কে বিআরটিসির ট্রাক খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও চারজন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম তাৎক্ষণিক জানা যায়নি।

কালের কণ্ঠ শনিবার। ২২ জুন ২০২৪।

'রাসেলস ভাইপারের' কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

ফরিদপুর ও রাজবাড়ী প্রতিনিধি ▷

ফরিদপুর

ফরিদপুরে দুর্গম চর এলাকায় সাপের কামড়ে হোসেন ব্যাপারী (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে জেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন ও সাবেক জনপ্রতিনিধি বলেছেন, বিষধর রাসেলস ভাইপারের কামড়ে ওই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তবে সাপটি রাসেলস ভাইপারই কি না তা নিশ্চিত করতে পারেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ফরিদপুর সদর উপজেলার নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় গত বৃহস্পতিবার সাপের কামড়ের এ ঘটনা ঘটে। এদিকে পাশের ডিক্রির চরে বৃহস্পতিবার ও গতকাল দুটি রাসেলস ভাইপার সাপ পিটিয়ে মারা হয়েছে বলে জানিয়েছে এলাকাবাসী। রাজবাড়ীর পাংশায় পদ্মা নদীর চরে গতকাল বাদাম তুলতে গিয়ে এক কৃষক রাসেলস ভাইপারের কামড়ের পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

এলাকাবাসী, সাবেক জনপ্রতিনিধি ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ৩৮ নম্বর দাগ এলাকার বাসিন্দা পরেশউল্লা ব্যাপারীর ছেলে হোসেন ব্যাপারী বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে 'রাসেলস ভাইপার' তাঁকে কামড় দেয়। অসুস্থ অবস্থায় ওই দিনই তাঁকে পরিবারের লোকজন ট্রলারযোগে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। শুক্রবার সকাল ১১টার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। এর মধ্যে সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

নর্থ চ্যানেল ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক সদস্য হেলালউদ্দিন বলেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে হোসেন ব্যাপারীকে রাসেলস ভাইপার সাপে কামড়ানোর পর দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের আরএমও মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ সুমন বলেন, 'চরাঞ্চল থেকে একজন সাপে কামড়ানো রোগী ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁকে ভ্যাকসিনও দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার মারা গেছেন। তিনি রাসেলস ভাইপারের কামড়ে মারা গেছেন কি না এখানো আমরা নিশ্চিত হতে পারেনি।' তিনি বলেন, হাসপাতালে পর্যাপ্ত সাপে কাটা রোগীর জন্য ভ্যাকসিন রয়েছে। তবে রাসেলস ভাইপারের আলাদা ভ্যাকসিন এখানো পাওয়া যায়নি।

ডিক্রির চর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, সম্প্রতি চর এলাকায় রাসেলস ভাইপার সাপের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝেমধ্যেই তাঁরা ক্ষেতে-খামারে সাপ দেখার খবর পাচ্ছেন।

গতকাল সন্ধ্যায় ফরিদপুর সিভিল সার্জন সিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে পানিবাহিত সাপের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। জেলার পদ্মা নদীর পারের চর ভদ্রাসনের কিছু, সদরপুরের কিছু অংশ ও সদর উপজেলার চরাঞ্চল এলাকায় রাসেলস ভাইপার সাপের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট এলাকার হাসপাতাল ও জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে অবগত করেছি। রাসেলস ভাইপারও একটি পানিবাহিত সাপ। বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে ভারতসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে এসব সাপের উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। যা হোক জেলা সদর হাসপাতালসহ ৯টি উপজেলায় পর্যাপ্ত সাপের ভ্যাকসিন রয়েছে।'

এদিকে বৃহস্পতিবার রাসেলস ভাইপারের উপদ্রবে চরাঞ্চলের মানুষের উদ্বেগের বিষয়টি উল্লেখ করে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইসতিয়াক আরিফ একটি রাসেলস ভাইপার সাপ মারতে পারলে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দেন। তবে ফরিদপুর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা গোলাম কুদ্দুস ভূঁইয়া জানান, যেকোনো বন্য প্রাণী নিধন আইনগত দণ্ডনীয় অপরাধ। রাসেলস ভাইপার বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ২০১৪ সাল থেকে আবার সাপটি দেখা যাচ্ছে। এই সাপের বংশবৃদ্ধির হার বেশি। সাপটি সাধারণত চর এলাকায় থাকে এবং ব্যাঙ, ইঁদুর খেয়ে বেঁচে থাকে।

পাংশায় হাসপাতালে কৃষক : রাজবাড়ীর পাংশার চর আফড়া এলাকায় পদ্মা নদীর চরে গতকাল সকালে বাদাম তুলতে গিয়ে কৃষক মধু বিশ্বাস (৫০) রাসেলস ভাইপারের কামড়ে অসুস্থ হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন। তিনি চর আফড়া গ্রামের মৃত আক্কেল বিশ্বাসের ছেলে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মধু বিশ্বাস বলেন, রাসেলস ভাইপার তাঁকে কামড়িয়েছে। তিনি চিৎকার করলে লোকজন এসে সাপটি মেরে ফেলে। পরে সাপটি পাংশা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক রাসেলস ভাইপার বলে শনাক্ত করেন।

পাংশা হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার মো. এনামুল হক বলেন, রাসেলস ভাইপারের কামড়ের পর এক কৃষককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তাঁকে সার্বক্ষণিক নিবিড় পরিচর্যায় রাখা হয়েছে।

বণিক বার্তা
রোববার, জুন ২৩, ২০২৪ ■ আষাঢ় ৯, ১৪৩১

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮

বাণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় আটজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় বাগেরহাট, মুন্সিগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও নাটোরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

টাঙ্গাইল : মির্জাপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় রুবেল মোল্লা (৩৬) নামে এক লেগুনাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রুবেল মোল্লা উপজেলার ভাওড়া ইউনিয়নের আমরাইল গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২৩ জুন ২০২৪,

বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি

টাঙ্গাইলের বাসাইলে কৃষি জমিতে কাজ করতে গিয়ে বজ্রপাতে বুলবুল আহমেদ (৫০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার সুন্যা উত্তরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত বুলবুল আহমেদ ওই গ্রামের ইসমাঈল হোসেনের ছেলে। জানা যায়, বুলবুল সকালে সুন্যা উত্তরকোড় চকে ধানক্ষেত পরিষ্কার করতে যায়। এ সময় বজ্রপাত শুরু হলে বুলবুল বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রথম আলো
• সোমবার, ২৪ জুন ২০২৪,

শৈলকুপা

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে লাইনম্যানের মৃত্যু

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যান খালেক হোসেন (৩২)। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরেক লাইনম্যান সোহেল রানা। গতকাল সকালে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের সাধুখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। খালেক হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার কুমারগাড়া গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে। স্থানীয় লোকজন জানান, সাধুখালী গ্রামের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার মেরামতের কাজ করছিলেন শেখপাড়া বিদ্যুৎ অফিসে কর্মরত লাইনম্যান সোহেল রানা ও আবদুল খালেক। মেরামতের সময় বিদ্যুতের কন্ট্রোলরুমে ফোন দিয়ে ওপরে ওঠেন সোহেল রানা। কিন্তু বিদ্যুৎ বন্ধ না থাকায় বিদ্যুতায়িত হন তিনি। নিচ থেকে লাইনম্যান খালেক ফোন করে আবারও বিদ্যুৎ বন্ধ করতে বলে সোহেলকে উদ্ধার করতে যান। এ সময় তিনিও বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত সোহেল রানাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ

সমকাল ■ সোমবার। ২৪ জুন ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরল ৬ প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় নাটোর ও বগুড়ার কাহালুতে দু'জন করে নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাগেরহাটের ফকিরহাট ও সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় প্রাণ গেছে দু'জনের।

নাটোরের লালপুরে গতকাল দুপুরে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় হান্নান আলী নামে এক সাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। তিনি পদ্মার চর থেকে বাদাম তুলে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়েন। এ ছাড়া নাটোর শহরতলির দিঘাপতিয়া এলাকায় বিআরটিসি বাস, অটোরিকশা ও মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মজনু চৌধুরী নামে একজন নিহত হন।

বগুড়ার কাহালু উপজেলার বিবিরপুকুর বাজার এলাকায় গতকাল সকালে বাসের ধাক্কায় রত্না বেগম ও সৈকত আহমেদ টুনু নামে দু'জন নিহত হয়েছেন।

বাগেরহাটের ফকিরহাটে বাসের ধাক্কায় গতকাল শেখ জামির আলী (৫০) নামে এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। তিনি সৈয়দ মহল্লা খোদেজা খাতুন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী ছিলেন।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে গতকাল দুপুরে মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন অটোভ্যানচালক মাহমুদুল হাসান (৩০)। তিনি উল্লাপাড়ার পাগলা উত্তরপাড়া গ্রামের আব্দুস সোবাহানের ছেলে। এ ছাড়া দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে গতকাল সকালে দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাস উল্টে ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যুরো ও প্রতিনিধিরা)

বণিক বার্তা
সোমবার, জুন ২৪, ২০২৪

সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় বগুড়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, বাগেরহাট ও বরগুনায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাইবান্ধা : জেলার সাদুল্যাপুরে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ধাক্কায় ছাকা মিয়া (৪০) নামে আরেক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৩টার দিকে উপজেলার দামোদরপুর ইউনিয়নের জাল্লাদুর মোড়ের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ছাকা মিয়া ওই ইউনিয়নের জামুডাঙ্গা (লালবাজার) গ্রামের মৃত ছইম উদ্দিনের ছেলে। দামোদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুর রাজ্জাক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুন ২৮, ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জেলায় প্রাণ গেল ১৭ জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জেলায় ১৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় ও আগের দিন রাতে রংপুর, সিলেট, বগুড়া, গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাটোর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও জয়পুরহাটে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

রংপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় লিখন মিয়া (২৭) ও আবুল কালাম আজাদ (৪৫) নামে দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর বেলতলিরহাটে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লিখন একটি ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। এছাড়া সকালে তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালী বাজারে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী আবুল কালাম আজাদ নিহত হন।

সিলেটে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে দক্ষিণ সুরমা ও ওসমানীনগরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের বাসিন্দা সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক সাজু মিয়া ও ঢাকার বাসিন্দা প্রাইভেট কারচালক মোহাম্মদ আলী।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টায় জেকে কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন দুপচাঁচিয়ার জিয়ানগর সোনারপাড়ার আকরাম হোসেনের ছেলে সাদিকুল ইসলাম ও জিয়ানগরের মোসাদ্দেকুল ইসলাম।

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার কাজুলিয়া ও বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা তানভীর শাহ মহিলা মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাথরঘাটা গ্রামের দীনবন্ধু মজুমদারের ছেলে নৃপেণ মজুমদার (৫৫) ও কাশিয়ানী উপজেলার দক্ষিণ ফুকরা গ্রামের মৃত আমির শেখের ছেলে ভ্যানচালক ছকু শেখ (৬৫)।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার সৈয়দাবাদে গত বুধবার রাতে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে দুজন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জের নিকলী থানার টিক্কলহাটি গ্রামের কাসেম মিয়ার ছেলে রাজু মিয়া (২০) ও তাজউদ্দিনের ছেলে বাস চালকের সহকারী সাইফ মিয়া (২০)।

নাটোরের লালপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ভ্যান থেকে ছিটকে পড়ে আরজিনা বেগম (৪৫) নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শিমুলতলা চেকপোস্টে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শেরপুরে রাস্তা পার হতে গিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় শিশু রমজান আলী (৩) নিহত হয়েছে। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার পশ্চিম দড়িপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রমজান আলী ওই গ্রামের মো. মাসুদ মিয়ার ছেলে।

ময়মনসিংহের ভালুকায় এনা পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় তানজিয়া পরিবহনের সহকারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে মহেরাবাড়ী জিনজিরা মাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

দিনাজপুরের বিরামপুরে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় শিশু তাহমিদ সরকার (৮) নিহত হয়েছে। দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়ক পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশাযাত্রী মিজানুর রহমান মুক্তার (৪০) নিহত হয়েছেন। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে পৌর শহরের বেগমপুর মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

জয়পুরহাট সদরের মঙ্গলবাড়ীতে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় দুই নারী নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন জয়পুরহাট সদর উপজেলার ঈশ্বরপুর গ্রামের এনজিও কর্মী জুঁথি সুলতানা (২২) ও ইছুয়া খাত্তা গ্রামের মরিয়ম (২০)।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন ২০২৪,

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে মেঘনা ডিপো-সংলগ্ন এলাকায় গতকাল জ্বালানি তেলের ড্রামবাহী ট্রলারে বিস্ফোরণ থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ছবি : প্রথম আলো

তেলের ড্রামবাহী ট্রলারে অগ্নিকাণ্ড, এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে একটি ট্রলারে জ্বালানি তেলের ড্রাম ওঠানোর কাজ করছিলেন শ্রমিকেরা। ড্রাম ওঠানোর কাজ শেষে ট্রলারটি ছাড়ার প্রস্তুতি চলছিল। এমন সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ। আগুন ধরে যায় পুরো ট্রলারে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে কয়েক ঘণ্টা। এতে ট্রলারের একজন শ্রমিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। অগ্নিদগ্ধ আরেকজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়।

গতকাল বুধবার বেলা দেড়টায় বুড়িগঙ্গা নদীতে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের ফতুল্লা ডিপোর জেটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৯টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তীরে বেঁধে রাখা ট্রলারে পুনরায় আগুন লেগে মাঝনদীতে চলে গেলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেখানে থাকা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া ট্রলারটির নাম এমভি মনপুরা। এটির মালিকের নাম সেলিম। দুর্ঘটনার সময় ওই ট্রলারে মাঝি বাকের, কামাল এবং শ্রমিক ফখরুল, বাবুল মোল্লা ও খোকন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাঝি কামাল অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন, বাকের অক্ষত আছেন। আর ট্রলারের শ্রমিক ফখরুল, বাবুল মোল্লা ও খোকন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ শ্রমিকদের মধ্যে একজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগীয় উপপরিচালক সালেহ আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে ট্রলারের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ২৫ জুন ২০২৪
১১ আষাঢ় ১৪৩১

ভান্ডারিয়ায় পিকআপে পিষ্ট অন্তঃসত্ত্বা ও শিশু

যুগান্তর ডেস্ক

পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় পিকআপচাপায় অন্তঃসত্ত্বা ও শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার দক্ষিণ ইকড়ি গ্রামে ভান্ডারিয়া-মঠবাড়িয়া সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এছাড়া নয় জেলায় আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে নওগাঁয় সেনা সদস্য ও মাদ্রাসাছাত্র, ফরিদপুরে নারী, সুনামগঞ্জে শিশু, বরিশালে ব্যবসায়ীসহ দুজন, কুমিল্লায় পথচারী, খাগড়াছড়িতে পর্যটক, চাঁদপুরে অটোযাত্রী, নাটোরে গার্মেন্টকর্মী এবং গাজীপুরে হেলপার রয়েছেন। ব্যুরো ও

গাজীপুর : গাজীপুরে বাস-কাভার্ডভ্যান সংঘর্ষে হেলপার সুজন নিহত হয়েছেন। সোমবার মেট্রোপলিটন সদর থানার রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা এলাকায় ঢাকা-কাপাসিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সুজন কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানার পেয়ারাকান্দি এলাকার আয়েত আলীর ছেলে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৭ জুন ২০২৪
১৩ আষাঢ় ১৪৩১

পাবনায় ট্রাক-অটো সংঘর্ষে প্রাণ গেল ভাই-বোনের

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার বেড়া উপজেলায় ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষে ভাই-বোন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার দুপুরে উপজেলার ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের ধোপাঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সাত জেলায় আরও নয়জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতাসহ তিনজন, জয়পুরহাটে মোটরসাইকেলচালক, হবিগঞ্জে পুলিশ সদস্য, ফরিদপুরে বাসের সুপারভাইজার, টাঙ্গাইলে মোটরসাইকেল আরোহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অটোমিস্ত্রি এবং নেত্রকোনায় বৃদ্ধ রয়েছেন। টাঙ্গাইলে যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়েছে পুকুরে এবং চট্টগ্রামে বাসের লরির ধাক্কায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মিস্ত্রি জাহাঙ্গীর মিয়া নিহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পূর্ব কুট্টাপাড়া গ্রামের গার্ডের বাড়ি রাস্তার সংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহাঙ্গীর বিজয়নগর উপজেলার ইসলামপুরের শশই এলাকার সামছু মিয়ার ছেলে।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৮ জুন ২০২৪
১৪ আষাঢ় ১৪৩১

বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ ঝরল দুই বন্ধুর

যুগান্তর ডেস্ক

বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই কলেজ শিক্ষার্থী বন্ধু নিহত হয়েছেন। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার জে কে কলেজ গেটের সামনে বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া ১০ জেলায় আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ময়মনসিংহে দুই হেলপারসহ তিনজন, জয়পুরহাটে নারী এনজিওকর্মী, সুনামগঞ্জে অটোচালক, গোপালগঞ্জে ব্যবসায়ী, শেরপুরে শিশু, রংপুরে নিরাপত্তাকর্মী, চট্টগ্রামে পথচারী, নাটোরে গৃহবধূ এবং দিনাজপুরে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ময়মনসিংহের ভালুকায় বাসচাপায় হেলপার পলাশ চন্দ্র দাসের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের মেহেরাবাড়ি জিঞ্জিরা পাগলা মাজারের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পলাশ মুক্তাগাছা উপজেলার চকনারায়ণপুর গ্রামের কালীচন্দ্র দাসের ছেলে।

তারাগঞ্জ (রংপুর): রংপুরের তারাগঞ্জে অটোরিকশার ধাক্কায় নিরাপত্তাকর্মী মোটরসাইকেল আরোহী আবুল কালাম নিহত হয়েছেন। আবুল কালাম উপজেলার ইকরচালি ইউনিয়নের বরাতী চরকডাঙ্গা গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। তিনি স্থানীয় বালাবাড়িতে এরিস্টোক্র্যাট রাইস মিলে নিরাপত্তাকর্মীর কাজ করতেন। বুধবার কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি।

সমকাল
শুক্রবার | ২৮ জুন ২০২৪

জাহাজের ধাক্কায় ট্রলার ডুবে জেলে নিখোঁজ

ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশের ডুবুরি দলের নদীতে তল্লাশি

মোংলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি

বঙ্গবন্ধু মোংলা-ঘষিয়াখালী আন্তর্জাতিক নৌ চ্যানেলে যমুনা-২ নামে গ্যাসবাহী জাহাজের ধাক্কায় মাছধরার ট্রলার ডুবে মহিদুল শেখ নামে এক জেলে নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মহিদুল শেখ (২৫) মোংলা উপজেলার সোনাই-লতলা ইউনিয়নের উলুবুনিয়া গ্রামের আব্দুর রশিদ শেখের ছেলে। তাঁকে উদ্ধারে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস ও নৌ পুলিশের ডুবুরি দল নদীতে তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মোংলা নৌ পুলিশের ইনচার্জ সৈয়দ ফকরুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে মোংলা-ঘষিয়াখালীর নৌ চ্যানেলের জয়খাঁ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ওই রুট দিয়ে যাওয়া গ্যাসবাহী জাহাজের পাখার সঙ্গে দড়ি পেঁচিয়ে জেলেদের একটি ট্রলার ডুবে যায়। এ সময় ট্রলারে থাকা দুই জেলের মধ্যে তরিকুল শেখ সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও মহিদুল শেখ নিখোঁজ রয়েছেন। এ ঘটনায় জাহাজটিকে আটক করা সম্ভব হয়নি। তবে জাহাজটির অবস্থান শনাক্তের কাজ চলছে।

মোংলা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু তাহের হাওলাদার বলেন, মহিদুল শেখ মোংলা-ঘষিয়াখালী আন্তর্জাতিক নৌ চ্যানেলে বৃহস্পতিবার ভোরে চিংড়ি মাছের রেনু পোনা ধরছিলেন। এ সময় এই রুট দিয়ে যাওয়া যমুনা-২ জাহাজের পাখার সঙ্গে জেলে ট্রলারের দড়ি পেঁচিয়ে সেটি ডুবে যায়। স্থানীয়রা নৌ পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে তারা সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। এতে ডুবে যাওয়া ট্রলারটি উদ্ধার হলেও মহিদুলের সন্ধান মেলেনি।

মোংলা থানার ওসি কে এম আজিজুল ইসলাম বলেন, নিখোঁজ জেলের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৮ জুন ২০২৪,

সড়কে ঝরল ৭ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় সাতজন প্রাণ হারিয়েছে। এর মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার জয়পুরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় এক নারী বাইকার নিহত হয়েছেন। নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় টমটম গাড়ির চাপায় একজন নিহত হন। রংপুর-দিনাজপুর মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাস-ট্রাক সংঘর্ষে বাসের হেলপারসহ দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর।

কেন্দুয়ায় গাড়ির নিচে পড়ে চালক নিহত : নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে নিজের টমটম গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ইসরাফিল (৫৫) নামের এক চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সান্দিকোনা বাজারসংলগ্ন সেতুর কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পরিবারের বরাত দিয়ে কেন্দুয়া থানার উপপরিদর্শক রোকনোজ্জামান বলেন, ইসরাফিলের টমটম গাড়িটি বিপরীত দিক থেকে আসা লরিকে সাইড দিতে গিয়ে টমটম গাড়িটি উল্টে রাস্তার পাশে জমিতে পড়ে যায়। এ সময় টমটম চালক ইসরাফিল নিজের গাড়ির নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জয়পুরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় নারী বাইকার নিহত: জয়পুরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় জুঁথি সুলতানা (২২) নামে এক নারী এনজিও কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মরিয়ম আক্তার (২২)। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলার মঙ্গলবাড়ি ময়েজ মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, সদর উপজেলার ঈশ্বরপুর গ্রামের এমদাদুল হকের মেয়ে ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার হিসাবরক্ষক জুঁথি সুলতানা। আহত একই এলাকার ইছুয়া খাত্তা গ্রামের সোবহান আলীর মেয়ে নার্সিং ছাত্রী মরিয়ম আক্তার। তারা দুজন বান্ধবী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে অফিসে যাচ্ছিলেন এনজিও কর্মী জুঁথি সুলতানা। অন্যদিকে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানে মাকে নিয়ে নার্সিং ইনস্টিটিউটে ক্লাস করার জন্য যাচ্ছিলেন শিক্ষার্থী মরিয়ম আক্তার। পথে বান্ধবী মরিয়মকে দেখে মোটরসাইকেলে উঠিয়ে নিয়ে রওনা দেন জুঁথি সুলতানা। আসার সময় মঙ্গলবাড়ি কলেজ গেটের সামনে বিপরীতমুখী পাথরবোঝাই একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই এনজিও কর্মী মারা যান। আর আহত মরিয়ম গুরুতর অবস্থায় বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

রংপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১: রংপুর দিনাজপুর মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তার নাম আবুল কালাম আজাদ (৪৫)। তিনি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ইকরচালীর বালাবাড়ি দি এরিস্টোক্যাট ফিড মিলে কাজ করতেন। তারাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি খান শরীফুল ইসলাম বলেন, সকালে ইকরচালী বাজারে থ্রি-হুইলার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে আবুল কালাম আজাদ নামে একজন নিহত হয়েছেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাস-ট্রাক সংঘর্ষে বাসের হেলপারসহ নিহত ২ : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাসের হেলপারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কের সৈয়দাবাদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী থানার টিক্কলহাটি গ্রামের তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে সাইফ (২০) ও একই গ্রামের বাসযাত্রী কাশেম মিয়ার ছেলে রাজু (২০)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সৈয়দাবাদ এলাকায় কুমিল্লা অভিমুখী বিসমিল্লাহ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এতে বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী আহত হন। এর মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় বাস হেলপার সাইফ ও বাসযাত্রী রাজুকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসাপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

গোপালগঞ্জে ব্যবসায়ীসহ দুজন নিহত: গোপালগঞ্জে আলাদা সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যবসায়ীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে এক নারীসহ আহত হয়েছেন আরও দুজন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টার দিকে গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া সড়কের সদর উপজেলার কাজুলিয়া ও বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা তানভীর শাহ মহিলা মাদ্রাসার সামনে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মোহাম্মদ আনিচুর রহমান জানান, ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকে করে মালমাল নিয়ে টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাথরঘাটা থেকে গোপালগঞ্জে যাচ্ছিলেন ব্যবসায়ী নৃপেন মজুমদার (৫৫)। এ সময় ইজিবাইকটি কাজুলিয়ায় পৌঁছালে দ্রুতগামী একটি লোকাল বাস ইজিবাইকটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ওই ব্যবসায়ী নিহত হন ও ইজিবাইক চালক ভজন বিশ্বাস মারাত্মক আহত হন। আহতকে ভজনকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কাশিয়ানীর ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার ওসি আবুল হাসেম মজুমদার জানান, উপজেলার ফুকরা থেকে ভ্যানে যাত্রী নিয়ে মিল্টন বাজার যাচ্ছিলেন ভ্যানচালক ছকু শেখ (৬৫)। ঐ সময় ভ্যানটি ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফুকরা তানভীর শাহ মহিলা মাদ্রাসার সামনে পৌঁছালে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী হামিম পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ভ্যানটিকে পেছন থেকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে ভ্যানচালক ছকু শেখ নিহত হন ও ভ্যানের যাত্রী নিলুফা বেগম মারাত্মক আহত হন।

প্রথম আলো • শনিবার, ২৯ জুন ২০২৪,

বুড়িগঙ্গায় ট্রলারে আগুন

নিখোঁজ ট্রলার মিস্ত্রির লাশ উদ্ধার

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় বুড়িগঙ্গা নদীতে জ্বালানি তেলের ড্রামবাহী ট্রলারে অগ্নিকাণ্ডে নিখোঁজ আরও একজনের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফতুল্লা লঞ্চঘাটসংলগ্ন নদী থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে এ ঘটনায় দুজনের লাশ উদ্ধার করল পুলিশ।

উদ্ধার করা লাশটি ট্রলারের মিস্ত্রি ফখরুদ্দিনের (৪০) বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত ফখরুদ্দিন ভোলার মনপুরা সাতকুচিয়া ইউনিয়নের চর সোয়ানিয়া এলাকার নাসির পাটোওয়ারীর ছেলে। তিনি ট্রলারের মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। তবে আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি ট্রলারের স্টাফ খোকন হোসেনের (৫০) বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। খোকন ভোলার মনপুরা সাতকুচিয়া ইউনিয়নের চর সোয়ানিয়া এলাকার আবদুল কাদেরের ছেলে।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জের পাগলা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) ইয়ার আলী প্রথম *আলোকে* বলেন, রাতে নিখোঁজ ট্রলারের মিস্ত্রি ফখরুদ্দিনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর লাশের বিভিন্ন স্থানে আগুনে পোড়ার চিহ্ন পাওয়া গেছে। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। খোকন ও ফখরুদ্দিনের লাশ তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আর কেউ নিখোঁজ নেই। এ ঘটনায় ট্রলারের মাঝি বাকের বাদী হয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় অপমৃত্যুর মামলা করেছেন।

উল্লেখ্য, গত বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় মেঘনা পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের ফতুল্লা ডিপো-সংলগ্ন বুড়িগঙ্গা নদীতে জ্বালানি তেলের ড্রামবাহী ট্রলারে বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের ৫টি স্টেশনের ৯টি ইউনিট আড়াই ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থল থেকে একজনের লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। এ ঘটনায় দগ্ধ ট্রলারের স্টাফ কামালকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকার শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আষাঢ়
২৯ জুন ২০২৪

ফুলপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষক নিহত, মা-ছেলে আহত

■ ফুলপুর (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

ময়মনসিংহের ফুলপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। এ সময় ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা-ছেলে দুই জনই আহত হয়েছেন। নিহত কৃষকের নাম আব্দুর রশিদ (৪৫)। আহত সাহিদা বেগম (৫২) ও তার ছেলে আলমগীর কবীর (২৫)। গতকাল শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, দুপুর দেড়টার দিকে ফসলের মাঠে গাছ কাটার সময় পল্লী বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহত রশিদ জারুয়া গ্রামের আবুল কাসেমের ছেলে। ফুলপুর থানার এসআই তারিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পুলিশ গেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আষাঢ়
২৯ জুন ২০২৪

অভয়নগরে সাপের কামড়ে দোকান কর্মচারীর মৃত্যু

■ অভয়নগর (যশোর) সংবাদদাতা

যশোরের অভয়নগর উপজেলায় সাপের কামড়ে এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে একটি দোকানে কাজ করার সময় তাকে সাপে কামড় দেয়। এরপর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ঐ যুবকের নাম বিপ্লব দাস (২৫)। তিনি উপজেলার ভাটপাড়া বাজারে একটি মুদি দোকানের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।

ভাটপাড়া বাজারের ব্যবসায়ী অভি দাস জানান, বিপ্লব তার দোকানে কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে একজন ক্রেতাকে চাল দেওয়ার জন্য দোকানের ভেতর তাকের ওপর রাখা বস্তা থেকে চাল আনতে যান। বস্তায় হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাপ তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে কামড় দেয়। এরপর দ্রুত তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রাত ১২টার দিকে তিনি মারা যান। অভয়নগর থানার ওসি এস এম আকিবুল ইসলাম বলেন, দোকানে কাজ করার সময় সাপের কামড়ে বিপ্লব দাস নামের এক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ । শনিবার । ২৯ জুন ২০২৪

দুই ভাইসহ ১০ জনের মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মোটরসাইকেল চালিয়ে রাজধানী ঢাকার কালশী ব্রিজ হয়ে মিরপুরে নিজ বাসায় ফিরছিলেন মো. রাহুল ও তাঁর ছোট ভাই মো. রাফি। তাঁদের আর বাসায় ফেরা হয়নি। পথে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের ধাক্কায় দুই ভাই-ই প্রাণ হারিয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ১টার দিকে কালশী এলাকার শাপলা সিএনজি পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। একই রাতে রাজধানীর খিলক্ষেতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত ও তাঁর ভাইসহ দুজন আহত হয়েছে। এ ছাড়া সাত জেলায় গতকাল শুক্রবার সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সাতজনের।

ক্যান্টনমেন্ট থানাধীন কালশীতে নিহত মো. রাহুল (২৬) ও মো. রাফি (১৬) মিরপুর বাউনিয়াবাঁধ সি-ব্লকের বাসিন্দা জহরুল ইসলামের ছেলে। ক্যান্টনমেন্ট থানার উপপরিদর্শক মো. শামীমুল ইসলাম বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকের ধাক্কায় আহত রাহুল ও রাফিকে পথচারীরা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে দুজনকে রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক রাহুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আর চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে রাফির মৃত্যু হয়।

আরো আটজন নিহত : রাজধানীর খিলক্ষেত থানাধীন বিশ্বরোডের নিকুঞ্জ এলাকায় বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ২টার দিকে মালবোঝাই পিকআপ ভ্যান উল্টে মো. আলফাজ (২৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন আলফাজের ছোট ভাই মাহফুজ ও পিকআপ ভ্যানচালক। আলফাজ ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার কান্দাছিয়া গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে। তিনি মিরপুর ১২ নম্বরে থাকতেন। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় গতকাল বিকেলে মোটরসাইকেল ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেলটির আরোহী শাহরিয়ার আহমদ স্বপন (২৯) নিহত হয়েছেন। তিনি জকিগঞ্জ উপজেলার ভরন গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে ও দেশের মোবাইল জার্নালিজমের অগ্রগণ্য সাংবাদিক সাব্বির আহমদের ছোট ভাই।

বরগুনার আমতলীর মহিষকাটা এলাকায় আমতলী-পটুয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে গতকাল সকালে বাসচাপায় মাছ ব্যবসায়ী মঞ্জু খান (৪৮) নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। মঞ্জু পটুয়াখালী হেতালিয়া বাজারের একজন মাছ ব্যবসায়ী।

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার চরবেতাগৈর ইউনিয়নের চরউত্তরবণ বেড়িবাঁধ এলাকায় ট্রাক্টর উল্টে নিচে চাপা পড়ে এটির চালক সুজন মিয়ার (৩৮) মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই এলাকার আবুল কাশেমের ছেলে।

নেত্রকোনায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার এক যাত্রী নিহত ও তিন যাত্রী আহত হয়েছে। নিহত সুজন বর্মণ (৪০) পেশায় স্বর্ণ কারিগর ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার ধলা গ্রামের বরেন্দ্র চন্দ্র বর্মণের ছেলে।

নরসিংদীর রায়পুরার মাহমুদাবাদ নামাপাড়ায় গতকাল দুপুরে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঢাকাগামী পিকআপের চালক মো. বাচ্চু মিয়া (৩০) নিহত হয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার নয়নপুর গ্রামের বাসিন্দা।

রাজবাড়ী সদর উপজেলার চন্দনী ইউনিয়নের তালতলা এলাকায় গতকাল সন্ধ্যায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় আলিফ খান (১০) নামের একটি শিশু নিহত হয়েছে। সে স্থানীয় হরিণধারা গ্রামের হাফিজ খানের ছেলে। বগুড়ার শেরপুর উপজেলার হাজিপুরে গতকাল বিকেলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল আরোহী দেলবর উদ্দিন (৬০) নিহত হয়েছেন। তিনি বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার পোহালগাছা গ্রামের মৃত নাছির উদ্দিনের ছেলে। [প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন কালের কণ্ঠ'র নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা]

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৪ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Friday 28 June 2024

৫ জেলায় সড়কে নিহত ৬

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই কলেজ ছাত্র, ফরিদপুরের নগরকান্দায় চলন্ত বাস উল্টে বাসের সুপারভাইজার, লালমনিরহাটে বাসের ধাক্কায় এক মুয়াজ্জিন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় এক মিস্ত্রি এবং কুড়িগ্রামে রৌমারীতে ভুট্টাবোঝাই অটোভ্যানের নিচে চাপা পড়ে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

বগুড়া : বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন– সাদেকুল ইসলাম এবং মোসাদ্দেকুল ইসলাম। পুলিশ জানায়, উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের ওই দুই কলেজ ছাত্র গত বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে জেকে কলেজের সামনে বগুড়া-নওগাঁ সড়কে একটি ট্রাক পেছন দিক থেকে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই একজন এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পর অপরজন মারা যান। দুপচাঁচিয়া থানার ওসি সোনাতন চক্রবর্তী সরকার জানান, দুর্ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাকটি পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহদুটি তাদের পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

ফরিদপুর : ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার চরযশোরদি ইউনিয়নের গজারিয়া বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ওপর চলন্ত বাস উল্টে বাসের সুপারভাইজার রাজন বেপারী নিহত হয়েছেন। নিহতের বাড়ি মুন্সীগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বড় পাউলদিয়া গ্রামে। স্থানীয়রা জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মুকসুদপুরগামী স্বাধীন পরিবহনের একটি বাস গত বুধবার সকাল ৯টায় গজারিয়া স্ট্যান্ডে পৌঁছালে চলন্ত অবস্থায় বাসটি হঠাৎ সড়কের উপর উল্টে গেলে বাসের সুপারভাইজার রাজন বেপারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরো ৩ জনকে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি খায়রুল আনাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনায় থানায় পরবর্তী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

লালমনিরহাট : লালমনিরহাট সদর উপজেলায় বাসের ধাক্কায় নুরুজ্জামান নামে এক মুয়াজ্জিনের মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় উপজেলার মহেন্দ্র নগর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুজ্জামান উপজেলার ঢাকনাই এলাকার মৃত আজমল মুন্সির ছেলে ও চিনি পাড়া জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন। লালমনিরহাট সদর থানার ওসি ওমর ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক বাসটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় জাহাঙ্গীর মিয়া নামে এক মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার পূর্ব কুট্টাপাড়া এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জাহাঙ্গীর মিয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার ইসলামপুর শশই এলাকার সামছু মিয়ার ছেলে। তিনি পূর্ব কুট্টাপাড়া গ্রামের হাজী রওশন আলী মার্কেটে সিএনজির ইঞ্জিন মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সরাইল-খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার উপ-পরিদর্শক সারোয়ার হোসেন বলেন, রাস্তা পারাপারে সময় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় সড়কে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন জাহাঙ্গীর মিয়া। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের নিয়ে গেলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জাহাঙ্গীর মিয়াকে মৃত ঘোষণা করে। ঘাতক কাভার্ড ভ্যানটি আটক করা সম্ভব হয়নি।

রৌমারী (কুড়িগ্রাম) : কুড়িগ্রামের রৌমারীতে ভুট্টাবোঝাই অটোভ্যানের নিচে চাপা পড়ে জহুরুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় অটোভ্যান চালক ফরমান আলী গুরতর আহত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উপজেলার বন্দবেড় ইউনিয়নের টাপুরচর বাজারের পূর্ব পাশে বেইলিব্রিজ সংলগ্ন সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জহুরুল ইসলাম উপজেলার শৌমারী ইউনিয়নের পুড়ারচর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রৌমারী থানার ওসি আব্দুল্লাহ হিল জামান বলেন, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয়দের সুপারিশে নিহত ব্যাবসায়ীর মরদেহ তার পরিবারের সদস্যদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আষা
২৯ জুন ২০২৪

তালায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

■ তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

মৎস্য ঘেরের মোটর মেরামত করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মো. ইনছার মোড়ল (৫৬) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবারের বারত দিয়ে স্থানীয় গ্রাম পুলিশের দফাদার শের আলী জানান, দুপুরের দিকে তার বাড়ির পাশের বিলে মৎস্য ঘেরের মোটর মেরামত করতে যান ইনছার মোড়ল। ঐ সময় অসাবধানতাবশত তিনি বিদ্যুতায়িত হন। পরে স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। খলিষখালী ইউপি চেয়ারম্যান মোল্যা সাবীর হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নাগেশ্বরীতে গৃহবধূর মৃত্যু

নাগেশ্বরী (কুড়িগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, নাগেশ্বরীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মমতা বেগম (২৫) এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিবার ও এলাকাবাসী জানায়, সকাল সাড়ে ৭টার দিকে প্রতিবেশীর বাড়িতে বৈদ্যুতিক চার্জে লাগানো একটি অটোরিকশায় হাত লাগে। এতে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। উপস্থিত লোকেরা তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে ভুরুঙ্গামারী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কচাকাটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. শাহাদত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ১৬ অ
৩০ জুন ২০২৪

সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্র ও শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভালুকা উপজেলার সিডস্টোর ঢালীবাড়ি মোড় এলাকায় গতকাল শনিবার সকালে বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই বাসচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম স্বপন হোসেন (৫৫)। তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজপুর থানার সাংঘর এলাকার মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম জানান, বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে একটি বাসের সংঘর্ষে চালক নিহত হয়েছে। নিহতের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ট্রাক ও বাস পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

যুগান্তর
রোববার ৩০ জুন ২০২৪
১৬ আষাঢ় ১৪৩১

নাইক্ষ্যংছড়িতে পাহাড় ধসে কৃষকের মৃত্যু

বান্দরবান ও নাইক্ষংছড়ি প্রতিনিধি

বান্দরবানের নাইক্ষংছড়িতে পাহাড় ধসে মো. আবু বক্কর (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের ফুলতলি গ্রামের মৃত আলী মিয়ার ছেলে। শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

আইনশৃংখলা বাহিনী ও স্থানীয়রা জানায়, দুপুর ১টার দিকে ফুলতলি এলাকায় পাহাড়ের ঢালে খেতের জমিতে কাজ করতে যান কৃষক আবু বক্কর। জমির ড্রেন পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ পাহাড় ধসে মাটি চাপা পড়েন তিনি। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তার লাশ উদ্ধার করেন। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান জানান, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জানান, বিষয়টি তিনি শুনেছেন এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইউপি চেয়ারম্যানকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন।

বণিক বার্তা রোববার, জুন ৩০, ২০২৪

চট্টগ্রামে দুজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বাস উল্টে এবং নগরীর বন্দরে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় আরো চারজনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো বেশ কয়েকজন। গতকাল বিভিন্ন সময় ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর ও চুয়াডাঙ্গায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

চট্টগ্রাম : সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে রাস্তার আইল্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী বাস উল্টে এক নারী নিহত হয়েছেন। এছাড়া নগরীর বন্দর এলাকায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুর রাজ্জাক জানান, স্টার লাইন পরিবহনের বাসটি রাস্তার আইল্যান্ডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যায়। ঘটনাস্থল থেকে এক নারীকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া আহত তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বন্দর থানার এসআই এমদাদ হোসেন জানান, পণ্যবাহী একটি কাভার্ড ভ্যান মোটরসাইকেল চাপা দিলে ঘটনাস্থলে আরোহী মারা যান। মরদেহ উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, লোকটি পাঠাওয়ের মাধ্যমে যাত্রী পরিবহন করতেন।

ময়মনসিংহ : ভালুকায় ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে স্বপন হোসেন (৫৫) নামে এক বাসচালক নিহত হয়েছেন। উপজেলার সিডস্টোর ঢালীবাড়ী মোড়ে গতকাল ভোরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্বপন হোসেন এনা পরিবহনের একটি বাসের চালক ছিলেন। তিনি ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার সাংঘর গ্রামের মৃত আইয়ুব আলীর ছেলে।

পুলিম জানায়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ইউটার্ন নেয়ার সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে এনা পরিবহনের বাসের ধাক্কা লাগে। এতে এনা পরিবহনের চালক স্বপন হোসেন ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন বাসের কয়েকজন যাত্রী।

ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। ট্রাক ও বাস পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে লেগে মোরসালিন (২০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে মহাসড়কের হরিণচড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোরসালিন চাঁপাইনাবগঞ্জ সদরের বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নের গোহালবাড়ী গ্রামের মো. তাজউল ইসলামের ছেলে। তিনি ট্রাকচালকের সহকারী ছিলেন।

হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি এমএ ওয়াদুদ জানান, ঢাকা থেকে ট্রাকটি নাটোরের দিকে যাচ্ছিল। পথে লেন ছেড়ে ডান পাশে গিয়ে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এ সময় চালকের সহকারী মোরসালিন ছিটকে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

গাজীপুর : সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে মামুন (২৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার তিন যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সকাল সাড়ে ৬টায় গাজীপুরের মাওনা-কালিয়াকৈর সড়কের বদনীভাঙ্গায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মামুন সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার বলিশাবাড়ী গ্রামের শাহজাহান মুন্সির ছেলে। তিনি শ্রীপুর পৌর এলাকার ইকো কটন মিলস নামে একটি কারখানায় চাকরি করতেন। আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা : ইট বহনকারী ট্রলিচাপায় মুন্না হোসেন (১৭) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুন্না হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামের নাসির মণ্ডলের ছেলে।

খাসকররা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার মিল্টন প্রামাণিক জানান, মুন্না মোটরসাইকেল করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। খাসকররা বাজারে পৌঁছলে একটি ট্রলি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুন্না ট্রলির নিচে চাপা পড়েন।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গনি মিয়া জানান, ট্রলিটি ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছেন। ট্রলিটি পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

যুগান্তর

শনিবার ১ জুন ২০২৪

কালীগঞ্জে নিখোঁজ চালকের লাশ উদ্ধার

হত্যা করে অটো ছিনতাই

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালীগঞ্জে অটোরিকশা চালক নিখোঁজের ১৭ ঘন্টা পর লাশ উদ্ধার করেছে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ। লাশ উদ্ধারের ৯ ঘন্টা পর বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে অজ্ঞাত ওই চালকের পরিচয় পাওয়া গেছে বলে উলুখোলা ফাঁড়ি ইনচার্জ মধুসূদন পাডে নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও বলেন- বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সরকারি সেবা ৯৯৯ এ নম্বরে ফোন পেয়ে ঢাকা বাইপাস সড়কের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী দর্জি বাড়ি নামক এলাকার নির্জন স্থান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে লাশের প্রাথমিক সুরতহাল তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরে বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তার পরিচয় মিলেছে। তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের টঙ্গী পূর্ব থানার এরশাদ নগর এলাকার মৃত হাবিবুর রহমানের ছেলে মো. বাবলু। তিনি যুগান্তরকে বলেন, নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যার পর লাশ ফেলে অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।

জানা গেছে, বুধবার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাসা থেকে বের হন বাবলু। রাতে বাবলু তার স্ত্রীকে ফোনে জানায় কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে ভোরে কাঞ্চন এলাকা থেকে লিচু আনতে যাচ্ছেন। রাতে বাসায় ফেরা হবে না।

যুগান্তর

রোববার ২ জুন ২০২৪
১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

দুবাইয়ে কিশোরীকে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করার অভিযোগ

বন্দরে দম্পতি গ্রেফতার

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

গৃহকর্মী হিসাবে কাজ দেওয়ার কথা বলে দুবাইয়ে নিয়ে যৌন কর্মে বাধ্য করার অভিযোগে দুই আদম পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে, ফতুল্লার পাগলা পশ্চিমপাড়া এলাকার ওমর ফারদিন ও তার স্ত্রী ইতি বেগম। এ ব্যাপারে পাচারের শিকার ওই যুবতীর মা বাদী হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখ করে বন্দর থানায় মামলা করেছেন।

কিশোরীর মা জানান, ইতি বেগম ও তার স্বামী ওমর ফারদিন মেয়েকে গৃহকর্মীর কাজ দেওয়ার কথা বলে মার্চ মাসে দুবাই পাঠায়। সেখানে গৃহকর্মীর কাজ না দিয়ে মারধরসহ নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে তাকে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করে।

এ ব্যাপারে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই রোকনুজ্জামান জানান, এ মামলায় দুজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

রবিবার ॥ ২ জুন ২০২৪

শ্রমিকের মৃত্যুতে হত্যা মামলা

শাশুড়িসহ আসামি ৪

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

শ্বশুরবাড়িতে মারধরে ইটভাটা শ্রমিক ফরিদ মিয়া (২৮) মারা গেছেন অভিযোগে শাশুড়িসহ চারজনের নামে কলমাকান্দা থানায় মামলা হয়েছে। মৃতের মা ফরিদা খাতুন বাদী হয়ে গতকাল মামলাটি করেন। আসামিরা হলেন- শাশুড়ি আনোয়ারা বেগম, শ্যালিকা কুলসুমা আক্তার, কুলসুমার স্বামী ছায়েদ আলী, সেলিম মিয়াসহ অজ্ঞাত ২-৩ জন। এ ঘটনায় আটক শাশুড়ি-শ্যালিকাসহ তিনজনকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। লাশ পাঠানো হয়েছে নেত্রকোনা সদর হাসপাতাল মর্গে। ওসি মোহাম্মদ লুৎফুল হক মামলার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, আটক তিনজনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

সংবাদ

কা : সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
Dhaka : Monday 3 June 2024

নারী শ্রমিকের পায়ের রগ কেটে দেয়ায় সাবেক স্বামী গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, আত্রাই (নওগাঁ)

নওগাঁর আত্রাইয়ে চাতালে কাজ শেষে বাড়ী ফেরার পথে বাবলি আক্তার ঝরনা নামে এক নারী শ্রমীকের পায়ের রগ কেটে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজন ঝরনার সাবেক স্বামী শাফি মন্ডলকে আটক করে পুলিশে সোর্পদ করেছেন। গত শুক্রবার বিকেলে উপজেলার সুন্যাসবাড়ী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার ॥ ১ জুন ২০২৪

ইটভাটা শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় শ্বশুরবাড়িতে ফরিদ মিয়া (২৭) নামে এক ইটভাটা শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তার শাশুড়িসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। উপজেলার খারনৈ ইউনিয়ানের বামনগাঁও গ্রামে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফরিদ মিয়া ওই গ্রামের হাশেম মিয়ার ছেলে। আটকরা হলেন- ফরিদের শাশুড়ি আনোয়ারা বেগম, শ্যালিকা উম্মে কুলসুম ও কুলসুমের স্বামী সায়েদ আলী। ফরিদের মৃত্যুর জন্য তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে দায়ী করেছেন স্বজনরা।-নেত্রকোনা প্রতিনিধি

সংবাদ

সোমবার ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
Monday 3 June 2024

চুয়াডাঙ্গায় কৃষককে গলা কেটে হত্যা

প্রতিনিধি, চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় রাজ্জাক শেখ নামে এক কৃষককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। গত শনিবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের পুরাতন ভাণ্ডারদহ গ্রামের একটি কৃষি জমি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয়। নিহত রাজ্জাক শেখ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের সুবদিয়া গ্রামের মৃত দেছের আলীর ছেলে। তিনি কৃষি কাজের পাশাপাশি গ্রাম্য কবিরাজ হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, হত্যার রহস্য উদঘাটনে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদেরকে দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

সময়ের আলো

মঙ্গলবার। ৪ জুন ২০২৪।

মগবাজারে ছাদ থেকে লাফিয়ে গৃহকর্মীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর মগবাজার এলাকায় ছয় তলা ভবনের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সেমা বেগম (২৬) নামের এক গৃহকর্মীর আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বড় মগবাজার ওরিয়ান্ট পয়েন্ট নামের একটি ভবনে এই আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটে। রক্তাক্ত অবস্থায় বাসার নিরাপত্তাকর্মী তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেমাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওরিয়ান্ট পয়েন্ট ভবনের নিরাপত্তাকর্মী খোকন জানান, সেই ভবনের ছয় তলায় আহমেদ আজম ও তার স্ত্রী থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে থাকায় বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখাশোনার জন্য এক সপ্তাহ আগে গৃহকর্মী হিসেবে সেমাকে আনা হয়।

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩
Dhaka : Monday 10 June 2024

বাগেরহাট শহরে রিকশাচালক খুন

প্রতিনিধি, বাগেরহাট

বাগেরহাট পৌর শহরের রেলরোড এলাকায় মো. বাশার (২২) নামের একজন রিক্সা চালক খুন হয়েছে। গতকাল সকালে পুরাতন রেল স্টেশনের মন্দির রোড় থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ বাশারের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। বাশার শহরের নাগেরবাজার এলাকা আ. আজিজের ছেলে। কে বা কাহারা তাকে হত্যা করেছে তা এখনো উদঘাটন হয়নি। নাগেরবাজার ও পুরাতন রেল স্টেশন এলাকার বাসিন্দারা জানান, সকালে মন্দিরের রোডে বাশারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা থানা পুলিশ কে খবর দেয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ লাশের সুরতহাল করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে। বাশার রিকসা চালনার পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণভাবে মাদক বেচা-কেনা করত। শনিবার দিনগত গভীররাতে তাকে মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয় বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

সমকাল

রোববার। ৯ জুন ২০২৪

দশমিনায় নিখোঁজ জেলের লাশ উদ্ধার

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

দশমিনার তেঁতুলিয়া নদীতে মাছ শিকার শেষে ট্রলারে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ জেলে মো. সায়েম খানের (৩৪) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার গলাচিপা উপজেলার পানপট্টি ইউনিয়নের বদনাতলী নদীতে তাঁর লাশ পান স্থানীয় জেলেরা। সায়েম দশমিনার রনগোপালদী ইউনিয়নের দক্ষিণ রনগোপালদী গ্রামের আ. লতিফ খানের ছেলে।

নিহত সায়েমের ভাই সোহেল খান জানান, বৃহস্পতিবার রাতে তেঁতুলিয়া নদীতে তাঁর ভাইসহ চারজন মাছ শিকার শেষে ট্রলারে করে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় তেঁতুলিয়ায় ট্রলার থেকে ছিটকে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন তিনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শনিবার গলাচিপার বদনাতলী নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে দশমিনা থানার ওসি মো. নুরুল ইসলাম মজুমদার বলেন, নিহত জেলের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বণিক বার্তা
রোববার, জুন ৯, ২০২৪ ■ জ্যৈষ্ঠ ২৬, ১৪৩১

চাঁপাইনবাবগঞ্জে নেসকোর গাড়ি ভাংচুর ৬ কর্মচারী আহত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মচারীদের হামলায় নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানির (নেসকো) ছয় কর্মচারী আহত হয়েছেন। এ সময় তিনটি গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার বুলনপুরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, বুলনপুরে নেসকোর নিষেধ উপেক্ষা করে বিদ্যুতের তার টানার কাজ করছিলেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মচারীরা। এ সময় নেসকো কর্মচারীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাদের কাজ করতে নিষেধ করেন। পরে পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীরা নেসকো কর্মচারীদের ওপর হামলা চালায়। এতে নেসকোর ছয় কর্মচারী আহত হন। ভাংচুর করা হয়েছে তিনটি গাড়ি।

এ ব্যাপারে সদর মডেল থানার ওসি মিন্টু রহমান জানান, পুলিশ চারজনকে আটক করেছে। তবে এ ঘটনায় মামলা করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নেসকো-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. ওয়ালিউল আজিম বলেন, 'বুলনপুরে নেসকোর সংযোগ রয়েছে। কিন্তু পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সেখানে কাজ করতে গেলে বিষয়টি তাদের কর্ম এলাকার বাইরে বলে চিঠিও দেয়া হয়। সেই চিঠি উপেক্ষা করে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কাজ করছিল। এ সময় তাদের কাজ করতে নিষেধ করলে দলবদ্ধ হয়ে নেসকো কর্মচারীদের মারধর এবং তিনটি গাড়ি ভাংচুর করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৮ জুন ২০২৪

বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে ধর্ষণ

বাসচালক আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাস থেকে নামিয়ে তরুণীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে অটোরিকশায় নিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় বাসচালক খাইরুল ইসলামকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ। অটোরিকশা ও এর চালককে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আটক খাইরুল ঢাকা-দুর্গাপুর-লেঙ্গুরা সড়কের মামনি পরিবহনের চালক। তার বাড়ি দুর্গাপুর উপজেলার কৃষ্ণচর গ্রামে। ধর্ষণের শিকার তরুণীর স্বামী না থাকায় সন্তানকে বাবার বাড়ি রেখে ঢাকায় কারখানায় কাজ করেন।

ভিকটিম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর উত্তর বাড্ডা থেকে নিজ বাড়ি নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার নাজিরপুরের আসার জন্য মামনি পরিবহনের বাসে ওঠেন তিনি। রাত ৩টার দিকে বাস দুর্গাপুর পৌর শহরের নাজিরপুর মোড় তাকে নামিয়ে দেয়। পরে সড়কের পাশে অটোরিকশা থামিয়ে চালকের সহায়তায় ভয়ভীতি দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণ করে বাসচালক। মেয়েটির ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, ব্যাগও নিয়ে যায় তারা। ওসি উত্তম চন্দ্র দেব জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই বাসচালককে আটক করা হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া চলমান।

১৪ জুন ২০২৪

গাজীপুরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছে। বুধবার রাতে গাজীপুর মহানগরীর বাইমাইল ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রুবি খাতুন (২২) বাসনের শেনন সোয়েটার কারখানার ট্রিমিং সেকশনের জুনিয়র অপারেটর ছিলেন। তিনি শেরপুরের ঝিনাইগাতীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের মাসুদ মিয়ার স্ত্রী।

জানা গেছে, বুধবার রাত ৮টার দিকে ডিউটি শেষে গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস থেকে অটোরিকশায় কোনাবাড়ীর পারিজাত এলাকার ভাড়া বাসায় ফিরছিলেন রুবি। বাইমাইল ব্রিজের ওপর পৌঁছলে পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলে তিন জন যুবক এসে অটোরিকশার গতিরোধ করে। তারা রুবির মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিলে পিঠে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে কোনাবাড়ী পপুলার হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

অটোরিকশার চালক মো. রেজাউল করিম বলেন, ভোগড়া বাইপাস থেকে ঐ নারীসহ দুই জন যাত্রী ওঠেন। এক জন নাওজোড় নেমে যান। বাইমাইল ব্রিজের ওপর আসামাত্র পেছন থেকে মোটরসাইকেলযোগে তিন জন যুবক এসে নারীকে বলে 'মোবাইল দে'। তিনি মোবাইল দিতে না চাইলে ধারালো ছুরি দিয়ে পোচ দিয়ে মোবাইল নিয়ে চলে যায়।

গাজীপুর কোনাবাড়ী থানার ওসি কে এম আশরাফ উদ্দিন জানান, তিন যুবক মোটরসাইকেলে এসে ছুরিকাঘাত করে শুধু রুবির মোবাইল ফোন নিয়ে গেছে, ব্যাগ নেয়নি। অটোতে অন্য এক যাত্রী থাকলেও তার কিছুই নেইনি। বিষয়টি রহস্যজনক। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

যুগান্তর
রোববার ৯ জুন ২০২৪
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

বিয়ের নাটক সাজিয়ে তরুণীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ

অভিযুক্ত ধর্ষক কারাগারে

ডেমরা (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীর ডেমরায় বিয়ের নাটক সাজিয়ে এক তরুণীকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে ইমাদুল ইসলাম সিয়াম নামে যুবক। এতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। তখন তাকে ঘরে তুলে নিতে বললে সিয়াম স্বীকার করে যে তাদের বিয়ে হয়নি।

এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে ডেমরা থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগীর মা। রাতেই পুলিশ সিয়ামকে গ্রেফতার করে শনিবার আদালতে পাঠায়। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সিয়াম ডেমরার মো. লিটনের ছেলে।

ভুক্তভোগী ও বাদীর বরাত দিয়ে ডেমরা থানার ওসি মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, ওই তরুণী একটি শপিংমলে কাপড়ের দোকানে সেলসম্যান হিসাবে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে সিয়ামের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একপর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়। গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর ছেলেটি ফুডা-ফুপুর সঙ্গে পরিচয় করানোর কথা বলে মেয়েটিকে বাসায় নিয়ে ধর্ষণ করে। এরপর বিয়ের আশ্বাস দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে।

ওসি আরও জানান, মেয়েটি যখন বুঝতে পারে সে গর্ভবতী তখন সে বাসায় জানাতে চাইলে ছেলেটি একটি ভুয়া হলফনামায় স্বাক্ষর দিয়ে বলে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এরপরও একাধিকবার মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটির শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকলে সে তাকে ঘরে তুলে নেওয়ার জন্য সিয়ামকে চাপ দেয়। তখন সিয়াম জানায়, হলফনামা ভুয়া ছিল। তাদের বিয়ে হয়নি। এমনকি সিয়াম গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করতে চাপ দেয়।

এদিকে শুক্রবার রাতেই ৫ মাসের গর্ভবতী মেয়েটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে।

সমকাল
সোমবার ॥ ১০ জুন ২০২৪

কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

■ সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ফজল আহমদ (৫৫) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের তাঁতিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর একই ইউনিয়নের কুতুবপাড়ার আবুল কাশেমকে (৫০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিহত কৃষক এলাকার মৃত আলী মিয়ার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলে কৃষক ফজল গরুর খাবার আনার জন্য বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় আবুল কাশেম পাশের বিলে কাজ করছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে বিল থেকে উঠে কোদাল দিয়ে ফজলের মাথায় আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। মাথা থেকে তাঁর মগজ বের হয়ে যায়।

নিহত ফজলের স্ত্রী রেহেনা আকতারের অভিযোগ, কাশেম ও তার ছেলে মিলে তাঁর স্বামীকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। তবে কী কারণে হত্যা করেছে, তা তিনি জানেন না।

এ বিষয়ে সোনাকানিয়া ইউপি চেয়ারম্যান মো. জসিম উদ্দিন বলেন, কাশেমকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলেছে, 'ফজল সুদি টাকা লাগায়। সে কাফের হয়ে গেছে। ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে। তাই তাকে হত্যা করেছি।' ঘটনার পর কাশেম পালিয়ে যায়নি।

সাতকানিয়া থানার ওসি প্রিটন সরকার বলেন, কয়েক গণ্ডা জমি নিয়ে ফজল করিম ও কাশেমের মধ্যে বিরোধ ছিল। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার কাশেম অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১০ জুন ২০২৪

ছুরিকাঘাতে হোটেল কর্মচারী খুন

কক্সবাজার সদরে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে হোটেল বেস্ট ওয়েস্টার্ন হেরিটেজের এক কর্মচারী খুন হয়েছেন। কলাতলী সমুদ্রসৈকতের বেলি হ্যাচারি পয়েন্টে গতকাল সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আরও দুজন আহত হন। নিহত নুরুল কাদের (২৩) চকরিয়া উপজেলার উপরপাড়ার বাসিন্দা ইব্রাহীমের ছেলে। তিনি হোটেলের শেফ সহকারী ছিলেন। আরেক কর্মী বাদশা জানান, হোটেলে কাজ শেষে নুরুল কাদের ও দুই সহকর্মী সন্ধ্যায় সৈকতে ঘুরতে যান। এ সময় ছিনতাইকারীরা কাদেরকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়।—কক্সবাজার প্রতিনিধি

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার, ২৭ জৈ
১০ জুন ২০২৪

মিরকাদিমে অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের মিরকাদিম পৌরসভার চন্দনতলা এলাকার জমি থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালক মোশারফ মৃধার (৫০) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার পাশের জমিতে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। পরে বেলা ১১টার দিকে ঐ পরিত্যক্ত জমি থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মোশারফ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার আঙ্গুল কাটা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের মালির পাথর এলাকার পালপাড়ায় ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। পার্শ্ববর্তী দয়ালবাজার এলাকার হানিফ মিয়ার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে অটোরিকশা চালাতেন।

অটোরিকশা মালিক হানিফ মিয়া বলেন, বৃহস্পতিবার অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে আর গ্যারেজে ফেরেনি। বিষয়টি নিশ্চিত করে হাতিমাড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মোহাম্মদ নীরু মিয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশের টিম গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শনিবার রাতের যে কোনো সময় তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ৬ অ
২০ জুন ২০২৪

সাজেকের আঞ্চলিক দুই দলের গোলাগুলিতে শ্রমিক নিহত

■ রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের বাঘাইহাট বাজারে আঞ্চলিক দুটি রাজনৈতিক দলের বন্দুকযুদ্ধে বাসের হেলফার নিহত ও ২ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে এক ঘন্টা ব্যাপী থেমে থেমে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় প্রায় ৬ শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময়ের ঘটনার ঘটেছে। এই ঘটনায় পুরো বাঘাইহাট এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

স্থানীয়রা জানায়, বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাচনকে ঘিরে উপজেলার বাঘাইহাট এলাকায় দুই পক্ষের মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে বন্দুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটলে বাঘাইহাট বাজরের শান্তি পরিবহণের বাসের হেলফার মোঃ নাঈম গুলিবিদ্ধ হয়।

পরে স্থানীয়রা তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে দীঘিনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে মৃতঃ বলে ঘোষণা করেন। সে খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ির পশ্চিম দুর্গাছড়ি এলাকার মোঃ নজরুল ইসলামের ছেলে। এই ঘটনায় আরো দুই জন গুলিবিদ্ধ হয়। আহতরা হলেন, দুলেই চাকমা ও চিক্কো চাকমা। তাদের খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে স্থানীয় অপর একটি সূত্র জানায়, বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

দীঘিনালা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক জয় চৌধুরী জানান, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নাঈমকে হাসপাতালে আনা হয়। বুকের ডান পাশে গুলি লেগেছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এলাকাবাসী আরো জানান, সকাল ১১টায় ইউপিডিএফ মূল দলের নেতৃত্বে প্রায় ৫ শতাধিক গ্রামবাসী বাঘাইহাট বাজারে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিক দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা নিজেদের আত্মরক্ষায় বাঘাইহাট স্কুলের তৃতীয় তলায় অবস্থান নিলে গ্রামবাসীরা স্কুলের গেইট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায়। পরে আঞ্চলিক দুটি দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের মাঝে গুলি বিমিয়ের ঘটনা ঘটলে গ্রামবাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা এই হতাহতের ঘটনা ঘটে।

রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ জানান, দুপুরের দিকে ঘটনায় ১ জন গুলিবিদ্ধ হয়। পরে সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তাকে দীঘিনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হলে তিনি মৃত্যু বরণ করেণ। এঘটনার পর পুরো বাঘাইহাট বাজারে নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। বাঘাইছড়ির ওসি ঘটনাস্থলে রয়েছে বলেও তিনি জানান। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

এদিকে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙ্গামাটি ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে বিকেলের দিকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইহাটে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীদের গুলিতে শান্তি পরিবহণের এক হেলপার নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন।

হরতাল ঘোষণা

লক্ষ্মীছড়ি সংবাদদাতা জানান, রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের বাঘাইহাট বাজরে আঞ্চলিক দুটি সংগঠনের গোলাগুলির ঘটনায় শান্তি পরিবহনের সুপারভাইজার মো. নাঈম হোসেন (২৮) নিহত হওয়ার প্রতিবাদে লক্ষ্মীছড়িতে অর্ধদিবস হরতাল ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯ জুন বুধবার বিকেলে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পরে রাত ৮টার দিকে কর্মসূচি পালনের সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক মো: কোরবান গাজির স্বাক্ষরিত গলমাধ্যমে দেয়া এক প্রেসবার্তায় এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এ কর্মসূচি পালিত হবে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। হরতাল চলাকালে জরুরী সেবায় নিয়োজিত হাসপাতালের এ্যাম্বুল্যান্স, ফায়ার সার্ভিস, সংবাদপত্রের গাড়ি এর আওতামুক্ত থাকবে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২০ জুন ২০২৪
৬ আষাঢ় ১৪৩১

তেজগাঁওয়ে নিরাপত্তাকর্মীর লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর তেজগাঁও থানার কাওরান বাজার এলাকায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে তারেক হোসেন (৩০) এক নিরাপত্তাকর্মীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তারেক ভোলার লালমোহনের চরভূতা ইউনিয়নের আবু তাহেরের ছেলে। তেজগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হায়দার জানান, সিলিং ফ্যানের রডের সঙ্গে গলায় রশি পেঁচানো অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তারেককে মৃত ঘোষণা করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৪ জুন ২০২৪।

গাজীপুরে নারী পোশাক শ্রমিককে ছুরি মেরে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে এক নারী পোশাক শ্রমিক খুন হয়েছেন। গত বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মহানগরীর বাইমাইল সেতুতে এ ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা ওই নারীর মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নিলেও পুলিশ বলছে ঘটনাটি রহস্যজনক।

নিহত রুবি খাতুন (২২) বাসনের শেনন সোয়েটার কারখানার ট্রিমিং সেকশনের জুনিয়র অপারেটর ছিলেন। তিনি শেরপুরের ঝিনাইগাতীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামের মাসুদ মিয়ার স্ত্রী।

জানা গেছে, গত বুধবার রাত ৮টার দিকে দায়িত্ব পালন শেষে গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস থেকে অটোরিকশায় কোনাবাড়ীর পারিজাত এলাকার ভাড়া বাসায় ফিরছিলেন রুবি। বাইমাইল সেতুর ওপর পৌঁছালে পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলে তিনজন যুবক এসে অটোরিকশার গতিরোধ করেন। তাঁরা রুবির মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বাধা দিলে তাঁরা রুবির পিঠ ও উরুতে ছুরিকাঘাত করেন। এতে গুরুতর জখম হন রুবি। যুবকরা রুবির মোবাইল ফোনসেট ছিনিয়ে নিয়ে চলে যান। গুরুতর আহত রুবিকে প্রথমে কোনাবাড়ী পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অটোরিকশার চালক মো. রেজাউল করিম বলেন, "ভোগড়া বাইপাস থেকে ওই নারীসহ দুজন যাত্রী ওঠেন। একজন নাওজোড় নেমে যান। বাইমাইল সেতুর ওপর আসামাত্র পেছন থেকে মোটরসাইকেলযোগে তিনজন যুবক ওই নারীকে এসে বলেন, 'মোবাইল দে'। তিনি মোবাইল ফোনসেট দিতে না চাইলে ধারালো ছুরি দিয়ে পোচ দিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে তাঁরা চলে যান।"

কোনাবাড়ী থানার ওসি কে এম আশরাফ জানান, তিন যুবক মোটরসাইকেলে এসে ছুরিকাঘাত করে শুধু রুবির মোবাইল ফোনসেট নিয়ে গেছেন। ব্যাগ নেননি। অটোতে অন্য একজন যাত্রী থাকলেও তাঁর কিছুই নেননি। বিষয়টি রহস্যজনক। এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার, ২৮ জৈ
১১ জুন ২০২৪

ধোবাউড়ায় মাত্র দেড় ফুট জমি নিয়ে বিরোধে কৃষক খুন

■ ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলায় মাত্র দেড় ফুট জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক খুরশেদ মিয়া (৫০) খুন হয়েছেন। খুরশেদ মিয়া ধোবাউড়া উপজেলার সানন্দখিলা গ্রামের মৃত আবদুল হকের ছেলে। এ ঘটনায় তার ছেলে মোফাজ্জল মিয়া বাদী হয়ে শনিবার রাতে ধোবাউড়া থানায় হত্যা মামলা করেছেন। পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করে রবিবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে। এরা হলো—বাবুল মিয়া, সারোয়ার হোসেন ও প্রিয়তোষ দাশ।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে স্থানীয় মুন্সিরহাট বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে চণ্ডীরকান্দা গ্রামের চারিয়াকান্দা ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ কৃষক সায়েদুল ও তার সহযোগীরা খুরশেদ মিয়া ও তার বন্ধু গণি মিয়ার ওপর হামলা চালায়। এ সময় ধারালো অস্ত্রের কোপে খুরশেদ মিয়ার ডান হাতের কবজি কেটে মাটিতে পড়ে যায়। হামলাকারীরা খুরশেদের দুই পা ও হাতের রগ কেটে ফেলে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় খুরশেদ মিয়া ও গণি মিয়াকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে খুরশেদকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

খুরশেদ মিয়ার ছেলের শ্বশুর শফিক তালুকদার বলেন, মাত্র দেড় ফুট জায়গা নিয়ে খুরশেদের সঙ্গে তার প্রতিবেশী সায়েদুল ইসলামের বিরোধ ছিল। বছর দেড়েক আগেও এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে সালিশ করে জমি মাপা হয়। কিন্তু সায়েদুল জমি পাননি। এর মধ্যে কয়েক দিন ধরে সায়েদুলের জমির পাশে খুরশেদের জমিতে তার দেড় ফুট জমি চলে গেছে দাবি করেন। এ নিয়ে মঙ্গলবার সালিশের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তার আগেই হত্যা করা হয়েছে খুরশেদকে। হত্যাকারীরা হাতের কবজি, হাত-পায়ের রগ ও অণ্ডকোষ কেটে ফেলে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
Dhaka : Friday 14 June 2024

কবর থেকে দিনমজুরের মরদেহ উত্তোলন

জেলা বার্তা পরিবেশক, নোয়াখালী

নোয়াখালীর কবিরহাটে মৃত্যুর ৩৬ দিন পর মো. আলাউদ্দিন নামে এক দিনমজুরের মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুর ১২টায় কবিরহাট উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অমৃত দেবনাথের উপস্থিতিতে উপজেলার বাটইয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের বাটইয়া গ্রামের কবরস্থান থেকে মরদেহটি উত্তোলন করা হয়। নিহত মো. আলাউদ্দিন বাটইয়া গ্রামের মহিন উদ্দিনের ছেলে। গত ১ মে উপজেলার যাদবপুর গ্রামে নরোত্তমপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান একেএম সিরাজ উল্যার বাড়িতে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান তিনি।

কবিরহাট থানার ওসি হুমায়ন কবির বলেন, আদালতের নির্দেশে তদন্তের স্বার্থে কবর থেকে মরদেহ উত্তোলন করা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি ও ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলা দায়েরের পর থেকেই অভিযুক্ত ইউপি চেয়ারম্যানসহ অন্য আসামিরা পলাতক রয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ৯ আষাঢ়
২৩ জুন ২০২৪

কথিত প্রেমিকের নেতৃত্বে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক পোশাককর্মীকে শপিং করে দেওয়ার প্রলোভনে ডেকে নিয়ে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়েছে। তার কথিত প্রেমিকের নেতৃত্বে এই পাশবিকতা চালানো হয়েছে। এমনকি ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে এ নিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে ওই তরুণীর কাছ থেকে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে অভিযুক্তরা। ভুক্তভোগী তরুণী ফতুল্লা মডেল থানায় চার জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এতে তার কথিত প্রেমিক আবু হাসান, তার সহযোগী শিবলু, শাকিল ও সুমনকে আসামি করা হয়েছে। গত শুক্রবার শিবলু ও শাকিলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পলাতক অন্যদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানা গেছে।

মামলার অভিযোগে ওই তরুণী উল্লেখ করেন, ফতুল্লার বিসিকে একটি গার্মেন্টসে চাকরি করেন তিনি ও আবু হাসান। সেখানে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ৩০ মার্চ রাতে শপিং করে দেওয়ার কথা বলে ওই তরুণীকে ফতুল্লার পঞ্চবটি ডেকে নেয় আবু হাসান। পঞ্চবটি গিয়ে দেখেন আবু হাসান নেই, তার দুই বন্ধু শিবলু ও শাকিল সেখানে। তারা দুইজন তরুণীকে আবু হাসানের কথা বলে চাযাঢ়ায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখন ওই তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ওষুধ খাওয়ান শিবলু ও শাকিল। এরপর ওই তরুণী অচেতন হয়ে যান। পরে তাকে শিবলুর পঞ্চবটির গুলশান রোডের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে প্রথমে আবু হাসান, পরে পর্যায়ক্রমে শিবলু ও শাকিল তাকে ধর্ষণ করে। পাশাপাশি এই পাশবিকতার ভিডিও ধারণ করা হয়। সে সময় সুমন বাসার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। ধর্ষণ শেষে তারা তরুণীকে একটি অটোরিকশায় উঠিয়ে দিলে তিনি বাসায় চলে যান। এরপর থেকে অভিযুক্তরা তাকে ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকে এবং ব্ল্যাকমেইল করে ওই তরুণীর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিতে থাকে।

এর মধ্যে দুই দফায় স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল এক লাখ টাকায় বিক্রি করে তাদের দিয়েছেন ভুক্তভোগী তরুণী। তারপর আরও ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় অভিযুক্তরা। গত বৃহস্পতিবার অভিযুক্তরা তার কাছে ৫০ হাজার টাকা দাবি করলে তিনি তার আত্মীয়স্বজনকে বিষয়টি জানান। এরপর স্বজনরা তাকে থানায় নিয়ে বিষয়টি জানালে অভিযোগ আমলে নেয় পুলিশ। একই সঙ্গে অভিযানে গিয়ে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি কম্পিউটার জব্দ করা হয়। ফতুল্লা মডেল থানার ওসি নূরে আজম জানান, এ ঘটনায় চার জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতকদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
Dhaka : Friday 21 June 2024

দৌলতদিয়ায় যৌনকর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু

প্রতিনিধি, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া যৌন পল্লীতে কাজল (২৫) নামে এক যৌন কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সে যৌনপল্লীর সোনাই বাড়িয়ালার বাড়ির ভাড়াটিয়া ছিল গত মঙ্গলবার দিনগত রাতের কোন এক সময় তার মৃত্যু হয়। পুলিশ বুধবার সকালে কাজলের নিজ ঘর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

যৌনপল্লী সূত্রে জানা গেছে, মাসখানেক আগে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে কাজল একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেয় তারপর থেকে সে শারীরিকভাবে খুব অসুস্থ ছিল আগে থেকে তার ৭ বছর বয়সী একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

সূত্র জানায়, ফরিদপুরের একটি হাসপাতালে তিনদিন চিকিৎসা গ্রহণ শেষে সে মঙ্গলবার পল্লীতে ফিরে আসে। এদিকে দায়দেনার চাপে অসুস্থ শরীর নিয়েই সে ঘরে খদ্দের নেয় এবং অধিক উপার্জনের জন্য নেশা গ্রহণ করে পল্লীর একটি ডান্স ফ্লোরে নাচ করতে থাকে এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজ ঘরে ফিরে আসে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ২৭ জুন ২০২৪।

পোশাক শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা

● আশুলিয়া প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় পরকীয়া প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সুমাইয়া আক্তার (২৫) নামে এক নারী পোশাক শ্রমিককে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় র‍্যাব অভিযুক্ত শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎ (৩২) নামে এক যুবককে আটক করেছে। গত মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে আশুলিয়া থেকে শহিদুলকে আটক করা হয়। এর আগে র‍্যাব আশুলিয়ার ভাদাইল এলাকার সোহেলের ভাড়া বাসা থেকে সুমাইয়ার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত সুমাইয়ার বাড়ি রংপুরের বদরগঞ্জ। তার স্বামী শ্রীপুরের একটি কারখানায় কাজ করেন। তাদের আড়াই বছরের একটি মেয়ে আছে। ঘাতক শহিদুলও ভাদাইলের একই বাড়িতে ভিন্ন কক্ষে ভাড়া থাকত। তার বাড়ি নাটোরের লালপুর গ্রামে বলে জানা গেছে।

র‍্যাব জানায়, এক বছর ধরে শহিদুল ইসলাম সুমাইয়ার বাসার পাশের একটি ঘর ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিল। সে সুবাদে তার সঙ্গে পরিচিত হয়। এরপর থেকে তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল শহীদুল। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় মঙ্গলবার বিকালে সুমাইয়ার ঘরে প্রবেশ করে ধারালো ছুরি দিয়ে গলায় আঘাত করে। আঘাতে অচেতন হয়ে পড়লে জবাই করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে শহিদুল।

র‍্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার সাজ্জাদুর রহমান জানান, খবর পেয়ে র‍্যাব শহিদুল ইসলাম বিদ্যুৎকে আশুলিয়া এলাকা থেকে আটক করে। পরে সে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যান হওয়ায় এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানায় সে।

যুগান্তর
শনিবার ২২ জুন ২০২৪

ধর্ষণের ভিডিও দিয়ে ব্ল্যাকমেইল

ফতুল্লায় শ্রমিকের টাকা হাতিয়ে গ্রেফতার ২

ফতুল্লা (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ফতুল্লায় এক গার্মেন্ট কর্মীকে ধর্ষণের ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে এক লাখ ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার শিবলু ও শাকিল নামে দুই বখাটেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভিকটিমের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ওই তরুণী ও আবু হাসান নামে এক যুবক ফতুল্লার একটি গার্মেন্টে চাকরি করতেন। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। ৩০ মার্চ রাতে তরুণীকে ফতুল্লার পঞ্চবটি ডেকে নেয় প্রেমিক আবু হাসান। তরুণী পঞ্চবটি এসে দেখেন আবু হাসান নেই, তার দুই বন্ধু শিবলু ও শাকিল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তরুণীকে শিবলুর পঞ্চবটি গুলশান রোডের বাসায় নিয়ে তাকে ধর্ষন করে। এরপর থেকে ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিতে থাকে। দুই দফায় স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল এক লাখ টাকা বিক্রি করে তাদের দিয়েছে ওই তরুণী। এরপর আরও ৩০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় তারা। ওসি নূরে আজম জানান, এ ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। পলাতকদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সমকাল
শনিবার। ২৯ জুন ২০২৪।

চাকরি দেওয়ার নামে লিবিয়ায় আটকে নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায়

■ সমকাল প্রতিবেদক

চাকরি দেওয়ার নামে লিবিয়ায় নেওয়ার পর আটকে রেখে নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায় চক্রের হোতাসহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তারা হলো বাদশা মিয়া ও তার সহযোগী আরজু বেগম। বুধবার কক্সবাজার থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল শুক্রবার সিআইডি গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানায়, মানব পাচার চক্রটি উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে চাকরিপ্রত্যাশীদের প্রথমে ভিজিট ভিসায় দুবাই নিয়ে যায়। পরে লিবিয়ায় অবস্থানরত আরজু বেগমের স্বামী রেজাউল করিমের তত্ত্বাবধানে তাদের আটকে রাখা হয়। পরে তারা মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে অন্য একটি চক্রের কাছে আটকদের হস্তান্তর করে। চক্রটি ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের কল দিয়ে নির্যাতনের ভিডিও দেখাত। সেই সঙ্গে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ চাইত। মুক্তিপণ পেলে ভুক্তভোগীদের ঝুঁকিপূর্ণভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পাঠিয়ে দিত। এভাবে অনেকে সাগরে মারা গেছেন। কিছু লোক উদ্ধার হয়েছে। অল্পসংখ্যক ইউরোপে পৌঁছাতে পেরেছেন।

মাগুরা সদর থানার একটি মামলা সূত্রে জানা যায়, নাছির হোসেন গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর তাঁর চাচা ওমর আলীর মাধ্যমে ভারত ও দুবাই হয়ে লিবিয়ায় যান। সেখানে লিবিয়াপ্রবাসী মাহবুবুর রহমান ছদরুলের তত্ত্বাবধানে তিনি টাইলস মিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করেন। চার মাস আগে তাঁকে লিবিয়ার একটি স্থানে আটকে রাখে মানব পাচারকারীরা। মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর পরিবারের কাছে ১৫ লাখ টাকা চাওয়া হয়। তদন্তে দেখা যায়, বাদশা মিয়া তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ব্যাংকে একটি চলতি হিসাব খুলে আরজু বেগমকে তা ব্যবহার করতে দেয়। ওই হিসাবে মোট ১২ লাখ ৫০ হাজার ৯১০ টাকা জমা এবং ১০ লাখ ৯৭ হাজার ২৮৫ টাকা তোলা হয়। পরে বাদশাকে কক্সবাজারের পেকুয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার প্রতিবেশী চাচাতো বোন আরজুর স্বামী লিবিয়ায় মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত। সহযোগী হিসেবে আরজুকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দু'জনই আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে।

চক্রের হোতাসহ গ্রেপ্তার ২

বাদশা মিয়া

আরজু বেগম

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আষাঢ়
২৯ জুন ২০২৪

পেকুয়ায় সিএনজি শ্রমিক সংঘর্ষ গুলিবিদ্ধসহ আহত ১১

■ পেকুয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

কক্সবাজারের পেকুয়ায় অটোরিকশা-সিএনজি শ্রমিকের দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় চার জন শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ১১ জন আহত হয়েছে। শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে পেকুয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। গুলিবিদ্ধরা হলেন উপজেলার সদর ইউনিয়নের শেখের কিল্লাঘোনা এলাকার বদিউল আলমের ছেলে আব্দুল কুদ্দুস মনু (৪০), পূর্ব গোঁয়াখালী এলাকার গিয়াস উদ্দিনের ছেলে নয়ন (২৩), আন্নর আলী মাতবরপাড়া এলাকার মৃত সিরাজ মিয়ার ছেলে নেজাম উদ্দিন (৪৫), একই এলাকার শওকত হোসেন (২২)। হামলায় আহতরা হলেন মিয়াপাড়া এলাকার নুরুল হোসেনের ছেলে মোজাম্মেল (৩০) ও পূর্ব গোঁয়াখালী এলাকার আনছার উদ্দিনের ছেলে আতিক আহমদ (২৪)। বারবাকিয়া ইউনিয়নের জালিয়াখালীর মো. মিয়ার ছেলে জিয়াবুল (২০), আবুল বশরের ছেলে মোস্তাফিজ (২৫), সেকান্দরের ছেলে মুক্তার (২৮) মৃত নুরুল আলমের ছেলে আবু হানিফ (৩৫), ফরিদুল আলম (২৫), মৃত নান্না মিয়ার ছেলে মো. হারুন (৩২)। আহতদের পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক সংগঠন নিয়ে পেকুয়ায় দুটি গ্রুপের মধ্যে সম্প্রতি দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। আধিপত্য বিস্তার ও টিকিট কাউন্টার দখল বেদখল নিয়ে মূলত তাদের এ বিরোধ। একটি পক্ষের নেতৃত্বে দিয়ে আসছিল নাছির উদ্দিন ও মো. বারেক। তারা দীর্ঘ এক যুগ ধরে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি মো. রফিক ও রফিকুল ইসলাম সিএনজি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব জানান দেয়। দুই রফিকের নেতৃত্বে শ্রমিকরা গত কিছুদিন আগে উপজেলার ৯টি টিকিট কাউন্টার দখল নেয়। এতে সিএনজি শ্রমিকরা তাদের নেতৃত্বকে স্বাগত জানায়।

এদিকে আধিপত্য ও কাউন্টার দখল বেদখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় হামলা ও ধাওয়া-পালটা ধাওয়া হয়েছে।

সিএনজি সংগঠনের পেকুয়ার সভাপতি মো. রফিক বলেন, শ্রমিক পরিচয় দিয়ে এক যুগ ধরে একটি সিন্ডিকেট চাঁদাবাজিতে মেতে ছিল। তারা শ্রমিকের রক্তচুষে খেয়েছে। কিছুদিন আগে প্রকৃত শ্রমিকরা তাদের বিতাড়িত করে। গতকাল সকালে ১০-১৫ জনের অস্ত্রধারী পেকুয়া বাজারে এসে লাইনম্যানদের মারধর করে তাড়িয়ে দিয়ে দুটি কাউন্টারে টোকেন দেওয়া শুরু করে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
শনিবার ॥ ২৯ জুন ২০২৪

দুই কৃষকের লাশ যমুনায় মিলল দুই দিন পর

গাইবান্ধা প্রতিনিধি

নিখোঁজের দুই দিন পর গতকাল গাইবান্ধার ফুলছড়িতে যমুনা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় ফারুক হোসেন (৫০) ও সোনা মিয়া (৫৫) নামে দুই কৃষকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে যমুনা নদীর গলনারচর ও মাইনকারচরে তাদের লাশ পাওয়া যায়। বুধবার রাতে নিখোঁজ হন তারা। ফারুক হোসেন দক্ষিণ উদাখালীর মৃত নজলার রহমানের ছেলে। সোনা মিয়া কাতলামারির মৃত আবুল কাশেমের ছেলে। ফুলছড়ি থানার ওসি (তদন্ত) সাইদুর রহমান এ তথ্য জানান। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ফারুক হোসেন ও সোনা মিয়া পেশায় কৃষক। দুজনই নিয়মিত জুয়া খেলতেন। বুধবার রাতে উপজেলার কালিরক্যাশ নামক চরে জুয়া খেলতে যান। এর পর থেকে তারা নিখোঁজ ছিলেন। ওসি (তদন্ত) সাইদুর রহমান বলেন, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন এ ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

সমকাল
২৮ জুন ২০২৪।।

রংপুরে কৃষককে কুপিয়ে হত্যা

■ রংপুর অফিস

রংপুর মেট্রোপলিটনের হাজিরহাট এলাকায় সাদ্দাম হোসেন (৩৩) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সেখানকার রণচণ্ডী ধনিরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি এলাকার তহির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, সাদ্দাম পেশায় কৃষক হলেও মাঝেমধ্যে অটোরিকশা ও ট্রাক চালাতেন। গতকাল বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁকে হত্যা করা হতে পারে। হাজিরহাট থানার ওসি রজব আলী বলেন, নিহত ব্যক্তির গলা, পিঠ ও হাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর পরিবার মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কালের কণ্ঠ

শ্রীপুরে কিশোরীকে ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ চিকিৎসক গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ ও গাজীপুর আঞ্চলিক প্রতিনিধি ▷

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় কিশোরী গৃহকর্মীকে ধর্ষণ ও আপত্তিকর ভিডিও ধারণ করে মেসেঞ্জার গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে এক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে অভিযুক্ত ফরহাদ উজ্জামানকে শ্রীপুর মসজিদ রোড এলাকার 'আল আরাফ নিউরো-অর্থোপেডিকস রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি সেন্টার' থেকে আটক করা হয়। রাতে মামলার পর তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

ডা. ফরহাদ উজ্জামান শ্রীপুর সদরের অ্যাডভোকেট আবুল হাসেমের ছেলে। সেন্টারটি ফরহাদের নিজের। এটি তাঁদের চারতলা বাসার নিচতলায়। এ ছাড়া ফরহাদ মাওনা চৌরাস্তায় শামীম চক্ষু হাসপাতালে রোগী দেখেন। ভুক্তভোগী গৃহকর্মীর বাড়ি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার একটি গ্রামে।

পুলিশ জানিয়েছে, ডা. ফরহাদ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ অস্বীকার করলেও যৌন হয়রানির ভিডিও ধারণের পর মেসেঞ্জার গ্রুপে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।

নির্যাতনের শিকার কিশোরী, মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কিশোরীকে তার এক চাচা মাসে ছয় হাজার টাকা মজুরিতে ডা. ফরহাদ উজ্জামানের বাসায় গৃহকর্মীর কাজ নিয়ে দেন। পাঁচ দিন পর থেকেই ফরহাদ প্রায়ই কিশোরীটিকে তাঁর সেন্টার বা চেম্বারে আসার নির্দেশ দিতেন। সে

ঢাকা। রবিবার। ৩০ জুন ২০২৪।

শ্রীপুরে কিশোরীকে ধর্ষণ ও ভিডিও

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

চেম্বারে গেলে ফরহাদ দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাকে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়াসহ কাছে টেনে নিতেন। রাজি না হওয়ায় মারধর করতেন। মাসখানেক পর তাকে চেম্বারে আটকে যৌন হয়রানি করেন। বাধা দিলে তাকে চারতলা থেকে ফেলে হত্যার হুমকি দেন। ঘটনাটি সে ফরহাদের স্ত্রীকে জানালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উল্টো কিশোরীকে চুলের মুঠি ধরে মারধর করেন। গত কোরবানির ঈদের আগে ও পরে বিভিন্ন সময় কিশোরীকে ধর্ষণ করেন ফরহাদ। ঈদের পর বৃহস্পতিবার ফরহাদ কিশোরীটিকে ধর্ষণ করেন এবং তাকে বিবস্ত্র করে নিজের মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ করেন। তাকে ভয় দেখিয়ে বলেন, বেশি বাড়াবাড়ি করলে ভিডিওটি তিনি ফেসবুকে ছেড়ে দেবেন। এর পর থেকে কিশোরীটি শুধু কাঁদত। ফরহাদের স্ত্রী এর কারণ জানতে চাইলে সে ভয়ে কিছু বলেনি। শুধু বলেছিল, মা-বাবার কথা মনে পড়ছে। এর এক দিন পর কিশোরীর বড় বোন ফরহাদের বাসায় এসে তাকে (কিশোরী) বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে ফরহাদ ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে (বোন) মারধর করে বাসা থেকে বের করে দেন। এরপর গত বুধবার কিশোরীর বাবা গিয়ে তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। মানসিক যন্ত্রণায় সে কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়।

যেভাবে ভিডিওর ঘটনা সামনে এলো

নির্যাতনের শিকার কিশোরীর বোনের মোবাইল ফোন নম্বরে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি কল আসে। এতে 'তাকে চাই। কত টাকা লাগবে?' ইত্যাদি বলা হয়। এমন কথার অর্থ তিনি বুঝতে না পেরে এক প্রতিবেশীকে জানান। পরে প্রতিবেশী একটি ফোন কল রিসিভ করে জানতে পারেন ওই ব্যক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কথা বলছেন। তিনি জানান, একটি ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপে তিনি এক কিশোরীর আপত্তিকর ভিডিও দেখেছেন। ভিডিওটির স্ক্রিনে 'কলগার্ল' লেখা ও দুটি মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। সেখান থেকে একটি নম্বর নিয়ে তিনি ফোন করেছেন। প্রতিবেশী ওই গ্রুপ লিংক ঘেঁটে দেখতে পান, ভিডিওটি ওই কিশোরীর এবং ফোন নম্বর দুটি কিশোরীর বোন ও মায়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার ওই কলার ঘটনাটি দেখে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেন। পরে ঘটনাটি এই প্রতিনিধিকে জানান কিশোরীর প্রতিবেশী। এরপর শ্রীপুর থানার একজন উপপরিদর্শককে ঘটনা জানালে তিনি গতকাল ভুক্তভোগী কিশোরীকে ডেকে নিয়ে লিখিত অভিযোগ নেন। পর অভিযুক্ত চিকিৎসককে ধরতে পুলিশ অভিযান চালায়। বিকেলে তিনি নিজ চেম্বারে এলে রোগী সেজে তাঁকে আটক করে পুলিশ।

কিশোরীর মা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মেয়ের এ ধরনের দৃশ্য দেখে বেঁচে থেকেও মরে গেছি। কে যেন আমার ও বড় মেয়ের দুটি মোবাইল নম্বর ফেসবুকে দিয়েছে। অনেকেই ফোন করে আজেবাজে কথা বলে নানা প্রস্তাব দিচ্ছে, যা সহ্য করার মতো না।' তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চান।

আটক হওয়ার পর অভিযুক্ত ফরহাদ উজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, ওই কিশোরী তাঁর বাসায় কাজ করত। তার বাবা ২৬ হাজার টাকা ধার নিয়ে নির্ধারিত সময়ে ফেরত দিতে গড়িমসি করছিলেন। এর মধ্যে মেয়েকে গ্রামের বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ধারণ করা ভিডিও ফেসবুক গ্রুপে ছেড়ে দেন। তবে তিনি ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেননি বলে দাবি করেন।

শ্রীপুর থানার ওসি আকবর আলী খান কালের কণ্ঠকে জানান, নির্যাতনের শিকার কিশোরীর লিখিত অভিযোগ পেয়ে দ্রুত অভিযুক্ত চিকিৎসককে আটক করা হয়। রাতে কিশোরীর মা বাদী হয়ে মামলা করার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আসামি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিশোরীকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ ও তা মেসেঞ্জার গ্রুপে ছেড়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁকে রবিবার (আজ) আদালতে পাঠানো হবে।

THE BUSINESS STANDARD SATURDAY 01.06.2024

Rickshaw workers demand rehabilitation, better living standards

LABOUR RIGHTS - DHAKA

TBS REPORT

The Bangladesh Biplobi Rickshaw Sramik Sanghati submitted nine demands for the rehabilitation and improvement of living standards of floating and part-time rickshaw workers at its second national conference held in front of the National Press Club yesterday.

Their other demands include modernising eco-friendly rickshaws, stopping worker harassment and abuse, providing year-round low-cost rations, ensuring adequate housing, and guaranteeing free education and healthcare for family members up to higher secondary levels.

In addition, the organisation demanded the quota-based appointment of children of workers in government jobs; ensuring disability allowance and death benefits for workers; and bringing rickshaw workers under the umbrella of renewable free licenses.

Biplobi Workers Party General Secretary Saiful Haq, addressing the conference, said that the poor have been the worst affected by the infringement of voting rights.

"Political parties use rickshaw workers in rallies. But they do not work on their rights. They are the most abused. They are subjected to police torture when they go out on the streets with rickshaws. Rickshaw garages are not safe," he said.

He further said that there is rampant corruption in Bangladesh, claiming it impoverishes millions and enriches a select few. He demanded justice for those who abused their power.

The programme was presided over by Biplobi Rickshaw Sramik Sanghati President Jamal Sikder.

Shramjibi Nari Maitri President Bahnisikha Jamali, Biplobi Shramik Sanghati President Mir Moazzam Hossain Mostaq, General Secretary Saiful Islam, Sanghati Sanskriti Sansad General Secretary Apollo Jamali and Biplobi Paduka Shramik Sanghati Vice President Abul Kalam Azad among others spoke at the event.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২ জুন ২০২৪

শ্রমিক নেতা হত্যার বিচার দাবি

নাটোরের লালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মঞ্জুর রহমান মঞ্জু হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানানো হয়েছে। চিনিকলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে গতকাল এ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। বক্তব্য রাখেন সিবিএ সভাপতি আশফাকুজ্জামান উজ্জ্বল, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন পিন্টু, আবদুল মোমিন, মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক প্রমুখ। —নাটোর প্রতিনিধি

প্রথম আলো • শনিবার, ১ জুন ২০২৪,

ঢাকা

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে মানববন্ধন

বেতন ৩০ শতাংশ বাড়ানো ও বৈষম্যহীন নবম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণাসহ ছয় দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তরসহ সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কয়েক শ কর্মচারী অংশ নেন। সমাবেশে বক্তারা বলেন, সর্বশেষ ২০১৫ সালে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল দেওয়া হয়। এরপর বিগত ১০ বছরে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, ওষুধ, চিকিৎসা ব্যয়সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির শতভাগ মূল্যবৃদ্ধিতে সীমিত আয়ের সরকারি কর্মচারীরা অর্থকষ্টে আছেন। এ অবস্থায় সরকারের দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন ৫ শতাংশ বিশেষ সুবিধা ৩০ শতাংশে উন্নীত করা এবং অবিলম্বে নবম জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করতে হবে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৮ জৈ
১ জুন ২০২৪

চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শ্রমিকদের মানববন্ধন

১০ জুনের মধ্যে ঈদের বোনাস দাবি

■ চট্টগ্রাম অফিস

আগামী ১০ জুনের মধ্যে ঈদুল আজহার বোনাস দাবি করেছে চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম। গতকাল শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানান জাহাজভাঙা শ্রমিক ফোরামের নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে ফোরামের আহ্বায়ক শ্রমিকনেতা তপন দত্ত বলেন, শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী জাহাজভাঙা শ্রমিকরা ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব বোনাস, মে মাসের পূর্ণ বেতন এবং জুন মাসের আংশিক বেতন প্রাপ্য। ১০ জুনের মধ্যে শ্রমিকদের প্রাপ্য দেওয়ার জন্য মালিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে বিষয়টি নজরে রাখার অনুরোধ করছি।

তিনি আরো বলেন, জাহাজভাঙা শ্রমিকরা যে মজুরি পায় তা দিয়ে তাদের জীবিকা চলে না। ২০১৮ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরি এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। অবিলম্বে নতুন মজুরি বোর্ড গঠন করে জাহাজভাঙা শ্রমিকদের নিম্নতম মাসিক মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে।

মানববন্ধন থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং সকল শ্রমিকের জন্য ন্যায্যমূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা প্রণয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের দাবি জানানো হয়েছে। ফোরামের সদস্য সচিব ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে যুগ্ম-আহ্বায়ক এ এম নাজিম উদ্দিন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল, শ্রমিক লীগ নেতা মাহাবুবুল আলম, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবসার, জাহাজভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের কোষাধ্যক্ষ রিজওয়ানুর রহমান খান, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল হক শিমুল, বাংলাদেশ মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের যুগ্ম-সম্পাদক মো. আলী, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে এম শহিদুল্লাহ, জাহাজভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আহ্বায়ক মানিক মণ্ডল বক্তব্য রাখেন।

যুগান্তর
রোববার ২ জুন ২০২৪
E-mail: anandona

সরকারি গাড়িচালক সমিতি সাত দফা দাবি আদায় না হলে কর্মবিরতির ঘোষণা

যুগান্তর প্রতিবেদন

সাত দফা দাবি আদায় না হলে কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি গাড়িচালক সমিতির নেতারা। শনিবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার রানা, সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক সুজন, সহ-সভাপতি মো. মাহাবুব আলম চৌধুরী, মো. কবির হোসেন, মো. নুর করিম, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. হুমায়ুন কবির, মো. রানা হাওলাদার, সিনিয়র সহসভাপতি মো. নুরুল ইসলাম নুরু, উপদেষ্টা আবুল কাশেম, আমিনুল ইসলাম, আলাউদ্দিন প্রমুখ। লিখিত বক্তৃতায় আব্দুর রহিম হাওলাদার রানা বলেন, ২০১৫ সালে সরকার বৈষম্য রেখে জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছিল। শুধু কর্মকর্তারা ওই পে-স্কেলের সুবিধাভোগী হয়েছেন। সরকারি গাড়িচালকসহ কোনো কর্মচারী ওই সুবিধা পায়নি।

NEW AGE
SUNDAY, JUNE 2, 2024,

Garments Sramik Odhikar Andolan brings out a procession, demanding workers' wages and festival allowances by June 10, in front of the National Press Club in Dhaka on Saturday. — New Age photo

RMG workers demand wage, festival allowance by June 10

Staff Correspondent

LEADERS of various garment workers' rights bodies held separate rallies in Dhaka on Saturday, calling on the Awami League government and the garment factory owners to ensure that workers received their wages and festival allowances by June 10.

Garments Sramik Odhikar Andolan, a combine of garment workers' rights bodies, organised a rally in front of the National Press Club, chaired by Mahbubur Rahman Ismail.

Garment workers' labour leader Mushrefa Mishu said that the workers, who were low-paid, would not be able to enjoy the Eid festival if they did not receive their wages and festival allowances before Eid-ul-Azha, likely to be celebrated on June 17.

She called on the government and garment factory owners to take steps to pay wage and festival allowance of the workers before June 10 before Eid-ul Azha, one of the biggest religious festivals of the Muslims likely to be celebrated on June 17.

She urged both the government and garment factory owners to take steps to ensure timely payments by June 10.

Other speakers at the rally included garment labour leaders Raju Ahmed, Mahmud Hossain, Babul Hossain, and Fayez Hossain.

Earlier, Garment Sramik Samhati held another rally in front of the National Press Club, chaired by its president Taslima Akhter.

She said that their organisation had been holding a series of rallies and processions in Ashulia and Gazipur, demanding the payment of wages and festival allowances by June 10.

'Our organisation will hold tougher movements if the workers are not paid by the announced date', warned Taslima.

General secretary Babul Hossain, central leader Anjan Das, and others also spoke at the rally.

The rally concluded with a protest procession that paraded up to the Purana Paltan crossing.

Meanwhile, the industrial police convened a meeting with the textile and garment sector leaders, emphasising the importance of ensuring the payment of wages and festival allowances before Eid-ul-Azha to avert potential unrest.

In a statement, the industrial police disclosed list of several factories, where issues concerning wage and festival allowance payments could arise.

They urged the respective trade bodies and factories to explore alternative solutions in case of any delays in wage disbursements.

বণিক বার্তা বুধবার, জুন ১২, ২০২৪

বেতন-বোনাস দাবিতে নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

বেতন ও ঈদ বোনাস দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলার একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল দুপুর সোয়া ১২টা থেকে লাঙ্গলবন্দে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা।

শিল্প পুলিশ-৪ নারায়ণগঞ্জের পরিদর্শক সেলিম বাদশা জানান, টোটাল ফ্যাশন লিমিটেড নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা মে মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। তারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।

কারখানার শ্রমিকরা জানান, মাসের শুরুর দিকে বকেয়া পরিশোধের কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মে মাসের বেতন পাননি তারা। ঈদের আগে বেতন ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে তারা মহাসড়ক অবরোধ করেন।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি রেজাউল হক জানান, অবরোধের কারণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে প্রায় চার কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। বেলা ১টার দিকে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

যুগান্তর
সোমবার ১০ জুন ২০২৪
২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

সংবাদ সম্মেলন

মজুরি বৃদ্ধিসহ বিড়ি শ্রমিকদের চার দাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটকে গণমুখী ও বাস্তবভিত্তিক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন নেতারা। রোববার বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক নেতারা এ মতামত ব্যক্ত করেন। এ সময় তারা বিড়ির অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারসহ চার দফা দাবি তুলে ধরেন।

শ্রমিকদের দাবিগুলো হলো—বিড়ির ওপর বৈষম্যমূলক অগ্রিম ১০ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহার, মজুরি বৃদ্ধি, বিড়ি শিল্পকে কুটির শিল্প ঘোষণা করা এবং বহুজাতিক কোম্পানির নিম্নস্তরের ১০ শলাকার প্রতি প্যাকেট সিগারেটের মূল্য ৪৫ থেকে ৬৫ টাকা বৃদ্ধি করা। বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আমিন উদ্দিন বিএসসির সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হারিক হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশনের সহসভাপতি নাজিম উদ্দিন, লুৎফর রহমান, আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল গফুর, আবুল হাসনাত লাভলু, সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম ইসলাম প্রমুখ।

সময়ের আলো বুধবার। ১২ জুন ২০২৪।

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তি

● সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের বন্দরের একটি কারখানায় শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ এলাকার টোটাল ফ্যাশন লিমিটেড নামের পোশাক কারখানার শ্রমিকরা দুপুর সোয়া ১২টা থেকে সোয়া ১টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এতে সড়কের ঢাকা ও চট্টগ্রামমুখী লেনে প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে বন্দর থানা-পুলিশ ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। এর আগে সোমবার বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে স্থানীয় লারিজ ফ্যাশন নামের গার্মেন্টের শ্রমিকরা। বিকাল ৬টায় মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের মদনপুর এলাকায় লিমিটেডের শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। ৪ ঘণ্টা স্থায়ী এই অবরোধে সড়কটি প্রায় ছয় কিলোমিটার যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি মো. রেজাউল হক।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলেন, আমাদের গত মাসের বেতন ও ঈদের বোনাস এখনও পরিশোধ করা হয়নি। বেতন-বোনাস চাইলে মালিক পক্ষ গড়িমসি করে বারবার। আমরা হিসাব বিভাগে যোগাযোগ করলে তারাও কবে বেতন-বোনাস দেওয়া হবে তা জানাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি।

প্রতিষ্ঠানটির নারী শ্রমিক মাকসুদা জানান, বেতন-বোনাসের বিষয়ে কারখানার কর্মকর্তারা আমাদেরকে কিছুই বলেন না। এর আগেও এ রকম করেছেন তারা। ঈদের আগে বেতন-বোনাস না পেলে আমাদের কষ্টের আর শেষ থাকবে না।

সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় বন্দরের ধামগড় ইউপি চেয়ারম্যান কামাল হোসেন। পরে বন্দর থানা-পুলিশ ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।

ওসি মো. রেজাউল হক বলেন, শ্রমিকরা আমাদের অনুরোধে রাস্তা থেকে সরে গেছেন। মালিক পক্ষও আগামীকালের মধ্যে বেতন-বোনাস পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

সমকাল রোববার। ১৬ জুন ২০২৪

সব কারখানায় বেতন বোনাস পরিশোধ

বিজিএমইএর দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক

সব পোশাক কারখানায় ঈদ বোনাস ও মে মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ। গত বৃহস্পতিবার থেকে গতকাল শনিবার পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ঈদের ছুটি পেয়েছেন শ্রমিকরা। সড়কে চাপ এড়াতে সরকার ও বিজিএমইএর অনুরোধে এভাবে ছুটি কার্যকর করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ।

বিজিএমইএর এক বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল শনিবার বলা হয়, ঈদুল আজহার উৎসব ভাতা (বোনাস) পরিশোধ হয়েছে শতভাগ কারখানায়। গতকাল বেলা ৩টা পর্যন্ত চারটি কারখানায় বোনাস প্রদান প্রক্রিয়াধীন ছিল। অর্থাৎ দিনে শেষে আর কোনো কারখানায় বেতন-বোনাস পরিশোধ বাকি থাকার কোনো তথ্য নেই বিজিএমইএর হাতে। রপ্তানিমুখী পোশাক খাতে বর্তমানে চালু কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ১৬০টি। এর মধ্যে ঢাকায় ১ হাজার ৮৩৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩২৫টি। মে মাসের বেতন এ মাসের প্রথম সপ্তাহেই পরিশোধ করা হয়েছে।

বেতন-বোনাস পরিশোধে সহযোগিতার জন্য বাণিজ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী, নৌ-পরিবহনমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা, শ্রমিক নেতা এবং মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বিজিএমইএ।

ঈদুল আজহার আগে বেতন-ভাতা প্রদানের সুবিধার্থে সরকারি ছুটির দিনে পোশাক শিল্প-সংশ্লিষ্ট এলাকার তপশিলি ব্যাংকের শাখা খোলা রাখায় গভর্নর এবং সংশ্লিষ্ট শিডিউল ব্যাংকগুলোর এমডিদের ধন্যবাদ জানিয়েছে বিজিএমইএ। এ ছাড়া আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমসহ দেশের রপ্তানি বাণিজ্য সচল রাখতে ছুটির দিনে ইপিবি, চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ, আইসিডি কমলাপুর, ঢাকা কাস্টমস, মোংলা কাস্টমস, বেনাপোল কাস্টমস ও পানগাঁও কাস্টম হাউজ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কার্যালয়ের পাশাপাশি এসব কাস্টম হাউজ ও শুল্ক স্টেশন-সংশ্লিষ্ট বন্দর খোলা রাখার জন্য এসব কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

সমকাল শনিবার। ১৫ জুন ২০২৪।

বেতন-বোনাসের দাবিতে চান্দিনায় মহাসড়কে শ্রমিক

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

বেতন-বোনাসের দাবিতে গতকাল শুক্রবার কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এতে আটকা পড়ে কয়েক হাজার যানবাহন। প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও চালকরা।

হাইওয়ে পুলিশ জানায়, বেতন-বোনাসের দাবিতে গতকাল বেলা ১১টার দিকে চান্দিনার বেলাশহর এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে ডেনিম প্রসেসিং প্ল্যান্ট নামের একটি কারখানার শ্রমিকরা। তারা সড়কে বসে গাড়ি আটকে স্লোগান দিতে থাকে। পরে প্রশাসন থেকে তাদের বেতন-বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহাসড়ক থেকে সরে যায় তারা। কিন্তু মাত্র দেড় ঘণ্টায় মহাসড়কে হাজার হাজার যানবাহন আটকা পড়ে। অবরোধের ফলে মহাসড়কের ময়নামতি থেকে দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত যানজট দীর্ঘ হয়।

সরেজমিন দেখা যায়, সড়কের উভয় লেনে হাজার হাজার যানবাহন আটকে থাকায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ঘরমুখো মানুষকে। বেশি বিপাকে পড়েন রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও গরুবাহী ট্রাকের চালকরা। পোশাকশ্রমিক লিপু বলেন, এই গার্মেন্টে সব সময়ই এ মাসের বেতন আটকে রাখা হয়। আর বছরে কয়েকবার তিন-চার মাসের বেতন আটকানো হয়। মাসে ৯০ ঘণ্টা ওভারটাইম করলে ৩০-৩৫ ঘণ্টার বেতন দেয়, বাকিটা কেটে নেয়।

চান্দিনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাবের মো. সোয়াইব জানান, শুক্রবারের মধ্যেই শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস নিশ্চিত করা হবে। তাদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরানো হয়েছে।

শিল্প পুলিশের কুমিল্লার এসপি এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, প্রশাসনের আশ্বাসে মহাসড়ক থেকে সরে গেছে শ্রমিকরা। আমরা দু'পক্ষের সঙ্গেই কথা বলেছি। বিষয়টির সমাধান হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বার, ২ আষাঢ় ১৪
১৬ জুন ২০

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে কারখানার লে-অফ প্রত্যাহার করে কারখানা চালু এবং বকেয়া পরিশোধের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কারখানার শ্রমিকরা। শনিবার সকাল থেকে গাজীপুর মহানগরীর গাছা থানার বড়বাড়ী এলাকায় ন্যাশনাল কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের শ্রমিকরা এ বিক্ষোভে অংশ নেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, গাজীপুর মহানগরের গাছা থানার বড়বাড়ী এলাকায় ন্যাশনাল কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি নামের কারখানাটিতে শ্রমিকদের চলতি বছরের এপ্রিল ও মে মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এছাড়াও গত বছরের বাৎসরিক ছুটির টাকা ও ২ মাস ১৯ দিনের বেতন, ঈদ বোনাস ও লে-অফ প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে অবস্থান নিয়ে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে শ্রমিকরা পুনরায় কারখানার গেটের সামনে অবস্থান নেয়। পরে তারা দুপুরে দেড়টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দিয়ে সরিয়ে দেয়। এতে প্রায় ১৫ মিনিট মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

কারখানার একটি সূত্র জানিয়েছে, আর্থিক সংকট ও বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক অসন্তোষের কারণে গত এপ্রিল মাস থেকে কারখানাটিতে লে-অফ রয়েছে। শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়ে কারখানাটির মালিক এমএনএইচ বুলুকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি ধরেননি।

যুগান্তর বুধবার ১২ জুন ২০২৪
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

বেতন-বোনাস দাবি

বন্দরে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে বেতন-বোনাসের দাবিতে আবারও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন গার্মেন্টের শ্রমিকরা। সোমবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বন্দরের মদনপুর বাসস্ট্যান্ডসংলগ্ন ল্যারিস ফ্যাশন লিমিটেডের কয়েক হাজার শ্রমিক ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন। একই দাবিতে জাঙ্গাল এলাকায় মঙ্গলবারও মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা। এতে মহাসড়কের উভয় পাশে কয়েকশ যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। চরম বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। পুলিশের মধ্যস্থতায় বেতন-বোনাসের আশ্বাস পেয়ে মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা।

বন্দর থানার ওসি গোলাম মোস্তফা জানান, মালিক পক্ষ বেতন-বোনাস পরিশোধের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।

এ ব্যাপারে বিকেএমইএ'র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম জানান, ১৪ জুন পর্যন্ত গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলো খোলা থাকবে। ১৫ জুন থেকে ঈদের ছুটি শুরু হবে। ছুটির আগেই বেতন-বোনাস পরিশোধ করা হবে।

কিন্তু কোথাও কোথাও এ নিয়ে সড়ক অবরোধ করা হচ্ছে, যা দুঃখজনক। কারো ইন্ধনে এমনটি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ১২ জুন ২০২৪

বেতন বোনাস পরিশোধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের ছুটির আগেই শ্রমিকদের চলতি মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধসহ ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করার দাবি জানিয়েছেন রিহ্যাব সহসভাপতি ও ইসলামী গণতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান এম এ আউয়াল। তিনি বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে অর্ধেক বেতন দিয়ে শ্রমিকের ঈদ উদযাপন করা সম্ভব নয়। যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিকের পুরো মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করতে হবে। গতকাল রাজধানীর কলাবাগানে এম এ আউয়ালের নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় এ কথা বলেন সাবেক এ সংসদ সদস্য।

কালের কণ্ঠ
৫ জুন ২০২৪ । ২২
২৭ জিলকদ ১৪৪৫

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতে জড়িত সিন্ডিকেট সদস্যদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ। ছবি : লুৎফর রহমান

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১ আষ
১৫ জুন ২০২৪

চান্দিনা (কুমিল্লা) : বেতন-বোনাসের দাবিতে গতকাল একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করলে মহাসড়কের অন্তত ২০ কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় —ইত্তেফাক

বেতন-বোনাসের দাবি

চান্দিনায় পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

■ চান্দিনা ও বুড়িচং (কুমিল্লা) সংবাদদাতা

বেতন ও বোনাসের দাবিতে কুমিল্লার চান্দিনায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছে 'ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট লি.' নামের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা। এতে মহাসড়কের অন্তত ২০ কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। ঈদ যাত্রায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রী ও চালকরা।

শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধ চলে টানা দেড় ঘণ্টা। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সকল বেতন-বোনাস পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি এবং প্রশাসনের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস নিশ্চিত করার আশ্বাসে দুপুর সাড়ে ১২টায় মহাসড়কে অবরোধ তুলে নেন শ্রমিকরা।

'ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট'-এর একাধিক বিক্ষুব্ধ শ্রমিক জানান, 'আমরা পেটের দায়ে গার্মেন্টসে চাকরি করি। এই গার্মেন্টসে সব সময়ই এক মাসের বেতন আটকে রাখা হয়। আর বছরের কয়েক বার তিন-চার মাসের বেতন আটকে রাখা হয়। মাসে ৯০ ঘণ্টা ওভারটাইম করলেও ৩০-৩৫ ঘণ্টার বেতন দেয়, বাকি ওভারটাইম কেটে নেয় তারা। ঈদের আর মাত্র দুই দিন বাকি, এখনো আমাদের দুই মাসের বেতন বকেয়া, এমনকি বোনাসও দেওয়া হয় নাই। আমরা ঈদ করব কীভাবে?

শ্রমিক মাহাবুব, ফিরোজসহ একাধিক শ্রমিক জানান, 'বেতন না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমরা মহাসড়কে এসেছি। এখানে আসার পর পুলিশের সঙ্গে মালিক পক্ষের গুন্ডা বাহিনীও আমাদের মারধর করেছে। আমাদের এক নারী শ্রমিকসহ তিন জনকে বেধড়ক মারধর করেছে তারা।' নাম প্রকাশ না করা শর্তে একাধিক শ্রমিক জানান, ডেনিম প্রসেসিং প্লান্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ছোট ভাই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আলমগীর হোসেনের নির্দেশেই শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত টাকা ছাড় না পেলে শ্রমিকদের বেতন আটকে রেখে পরিকল্পিতভাবে শ্রমিকদের মহাসড়কে নামিয়ে দেয় গার্মেন্টের মালিক পক্ষ।

এদিকে, দেশের লাইফ লাইন হিসেবে খ্যাত ব্যস্ততম ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক টানা দেড় ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকায় উভয় পাশে অন্তত ২০ কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়েছে। মহাসড়কের বুড়িচং উপজেলার কাবিলা থেকে দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ পর্যন্ত যানজট সৃষ্টি হয়। অবরোধে আটকে থেকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো যাত্রী ও চালক-শ্রমিকদের। খুব বেশি বেকায়দায় পড়েছে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স, বিদেশগামী যাত্রী ও হাটের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া গরুবাহী ট্রাকচালকরা।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চান্দিনায় পোশাক

ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার বিদেশগামী যাত্রী বিল্লাল হোসেন জানান, দুপুর ২টার মধ্যে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে হবে। দ্রুত পৌঁছার জন্য প্রাইভেটকার ভাড়া নিয়ে এসেছি। কিন্তু যানজটে আটকে পড়ে চান্দিনাতেই দেড়টা বেজেছে। কখন পৌঁছতে পারব কিছুই বুঝতেছি না।

সিরাজগঞ্জ থেকে আসা গরুবাহী ট্রাকচালক আনোয়ার হোসেন জানান, গরু নিয়ে চট্টগ্রাম যাব। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে যানজটে আটকে আছি। এমন রোদে গরুগুলোও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রামগামী শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী শাহানা পারভীন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, শ্রমিকরা চাকরি করেন গার্মেন্টেসে, যদি তাদের বেতন বোনাস না দেওয়া হয় তাহলে তারা গার্মেন্টসে বিক্ষোভ করবে। কিন্তু তারা মহাসড়কে উঠে হাজারও মানুষকে কেন দুর্ভোগে ফেলবে? মহাসড়কে চলাচলরত গাড়ি চালকরা কি তাদের বেতন দিবে? এসব ঘটনায় প্রশাসন আরো কঠোর হওয়া প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে ডেনিম প্রসেসিং প্লান্ট লি.-এর পরিচালক মো. আলমগীর হোসেনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

চান্দিনা-দাউদকান্দি সার্কেল এর অতিরিক্ত সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) এনায়েত কবির সোয়েব জানান, অনেক চেষ্টার পর শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে যান চলাচল শুরু করেছি। কিন্তু দেড় ঘণ্টায় তীব্র যানজট হওয়ায় যান চলাচল স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগবে। আমাদের পুলিশ কাজ করছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার, ২৬ জৈ
৯ জুন ২০২৪

বকেয়া বেতন ও চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে সাভারে বিক্ষোভ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে একটি পোশাক কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিকেরা। গতকাল শনিবার সকালে সাভারের উলাইলের আনলিমা টেক্সটাইল কারখানার সামনে শ্রমিকেরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

শ্রমিকেরা জানান, বেশ কয়েক দিন ধরে আনলিমা টেক্সটাইল কর্তৃপক্ষ কিছু শ্রমিককে বেতন-বোনাস না দিয়ে অবৈধভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করেছে। ঈদের আগে এমন অমানবিক কর্মকাণ্ডে শ্রমিকেরা চরম বিপাকে পড়েছেন। এ ঘটনায় বেতন-বোনাসসহ ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে কারখানার সামনে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা। বেতন-বোনাস না পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকেরা তাদের কর্মসূচি পালন করে যাবেন বলে জানান।

বণিক বার্তা শুক্রবার, জুন ৭, ২০২৪

শ্রমিক বিক্ষোভ

ফরিদপুর মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ত্রিবার্ষিক নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন শ্রমিকরা। গতকাল বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ফরিদপুর নতুন বাসস্ট্যান্ডে টায়ার জ্বালিয়ে এবং সড়ক আটকে দিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে পরিবহন চলাচল বন্ধ ছিল। এতে মহাসড়কেও কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়।

বণিক বার্তা প্রতিনিধি, ফরিদপুর

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 24.06.2024

Workers in peril as Ashulia sweater factory shuts citing 'declining orders'

RMG - BANGLADESH

MD BELAL HOSSEN

Babul Mia, a worker of Anzir Apparels Ltd in Savar's Ashulia, went to his hometown Mymensingh to celebrate Eid-ul-Adha. When he came back after the holidays, he was taken aback to learn that the factory had been closed for an indefinite period.

"Upon my return after the Eid holidays, I saw that the factory had been closed indefinitely for lack of work orders from buyers," Babul told The Business Standard.

However, the factory owners' explanation for the shutdown failed to convince Babul.

"There was no shortage of work in the factory in the last two years," he said.

Like Babul, as many as 500 workers of two units of Anzir Apparels factory, located on Idris Road and in the Zirabo area of Ashulia, are now in great distress, losing their jobs, and over their due arrears.

However, the authorities of Anzir Apparels said they were compelled to shut the factory in the face of persistent losses caused by dwindling work orders from foreign buyers.

Sources said on the occasion of Eid-ul-Adha, workers of Unit-2 and 3 of Anzir Apparels were given only bonuses. However, the arrears of the previous three months [April, May, June] are still unpaid.

Several workers of Anzir Apparels said many of their colleagues were unable to visit their village homes to celebrate Eid due to non-payment of salaries, while some others managed to make the trip by borrowing money independently.

Faridul Islam, general secretary of Jatiya Sramik Federation, told TBS that they have already submitted a memorandum to the secretary of the Ministry of Labour and Employment, and the Department of Inspection for Factories and Establishments over the matter.

In the memorandum, the federation also requested the government to pay close attention to the matter, citing the possibility of the factory owner fleeing abroad.

Assistant General Manager of Anzir Apparels, Mehedi Hasan told TBS that they have around 800 workers in two factories in Zirabo and Ashulia.

"The factory was incurring losses to the tune of Tk1-1.5 crore every month due to dwindling foreign work orders."

He further said the factory has been closed for the time being, but could not ascertain when it will be opened.

However, Managing Director Md Shahidullah denied that three months' salaries of the workers are unpaid.

He told TBS that maybe some workers are still owed half of their June salaries. However, a few months' salaries of some officials have yet to be paid.

He said he has closed the factory temporarily to avoid losses as the production was reduced because of load-shedding, leading to losing work orders from foreign buyers.

Meanwhile, terming the abrupt shutdown of Anzir Apparels factory illegal, RMG workers held an agitation programme on the Jatiya Press Club premises yesterday.

সমকের আলো মঙ্গলবার। ১১ জুন ২০২৪।

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

প্রায় ৬ কিলোমিটার সড়কে যানজট

● সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের মদনপুর এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেন বন্ধ করে লারিজ ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে সরে যাননি। অবরোধে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মৌচাক থেকে মদনপুর পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন এই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যাত্রীরা। আন্দোলনরত শ্রমিকরা বলেন, গত ৬ মাস ধরে বেতন আটকে আছে। বারবার বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে এখনও তা দেওয়া হয়নি। ফলে আমরা বাড়ি ভাড়া দিতে পারছি না, পরিবার নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। আসন্ন ঈদের আগেই যেন আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়। না হলে আমাদের পথে বসতে হবে। সরেজমিন জানা যায়, মহাসড়কের চট্টগ্রামমুখী লেনের মদনপুর থেকে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক অংশ পর্যন্ত যানবাহনগুলো স্থবির হয়ে আছে। এতে যাত্রী ও গাড়ি চালকদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। এদিকে হাইওয়ে পুলিশ বলছে, মদনপুর এলাকায় গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ চলছে। ফলে এই যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৯ আষাঢ় ১৪৩১
Dhaka : Sunday 23 June 2024

শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবি টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

ঘোষিত জাতীয় বাজেটে ৬ কোটি শ্রমিকের জন্য আলাদাভাবে কোনো খাত বরাদ্দ দেয়া হয়নি। ফলে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন। গতকাল প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এ দাবি জানান।

বক্তব্যে বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল বলেন, 'গত ৫৩ বছরে জাতীয় বাজেটের আর্থিক আকার বর্তমানে ১ হাজার ১৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জিডিপিতে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ৩ লাখ ৬ হাজার ১৪৪ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই হিসেবে মাসিক মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ২৫ হাজার ৫১২ টাকা। কিন্তু এই বাজেট শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন বা অগ্রগতি ঘটেনি। ৫৩ বছরের তুলনায় বর্তমানে ব্যাপকভাবে বেড়েছে আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ ও খাদ্য বৈষম্য। শ্রমিক পরিবার জেলখানার কয়েদির চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে।'

তিনি বলেন, '১৯৭২ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন, ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত জনে। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা শ্রমিকদের পকেট থেকে লুটে নিচ্ছে। এদের স্বার্থেই সরকার কালো টাকা (অপ্রদর্শিত আয়) ১৫ শতাংশ কর দিলেই বৈধ বা সাদা টাকা হয়ে যাওয়ার নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এর ফলে পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর এর মতো দুর্নীতিবাজদের মতো আরও কয়েক হাজার দুর্নীতিবাজ দুর্নীতি করতে আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠবে।'

তিনি আরও বলেন, 'বাজেটে শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট থাকলেও আলাদাভাবে শ্রমিকদের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দের খাত নেই। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানে ১৪ লক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের জন্য সুযোগ সুবিধা বাদে শুধু বেতন-ভাতার ব্যয় বরাদ্দ ৮১ হাজার ৫ শত ৮০ কোটি টাকা। কিন্তু বাজেটের এই টাকার অংক অথবা ১০ শতাংশ বরাদ্দ দিলে বাংলাদেশের গার্মেন্টসসহ ৬ কোটি শ্রমিকের স্বল্প মূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে শ্রমজীবী মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তার সুরক্ষা দেয়া সম্ভব।'

তিনি বলেন, '৫৩ বছরের তুলনায় বর্তমানে ব্যাপকভাবে বেড়েছে আয়,স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ ও খাদ্য বৈষম্য। শ্রমিক পরিবার জেলখানার কয়েদির চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। ১৯৭২ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ জন, ২০২৩ সালে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৯ শত জন। সিন্ডিকেট ব্যবসায়িরা খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা শ্রমিকদের পকেট থেকে লুটে নিচ্ছে। এদের স্বার্থেই সরকার কালো টাকা (অপ্রর্দশিত আয়) ১৫ শতাংশ কর দিলেই বৈধ বা সাদা টাকা হয়ে যাওয়ার নীতিমালা গ্রহন করেছে। এর ফলে পুলিশের সাবেক আই.জি বেনজির এর মতো দূর্নীতিবাজদের মতো আরও কয়েক হাজার দূর্নীতিবাজ দূর্নীতি করতে আরও বেশী উৎসাহিত হয়ে উঠবে।'

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের সভাপতি শবনম হাফিজ, গ্রীণ বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি সুলতানা আক্তার প্রমুখ।

সংবাদ
কা : রোববার ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
haka : Sunday 9 June 2024

বাজেটে শ্রমজীবী মানুষের জন্য রেশন সুবিধার দাবি টিইউসি'র

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পুনর্বিবেচনা করে নিম্নআয়ের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য রেশনিং ব্যাবস্থা চালুসহ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি)। সংগঠনটির সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এক বিবৃতিতে এই দাবি জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই বাজেট সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের চলমান কষ্ট ও ভোগান্তি আরো বাড়াবে। তাদের জীবনকে আরও অস্বস্তি ও বিপর্যস্ত করে তুলবে। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে ৭ কোটির অধিক শ্রমিক কর্মচারী যারা দেশের উৎপাদন ও অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাদের খাদ্য, আবাসন ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধগতির ফলে সীমিত আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ চরম সংকটাপন্ন। কিন্তু তাদের অবস্থার উন্নয়ন বিশেষ করে রেশনিং, কর্মসংস্থান এবং মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সংকট থেকে উত্তরণে বাজেটে কোনো বরাদ্ধ ও দিকনির্দেশনা নেই। অন্যদিকে জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও পানির দাম দফায় দফায় বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম আরও বৃদ্ধি পেয়ে নিম্নআয়ের মানুষের দুর্দশা ও দুর্ভোগ বাড়াবে। বাজেটে দুর্নীতি ও বৈষম্য নিরসনের কোনো নির্দেশনা নেই। উৎপাদনশীল খাতে সাধারণ শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমছে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'দেশের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে এ বাজেট সাধারণ জনগণের উপর মরার উপর খরার ঘা হিসেবে আর্থিক চাপ বাড়াবে। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে এই বাজেট ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। তাই কোনোভাবেই এটা জনকল্যাণমূলক বাজেট নয়।'

নেতারা রেশন ও ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্তভাবে সরাসরি নিম্নআয়ের মানুষদের কাছে চাল, ডাল, তেল, আটা, চিনি ও শিশু খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর আহ্বান জানান।

যুগান্তর | শনিবার ৮ জুন ২০২৪
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার শান্তি নিকেতনে শুক্রবার পোশাক কারখানায় হামলার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ যুগান্তর

প্রথম আলো • শনিবার, ২৯ জুন ২০২৪

তৈরি পোশাকশিল্প

শ্রমিকদের জন্য রেশন দাবি তিন সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের জন্য রেশন-সুবিধা চালু করতে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দের দাবি জানিয়েছেন তিনটি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। তাঁরা বলছেন, প্রস্তাবিত বাজেট পোশাকশ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে পারেনি। উল্টো আছে দুর্ভোগ আর অনিশ্চয়তার শঙ্কা। কারণ, মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেই বাজেটে। ফলে পোশাকশ্রমিকদের কম মূল্যে নিত্যপণ্য দিতে রেশন-সুবিধা চালু করা দরকার।

রেশনের জন্য বাজেটে বরাদ্দের দাবি আদায়ে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল শুক্রবার সকালে অনশন কর্মসূচিও পালন করে। এতে নারী পোশাকশ্রমিকেরা অংশ নেন। একই জায়গায় বেলা সাড়ে ১১টায় মিছিল ও সমাবেশ করেছে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির নেতা-কর্মীরা। আর আশুলিয়ায় প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন।

জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের অনশন কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি আমিরুল হক, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, নারী কমিটির সভাপতি জেসমিন আক্তার প্রমুখ। তাঁরা বলেন, পাঁচ বছর ধরে শ্রমিকদের রেশন দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চললেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন নেই। অথচ নিত্যপণ্যের পাশাপাশি গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল, বাড়িভাড়া, যাতায়াত ও চিকিৎসা খরচ বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকেরা দিশাহারা অবস্থায় আছেন। ৪২ লাখ পোশাকশ্রমিকের রেশন-সুবিধা দিতে প্রায় আট লাখ কোটি টাকার বাজেটে মাত্র ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেই হবে বলে জানান তাঁরা।

এদিকে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, সাধারণ সম্পাদক বাবুল হোসেন, সহসাধারণ সম্পাদক এফ এম নুরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর সাহা প্রমুখ।

শ্রমিকনেতারা বলেন, সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানারও কোনো উদ্যোগ নেই বাজেটে। উল্টো অপ্রদর্শিত আয় ও সম্পদের মালিক এবং অর্থ পাচারকারীদের জন্য আছে প্রশ্নাতীত করছাড়। পোশাকশ্রমিকসহ নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নির্দিষ্ট বরাদ্দের দাবি জানান শ্রমিকনেতারা।

তাঁরা বলেন, দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেছে। পোশাকশ্রমিকেরা যে মজুরি পান, তা দিয়ে তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

অন্যদিকে আশুলিয়ায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, শ্রমিকনেত্রী শবনম হাফিজ, শ্রমিক নেতা হারুন সরকার প্রমুখ।

দেশ রূপান্তর
বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন ২০২৪

বকেয়া না দিয়ে কারখানা লে-অফ শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

ঈদ বোনাস ও বকেয়া বেতন পরিশোধ না করেই কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে গাজীপুরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকালে গাজীপুর মহানগরীর ছয়দানা এলাকায় টিআরজেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা এ বিক্ষোভ করেন। এতে ওই মহাসড়কটিতে আধঘণ্টা সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে কয়েক কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। গাজীপুর শিল্প পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান আহমেদ বলেন, গতকাল কারখানা কর্তৃপক্ষ মে ও জুন মাসের বেতন ও বকেয়া ঈদ বোনাস পরিশোধ না করে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত কারখানা বন্ধ (লে-অফ) ঘোষণা করে। নিয়ম অনুযায়ী লে-অফ করতে হলে বকেয়া পরিশোধ করতে হয়।

রাঙ্গুনিয়ায় পোশাক কারখানায় হামলায় আহত তিন

শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার একমাত্র পোশাক কারখানা দাশ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'-এ হামলার অভিযোগে সড়ক অবরোধ করেছে পোশাক শ্রমিকরা। দুই ঘণ্টা সড়ক অবরোধের কারণে দুই পাশে যানজট লেগে যায়। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। হামলার ঘটনায় পোশাক কারখানার পরিচালক অন্তর চন্দ্র বৈদ্য, কোয়ালিটি ম্যানেজার রাসেল দাশ ও এক নারী শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। উপজেলার শান্তি নিকেতন এলাকায় শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন পোশাক কারখানার পরিচালক অন্তর চন্দ্র বৈদ্য।

লিখিত অভিযোগে জানা যায়, পোশাক কারখানার পাশে স্থানীয় এক ব্যক্তি স্থাপনা নির্মাণ করলে তাদের বাধা দেয়া হয়। এর জের ধরে শুক্রবার সকালে তারা দলবল নিয়ে কারখানার সীমানা প্রাচীরের ওপরে টিন দিয়ে দেয়। এই সময় বাধা দেওয়া হলে তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে অন্তর চন্দ্র বৈদ্য ও রাসেল দাশকে মারধর করা হয়। আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তারা কোম্পানির মেইন গেটের ভেতরে প্রবেশ করে গেট লাগিয়ে দিলে হামলাকারীরা গেট ভাঙচুরের চেষ্টা চালায়। প্রতিবাদে কয়েকজন শ্রমিক এগিয়ে গেলে এক নারী শ্রমিককে মারধর করা হয়।

পোশাক কারখানার মালিক কামনাশীষ দাশ বলেন, এক বছরে আমার পোশাক কারখানায় তিনবার হামলা হয়েছে। মূলত চাঁদার দাবিতে এসব করছে তারা।

রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) চন্দন কুমার চক্রবর্তী বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার, ১৫ আষ
২৯ জুন ২০২৪

নারায়ণগঞ্জ : জাতীয় বাজেটে শ্রমিকদের জন্য রেশনিংয়ের জন্য বরাদ্দ না থাকায় গতকাল প্রেস ক্লাবের সামনে টেক্সটাইল-গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের বিক্ষোভ —তাপস সাহা

শ্রীপুরে বিএনপির চার নেতা আটক

■ শ্রীপুর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

শুক্রবার বেলা ১১টায় সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ড. রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর নেতৃত্বে উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে উপজেলার মাওনায় খোলা মাঠে ঘরোয়া আলোচনার আয়োজন করা হয়। এতে বাধ সাদে স্থানীয় পুলিশ। তাদের অভিযোগ অনুমতি ব্যতীত সভা করায় শ্রীপুর থানাপুলিশের একটি দল ঐ আলোচনার বৈঠক থেকে ৪ জনকে আটক করে। সভা করার অনুমতি না থাকায় শ্রীপুর থানাপুলিশ সভাস্থল থেকে শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান টিটু, শ্রীপুর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট রাজিবুল ব্যাপারী, পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতি আরিফুল ও বিএনপি নেতা আবুবকর সিদ্দিককে আটক করে।

NEW AGE
SATURDAY, JUNE 29, 2024

Garment Sramik Samhati demands budget allocation for RMG workers

Staff Correspondent

Leaders of Bangladesh Garment Sramik Samhati on Friday at a protest rally in Dhaka called on the government to keep an allocation in the proposed budget for financial year 2024-25 for introduction of a rationing system for garment workers.

The Samhati organised the rally in front of the National Press Club where its president Taslima Akhter chaired.

Taslima Akhter demanded keeping a special allocation in the proposed budget for introduction of the rationing system for garment workers so that they could buy essential commodities at cheaper prices.

'More than 45 lakh garment workers of the country are low-paid and they could not run their families by wages they get. So introduction of a rationing system for them is essential,' Taslima said.

She said that the proposed upcoming budget would be passed in Jatiya Sangsad on Sunday where the allocation should be included.

She also demanded cancellation of provision of legalising undisclosed money of the looters in the budget.

General secretary of the organisation Babul Hossain,

সংবাদপত্রে বিল্‌স

The New Nation
Dhaka, Saturday, June 1, 2024

Ensuring fair wages to workers

Z A M Khairuzzaman

This year, Bangladesh has been part of the world's observance of the International Workers' Day with all its connotations. On the day, most of the national and regional newspapers carried a close-up shot of hardworking workers breaking bricks, carrying loads, or manning the machine. Political parties, especially the left-leaning parties, brandished their hammers and scythes to bring out a routine rally here and there, chanting slogans about breaking the chains of oppression to unite the local labourers with their comrades all around. Newspaper editorials in their sophisticated articulation reminded the readers of the place where it all began: the Haymarket Affair of 1886 in which workers in Chicago demanded for an eight-hour workday and how their peaceful rally turned into a riot killing scores of workers and police officials, and how their sacrifice paved the way for some labour rights that did not exist before. Readers were told how three years later, in 1889, the socialists and the communists of the Second International decided to commemorate the day as the International Workers' Day, and how many countries around the world decided to observe it as a public holiday. The International Workers' Day, widely known as May Day, was observed across Bangladesh, as elsewhere in the world, in a befitting manner. However, there are certain dimensions that need to be addressed sooner for the betterment of the country.

Prominent economist Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmed, also the newly elected President of Bangladesh Economic Association (BEA), has lamented saying that the stark reality is that the fate of hundreds of thousands of working people of the country changed little after 138 years of the Haymarket tragedy in the US in 1886.

He lamented while delivering the Great May Day Memorial Lecture organised recently by the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) in the capital's CIRDAP Auditorium.

Bangladesh attained an unprecedented socio-economic advancement during the past era. Despite this achievement, the country's large numbers of workers are yet to reap its benefits. Increase in their sharp discrimination speaks for the same. Because of high inflation rate, pressure on low income people has increased manifold. In such a situation, it is imperative on the part of the government to implement its announced policy.

The May Day Memorial Lecture exposed the exploitations of workers by the owners of mills and factories. Scores of the country's workers experience high rates of wage non-payment and exposure to hazardous working conditions with no coverage for on-the-job injuries. It is especially the informal workers who are forced to accept whatever jobs are available and to agree to work on employers' terms.

The speaker of the memorial lecture has underscored the need for ensuring fair wages and all other rights of hapless workers aiming to reduce the discriminations through realisation of the spirit of Liberation War.

RMG is the major export-earning sector in Bangladesh where the minimum wages of garment workers increased from Tk 8,000 to Tk 12,500. But the amount is still too meagre to cope with non-stop skyrocketing of essential commodities as well as high standard of living. In our tea sector, a dismal situation prevails. They have to struggle to meet their daily necessities. The wages of Indian tea workers are higher enough than that of Bangladeshi tea workers' which is unfortunate indeed!

In our country, 85% of workers are employed in the informal sector. Although a large number of workers are employed in this sector, yet these workers remain deprived of the rights and facilities that the workers of the formal sector enjoy. According to the Bangladesh Bureau of Statistics, one third of the country's total workers are agricultural workers. But, regrettably, their numbers are reportedly decreasing gradually. Time has come to forcefully raise the demands of agricultural workers. The government should ensure their logical rights as per the country's Constitution and rule of law.

The vulnerability of domestic workers is rooted in the nature of their work-typically undertaken behind closed doors in private homes far from their own communities-and the lack of legal protection they receive. It is high time on the part of the government to make effective the official monitoring cell through regular inspection activities.

Presently, the issue of workers' rights is a top priority. Especially, the sufferings of informal sector workers know no bound. They are deprived of all facilities. What is alarming is that in name of essential service, the government is moving to put these workers in jeopardy. In this situation, there is no alternative to united trade union movement.

Greetings to BILS for regularly organising the great May Day Memorial Lecture! It helps keep aloft the national trade union movement for the welfare of the country's countless working people and realise the spirit of May Day. This year's theme is "Build Bangladesh Free from Discrimination, Ensure Workers' Rights."

The writer is the senior vice-president of Bangladesh Labour Rights Journalist Forum. E-mail: zamkhairz@gmail.com